বলে কি? আমি কি বাজারে গিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলুম? রাস্তা কেমন পিছিল হয়েছে—চলা যায় না। একবার পা ফসকে পড়ে গিয়ে ভাকে আমার কি দশা হয়েছে।" এই বলিয়া ঝি বামুনঠাকুরের কারুণ্যলাভের প্রত্যাশায় তাহার কাদামাখা কাপড় দেখাইল। বামুনঠাকুর কিন্তু কিছু মাত্র সমবেদনা প্রকাশ না করিয়া একটু হাসিল। কারণ ঝিটি স্থূলাঙ্গী বলিয়া ঠাকুর তাহাকে অনেক সময়ে উপহাস করিয়া থাকে। অমনি কড়াতে তেলের ছিটা পড়ার ন্যায় ঝি অমনি রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"ড্যাকরা—অলপ্পেয়ে—আবার দাঁত বের কোরে হাঁসে!" এই বলিয়া তাহাকে অধঃপাতে পাঠাইল।

এই সময়ে বীরেন্দ্রনামক মস্তকের বামপার্শ্বে টেড়িকাটা, সার্টপরা, চস্‌মাধারী একটি ছেলে বামহস্তে হ্যাম্‌লেট্‌ খুলিয়া পড়িতে পড়িতে নীচে নামিয়া আসিল এবং "আমার ল-ক্লাসের বেলা হোলো—বামুনঠাকুর, ভাত বাড়ো—ঝি, জায়গা কর" বলিয়া আদেশ-প্রচার করিল। সেই বৃদ্ধা ঝি বলিল, "বাবা, একটু দেরি কর। ঠাকুর, বীরেনবাবুর মাছখানা চট্ কোরে ভেজে দাও। উনি শুধু ডালভাত খেয়ে কি কোরে কালেজে যাবেন।" এই বলিয়া ঝি তাড়াতাড়ি মাছ কুটিয়া দিল এবং ঠাকুর উনুনে কড়া চড়াইল।

ঠিক এই সময়ে ডাকপিয়নমহাশয় "বাবু, চিঠ্‌ঠি" বলিয়া সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি ছেলের দলে এক মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তাহারা যে যেখানে ছিল, সকলে আসিয়া পিয়নকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে মেসে পিয়নের আগমন একটি বিশেষ উত্তেজনাজনক ঘটনা ছিল। এখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চিঠি বিলি করার নিয়ম হওয়ায় ডাকওয়ালা কখন্ চোরের মত আসিয়া এক আধখানা চিঠি জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যায়, তাহার কেহ খোঁজও রাখে না। কিন্তু পূর্ব্বে প্রাতঃকালে যখন একবারমাত্র চিঠিবিলির ব্যবস্থা ছিল, তখন পিয়নমহাশয়ের আবির্ভাব

Review of Reviews পত্রিকার দৈনিক ঘটনালিপিতে উল্লিখিত ঘটনাবলীর ন্যায় একটি গুরুতর ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইত।

বীরেন সর্ব্বাগ্রে আসিয়া চিঠিগুলি হস্তগত করিয়াছিল। সে এক এক জনের নাম পড়িয়া তাহা বিলি করিতে লাগিল। একখানা চিঠির খামের উপর "শ্রীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সমীপেষু" এইরূপ [illegible] লেখা ছিল। বীরেন সে চিঠিখানি অমনি পকেটে পূরিল। তাহার সহপাঠী রাখাল বলিল—"কি হে বীরেন, তোমার 'সমীপেষু' চিঠি বুঝি?" সে ইহা বলিতে বলিতে বীরেন অবশিষ্ট চিঠিগুলি অন্যের হাতে দিয়া এক-লম্ফে উপরে উঠিয়া গেল। রাখাল সেই চিঠি কাড়িয়া লইবার জন্য তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বলা বাহুল্য, এ চিঠিখানি বীরেনের প্রণয়িনীর করকমলাঙ্কিত।

শরৎ একখানা পোষ্টকার্ড পড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"উপেনের বিয়ে রে!—উপেনের বিয়ে! এই ২৫শে শ্রাবণ।"

এই কথা শুনিয়া দুইতিনজনে তাহার হাত হইতে চিঠিখানি কাড়িয়া লইবার জন্য হাতাহাতি আরম্ভ করিল ও একজন তাহা কাড়িয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। চিঠিপড়া শেষ হইলে সকলের মধ্যে এক তুমুল আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। "উপেনের বিয়ে—উপেনের বিয়ে" এই চীৎকার-ধ্বনিতে সং. . বাড়ীটি প্রতিধ্বনিত হইল। উপেন সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া তেল মাখিতেছিল। ছাত্রগণ যে যেখানে ছিল, সকলে আসিয়া উপেনকে সপ্তরথীর ন্যায় বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং উচ্চহাসি, উলুধ্বনি, সস্নেহ চপেটাঘাত প্রভৃতি প্রথমযৌবনসুলভ স্ফূর্ত্তি-যুক্ত আনন্দব্যঞ্জক ব্যাপারদ্বারা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। একটি ছেলে রন্ধনশালা হইতে কিঞ্চিৎ বাটাহলুদ আনিয়া তাহা একটা মগের মধ্যে গুলিয়া উপেনের গায়ে ঢালিয়া দিল। বীরেনবাবু এতক্ষণ দরজা বন্ধ করিয়া সেই "সমীপেষু" চিঠি পাঠ করিতেছিলেন, তিনিও স্থির থাকিতে না পারিয়া একদোয়াত লাল

কালী হাতে করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন এবং উপেনের গায় তাহা ঢালিয়া দিলেন। উপেন হাসিয়া বলিল—"এ বুঝি তোমার 'সমীপের' চিঠিপড়ার ফল?" ইহা শুনিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। এইরূপে মেসের সব ছেলে মিলিয়া উপেনের "গায়ে হলুদে"র কাজ তৎক্ষণাৎ শেষ করিয়া ফেলিল।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### পরিচয়।

ক্ষুদ্র ফরিদপুরসহরটিকে একটি বৃহৎ পল্লী বলিলেই ঠিক হয়। তাহার অবিরলসন্নিবিষ্ট স্নিগ্ধচ্ছায়াবহুল বটবৃক্ষশ্রেণী এবং শ্যামলশস্যমণ্ডিত প্রান্তরের শোভা অতুলনীয়। ফরিদপুরের ঠিক দক্ষিণে "ঢোলসমুদ্র" নামক একটি প্রকাণ্ড বিল ছিল। এই দশপনর বৎসরের মধ্যে পদ্মার বালী পড়িয়া তাহা ভরিয়া গিয়াছে। এক সময়ে যে তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল হ্রদ পাড়ি দিতে মাঝিগণ নৌকার "আগা গলুই"তে "দুধপানি" দিয়া পীরের নামে আধ পয়সার সিন্নী মানৎ করিত, আজ সেখানে গ্রাম বসিয়াছে। ইহা বিচিত্রলীলাময়ী পদ্মার একটি অদ্ভুত লীলা।

এই ঢোলসমুদ্রের দক্ষিণ পাড়ে ফরিদপুর হইতে প্রায় তিনমাইল দূরে কাজলপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি খুব প্রাচীন। প্রাচীন বলিয়া আম-বাঁশ-তাল-তেঁতুল-বট-প্রভৃতি-তরুময় নিবিড়বনসমাকীর্ণ। এ গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নিতান্ত অল্প। কেবল কাজলপুর বলিয়া নয়, বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই এই একই দশা। অনেক পুরাতন গ্রামে বনজঙ্গলের যে পরিমাণে বৃদ্ধি, প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশসকলের সেই অনুপাতে ক্ষয়। এ গ্রামের অধিকাংশ লোকই মুসলমান ও নমঃশূদ্র কৃষিজীবী। কায়স্থবংশসম্ভূত

রমানাথ দত্তই একমাত্র সম্পন্ন গৃহস্থ। তিনি এ গ্রামের তালু
তাঁহারা চারি সহোদর ছিলেন—দ্বারকানাথ, রমানাথ, হরিন
যদুনাথ। ইঁহাদের মধ্যে কেবল রমানাথই জীবিত আছেন, আর
ভাই অকালে মরিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ দ্বারকানাথ ফরিদপুরে মো
করিতেন, এখন তাঁহার বিধবা স্ত্রী জয়দুর্গা ও তিনটি কন্যা বর্তম
হরিনাথ ফরিদপুরে কালেক্টরির পেস্কার ছিলেন, তাঁহার বিধবা
তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জীবিত। যদুনাথ অল্পবয়সে কালগ্রাসে পা[illegible]
হন; তাঁহার বিধবা স্ত্রীও একটি সন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছেন। রমানাথই
এখন সংসারের কর্ত্তা। তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইবে। তাঁহার দুইটি
পুত্র—মহেন্দ্র ও উপেন্দ্র। মহেন্দ্র ফরিদপুর জজকোর্টে ৫০৲ টাকা
মাহিয়ানায় কেরাণীগিরি করেন। উপেন্দ্র এবার ফরিদপুর জেলাস্কুল
হইতে এন্‌ট্রান্স্‌পরীক্ষায় ২০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি
কলেজে পড়িতেছে। হরিনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্র উপেন্দ্রের বড় ছিল;
—একটি শিশুসন্তান ও বিধবা স্ত্রী শরৎশশীকে রাখিয়া তিনবৎসর হইল
কলিকাতায় কলেরারোগে মারা গিয়াছে। তাহার ছোটটি জ্ঞানেন্দ্র
এবার ফরিদপুরস্কুলে দ্বিতীয়শ্রেণীতে পড়িতেছে।

দুইটি কারণে এই দত্তপরিবার এতদ্দেশে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি
লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের অতিথিসৎকারবিষয়ে উদা[illegible]তা দেশপ্রসিদ্ধ।
রমানাথের পিতা ৺ রাধামাধব দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুকালে পুত্রগণের প্রতি
আদেশ ছিল—"বাবারা, দেখিও যেন অতিথি কখন আমার বাড়ী হইতে
ফিরিয়া না যায়!" তাঁহার এই আদেশ পুত্রগণ এযাবৎ কা[illegible]মনো-
বাক্যে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। জ্যেষ্ঠ দ্বারকানাথ ফরিদপুরে
মোক্তারি করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। তাহার সমস্তা
তিনি নানাপ্রকার পুণ্যকার্য্যে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর প
হইতে সংসারে অনাটন আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের ভূসম্পত্তিতে বার্ষি

১২০০৲ টাকা আয়, এতদ্ভিন্ন খামার জমিতে বিস্তর ধান পাওয়া যায়। এই আয়দ্বারা সংসারের সম্পূর্ণ খরচনির্ব্বাহ হয় না। পরিবারে লোক-সংখ্যা বিশটি, ইহা ছাড়া অতিথি-অভ্যাগত ও কুটুম্ব প্রায় লাগিয়াই আছে। এই গ্রামটি ফরিদপুর যাওয়ার পথে পড়ে বলিয়া অনেক মামলামোকদ্দমা-কারী লোক সন্ধ্যার পর তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া রাত্রিবাস করে। এখানে আসিলে কেহ বিমুখ হইয়া প্রত্যাগত হইবে না জানিয়া অনেকে তাঁহাদের আতিথ্যধর্ম্মের অপব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয় না। এই অতিথিসৎকার ভিন্ন দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা, দোল প্রভৃতি "বারমাসের তের পার্ব্বণ", ব্রতনিয়ম, ব্রাহ্মণভোজনাদি যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল ব্যয়ের জন্য দত্তমহাশয়ের বিস্তর টাকা ঋণ হইয়াছে। মহেন্দ্র কেরাণীগিরি করিয়া যে মাহিয়ানা পান, তাহাতে তাঁহার বাসাখরচ চলা কঠিন। তাঁহার দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন আনুকূল্য হয় না, তবে তাঁহার বাসায় থাকিয়া অনেকগুলি ছেলে লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছে, ইহাই লাভ।

অতিথিসৎকার ভিন্ন দত্তপরিবারের সুখ্যাতির আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। তাহা এই পরিবারস্থ সকলের নিরবচ্ছিন্ন একতা ও হৃদয়ের প্রীতিস্নিগ্ধ ভদ্রতা। এজন্য এই পরিবারটিকে আদর্শ হিন্দুপরিবার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দত্তমহাশয়েরা চারিসহোদর চারিদেহে এক আত্মা ছিলেন। তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণও যেন চারিটি সহোদরা ভগিনী। এপরিবারে কেহ কখন স্বার্থপরতা-হিংসা-দ্বেষ-কলহ দেখে নাই। পুত্রকন্যাবধূগণের চরিত্রও সেই একই ছাঁচে ঢালা। দ্বারকানাথের জীবদ্দশাতেও রমানাথই সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতেন, কারণ দ্বারকানাথ অধিকাংশ সময়ই কর্ম্মস্থলে থাকিতেন। কিন্তু রমানাথ কর্ত্তা হইলেও দ্বারকানাথের সহধর্ম্মিণী জয়দুর্গাই প্রকৃতপক্ষে এ সংসারের কর্ত্রী ও গৃহিণী। রমানাথ অনেক বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করেন। অন্তঃপুরেও

অবশ্য সকলেই তাঁহার মতে চলেন, কিন্তু তিনি স্নেহের জোরে সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নিজের কোন পুত্র নাই,—রমানাথ ও হরিনাথের পুত্রগণই তাঁহার পুত্রস্থানীয়। সেই পুত্রগণও তাঁহাকে নিজ নিজ গর্ভধারিণী জননীর মত দেখেন। তিনি সকলেরই "বড়-মা"। এমন কি, বাড়ীর ভৃত্যগণেরও তিনি "বড়-মা"। আমরা তাঁহাকে "বড়গিন্নী" বলিয়া ডাকিব।

গৃহিণীপনাতে জয়দুর্গা বিশেষ নিপুণা। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় এই স্বল্পআয় ও বহুব্যয়ের সংসার বিনাক্লেশে একরূপ চলিয়া যাইতেছে "পাইলাম না, খাইলাম না" বলিয়া কাহাকেও কখন আক্ষেপ করিতে শুনা যায় না। যখন যে জিনিষটির প্রয়োজন হয়, তাহা তিনি অনায়াসে বাহির করিয়া দিতে পারেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দশজন অতিথি উপস্থিত হইল; রমানাথ ভাবিয়া আকুল হইলেন, ঘরে হয় ত চাল-ডাল যথেষ্টপরিমাণে নাই; কারণ বড়গিন্নী পূর্ব্বদিন তাঁহাকে অনেক বিষয়ের অভাব জানাইয়াছিলেন। কিন্তু অতিথি আসিবামাত্র বড়গিন্নি প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সমস্ত বাহির করিয়া দিলেন। এইজন্য রমানাথ তাঁহার ভাণ্ডারকে আদর করিয়া "অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার" বলেন।

দত্তদিগের বাড়িটি উত্তরদক্ষিণে লম্বা—তিন খণ্ডে বিভক্ত। "বাড়ী" বলিতে পাকা কোঠা নহে—অনেকগুলি মাটির ভিটি, দড়মার বেড়া ও খড়ের চালযুক্ত ঘরের সমষ্টি। দক্ষিণের খণ্ডে চারিখানি ঘর—তাহার উত্তরেরখানি চণ্ডীমণ্ডপ, দক্ষিণের খানি বৈঠকখানা, অন্য দুইখানি খুব লম্বা ঘর,—অতিথিশালারূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নাম "নাকারি ঘর"। এই গৃহচতুষ্টয়ের মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; পূর্ব্বে এখানে একখানা বড় নাটমন্দির ছিল—কয়েকবৎসর হইল, তাহা পড়িয়া গিয়াছে, আর তোলা হয় নাই। বাড়ীর মধ্যখণ্ডের মধ্যস্থলেও বিস্তৃত উঠান; তাহার চারিদিকে চারিখানি বড়-বড় ঘর। সেগুলি বাসগৃহরূপে ব্যবহার করা হয়।

উদ্যানের উত্তরপশ্চিম ও পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে আর দুইখানা ছোট ঘর আছে; তাহা আবশ্যকমত শয়নগৃহরূপে ব্যবহৃত হয়।

উত্তরের খণ্ডে দুইখানা রন্ধনশালা, ঢেঁকিশালা, এবং আরও ২।৩খানা ছোট ছোট ঘর আছে। বাড়ীর উত্তরে ও পশ্চিমে আম-কাঁটাল-নারিকেল-সুপারি-বাঁশ-প্রভৃতি-বৃক্ষ-পরিপূর্ণ বাগান। অন্দরখণ্ডের পূর্ব্বদিকে একটি ছোট পুষ্করিণী আছে, তাহার জল দুর্গন্ধময় এবং পানায় পরিপূর্ণ। বহির্ব্বাটীর দক্ষিণে একটি বড় পুষ্করিণী আছে, তাহার জল একসময়ে খুব ভাল ছিল, এখন সংস্কারাভাবে কিছু খারাপ হইয়াছে, তবে এই জলই গ্রামবাসিগণের একমাত্র সম্বল। এই পুকুরের উত্তর পাড়ে ও বৈঠকখানার দক্ষিণে একটি ফুলবাগান। তাহাতে জবা, টগর, কাঁটালিচাঁপা, মল্লিকা, রজনীগন্ধা, অপরাজিতা, রক্তকরবীর প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া আছে।

সমগ্র বাড়ীটি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঘরের দাওয়াগুলি সুমার্জ্জিত, শাদা ধব্‌ধবে। বাড়ীটি দেখিলেই বোধ হয়, যেন এখানে লক্ষ্মীর দৃষ্টি আছে। আর তাহা না থাকিবেই বা কেন? যেখানে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সর্ব্বজনপ্রীতি ও চিত্তপ্রসাদ, সেখানেই কমলার কৃপা দেদীপ্যমান। যিনি কমলাকে কেবল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া জানেন, তিনি ভ্রান্ত। লক্ষ্মীর আর একটি নাম "চঞ্চলা"। এ নামটি কেবল তিনি বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল বলিয়া নহে। যেখানে চঞ্চলতা অর্থাৎ উদ্যম ও কর্ম্মশীলতা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও শান্তি আছে, সেখানেই তিনি বিরাজমানা বুঝিতে হইবে। আর যেখানে জড়তা ও অলসতা এবং তাহার অনুচর স্বার্থপরতা ও অশান্তি, কমলা তাহার ত্রিসীমায়ও পদার্পণ করেন না। একদিন কর্ম্মশীল ও শান্তিসুখময় ভারত তাঁহার পীঠস্থান ছিল। কিন্তু হায়! আজ তাহা নিরবচ্ছিন্ন জড়তার ক্রোড়ে সুষুপ্তিমগ্ন!

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### দত্ত মহাশয়।

একদিন শ্রাবণ মাসের প্রভাতে বালসূর্য্যের কিরণে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে। বর্ষাবারিধৌত সুচিক্কণ তরুপল্লবরাজি সেই কিরণ গায় মাখিয়া ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। রজনীপ্রভাতে কাজলপুর যেন নিদ্রাভঙ্গে জাগরিত হইয়াছে। শিশুর ক্রন্দনধ্বনি, গাভির হাম্বারব, বাঁশগাছের শন্‌শন্‌ শব্দ, দোয়েল পক্ষীর শিস্‌, কাকের কোলাহল, ঢেঁকির ঢেকুর ঢেকুর প্রভৃতি শব্দসমূহ মিলিত হইয়া এক বিচিত্র ঐক্যতানের সৃষ্টি করিয়াছে। দত্তদিগের বাহির বাড়ীতে উঠানভরা রৌদ্র। তাহার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে কয়েকটি আমগাছের ছায়া পড়িয়াছে। তাহার উত্তর পশ্চিম কোণে চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বে একটি বড় কামিনীফুলগাছে অনেকগুলি ফুলফুটিয়া গন্ধ বিস্তার করিতেছে। উঠানের পশ্চিমধারে আউশ ধান কাটিয়া আনিয়া স্তূপাকারে রাখা হইয়াছে। মধ্যস্থলে বাড়ীর চাকর রহিমসেখ পাঁচটী গরু দ্বারা ধান মাড়াইতেছে। গরুগুলি একটি বাঁশকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারি দিকে মন্থরগতিতে ঘুরিতেছে। রহিম সেখ একহস্তে পাচন ও অপর হস্তে "কাড়াইল বাঁশ" লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছে। সেই বাঁশের বক্র অগ্রভাগ দ্বারা খড় নাড়া দিয়া ধান ঝাড়িয়া ফেলিতেছে এবং গরুগণের গতি শিথিল মন্দ হইয়া আসিলে সেই পাচনের আঘাতে তাহাদের গতিবৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। একটি ছোট বাছুর সখ করিয়া অন্য গরুগুলির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। ইনি বোধহয় ডেপুটীগিরির একটি শিক্ষানবিশ। এক ঝাঁক নীল ও সাদা পায়রা চারিদিকে ছড়ান ধান খুঁটিয়া খাইতেছে আর বক্‌ বকুম্‌— করিতেছে তাহাদের গলা ফুলিয়া উঠাতে নীলবর্ণের মধ্য হইতে সবুজ আভা

বিকীর্ণ হইতেছে। দত্তমহাশয় তাহাদের বাসের জন্য অনেকগুলি খোপ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দুই একটি পায়রা ধান ও কুটা ঠোঁটে করিয়া বাসায় লইয়া যাইতেছে।

দত্ত মহাশয় প্রাতঃস্নান ও পূজা শেষ করিয়া এখন বৈঠকখানায় আসিলেন। সেই বৈঠকখানায় টেবিল চেয়ার আলমারি ছবি ঝাড় লণ্টন এসব আসবাব কিছুই নাই। আছে কেবল তিনখানা তক্তপোষ পাশাপাশি পাড়া, আর তাহার উপর একটা মোটা পাটী। একটি মলিন-আবরণ বিশিষ্ট তাকিয়া, তাহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তাহার সম্মুখে পিত্তলের বৈঠকের উপর দুইটী হুঁকা, তাহার একটার গলায় কড়ি বাঁধা। তক্তপোষের সম্মুখে দুইখানি বেঞ্চ ও তিনটি মোড়া। কোন সম্ভ্রান্ত লোক আসিলে তাহার উপর বসেন। সাধারণ লোকের বসিবার জন্য নীচে দুইটি মোটা মাদুর এমং ৫ খানা কাঠের পীড়ি রহিয়াছে। ঘরের এক কোণে একটি কালো তুষ ও ঘসিপূর্ণ আগুনের মালসা। আগুনে নারিকেলের ছোবড়ার গুল ধরাইয়া তাহা কল্‌কির উপর বসাইয়া তামাক খাওয়া হয়।

দত্তমহাশয় বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলেন হৃদয়নাথ সরকার গোমস্তা সেই তক্তপোষের একধারে বসিয়া সম্মুখে ন্যাতাসেহাইপূর্ণ একটী কালো মাটীর দোয়াত ও লালখেরুয়ায় জড়ান কাগজের বস্তানি বা দপ্তর রাখিয়া ময়ূর পুচ্ছের কলম দিয়া "তেরিজ" লিখিতেছেন। বছিরদ্দী নামক এক-জন দীর্ঘ, কৃশকায় ও পকশ্মশ্রু কৃষক একটা মোড়ার উপর বসিয়া তামাক টানিতেছে। দত্ত মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া বছিরদ্দী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হুঁকা মাটিতে রাখিয়া "মাজ্যা করতা স্যালাম্" বলিয়া এক লম্বা সেলাম করিল।

দত্তমহাশয় তাহাকে বসিতে বলিয়া নিজে উপবেশন করিলেন। মাণিক দাস নামক একজন চাকর আসিয়া তাঁহার হস্তে হুঁকা দিয়া গেল।

ইহা বলিতে বলিতে দত্তমহাশয়ের চক্ষু ছল ছল করিয়া জল আসিল।

বিদ্যানিধি। হরিনাথের পুত্র দেবেনের কথা বলিতেছ? আহা! সে ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে একজন বড় উকীল হইত। সকলই তাঁহার ইচ্ছা—মা তারা!

দত্তমহাশয়। ঠাকুর দাদা বলিব কি—সে যাওয়াতে আমার আশা ভরসা সব নির্ম্মূল হইয়াছে। সে উপেনের অধিক আমাকে ভালবাসিত। আর তাহার কি বুদ্ধি, কি চমৎকার স্বভাব ছিল—যে তাহাকে একবার দেখিয়াছে সেই ভাল বাসিয়াছে।

ইহা বলিতে বলিতে দত্তমহাশয় চক্ষু মুছিয়া আবার বলিলেন—

"এখন আর কোন বিবাহে আমার উৎসাহ নাই। দেবেন যে শেল রাখিয়া গিয়াছে, আমি তাহার কথা ভাবিলে অস্থির হইয়া পড়ি। বাড়ীর ভিতরে যাইতে আমার পা সরে না। এই বুড়া বয়সে শোকতাপে জর্জ্জরিত হইয়াছি। আর পারিব না।"

বিদ্যানিধি মহাশয় আবার হুঁকা লইয়া টানিতে ছিলেন। এখন তাহা রাখিয়া বলিলেন—

"তা' ত বটেই। সংসারে সুখ কাহার? সকলেরই দুঃখ। কিন্তু তা'র মানে আছে। জগদম্বার ইচ্ছা নয় যে কেহ সংসারের অকিঞ্চিৎকর সুখে মজিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে। তাই সংসার দুঃখের আকর—একমাত্র সুখের আকর তিনি। তিনিই আনন্দ—তিনিই অমৃত; আর সব দুঃখ—সব শ্মশান। মা তারা! তুমিই সত্য—তুমিই সত্য। আর সব মিথ্যা!"

ইহা বলিতে বলিতে বিদ্যানিধি মহাশয়ের গণ্ডস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল। তিনি কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন—

"উপেনের বিবাহ কোথায় দিবে স্থির করিয়াছ?"

"শ্যামনগরের নবীন চন্দ্র বসুর কন্যার সঙ্গে। কন্যাটী খুব সুশ্রী। বসু মহাশয় সদ্‌বংশীয়—খুব ভদ্রলোক। তিনি আমাকে বিশেষ করিয়া ধরিয়াছেন, আমি তাঁহার কথা লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না।"

"দেনা পাওনা?"

"তাঁহার অবস্থা তত ভাল নয়। আমি পয়সা কড়ি কিছু লইব না বলিয়াছি। এখন তিনি কন্যার গহনা ও বরসজ্জাতে যাহা দেন।"

"এ খুব উত্তম। এরূপ উদারতা কিন্তু আজকালকার দিনে দেখা যায় না। কলিকাতা অঞ্চল হইলে এই ছেলে আজ চারি পাঁচ হাজার টাকায় বিকাইত।"

"তা' ভালই বলিয়াছেন! যথার্থই সে বিবাহ নহে—ছেলে-বেচা। আমাদের পুরুষানুক্রমে এরূপ ছেলেবেচার প্রথা নাই। আমার দাদারও এ বিষয়ে বড় ঘৃণা ছিল। আহা! আজ দাদা বাঁচিয়া থাকিলে উপেনের বিবাহে তাঁহার কত উৎসাহ দেখিতে পাইতেন। উপেন যেন তাঁহার প্রাণ ছিল।"

"বিবাহের দিন কবে ঠিক করিয়াছ?"

"এই ২৫শে শ্রাবণ। উপেনকে দুই তিন দিন আগে আসিতে চিঠি লিখিয়া দিয়াছি। আপনাকেও অবশ্য অবশ্য আসিতে হবে। মনে যেন থাকে।"

"তা' অবশ্যই আসিব।"

এই সময় যুধিষ্ঠির মণ্ডল নামক এক বৃদ্ধ ক্রোধকম্পিতদেহে "বেটা হারামজাদা! দ্যাহেন দেহি কত্তা শালার আক্কেল! শালার বেটা শালা!" বলিতে বলিতে উপস্থিত হইল।

বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন—"কি হয়েছে যুধিষ্ঠির? কার উপর রাগ করিতেছ?"

"গোসাঁই প্রণাম! মাঝ্যা কত্তা আশীর্ব্বাদ করেন।"

ইহা বলিয়া উভয়কে দণ্ডবৎ করিয়া আবার বলিল—"বেটা হারামজাদারে আমি আজই দূর কর্য়া খেদাইয়া দিব।"

দত্তমহাশয় বলিলেন—"আরে আগে ব'সো—স্থির হও—ব্যাপারটা কি ?"

"হয় কত্তা এই বসাই"—ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির একখানা পীড়ির উপর বসিয়া বলিতে লাগিল—

"কথা কি কত্তা আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমার ঘরে সেই যে কুমড়াডা জন্মিছে সে আমার যথাসর্ব্বিস্বি নাশ না কর্য়া ছাড়বে না। আপনারগো পরামর্শে আমি তারে ইস্কুলিতি পড়তি দিছিলাম—সে শালা এহন ল্যাহাপড়া কি ছাইবস্‌স শিখ্যা আমার মাথায় বাড়ি দেয়।"

বিদ্যানিধি। সে কি করিয়াছে, যুধিষ্ঠির ?

"গোসাঁই সে দুঃখির কথা আর কি কবো। আমি মরি ভাতের জ্বালায়—পাচটা টাহার জন্যি এট্টা গরু কিন্‌তি পারলাম না—সে জন্যি আমার নাঙ্গলভাঙ্গার খ্যাতখান পতিত রইলো—কত্তার বাকী খাজনা এখনও ৪৲ টাকা দিত্তি পারি নাই। আর সেই শালা কিনা বাবুগিরি কর্য়া আমার সব্বিস্বি নাশ করে! কাল ফরিদপুর যাইয়া তিন টাহা দিয়া এট্টা পিরাণ কিন্যা আন্‌ছে। আমি সেই কথা কইছি আর চৌখ্ রাঙ্গাইয়া আমারে মারতি আসে। আরে শালা—শালার বেটা শালা—হারামজাদা পাজি—তুই আমারে মারবি ? মার ত দেহি ?"

ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির নিকটস্থ একটি কাঠের খুঁটাকে তাহার পুত্র কল্পনা করিয়া তাহার দিকে ক্রুদ্ধ-নয়নে দাঁত কিড়িমিড়ি করিয়া তাকাইয়া রহিল।

তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন—

"ক্রোধে উন্মত্ত হইলে নাকি যুধিষ্ঠির ? ঠাণ্ডা হও। রাগ না চণ্ডাল।"

"গোসাঁই আমি কি সাধে অন্নমত্ত হইছি—আমারে অন্নমত্ত কর্যা দেছে। আমাগো চাড়ালের রাগ জানেন ত? কত্তা—আমি এর এট্টা বিচার চাই। আপনি রাজা, আপনি এর তজবিজ না করলি আমি দ্যাশে থাকৃব না—এক দিক চল্যা যাব। আমার এ দুঃখু বরদাস্ত হয় না। আপনি শালারে ধরাইয়া আল্গা জুতা পেটা করেন।"

দত্তমহাশয়। "আচ্ছা, তুমি তামাক খাও—ঠাণ্ডা হও। আমি তাকে ডাকাইয়া আনিয়া ধমকাইয়া দিতেছি।"

ইহা বলিয়া দত্তমহাশয় যুধিষ্ঠিরের পুত্র হারাণকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠির দুই হাত একত্র মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহার উপর কলকি বসাইয়া তামাক খাইতে লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হারাণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর, গ্রামের মাইনার-স্কুলের প্রথমশ্রেণীতে পড়ে। তাহার গায়ে একটি সাদা সার্ট, পায়ে জুতা, মাথার চুল এলবার্ট-ফেসনে টেড়ি কাটা;—দেখিলে বোধ হয় যেন দুইখানি মৌচাক মাথার উপর খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। আর যাঁহারা দূর হইতে খণ্ডগিরি দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সেই মধ্যে রাস্তা—দুই পার্শ্বে দুইটি শ্যামল গিরিশৃঙ্গের কথা মনে পড়িবে।

সে আসিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় ও দত্তমহাশয়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

যুধিষ্ঠির বলিল—"এই শালা আইছে কত্তা—ওরে জিজ্ঞাসা করেন বাপেরে মারত্তি ওঠা ওর কোন্ কেতাবে শিখাইছে?"

দত্তমহাশয়। আরে হারাণে! তুই নাকি লেখাপড়া করিস্? তোর এই বুদ্ধি? তুই তোর বাপকে মারতে যা'স্?

যুধিষ্ঠির। তুই আমার প্যাটের বাছুর,—আমারে গুতানের জন্তি শিং নাড়িস্?

হারাণ যোড় হস্তে বলিল—"কর্ত্তা মশায়! আমার কোন দোষ নাই। উনি আমাকে যা' মুখে আসে তাই বলিয়া নিতান্ত অশ্লীল ভাষায় গালি দেন—আর আমাকে মারিবার জন্য লাঠি তুলিয়াছিলেন। তাই আমি কেবল আত্মরক্ষার জন্য একটা ঘুসি তুলিয়াছিলাম। আত্মরক্ষা করিবার অধিকার ত সকলেরই আছে।"

ইহা শুনিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। দত্তমহাশয় ও হাসিয়া বলিলেন—

"তোর বাপ তোকে শাসন করিতে পারে। তাই বলিয়া তুই বাপ্‌কে মারিয়া আত্মরক্ষা করবি? এ রকম শিক্ষা তুই কোথায় পাইলি? বেটা তুই নিতান্ত বজ্জাত!"

যুধিষ্ঠির। "বজ্জাত! বজ্জাতের বেটা বজ্জাত!"

হারাণ বলিল—"আজ্ঞে বিনাদোষে যদি আমাকে গালি দেন তবে আমি কি করিতে পারি? উনি যদি মারিতে আসেন তবে কি আমি দাঁড়াইয়া মার খাইব? সকল অবস্থাতেই আত্মরক্ষা করা যায়; ইহা আইনের কথা। সেদিন সলিমুল্লা তাহার ভাইয়ের পেটে সড়কি মারিয়া জজসাহেবের বিচারে খালাস পাইল কিরূপে?"

বিদ্যানিধি। বেটা চাঁড়াল আবার তর্ক করে। ছোট লোককে লেখাপড়া শিখাইলে এই দশা ঘটে।

হারাণ। আজ্ঞে, চাঁড়াল চাঁড়াল করিবেন না। আমরা নমঃশূদ্র। প্রাচীনকালে যাহারা মড়া ফেলাইত তাহারাই চণ্ডাল ছিল। আমরা এখন নমঃশূদ্র হইয়াছি। আপনারাই ত সেই ব্যবস্থা দিয়াছেন। আর গবর্ণমেণ্টের সেন্‌সস্ রিপোর্টেও আমাদিগকে নমঃশূদ্র বলিয়া লিখিয়াছে।

বিদ্যানিধি। বেটার সঙ্গে কথায় পারিবার যো নাই। তোরা নমঃশূদ্রই হো'স আর যাহাই হো'স্ আমরা তো'দিগকে চাঁড়ালই বলিব। কিন্তু তোর এত বাবুগিরি কেন রে হারাণে?

কি দত্তমহাশয়। এই দেখ্ তোর বাপ চিরকাল এই ময়লা কাপড় পরিয়া একখানা গামছা কাঁধে দিয়া বেড়াইল আর তোর আজ তিন টাকা দামের জামা না হইলে চলে না?

যুধিষ্ঠির। হয় কত্তা সেই কথাডা ওরে ভাল কর‍্যা জিজ্ঞাসেন।

হারাণ নথ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—

"আজ্ঞে, আমি ত বাবুগিরি করি না—তবে পুস্তকে যাহা পড়িয়াছি সেই অনুসারে কাজ করিতে চেষ্টা করি। যদি পুস্তকে লিখিত উপদেশ পালন না করিব, তবে স্কুলে বই পড়ান হয় কেন আর আপনারাই বা আমাদিগকে স্কুলে পাঠান কেন?"

বিদ্যানিধি। তোর পুস্তকে কি লেখা আছে যে তোর মত লোকে তিনটাকা দামের জামা কিনিয়া পরিবে?

হারাণ। আজ্ঞে, আমাদের 'শরীরপালনে লেখা আছে বায়ু শীতল হইলে শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিবার জন্য জামা ব্যবহার করা উচিত। এখন বর্ষাকাল, খুব ঠাণ্ডা হাওয়া, এই হাওয়া গায় লাগিয়া জ্বর হইতে পারে তাই আমি একটা মোটা জামা কিনিয়া আনিয়াছি।

বিদ্যানিধি। তাই কি তিন টাকা না হইলে জামা হয় না?

হারাণ। আজ্ঞে, একটা সার্ট কিনিতে বার আনা কি এক টাকার কম পড়ে না। কিন্তু তাহা বড় পাতলা, বেশীদিন টেকে না। তাই তিন টাকা দিয়া একটা জিনের কোট আনিয়াছি। খুব তিন বছর গায় দিতে পারিব।

হারাণের পিতা চুপ করিয়াছিল। পুত্রের প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহার তাক লাগিয়াছে, এবং তাহার রাগ ও অনেকটা নরম হইয়া পড়িয়াছে। সে মনে মনে পুত্রের প্রশংসা করিয়া বলিল—

"গোসাঁই! ও বড় বেহায়া। ওর সাতে কথায় পারবার যো নাই। ল্যাহাপড়ায় একরকম মন্দ না। তুই টাহার একখান কেতাব একদিনি

পড়্যা ফেলতি পারে। আর তিন হাত লম্বা একখান ছাপার কাগজ দুই দণ্ডে পড়্যা ফ্যালে। কিন্তু ওর বুদ্ধিডাই খরাপ। ওরে একবার জিজ্ঞাসা করেন তোর কোন্ কেতাবে ল্যাহে যে তোর গুষ্ঠী নোক ভাত বিনা মরবে আর তুই তিন টাহা দামের পিরাণ গায় দিবি?"

বিদ্যানিধি মহাশয় গম্ভীরস্বরে হারাণকে বলিলেন—

"শোন্ হারাণ! তোর বাপ বুড়া হইয়াছে, চিরকাল এত কষ্ট করিয়া লাঙ্গল চষিয়া তোদের প্রতিপালন করিতেছে। তোকে এত ভালবাসে বলিয়াই তোকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্কুলে দিয়াছে। যাহাতে তোর উন্নতি হয় ইহাই তার আন্তরিক কামনা। তুই এখন বড় হইয়াছিস্—বই পড়িয়াছিস্—একটু বিদ্যাও হইয়াছে; এখন তোর বাপের প্রতি কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করা উচিত নয়। যখন নিজে টাকা রোজগার করিবি তখন যত ইচ্ছা তত বাবুগিরি করিস্। এখন এই বুড়ার যাহাতে সাহায্য হয় তোর তাহাই করা উচিত। তোর ঐ সব পুঁথিগত বিদ্যা রাখিয়া দে। তোর বাপ পিতামহ চিরদিন বর্ষার জলে ভিজিয়া ক্ষেতে কাজ করিয়া আসিল, তাদের ত কোন ব্যারাম স্যারাম হয় নাই, আর তুই ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে অস্থির হইয়াছিস্? তোদের পুস্তকের ওসব ইংরেজী মত আমরা বুঝি না। "শরীরের নাম মহাশয়—যাহা সওয়াও তাই সয়।" তুই আর একটা কথা মনে করিয়া রাখিস্। আমাদের দেশে লোকের পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহার মানসম্ভ্রম বিচার করা হয় না। আমরা বাহিরের পোষাক অপেক্ষা মানসিক উন্নতি ও চরিত্রের বলকেই বেশী সম্মান করি। এই যে দত্তমহাশয়, এঁদের এত মানমর্য্যাদা কিসে? পোষাক পরিচ্ছদ কোঠা বাড়ী আসবাব সরঞ্জাম এ সব ইঁহাদের কিছুই নাই। এমন কি বাড়ীর মেয়েছেলেদের গায় একখানি সোণার গহনা নাই। দ্বারিক দত্তমহাশয় বিস্তর টাকা রোজগার করিতেন। ইচ্ছা করিলে এই বাড়ীতে তিনি দোতলা চক নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন।

কিন্তু ইঁহাদের সেদিকে আদৌ লক্ষ্য নাই। ইঁহারা বিলাসিতায় অর্থব্যয় করা নিতান্ত অপকার্য্য মনে করেন। ইঁহাদের অর্থব্যয় হয় দেবার্চ্চনায়, অতিথি-সেবায়, দানধ্যানে, পরোপকারে। ইঁহারা তিন হাজার টাকা ব্যয়ে যে তিনটি পুষ্করিণী কাটিয়া দিয়াছেন, তাহাতে সহস্র সহস্র লোকের জলকষ্ট নিবারণ হইতেছে। এক এক সময় আমি দেখিয়াছি ব্রহ্মপুত্র স্নানের যোগ উপলক্ষ্যে হাজার দেড়হাজার লোক আসিয়া এখানে অতিথি হইয়াছে। যে দ্বারিক দত্ত এত টাকা ব্যয় করিতেন, তাঁহার নিজের পোষাক কি ছিল জানিস্? তোর বাপের যে পোষাক দেখিতেছিস্ তাঁহারও এইরূপ একখানা থানের ধুতি ও একটা মোটা চাদর পোষাক ছিল। কিন্তু লোকের নিকট তাঁহার যে সম্মান ছিল একজন রাজারও সে সম্মান হয় না। অতএব তোকে বলি, তোর ওসব ইংরেজী মত ছাড়িয়া দে। আমাদের দেশীয় আদর্শে চলিলে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হইবে। তুই বেটা তোর বাপের নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছিস্। তোর পিতা তোর নিকট দেবতার ন্যায় পূজনীয়। তুই এখনি তার পা ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর্।”

দত্তমহাশয়। তোর বাপের পা ধরিয়া মাপ চা’—বল্ যে আর কখনও এরূপ অন্যায় কাজ করিব না।

হারাণ ছলছলনেত্রে তাহাই করিল। যুধিষ্ঠিরও ছলছলনেত্রে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

এই সময়ে একটি বর্ষীয়সী বিধবা রমণী বাড়ীর মধ্য হইতে উঠানে আসিয়া রহিমকে বলিলেন—

“ওরে রহিম! থা’ক্ এখন ধান মলা থা’ক্। শীঘ্র আসিয়া নাস্তা খাইয়া যা—তুই কাল খাস্ নাই। তোর মুখ শুকাইয়া গেছে।”

বড়গিন্নীর কথা শুনিয়া রহিম গরু ছাড়িয়া তাঁহার নিকট গেল। তিনি বলিলেন—

"ওখানে আর কেরে? বিদ্যানিধি ঠাকুরের কথা যেন শুনিলাম?"

রহিম। মা ঠাক্‌রুইন্ তানিই আইছেন।

"তাঁকে এখানে ডাকিয়া আন্।"

রহিম গিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়কে বলিল—"বড়মা আপনারে বোলাইছেন।"

দত্তমহাশয় হাসিয়া বলিলেন—

"ঐ—এতক্ষণে বড়গিন্নী টের পাইয়াছেন। আপনার এ বেলা ফরিদপুর যাওয়া এই পর্য্যন্ত।"

বিদ্যানিধি মহাশয় উঠিয়া জয়দুর্গার নিকট আসিলেন। বড়গিন্নী বলিলেন—

"বিলক্ষণ! এখন বুঝি একবার ভুলিয়াও এদিকে পায়ের ধূলা দিতে পারেন না! চলুন—বাড়ীর মধ্যে চলুন।"

ইহা বলিয়া ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

বিদ্যানিধি মহাশয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন—

"মা! তুমি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা তা' আমি খুব জানি! এ বেলা আমাকে মাপ্ কর। এখনও স্নানের বেলা হয় নাই। এখানে স্নানাহার করিতে গেলে আমার কাজকর্ম্ম সব পণ্ড হইবে। ফরিদপুর গিয়াই স্নান করিব।"

কিন্তু তাঁহার কথা কে শুনে? বড়গিন্নী বলিলেন—

"আমি আপনার ও সব খোসামোদে ভুলিব না। এখানে স্নান করিতেই হবে। ওরে মাণিক তেল আনিয়া দে।" আজ্ঞামাত্র মাণিক তেলের ভাঁড় আনিয়া দিল। বড়গিন্নী নিজে ঠাকুরের মাথায় তেল ঢালিয়া দিলেন। সেই তেলের স্রোত তাঁহার মাথা হইতে শিখা বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি হাসিতে হাসিতে স্নান করিতে চলিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বড়গিন্নীর স্বামীকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। তাই বড়গিন্নীও তাঁহাকে দেবরের ন্যায় জ্ঞান করেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### বড়মা।

বিদ্যানিধিঠাকুরকে স্নান করিতে পাঠাইয়া দিয়া বড়গিন্নী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরের গোময়লিপ্ত বৃহৎ প্রাঙ্গণে কয়েকখানা বড় বড় চাটাইয়ের উপর ধান শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীর মেয়েছেলেরা সকলে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বড় রন্ধনশালায় মহেন্দ্রের স্ত্রী কাদম্বিনী রন্ধন করিতেছেন। সেই ঘরের বারান্দায় রমানাথের স্ত্রী মেজগিন্নী তরকারি কুটিতেছেন। নিরামিষ রন্ধনশালায় দেবেন্দ্রের বিধবা স্ত্রী শরৎ-শশী রাঁধিতেছেন। এ বাড়ীর রন্ধনকার্য্যটা বধূগণই করিয়া থাকেন, বৃদ্ধা শাশুড়ীদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া তাঁহারা বসিয়া নবেল পড়েন না। ছোটগিন্নী অর্থাৎ হরিনাথের স্ত্রী উত্তরের ঘরের বারান্দায় বসিয়া বিবাহের পীড়ি চিত্র করিতেছেন। বড়গিন্নীর একটি সধবা কন্যা নীরদাসুন্দরী সেখানে বসিয়া একখানা কাঁথা সেলাই করিতেছেন। বধূগণ পিত্রালয়ে আসিলে তাঁহাদের একরূপ ছুটি, ইনিও সেই ফার্লোসুখ ভোগ করিতে-ছেন। মেজগিন্নীর একটি বিধবা কন্যা যামিনী উঠানের এককোণে বসিয়া বাসন মাজিতেছেন। এতদ্ভিন্ন আরও ২।৩টি স্ত্রীলোক নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

বড়গিন্নী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "বড় বৌ, রহিম আসিয়াছে। উহাকে ভাত দাও। কাল রাত্রে ও এখানে খায় নাই; উহার যে মাছখানা রাখিয়া দিয়াছ, তাহা দিতে ভুলিও না।"

রহিম উঠানে একখানা কলার পাতা লইয়া বসিল, বড় বৌ তাহাকে ভাত ও ব্যঞ্জন দিয়া গেলেন। রহিম কলার পাতার উল্টা পিঠে ভাত

খাইতে লাগিল। হিন্দুরা যাহা করেন, মুসলমানভ্রাতারা বোধ হয় তাহার উল্টা করিতে ভালবাসেন।

বড়গিন্নী আবার বলিলেন, "মেজবৌ, বিদ্যানিধিঠাকুরের সিধা তৈয়েরি কর। ওলো যামিনি, আগে পূজার বাসনগুলা মাজিয়া পূজার ঘরে রাখিয়া আয়। উমার মা, একটা বেশী করিয়া শিব গড়িও।"

উঠানে ৫।৬টি শিশু বড়গিন্নীর খাস তত্ত্বাবধানে বসিয়া আলুভাতে "ফেনাভাত" খাইতেছিল। তিনি উঠিয়া যাওয়াতে তাহারা অন্যমনস্ক হইয়া এদিক্-ওদিক্ করিতেছিল। একটি ছেলে উঠিয়া গিয়া একটা বিড়ালের লেজ ধরিয়া টানিতেছিল। বড়গিন্নী তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিলেন, "কিরে! তোরা খাচ্ছিস্ না? ভাত দেখি নড়ে না।" ধমক খাইয়া তাহারা আবার ভাত খাইতে আরম্ভ করিল। একটি মেয়ে গালের মধ্যে ভাত পুরিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল, "বড় মা, তার পর সে কুমীর কি করিল, বল না?"

বড়গিন্নী ভাত খাওয়াইতে খাওয়াইতে একটা ঢেঁকি কিরূপে কুমীরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই গল্প জুড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি গল্প বন্ধ করিয়া উঠিয়া যাওয়াতে, ছেলেরাও অন্যদিকে মন দিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের ভাত না খাওয়ার খুব সন্তোষজনক ওজোর ছিল। তিনি কিন্তু সেই ওজোর একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া কড়া হুকুম দিলেন—"না, এখন বেলা হইয়াছে, এখন আর কুমীরটুমীরের কথা হবে না। খা, তোরা শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেয়ে ওঠ্।"

একটি ছেলে বলিল—"টুমীর আবার কি?" ইহাতে সকলে হাসিয়া উঠিল। বড়গিন্নীও হাসিয়া বলিলেন—"টুমীর তোর শ্বশুর।" বড়বৌ কাদম্বিনীর একটি নবমবর্ষীয়া কন্যা সরলা বাঁশী প্রস্তুত করিবার জন্য একটি আমের আঁটি বেড়ার উপর ঘষিতেছিল; আর গানের সুরে—

"কালো কালো ভোম্‌রা কালো ঘাস খায়।
রাত হ'লে ভোম্‌রা খোঁয়াড়ে যায়॥"

বলিতেছিল। তাহার বাঁশী বাজিতে আরম্ভ করিল এবং সে আহ্লাদে অন্যান্য শিশুদিগের নিকট আসিয়া বাজাইতে লাগিল।

এই সময়ে একটি মুসলমানকে বাড়ীর ভিতরে আসিতে দেখিয়া সরলা বলিল—"বড়মা, ঐ দেখ, তোমার ভাই আসিতেছে।"

এই কথা শুনিয়া অন্যান্য রমণীগণের মধ্যে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। বড়গিন্নীও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভাই না ত কিলো? মাগি, তোর সব কথাতেই ঠাট্টা। নামের নাম ধর্ম্মসম্পর্কটা বুঝি একেবারে তুচ্ছ?"

বড়গিন্নীর ভ্রাতার নাম গোপাল, সেইজন্য এই গোপাল সেখ তাঁহাকে "দিদিঠাকুইণ" বলিয়া ডাকে। তিনিও তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। গোপাল নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন—"কিরে গোপাল, তুই কি মনে করিয়া?"

গোপাল সেলাম করিয়া বলিল—"দিদিঠাকুইণ, মাজ্যা কর্‌তা খাজনা তলব কর্‌ছেন, তাই আইছি। কিন্তু আমার হাল ত জানেন। আপনি আমারে দুইডা টাহা কর্জ্জ না দিলি আমি পারি না। আমি কোষ্ঠা জাগ দিছি, ৪।৫ দিনির মধ্যি সেই কোষ্ঠা বেইচ্যা আপনার টাহা দিব।"

বড়গিন্নী। আমার কাছে বুঝি টাকার গাছ আছে, তোরা আস্‌বি, আর আমি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিব?

এই কথা শুনিয়া যামিনী বলিলেন—"বড়মা, তোমার কাছে টাকার গাছ আছে বৈকি? তা না থাকিলে তুমি এত টাকা কোথায় পাও? আরে গোপাল, আমি বড়মার বাক্সের মধ্যে সেই গাছটা দেখিয়াছি।"

এই কথায় সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

বড়গিন্নী। হাঁ, তুমি আবার এইরকম সাক্ষ্যি দাও, আর আমার

প্রাণটা একেবারেই যাক্! আমার যে ২।৪টা টাকা ছিল, তাহা এইরকম করিয়াই উড়িয়া গেল। যে নেয়, সে আর দিতে জানে না।

গোপাল। দিদিঠারুইণ, আমারে টাহা দিলি তা' যাবে না। আমারে ত জানেন?

বড়গিন্নী। আচ্ছা, তুই বৈকালে আসিস্, একজন টাকা দিবে কথা আছে; যদি পাই, তবে তোকে দিব। চাট্টে জলখাবার নিয়ে যা। ওলো নীরো, গোপালকে চাট্টে থৈ দে।

নীরদা একখানা ডালায় কিছু মুড়কি আনিয়া গোপালের কাপড়ে ঢালিয়া দিল। গোপাল আর এক সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

মাণিক আসিয়া খবর দিল—"ছয়জন অতিথ আসিয়াছে, তাদের জলখাবার ও সিধা দিতে হবে।"

বড়গিন্নী বলিলেন—"ওরে নস্থ, তুই এতগুলি ভাত পাতে রাখিয়া উঠ্‌লি যে? মেজবৌ, আর ৬জনের সিধা সাজাইয়া দাও। নীরো, মা, একজোড়া নারিকেল বাহির করিয়া মাণিককে দে ত; মাণিক, নারিকেল-দুটা ছাড়াইয়া দে, কুরিতে হইবে।"

বড়বৌ কাদম্বিনী আসিয়া বলিলেন—"বড়মা, এবেলা কয়সের চাল রাঁধিব? কতজন থাবে, তা' ত জানি না।"

বড়গিন্নী। ওমা! আমি কতদিক্ দেখিব?

এই বলিয়া তিনি মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন—"একুড়ি তিনজন।"

এই সময়ে "জয় রাধে কৃষ্ণচৈতন্য" বলিয়া তিলকপরা, ঘটীহাতে, ঝোলা কাঁধে এক বৈষ্ণবী আসিয়া উপস্থিত হইল।

একটি বালক তাহার ভোজন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবীর নিকট দৌড়াইয়া গিয়া তাহার প্রতি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল, যেন সেই বৈষ্ণবী ত বৈষ্ণবী নহে,—একটা গরিলা কি সিম্পাঞ্জী।

বড়গিন্নী বলিলেন—"ওমা নীরো, বোষ্টুমঠাকরুণকে চারিটা চাল দাও। বোষ্টুমঠাকরুণ, তুমি ঐ ছেলেটাকে তোমার ঝোলার মধ্যে পুরিয়া নিয়া যাও। ও বড় দুষ্টুমি করে—এই দেখ, ভাত খায় না।"

ইহা শুনিয়া ছেলেটি একদৌড়ে বড়গিন্নীর কোলে আসিয়া বসিল। বৈষ্ণবী মিসি-পরা কাল দাঁত বাহির করিয়া একটু হাসিয়া ভিক্ষা লইয়া প্রস্থান করিল।

নীরদা বৈষ্ণবীকে ভিক্ষা দিয়া বারান্দায় গিয়া বসিলেন এবং ছোটগিন্নীকে বলিলেন—"খুড়িমা, ও কি ফুল আঁকিতেছ ?"

ছোটগিন্নী। ফুল নয় লো,—এগুলি পদ্মপাতা।

নীরদা। পদ্মপাতার বুঝি এত গাঢ় রঙ্ ? পাতার রঙ্ এত নীল হবে কেন ? আর একটু পাতলা করিয়া দাও। ঐ পদ্মের কুঁড়িটি বেশ হইয়াছে।

বড়গিন্নী। ছোটবৌকে আর তোমার শেখাতে হবে না। ওর হাত খুব ভাল। তুই আমাকে একখান কুলা আনিয়া দে ত, আমি এই চালগুলা ঝাড়ি। আজও ভোলার মা আসিল না। আহা, তা'র ছেলেটি যেন কেমন আছে ? ও গুরু !

ভোলার মা এ বাড়ীর চাকরাণী। তাহার পুত্রের অসুখ বলিয়া কাজে আসে নাই।

বড়গিন্নী চাউল ঝাড়িতে বসিলেন। এই সময়ে বলাই-কারিকর নামক একজন বৃদ্ধ মুসলমান আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। তিনি বলিলেন—"কি বলাই, আমার টাকা আনিয়াছ ?"

বলাই-কারিকর ভাল কাপড় বুনিতে পারে। বড়গিন্নীর পরামর্শে সে তাঁহার নিকট হইতে আজ দুইবৎসর হইল ২৫৲ টাকা কর্জ্জ করিয়া লইয়া ভাল সুতা কিনিয়া ছিট বুনিতে আরম্ভ করে। উপেন তাহাকে কতকগুলি ভাল নমুনা আনিয়া দিয়াছিল। তাহার বোনা ছিট ফরিদপুরে

এখন অনেক দামে বিক্রী হয়। ফরিদপুর মেলায় সে একটা পুরস্কার পাইয়াছে। এখন তাহার অনেক টাকার কারবার! তাহার যখন যে টাকার দরকার হয়, তাহা বড়গিন্নী দিয়া থাকেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল—"মাঠারুইণ, আজ ক্যাবল সুদের দশ টাহা আন্‌ছি। আসল টাহা আরও একমাস পরে দিব।"

"আচ্ছা, তাই দিয়া যাও। আর আমার উপেন ও জ্ঞানের জন্য যে একটা ভাল ছিট তৈয়ারি করিতে বলিয়াছিলাম?"

"আজ্ঞে, তা' তেনারা বাড়ী আস্‌লিই পাবেন।"

"আর আমার নতুনবৌ আসিবে—তার জন্তে খুব ভাল একখান চারখানার গামছা চাই। ওলো নীরো, এই টাকা-কয়টা তুলিয়া রাখ্।"

বলাই গামছা দিবে স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিল।

তিনটি শিশুসন্তান সহ একটি বিধবাকে আসিতে দেখিয়া বড়গিন্নী বলিলেন—"ওলো মোনার মা, তোকে যে আর এখন দেখি না?"

মোনার মা নিকটে আসিয়া বলিল—"মাঠারুইণ, যে বান্যা হইছে, এখন আর ঘরের বাহির হওয়া যায় না—চারিদিকে জল। তোমাগো বাড়ী আস্‌তি কাপড় বাচে না। আজ একটু জল কম্‌ছে, তাই এই কয়ডী কাচ্চাবাচ্চা নিয়া আইছি। বড়ঠারুইণ, আমার দুক্কির কথা আর কি কবো? আজ দুইদিন ঘরে দানাডা নাই। ক্যাবল নাইল* সিদ্ধ কর্যা ইহাগো খাওয়াইছি। আপনি যে টাহাডা দিছিলেন, তা'তে কয়দিন একবেলা কর্যা ভাত খাইছিলাম। কিন্তু তা' কবে ফুরাষ্যা গেছে। এহন ত আর বাচি না। আপনি দয়া না করলি এরা দানা বিনি মর্যা যাবে।"

ইহা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষে জল আসিল। বড়গিন্নী তাহার তিনটি ছেলেকে ভাল করিয়া দেখিতেছিলেন। তাহাদের শরীর শীর্ণ—

* কুমুদফুলের নাল।

বুকের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তিনি কাতর হইয়া বলিলেন—"তা' ইহাদের নিয়ে এসেছিস্, ভাল হইয়াছে। ও বড়বৌমা! ঘরে পান্তাভাত যদি থাকে ত ইহাদের চারিজনের জন্ম বাড়িয়া দাও। তা' মা, আমি আর এইরকম কয়দিন তোদের বাঁচাইতে পারিব? আমার বেশী টাকাকড়ি নাই। আচ্ছা, তোর ত এখন কাঁচা বয়েস, চেহারাও ভাল, তুই নিকা বসিস্ না কেন? নিকা বসিলে তোর খাওয়াপরার কষ্ট থাকিবে না।"

মোনার মা চক্ষু মুছিয়া বলিল—"বড় ঠাইরুণ, সকলে ত আমারে নিকা বস্‌তি কয়। কিন্তু আমি তা'তে নারাজ! খোদাতাল্লার কছম কর‍্যা কই, আমার আর সে সাধ নাই। আমার এ জীবনের যে সুখ, তা' সেই একজনের সাতে গেছে। এখন আমার এই কয়ডী নাবাল্লক মানুষ কর্‌তি পার্‌লি আমি তারগো কামাই খায়্যা বাচ্‌তি পারুব। এখন আবার কোন্ গোলামের কাছে যাব, সে আমার সোনার চাঁদগো খেদায়্যা দিবে। আর দুইথান-বছর কোনোমোতে আপনাগো ভিটাডা কামড়ায়্যা থাকৃতি পারলি আমার বড় ছাল্যা মোনা কিছু-কিছু রোজগার কর্ত্তি পার্‌বে। আমিও বার দুয়ারে বারাকুটা বান্যা একরকম চালাতি পার্‌বো। কিন্তু এই বাধ্যার তিনডা মাস—যে দইগণ্ডী বাব্যা—কোনোমোতে চালাতি পার্‌লিই আমি বাচি। আপনার দয়া না হলি আমরা এই কয়ডা মানুষ ঘরে দাপাইয়া মর্‌বো! ও আল্লা!"

বড়গিন্নী বলিলেন—"আচ্ছা, তুই এক কাজ কর্। আমাদের ভোলার মা কয়দিন বাড়ী গেছে। তার ছেলেটার বড় ব্যারাম—বাঁচে কি মরে। সে আসা পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া কাজকর্ম্ম কর্, তোরা কয়টি তিনবেলা খেতে পাবি। পরে আমি তোকে দুইটা টাকা দিব। তুই ত ধান ভান্‌তে পারিস্, সেই টাকা দিয়া হাটে ধান কিনিয়া চাল তৈয়ারি করিয়া বেচিস্! সেই চাল বেচিলে তোর অবিশ্যি কিছু লাভ থাকিবে।

এই রকম করিয়া কোনক্রমে কিছুদিন চালাইতে পারিবি। যদি ভালভাবে কাজ চালাস্, কাউকে না ঠকাস্, আর চাল না খেয়ে ফেলিস্, তবে আমি আর পাঁচ টাকা দিব। গোপালকে বলিস্, সে ধান কিনিয়া দিবে।"

সোনার মা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। বড়বৌ একখানা পাথরে করিয়া পান্তাভাত বাড়িয়া আনিয়া দিলেন, তাহারা চারিজনে খাইতে বসিল।

বড়বৌ তাহাদিগকে খাইতে দিয়া আসিয়া বলিলেন—"বড়মা, ছয়জন অতিথ্ এসেছেন, পণ্ডিতঠাকুর আছেন, দুধে ত কুলাইবে না। দুধ আরও চাই।"

বড়গিন্নী দুধের কথা বলিবার জন্য সরলাকে দত্তমহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন। দত্তমহাশয় অন্দরে আসিয়া বলিলেন—"এবেলা আর দুধ খাটিবে না। ওবেলা হাট আছে, হাটে দুধ কেনা যাবে। যে দুধ পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতিথিদিগকে দিতে বলুন। আমাদের এবেলা দুধের দরকার নাই।"

## পঞ্চম পরচ্ছেদ।

### "নূতন জল।"

২৫শে শ্রাবণ উপেনের বিবাহ। দত্তমহাশয়ের আদেশানুসারে উপেন তাহার তিন দিন পূর্ব্বে বাড়ী আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে বীরেন, কুমুদ, রাখাল, ললিত এবং সতীশও আসিয়াছে। সহর হইতে পল্লীতে আসিয়া বালকদিগের খুব স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। তাহারা কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া পল্লী-দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের মধ্যে ললিত ও সতীশের বাড়ী পশ্চিমবঙ্গে। বর্ষাকালে পূর্ব্ববঙ্গের দৃশ্য তাহারা এই নূতন দেখিল। সমগ্র দেশ জলময়, যেন প্রলয়পয়োধিমগ্ন। মধ্যে মধ্যে দুই একটী ক্ষুদ্র

পল্লী বা কুলবতী যেন বটপত্রের মত ভাসিতেছে। ধানগাছগুলি যেন জলের সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া বাড়িতেছে। জলকে পরাস্ত করিয়া তাহারা যেন আনন্দে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে, আর বলিতেছে, "দেখ, তোমার মত আমরাও কেমন ঢেউ খেলিতে পারি!"

একদিন প্রাতঃকালে উপেন তাহার বন্ধুগণসহ গ্রাম্যরাস্তা দিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। রাস্তার দুই ধারে গভীর খাতে রাশি রাশি কুমুদ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। আচ্ছা, ভাই কবি, বল দেখি, চাঁদ ত অনেকক্ষণ হইল ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আকাশের গায় মিশিয়া গিয়াছে, তবু কুমুদিনী এখনও মুদিত হয় নাই কেন? চাঁদ ভুলক্রমে যদি আর এক বার ফিরিয়া আসেন এই আশায় কি? অথবা চাঁদ তাহাকে না দেখিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারিবেন না এই বিশ্বাসে বুঝি? তাহা যে জন্যই হউক, নির্ম্মম তপন কিন্তু কুমুদিনীর দুর্দ্দশা দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইতেছেন। তাঁহার হাসির আলোক কুমুদিনীর দলরাজি হইতে উছলিয়া পড়িতেছে। আর অমনি কুমুদিনী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া নিমিলিত হইতেছে।

রাস্তাটী এক স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহার মধ্য দিয়া নব বারিধারা কুলু কুলু শব্দে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। একটী রাখাল রাস্তার ঘাসের উপর গরু ছাড়িয়া দিয়া খাতের ধারে বসিয়া সেই কুলু কুলু ধ্বনির সহিত সুর মিলাইয়া গাইতেছে—

"কালা তুই আমার গলার মালা
রে কালা!"

তাহার এই গান শুনিয়া একটী পাপিয়া নিকটবর্ত্তী আম্রশাখায় বসিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে আকাশ কাঁপাইয়া সুধাময় স্বরলহরীতে চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া দিল।

রাস্তার এক পার্শ্বে আম বাঁশ প্রভৃতি গাছের এক নিবিড় জঙ্গল।

ভাঙ্গা রাস্তার মধ্য দিয়া জলধারা এই বাগানে প্রবেশ করিতেছে, জলস্রোত শুষ্ক পত্র রাশি জোর করিয়া অনেক দূর গিয়া একটী গ... মধ্যে সশব্দে পড়িতেছে। বাগানের তরুপল্লবরাজি বৃষ্টির জলে ধৌ হইয়া উজ্জ্বল গাঢ় শ্যামশোভা ধারণ করিয়াছে। কোন কোন বৃক্ষে অগ্রভাগে ঈষৎরক্তবর্ণ নবকিশলয়োদ্‌গম হইয়াছে। বালকগণ সে জলধারা অনুসরণ করিয়া কোন "একটা নূতন কিছু" আবিষ্কার করিব মানসে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের পদশব্দে একটা শৃগা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া বেগে পলায়ন করিল। একটা হলদে পাখী গাছের ডালে বসিয়া ছিল, সেও তাড়া পাইয়া উড়িয়া গেল। অমনি সেই বালকবৃন্দ "ঐ হলদে পাখী রে, হলদে পাখী" বলিয়া হাততালি দিয় চেঁচাইয়া উঠিল। আর একটী ডাল হইতে একটী পাখী "বৌ কথা কও বলিয়া ডাকিয়া উঠিল।

বীরেন উপেনকে বলিল "উপেন, ঐ শোন্—শিখিয়া রাখ্—এ রকম করিয়া বৌকে কথা কহাইতে হইবে।"

উপেন লজ্জিত হইয়া বলিল "তোমার বৌ ত তোমার সঙ্গে আগেই কথা কহিয়াছিল!"

ইহা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

কতকদূর গিয়া তাহারা একটা বড় মাটী কাটা গর্ত্তের নিকট আসিল সেই জলের ধারা খুব বেগে এই গর্ত্তের মধ্যে পড়িতেছে। গর্ত্তের মধ্যে অনেকগুলি কচুর পাতার উপর জল উঠিয়া শুভ্রোজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় টলমল করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহারা আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল। সেই গর্ত্তের এক ধার দিয়া জল নির্গত হইয়া যাইতেছে; তাহার মধ্যে একটী বেতসলতা স্রোতের বেগে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহা দেখিয়া কুমুদ বলিল, "ঐ দেখ একটী লোক পৌষমাসের প্রভাতে জলে দাঁড়াইয়া কেমন শীতে কাঁপিতেছে।"

বীরেন বলিল "Capital! * তুই ত একজন কবি দেখিতেছি!"

গর্ত্তের পাড়ে একটী গাবগাছ কচি কচি লাল পাতায় ভূষিত হইয়াছে দেখিয়া কুমুদ বলিল—

"ঐ আর একজনের রূপের গরব কত দেখ না—কেবল দিন রাত্রি রশি দিয়া নিজের রূপ দেখিতেছেন!"

বীরেন। বাঃ, দেখিবে না বুঝি? তোমরা দেখ কেমন করে? তোমাদের সাধ আছে, ওর বুঝি একটুও সাধ নাই?

উপেন। আর তোমরা সারাবছর রোজ রোজ দেখ, ও কেবল বর্ষার এই তিনটী মাস নিজের রূপ দেখিতে পারে। এইজন্যই বুঝি প্রকৃতি-দেবী উহাকে এই সময়ে নূতন সাজে সাজাইয়া দিয়াছেন।

বীরেন। তুইও দেখি আর একজন কবি হইয়া উঠ্‌লি? বিয়ের জল গায়ে পড়িয়াছে বলিয়া না কি রে?

ইহা বলিয়া বীরেন উপেনের পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত করিল।

কিরূপ বেগে জল পড়িতেছে তাহা দেখিবার জন্য রাখাল পাতা ছিঁড়িয়া জলের স্রোতে ভাসাইয়া দিতেছিল। একটা "মাছরাঙা" পাখী নিকটস্থ বৃক্ষশাখায় অনেকক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বসিয়াছিল। সে বালকদিগের উপর হাড়ে চটিয়া জলের উপর ২।৩ বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া শেষে পলাইয়া গেল। একটা প্রকাণ্ড কুল্লা পক্ষী উচ্চ আম্রশাখায় বসিয়া এতক্ষণ নিতান্ত মুরব্বিয়ানাভাবে বালকদিগের কাণ্ড দেখিতেছিল। সে যেন বিদ্রূপচ্ছলে "ক:—ক:—ক:—ক হ হ হ" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল।

বীরেন বলিল—"বল ত তোমরা ও পাখীটা কি বলিল!"

ললিত। ও চণ্ডীপাঠ করিতেছে।

কুমুদ। না, ও বলিল হে ছোকরার দল তোমরা কেন এরূপ বৃথা

---

* চমৎকার।

সময় নষ্ট করিতেছ? তোমাদের গোলমালে একটা মাছও ভাসি-
উঠিতেছে না, আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি। তোমরা প্রস্থান কর।

উপেন। না—হলো না। তোমরা কেউ বলিতে পারিলে না।
উহার ডাকের অর্থ জল আবার বাড়িবে। জল পড়িবার আগে ঐ পাখী
ডাক শুনা যায়। চল, আর কেন? এখন একবার বাড়ীর দিকে যা
বড়মা বকিবেন।

তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বাগানের মধ্য দিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল।
কতকদূর গিয়া বিকশিত কদম্বের গন্ধ পাইয়া তাহারা চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান
করিতে লাগিল। অবশেষে রাখাল একটা ছোট কদম গাছে একটী ফুল
ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিয়া সেই গাছে চড়িল এবং ফুলটী পাড়িয়া আনিল।
গাছে আরও কতকগুলি গুটী ছিল, তাহাদের কেশর ঝরিয়া পড়িয়াছে।
ফুলটী পাইয়া তাহারা খুব আনন্দিত হইল।

এইরূপে বনভ্রমণ করিয়া তাহারা বেলা ৮টার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া
আসিল। বিবাহ উপলক্ষে বাড়ীর বাহিরের উঠান খুব পরিষ্কার করা হই-
য়াছে এবং বৃষ্টির আশঙ্কা বলিয়া তাহার উপর টিনের ছাদ দেওয়া
হইয়াছে। তাহারা বাড়ী আসিয়া দেখিল একজন বৃদ্ধ বৈরাগী দুইটি
বৃদ্ধা ও দুইটি যুবতী বৈষ্ণবী সঙ্গে লইয়া নৌকায় চড়িয়া ভিক্ষা করিতে
আসিয়াছে। উঠানে বসিয়া তাহারা গান করিতেছে। বৃদ্ধ বৈরাগী
একটা গোপীযন্ত্র বাজাইতেছে আর দুইজন যুবতী বৈষ্ণবী মন্দিরা
বাজাইতেছে। বৃদ্ধের কর্কশ স্বর যুবতীদিগের কোমলকণ্ঠের সহিত
মিলিত হইয়া এক বিচিত্র উদারামুদারার সৃষ্টি করিয়াছে। উপেন
বাড়ী আসিয়া এই বৈষ্ণবীর দল দেখিয়া এক মহাগণ্ডগোল বাধাইয়া
দিল। সে বৈরাগীকে বলিল "বেটা বদমাস! তুই আবার হরিনাম করিতে
আসিয়াছিস? তোর এতগুলি বৈষ্ণবী"—

বীরেন উপেনের মুখ চাপিয়া ধরিল। উপেন মুখ ছাড়াইয়া বলিল—

দেখ—ভাই! উহারা হরিনাম করিয়া হরিনামের অপমান করে। উহাদের ভিক্ষা দিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়!”

বৈরাগী তাহার গান বন্ধ করিয়া বলিল—

“বাবু, আপনি আমাদের ধর্ম্মের বুঝেন কি? ভিক্ষা না দিতে হয় না দিবেন। এত রাগ করেন কেন? আমরা একবার দত্তমহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব।”

এই সময়ে দত্তমহাশয় আহ্নিক শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন। তিনি বলিলেন “কি হয়েছে? তোমরা কি বলিতেছ?”

বৈরাগী এবারে খুব উৎসাহের সহিত বলিল “মেজকর্ত্তা! উপেন বাবু আমাদের উপর রাগ করিতেছেন। আমরা ফি বছর এই সময়ে ভিক্ষা করিতে আসি তাই এবারও আসিয়াছি। বাবু ইংরেজি পড়েন কি না, তাই বলেন, আমাদের ভিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, আমরা বদমাইসি করি, আমরা হরিনামের অপমান করি।”

উপেন বলিল—“তা’—নিশ্চয়ই। আমি এখনও বলিতেছি, তোমাদের ভিক্ষা দিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যে ভিক্ষা দেয় তাহারই পাপ হয়।”

দত্তমহাশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন,

“তোমাদের ও সব ইংরেজি মত রাখিয়া দাও। আমি যে কয়দিন বাঁচিয়া আছি, উহাদের ভিক্ষা দিব। আমি মরিলে তোদের যাহা ইচ্ছা হয় করিস্। হরিনাম যাহার মুখেই শুনি না কেন অমৃততুল্য। বৈরাগী ঠাকুর তোমার একটা ভাল গান গাও।”

ইহা শুনিয়া সেই নেড়ানেড়ীর দল স্ফূর্ত্তির সহিত এই গানটী গাইল—

“কৃষ্ণপ্রেম যে কতই মধুর
ধূলায় লুটে আত্মার ঘোর
দু’নয়নে বারিধারা বহে।

'কোথায় শ্যাম নীলমণি
শ্রীরাধার নয়ন-মণি
(তব) বিরহেতে সদা অঙ্গ দহে॥
ইহা কহি উন্মাদপ্রায়
গৌর আমার মূর্চ্ছা যায়
আঁখিদ্বয় হ'লো নিমীলিত।
'হায় কি হ'লো' নিতাই বলে
কোলে ক'রে ধ'রে তোলে
আবার ভূমে হ'লো নিপতিত॥
(তখন) কর্ণে ঢালে কৃষ্ণ নাম
হরে কৃষ্ণ হরে রাম
নাম সুধা অন্তরে পশিল।
তখন সোণার অঙ্গ পুলকিত
আঁখি হলো উন্মীলিত
গৌর আমার উঠিয়া বসিল॥"

গান শেষ হইল। উপেন তাহার বন্ধুগণসহ বৈঠকখানায় গিয়া বসিল। বীরেন বলিল—"উপেন, বৈরাগী তোকে খুব জব্দ করেছে!"

উপেন। জব্দ আর কি? বাবার ঐ এক রকম ভাব। আমি এরূপ অপাত্রে দান পছন্দ করি না।

বীরেন। কিন্তু আমি তাঁহার ভক্তি দেখিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছি। গান শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। আর তাঁহার হৃদয় কত উদার। এই সকল বৈষ্ণবগণ সমাজের কলঙ্ক সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও তাহারা সমাজের অঙ্গ।

উপেন। অঙ্গ বটে, সমাজরূপ অট্টালিকার নর্দ্দমা।

বীরেন। তা' হবে। কিন্তু নর্দ্দমারও উপকারিতা আছে ত?

নর্দ্দমা না থাকিলে সমস্ত বাড়ীটা দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। সেজন্য নর্দ্দমা রক্ষাকরা আবশ্যক।

উপেন। রক্ষাকরা আবশ্যক, আবার পরিষ্কারও করা উচিত। ইহারা রাত্রে বদমাইসি করিবে আর দিনের বেলা অলসভাবে হরি নামের ছল করিয়া অন্যের ঘাড়ে চাপিয়া নিজেদের অন্নসংস্থান করিবে ইহাও ভাল কথা নহে। ইহাদিগকে নিজ নিজ উদর পোষণের জন্য যদি রীতিমত পরিশ্রম করিতে হইত তবে বোধ হয় ইহাদের স্বভাব এত খারাপ হইত না। তাহা হইলে একজন বৈরাগীর পক্ষে একটা বৈষ্ণবী রাখাই কঠিন হইত—সে চারি পাঁচটা কোন ক্রমেই রাখিতে পারিত না।

এই সময়ে মাণিক আসিয়া বলিল

"বড় মা ডাকিতেছেন। জলখাবার খাইয়া আসুন।"

উপেন অগত্যা বক্তৃতা বন্ধ করিয়া আর সকলকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে গেল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### ফটোগ্রাফ-তোলা।

আমি বুঝিতেছি, আমার পাঠকপাঠিকাগণ ইহার মধ্যেই হাই তুলিতেছেন। "নাঃ—আর পারা যায় না। এ কি রকম নবেল গা? পাঁচটা পরিচ্ছেদ শেষ করিলাম, এখন পর্য্যন্ত একটীও তিলোত্তমা কি কুন্দনন্দিনীর দেখা পাইলাম না। আর সেই উপেনের বিবাহ—বিবাহ ত অনেকক্ষণ শুনিতেছি। বিবাহটা চট্ করে দিয়া ফেলিলেই ত হয়। নবেল পড়িব আনন্দলাভের জন্য, তাহার মধ্যে তোমার ওসব লেকচার শুনিতে কে চায় বাপু?"

মাপ করুন। এই অকিঞ্চন গ্রন্থকারের আপনাদিগকে আনন্দদান

করিবার শক্তি না থাকিলেও সে করযোড়ে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছে। সেই বিবাহটাই এই পরিচ্ছেদে খুব চটু করিয়া জানিয়া দিতেছি। তিলোত্তমা কুন্দনন্দিনীর দেখা পাইবেন কি না, সেটা আপনাদের অদৃষ্ট আর আমার হাতযশঃ।

আজ উপেনের বিবাহ। দত্তবাড়ীতে লোকজনের খুব সমারোহ হইয়াছে। প্রতিবেশী আত্মীয় কুটুম্ব অতিথি অভ্যাগত নিমন্ত্রিত প্রভৃতি অনেক প্রকার লোকের সমাগম হইয়াছে। তিনচারি দল বাদ্যকার থাকিয়া থাকিয়া বালকগণের আনন্দ ও বৃদ্ধগণের কর্ণজ্বর উৎপাদন করিতেছে। আজ মধ্যাহ্নে এখানে ভোজনের নিমন্ত্রণ। আহারান্তে বরপক্ষীয়গণ নৌকায় চড়িয়া কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহের জন্য যাইবেন।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্য বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা প্রতিবেশী রমণীগণের সাহায্যে অন্ন ও নানাপ্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতীয় যে সকল অতিথি "ঘরে" খাইবেন না, তাঁহাদের জন্য বাহির বাড়ীতে রন্ধন হইতেছে। ভোজনের সামগ্রী মোটামুটী রকমের যথা— ভাত, চচ্চড়ী, সুকৃতানি, তিনরকমের ভাজা, চারি রকমের ডাইল, ইলিসমাছ রুইমাছ ও চিতল মাছের ঝোল, টক, দধি, পরমান্ন এবং সন্দেশ। পোলোয়া, কালিয়া, মাংস প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য খাদ্য জিনিষের আয়োজন ছিল না। বিবাহাদি শুভকার্য্য উপলক্ষে পাঁঠা বধকরা এখনও এদেশে প্রচলিত হয় নাই। বিশেষতঃ দত্তপরিবার বৈষ্ণব মতাবলম্বী। ইঁহাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসবেও পাঁঠা কাটা হয় না। প্রায় সাত আট শত লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ইহারা সকলেই একই প্রকার আহার্য্য দ্রব্য পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। এ বাড়ীতে "ভদ্রলোক" ও "রাজেলোক"ভেদে আহার্য্যের তারতম্য নাই। ফেম্বলের অনেক পল্লীতেই এখনও এই ভেদবুদ্ধি প্রবেশ লাভ করে নাই। তবে ইহার পর সাম্যবাদের প্রচার হইলে কি হয় বলা যায় না। আমাদের

এখন ভোজনের ফ্যাসন্ যতই বাড়িতেছে, ততই "ভদ্রলোকের" সহিত "বাজেলোকের" বিভাগরেখা সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতর ভাবে চিহ্নিত হইতেছে। আমাদের আহার্য্য দ্রব্যসংখ্যা এবং তাহাদের রসমাধুর্য্য যতই বাড়িতেছে ততই আমাদের নিমন্ত্রিতের সংখ্যা কমিতেছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আহারে তৃপ্তিলাভটা চর্ব্যচোষ্যাদি রসের উপর ততটা নির্ভর করে না যতটা অন্য আর একটি রসের উপর নির্ভর করে। সেটী হইতেছে হৃদয়ের প্রীতিরস। প্রাচীনেরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন, আমরা নব্য-সম্প্রদায় তাহা ভুলিয়া যাইতেছি।

বেলা ১২টা পর্য্যন্ত দত্তমহাশয় বাড়ীর মধ্যে "আভ্যুদিক" ক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন। তাহা শেষ করিয়া এখন বাহিরে আসিলেন এবং কাঁধে গামছা ও খালিপায়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সকলের ভোজন ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের প্রত্যেকের কুশল, অমুক আসে নাই কেন? অমুকের কি হইয়াছে?—ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আহারের সময় নিজে নিকটে দাঁড়াইয়া সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইতে লাগিলেন। এইরূপে বেলা প্রায় ৫টা বাজিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের আহার একরূপ শেষ হইয়া গেল। তখনও তিনি নিজে জলগ্রহণ করেন নাই। একজন চাকর আসিয়া তাঁহাকে বলিল—

"বড়মা আপনাকে ডাকিতেছেন। আপনার ভাত বাড়া হইয়াছে।"

দত্তমহাশয় বলিলেন—

"এখনই আমার ভাত বাড়িল কেন? র'সো আমি দেখি আর কে কে খাওয়ার বাকী রহিল। ওরে, মধুধোপাকে ত দেখিলাম না—সে আসে নাই কেন?"

তখন সেই চাকরটী দৌড়াইয়া মধুধোপার অন্বেষণে গেল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "মধু বাড়ীতে খাইয়াছে। তাহাকে নাকি কেউ নিমন্ত্রণ করে নাই।"

দত্ত মহাশয়। কি? এতবড় কথা? তাহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই? গ্রামে কে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিল? ডাক্ ত তাকে?

"জ্ঞান বাবুর উপর এ গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করিবার ভার ছিল।"

জ্ঞানকে ডাকা হইল। সে আসিলে কর্ত্তা বলিলেন "তুই কি রকম নিমন্ত্রণ করেছিস্? মধুকে বলিস্ নাই কেন?"

জ্ঞান। কোন্ মধু?

"আরে আমাদের মধুধোপা।"

জ্ঞান। কেন? মধুধোপাকে আবার নিমন্ত্রণ করিব কি? সে ত আমাদেরই বাড়ীর চাকর। সে নিমন্ত্রণ না করিলে আসিবে না কেন?

"তোর বুঝি ইংরেজী পড়িয়া এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছে? সে আমাদের বাড়ীর কাপড় ধোয় বলিয়া সে আর একটা মানুষ নয়! তার বুঝি একটা নিজের মর্য্যাদাজ্ঞান নাই? নিমন্ত্রণ না করিলে সে তোর বাড়ীতে খাইতে আসিবে কেন? হায়—হায়—হায়! কি সর্ব্বনাশ; আমি মরিলে তোরা এ সংসারটাকে একেবারে উচ্ছন্ন দিবি দেখিতেছি!"

ইহা বলিয়া দত্তমহাশয় রাগ করিয়া তাঁহার ঘরে গিয়া অনাহারে শয়ন করিলেন। তাঁহার বাড়া ভাত পড়িয়া রহিল।

তখন বাড়ীতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জ্ঞান নিতান্ত অপ্রতিভ হইল। মহেন্দ্র নিজে মধুধোপার বাড়ীতে গিয়া তাহাকে বলিয়া কহিয়া ডাকিয়া আনিলেন। তাহাকে তখনই খাইতে দেওয়া হইল। সে আহারে বসিলে, মহেন্দ্র, উপেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, বড় গিন্নী প্রভৃতি সকলে মিলিয়া দত্তমহাশয়ের নিকট গেলেন। জ্ঞান তাঁহার পদধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন তিনি আসিয়া ভোজনে বসিলেন।

এইরূপে সকলের ভোজনাদি শেষ হইতে সন্ধ্যা হইল। তখন উপেন লাল চেলির যোড় ও মাথায় সোলার টোপর পরিয়া সঙ্গিগণের সহিত

বিবাহের জন্য শুভযাত্রা করিল। কিন্তু সেই যাত্রার লগ্নটা শুভ কি অশুভ ছিল তাহা কে বলিবে?

তাহাদের শ্যামনগর গিয়া পৌঁছিতে রাত্রি ১০টা হইল। যথাসময়ে বিবাহের আয়োজন হইল। বিবাহের কথা আর কি লিখিব? তাহার মধ্যে নূতনত্বই বা কি আছে? আপনাদের দশজনের বিবাহ যেরূপে হইয়াছে বা হইবে বা হইয়া থাকে, উপেনের বিবাহও সেইভাবে হইল। তবে সকল বিবাহ ব্যাপারেই একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে—অর্থাৎ ফটোগ্রাফ তোলা। একজন পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোককে চেহারা তুলিবার জন্য কলিকাতার এক বিখ্যাত ফটোগ্রাফারের দোকানে আনা হইয়াছিল। তিনি একঘণ্টা কাল তাহাদের ক্যামেরাকক্ষে বসিয়া রহিলেন, ইতি মধ্যে ফটোগ্রাফার মহাশয় তাঁহার যন্ত্র ঠিকঠাক ও সাজসজ্জা প্রস্তুত করিতে ছিলেন। সেই পল্লীবাসী ভদ্রলোকটী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে বিরক্ত হইয়া ফটোগ্রাফারকে ছবিতোলা শেষ করিবার জন্য বারম্বার তাগিদ করিতে লাগিলেন। ফটোগ্রাফার বলিলেন—"মহাশয়! আর একটু সবুর করুন, এই আরম্ভ করিতেছি।" ভদ্রলোকটী আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন "কি মুস্কিল! এখন পর্য্যন্ত আরম্ভও করেন নাই? তবে শেষ করিবেন কত দিনে?"

ফটো। মহাশয়! উদ্বিগ্ন হইবেন না—একটু অপেক্ষা করুন। আমার এদিকে একবার তাকান দেখি—ঘাড় নাড়িবেন না, আর চোখের পাতা ফেলিবেন না।

ভদ্রলোকটী তাহাই করিলেন। ফটোগ্রাফার বলিলেন—"হয়েছে। তবে এখন আসুন!"

"সে কি মহাশয়? ঠাট্টা করিতেছেন নাকি? ইহার মধ্যেই হইয়া গেল? আরম্ভ করিলেন কখন আর শেষই বা করিলেন কখন?"

ফটোগ্রাফার হাসিয়া বলিলেন—

"যে মুহূর্ত্তে আরম্ভ করিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই শেষ করিয়াছি। পূর্ব্বে যে সময়টা আপনাকে বসাইয়া রাখিয়াছিলাম, সে কেবল আয়োজনের জন্য।"

বিবাহ ব্যাপারও সেই ফটোগ্রাফ তোলা নহে কি? যে মুহূর্ত্তে ইহার আরম্ভ সেই মুহূর্ত্তেই ইহার শেষ। এখন বলুন দেখি সে মুহূর্ত্তটা কি?

ঐ যে সেই চারি চক্ষুর মিলন। ইহা একটি "অনন্ত মুহূর্ত্ত"! এই মুহূর্ত্তের পর বর দেখেন তাঁহার হৃদয়-ফলকে একটী অপরিচিত-পূর্ব্ব মূর্ত্তির ফটো অঙ্কিত হইয়াছে—সেটী যেন তাহাকে ফুল্লকৌমুদীপ্লাবিত শারদাকাশের ন্যায় পরিপূর্ণ করিতে চায়। বধূ দেখেন—তাইত, এ ছবিটা ত কখনও এখানে দেখি নাই? এ আবার কোথা হইতে আসিল? কেবল কি আসিয়াছে—আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। বসিয়াছে ত একেবারে মৌরাসী-পাট্টা করিয়া বসিয়াছে। সে পাট্টার লেখক স্বয়ং প্রজাপতি, তাহার সাক্ষী ধ্রুবতারা, তাহার মিয়াদ দশবছর বিশবছর নয়—এক কল্প। বিজলি চমকের ন্যায় এক নিমেষেই যাহার আরম্ভ এবং এক নিমেষেই যাহার শেষ, এরূপ বিশাল বিরাট কল্পান্তস্থায়ী ঘটনা আর কি আছে বল দেখি?

উপেনও এইরূপ তাহার হৃদয় ফলকে একটী ফটো তুলিয়া লইয়া এবং সেই ফটোর আসলমূর্ত্তিটাকে সঙ্গে লইয়া পরদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কন্যাটীর নাম বনলতা, সবে বার বছরে পড়িয়াছে। কন্যার পিতা তাহাকে কয়েকখানা সোণার গহনা দিয়াছেন এবং বরকে যথাসম্ভব বরসজ্জা দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছেন। দেনা পাওনা লইয়া বরকর্ত্তার সহিত কন্যাপক্ষের কোন হাঙ্গামা হয় নাই, ইহা এ বিবাহের একটী বিশেষত্ব।

ফুলশয্যার দিন সন্ধ্যাকালে উপেন তাহার বন্ধুদিগকে লইয়া বিলের মধ্যে নৌকায় বেড়াইতে গেল।

গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে তালগাছীয়া বিল, তাহার চতু-
রাশি-পরিপূর্ণ জলমগ্ন বিস্তৃত প্রান্তর। সেই বিলের গাঢ়,
জলরাশি অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিমাভায় অনুরঞ্জিত হইয়াছে। সে
নিথর জলরাশি স্থানে স্থানে গোলাকার পদ্মপত্র, পদ্মকলিকা, ও
কহ্লরাদিতে খচিত। আকাশে একটুও মেঘ নাই। উজ্জ্বল কোমল
নীলবর্ণ আকাশে একটী একটী করিয়া তারা ফুটিতেছে, ফুটিয়া উঠিয়া
মিটি মিটি চাহিতেছে আর রজতরেণু বর্ষণ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে
অষ্টমীর চন্দ্র আকাশের গায় ফুটিয়া উঠিল। প্রকৃতি দেবী অতি সন্তর্পণে
সন্ধ্যার ধূসর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া রজনীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল সৌম্যশোভায়
বিকশিত হইলেন। মধ্যে মধ্যে ডাহুক ডাহুকীর প্রাণোন্মাদকারী ডাক
শুনা যাইতেছে। দূরে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে নৌকা বাহিতে বাহিতে একটী
লোক গাইল—

"হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'লো
পার কর আমারে।"

তাহার উদাস প্রাণের উদাস সঙ্গীত আসিয়া উদাস প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য
আরও বৃদ্ধি করিল।

এই সময়ে দূর হইতে আর একখানি নৌকা হাস্যকোলাহল ও চঞ্চল
গীতিধ্বনি বহন করিয়া দ্রুতক্ষেপণীনিক্ষেপে বিলের মধ্যে আসিয়া
পড়িল। ক্ষেপণীর অগ্রভাগ যেন আলোকসাগরে অবগাহন
করিতেছে। নৌকায় উপেন, বীরেন ও রাখাল দাঁড় ধরিয়াছে আর কুমুদ
হাল ধরিয়া বসিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি রূপান্তরিত হইয়া
হস্তে বলসঞ্চার করিয়াছে এবং তাহারই জোরে তীরবেগে নৌকা
চলিতেছে।

ললিত গাইতেছিল—

"সাধের তরণী আমার, কে দিল তরঙ্গে।"

"যে মুহূর্ত্তে আরম্ভ পাদপূরণ করিয়া গাইল—

যে সময়টা আপনা" ভাস্‌লো তরী সাঁঝের বেলা

ভাবিলাম জলখেলা

হেরিব বিলের শোভা বন্ধুগণ সঙ্গে।

বীরেন। তার পর?

রাখাল।

গগনে নাহিক ঘন

বহে মৃদু সমীরণ

শশী ঢালে সুধারাশি কুমুদের অঙ্গে।

কুমুদ। আমাকে কেন? কেবল কি আমার?

রাখাল।

জলেতে কুমুদ ফুল,

আকাশে তারকাকুল

ফুলসনে তারা খেলে জলে কত রঙ্গে।

বীরেন। বেশ—বেশ। আজ উপেনের ফুলশয্যা; একটা ফুলশয্যার গান গাও।

রাখাল গাইল—

"নীল আকাশে ফুটিছে তারকা

আঁধারে আঁখিটি আবরি।

প্রেমমুকুল ফুটিছে হৃদয়ে

সরমে মরমে শিহরি॥

কমলকলিকা তুলিও না সখা

ফুটিতে দাওহে বিরলে।

নয়নআলোকে আকুল ক'রো না

ফুটায়ো না তারে অকালে॥

কুলশয্যতে নিধুতপন
(যবে) উদিবে সুনীল গগনে।
বিকচ নলিনী হাসিবে অমনি
নির্মেঘবিহীন নয়নে॥
এবে সাজাও যতনে, হৃদয় রতনে
সুরভি কুসুম ভূষণে।
প্রেমের পরশে নিতি নবরসে
ভাসিবে নবীন যৌবনে॥"

গান শেষ হইল, রাখালকে সকলে খুব বাহবা দিল। তাহার গলাটী বেশ মিষ্ট। তথন কুমুদ বলিল—

"ফুলশয্যার গান ত শুনিলাম। এখন একবার ফুলশয্যার ফুল তুলিলে কেমন হয়?"

"বেশ কথা।"

ইহা বলিয়া তাহারা সকলে দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি কুমুদফুল তুলিয়া ফেলিল। বীরেন একটি পদ্ম কলিকা তুলিয়া বলিল,

"এই ত ইহাকে তুলিলাম 'অকালে'। উপেন নে।"

ইহা বলিয়া উপেনের গায় ছুড়িয়া মারিল। তাহাতে সকলে হাসিয়া উঠিল।

কুমুদ বলিল, "ফুলটি অকালে ছিঁড়িয়া ভাল কর নাই।"

বীরেন। তা'তে কি?

"Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness—

উপেন। in the watery desert.

বীরেন। কিন্তু আমরা যে watery desertএর মধ্যে আসিয়া

পড়িয়াছি, এখন কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতে পারিলে ঠিক হইত। বিলের ফুল ও চাঁদের আলোতে আর পেট ভরে না।

উপেন। সেজন্য ভাবনা নাই। বড়মা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

ইহা বলিয়া উপেন নৌকার খোলের মধ্য হইতে এক হাঁড়ী জলখাবার বাহির করিল।

"আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তোমার বড়মা আর একশ বছর বাঁচিয়া থাকুন।"

ইহা বলিয়া কুমুদ কতকগুলি পদ্মপাতা ছিঁড়িয়া লইল এবং সকলের সম্মুখে থালার মত রাখিয়া দিল। উপেন সেই হাঁড়ীর মধ্য হইতে লুচি, মোহনভোগ, সন্দেশ, ছাতুর মোয়া ও নারিকেলের লাড়ু বাহির করিয়া সকলকে পরিবেষণ করিল।

এইরূপে জলযোগ শেষ হইলে তাহারা বাড়ী ফিরিয়া যাওয়ার জন্য খুব স্ফূর্ত্তির সহিত দাঁড় ধরিল।

উপেন রাখালের নিকট বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হইতেছিল। রাখাল বলিল—"কিন্তু তোর বৌ যে সুন্দর তোকে নিশ্চয়ই ভেড়া বানাইবে দেখিতেছি।"

কুমুদ তাহার দাঁড় রাখিয়া বলিল—

"বাস্তবিকই খুব সুন্দর! কেবল রঙ্ খুব পরিষ্কার বলিয়া নয়—নাক মুখ চোখ অতি সুন্দর। ঠোঁটদুটী যেন এক যোড়া middle-bracket { বন্ধনী চিহ্ন }। আর কুমারেরা দেবীপ্রতিমার চিবুকে একটা বাঁকা রেখা টানিয়া দেয় কেন তাহা আমি আগে বুঝিতাম না। তোর স্ত্রীর মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিয়াছি।"

উপেন। কিন্তু কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্য থাকিলে কি হয়? মানসিক সৌন্দর্য্য না থাকিলে কিছুই নয়। চাই accomplishments।*

* বিদ্যা ও শিল্পকলা শিক্ষা।

বীরেন। কেন—যাহাতে মানসিক সৌন্দর্য্য জন্মে তাহাই কর। এখন খুব সময় আছে, মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে পারিবে।

উপেন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "তাহার সুবিধা কোথায়? আমার মনে হয় যদি তাহাকে কোন বোর্ডিং স্কুলে রাখিয়া শিক্ষা দিতে পারিতাম তবে খুব ভাল হইত। কিন্তু আমাদের বাড়ীর সকলে এ কথা শুনিলে অমনি আমাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবেন, আমার মুখও দেখিবেন না!"

বীরেন। বটে? বোর্ডিং স্কুলে পাঠাবি নাকি? It is certainly a novel idea—just like you! * তোর পেটে এত বুদ্ধি তাহা জানিতাম না। বোর্ডিং স্কুলে না থাকিলে বুঝি শিক্ষা হয় না? আমার মতে তোমাদের বাড়ীই ত এক উত্তম বোর্ডিং স্কুল! তোমার পিতা যে গৃহের কর্ত্তা, তোমার বড়মা যে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই গৃহের কাছে বোর্ডিং স্কুল কোন ছার? আমার আগে ধারণা ছিল সাহেবদের যেমন একটা home-education, † home-influence ‡ আছে আমাদের বুঝি সেরূপ কিছু নাই। কিন্তু তোমাদের বাড়ী আসিয়া আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে। এখানে থাকিলে হৃদয়ের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন যাহা হইবে, কোন্ বোর্ডিং স্কুলে সে শিক্ষা হইতে পারে? তবে অবশ্যই কামস্‌কাট্‌কা কোথায় আর জুলিয়াস সিজারের বাপের নাম কি সে সব শিক্ষা এখানে হয় না। তোমার স্ত্রীকে যদি সে সব শিখান আবশ্যক মনে কর তবে নিজেই ত শিখাইতে পার। পাশ্চাত্য শিক্ষার অনেক বিষ—যেমন বিলাসিতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি—আমাদের পুরুষদের হাড়ে হাড়ে যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, আবার কুললক্ষ্মীদিগকে লইয়া টানা-

---

* এটা একটা নূতন রকমের কথা—ঠিক তোমারই উপযুক্ত। † গৃহের শিক্ষা। ‡ গৃহের প্রভাব।

টানি কেন? তাঁহাদিগকে হিন্দুগৃহের শান্তিসরোবরে পুণ্য ও পবিত্রতার শ্বেতশতদলের উপর বিরাজ করিতে দাও।

উপেন। কিন্তু সেই গৃহলক্ষ্মী যদি শতদলবাসিনী না হইয়া তাঁহার বাহনটীর ন্যায় অজ্ঞানান্ধকারে বাস করিতে ভাল বাসেন, তবে তোমার আমার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত স্বামীর সহিত তাঁহার মনের মিল হইবে কেন?

বীরেন। আচ্ছা—ভাল কথা! তবে তোমার স্ত্রীকে বেথুন কলেজে পড়ানের বন্দোবস্ত কর। তুমি যেমন একটী genius, * তোমার সব বিষয়েই একটা originality † চাই ত?

রাখাল হাসিয়া বলিল—

"আচ্ছা—আমি বাড়ী গিয়া তোমার বড়মাকে বলিব যে বৌকে বেথুন কলেজে পড়িতে পাঠাইয়া দিন?"

উপেন। অমনি আমার কপালে ঝাঁটা!

বীরেন। আর তোর বৌকে যদি বলিস্?

রাখাল। অমনি এক ঠোনকা!

ইহা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহারা ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। বাড়ী আসিয়া রাখাল, বীরেন ও কুমুদ সেই সকল ফুল দিয়া মালা গাঁথিয়া উপেনের শয্যা সাজাইল। পরদিন তাহারা কলিকাতায় রওনা হইল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### নতুন বৌ।

উপেনের বিবাহের পর দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। উপেন প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিল। এই বৎসরের আষাঢ় মাসে তাহার পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন।

* প্রতিভাশালী ব্যক্তি। † নূতনত্ব।

দত্ত মহাশয় শেষ বয়সে শোক তাপ পাইয়া জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শরীরের উপর কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। কেবল বলিতেন “আমার দিন ফুরাইয়াছে, এখন ইহাদিগকে রাখিয়া দাদার কাছে যাইতে পারিলেই বাঁচি।” আষাঢ় মাসের প্রথমে তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বর হইল। তিনি রীতিমত ঔষধ ব্যবহার করিলেন না, বরং কুপথ্য করিতে লাগিলেন। সেই জ্বর শেষে বিকারে পরিণত হইল। ডাক্তার ও কবিরাজ আনিয়া মহেন্দ্র অনেকপ্রকার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বিশ দিনের দিন সজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার দেহত্যাগ হইল। মৃত্যুকালে বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দত্তমহাশয় মহেন্দ্র ও উপেন্দ্রকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন—

“আমার এই শেষ অনুরোধ তোমরা শুন। আমি অনেক কষ্টে পড়িয়াও এই সংসারের অতিথিসেবা ও ক্রিয়াকর্ম্মগুলি ঠিক রাখিয়াছি। তোমাদের দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম যেন না হয়। আর বাবার আদেশ ছিল পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া কখনও টাকা লইও না। তোমরাও প্রাণপণে সেই আদেশ পালন করিবে। জ্ঞান ও তাহার ভাইকে সহোদরের মত দেখিবে। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হইয়া কর্ত্তব্য পালন কর।”

মহেন্দ্র ও উপেন্দ্র অশ্রুপূর্ণলোচনে বিদ্যানিধি মহাশয়ের সাক্ষাতে পিতার নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহার অল্পক্ষণ পরেই দত্তমহাশয় দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে গ্রামে হাহাকার পড়িয়া গেল।

যথাসময়ে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি সুসম্পন্ন হইল। দেশের মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। শ্রাদ্ধেও যথাযোগ্য ব্যয় করা হইল। এখন মহেন্দ্রই সংসারের কর্ত্তা হইলেন। শ্রাদ্ধশেষে তিনি সংসারের দেনা পাওনার হিসাব করিয়া দেখিলেন চারি হাজার টাকা দেনা।

সম্পত্তির আয় হইতে ক্রিয়াকর্ম্ম বজায় রাখিয়া এই দেনা শোধ দেওয়ার সম্ভব নাই। তাঁহার নিজের উপার্জ্জনের দ্বারা তাঁহার বাসা খরচ চলাই কঠিন। উপেন্দ্রর পড়ার খরচ এখন কোথা হইতে চলিবে? কেবল ২০৲ টাকা জলপানির উপর নির্ভর। তাহাতে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া চলে না। সুতরাং বাধ্য হইয়া এখন উপেনকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করিয়া মেট্রপলিটানে ভর্ত্তি হইতে হইল।

দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। উপেন মেট্-পলিটান হইতে এফ এ, পরীক্ষা দিয়া গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়াছে। এদিকে জ্ঞানও ফরিদপুর স্কুল হইতে এন্‌ট্রেন্স্ পরীক্ষা দিয়াছে।

জ্যৈষ্ঠমাস, বেলা ১০টার সময় রৌদ্রের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হইয়াছে। উপেন বৈঠকখানার তক্তপোষের উপর বসিয়া Nicholas Nickleby পড়িতেছে। বৈঠকখানার সম্মুখে উঠানে ঘরের ছায়া পড়িয়াছে। সেখানে রহিম সেখ বসিয়া বাঁশ ফাড়িয়া বাকারি প্রস্তুত করিতেছে। একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া আরাম করিতেছে, আবার কখন কখন মাছির উৎপাতে বিরক্ত হইয়া হাঁ করিয়া দুই একটা মাছি গিলিবার চেষ্টা করিতেছে।

কতক্ষণ পরে বই রাখিয়া উপেন বলিল—"উঃ, কেমন গরম পড়িয়াছে। আজ আর দুপুর বেলা টেঁকা যাবে না।" রহিম তাহার হাতের দা রাখিয়া উপেনের দিকে তাকাইয়া বলিল—

"আজ গাছে এট্টা আমও কাচা থাক্‌বে না। কিন্তু বাবু! এই গরমে আপনারা গরে থাক্‌তি পারেন না, আর আমরা মাঠে কাম করি ক্যাম্বায়? আপনাগো সুখী শরিল—আর আমরা চাষা মানুষ। কিন্তু করতা, আমার মনে নেয় এই গরমের সময় আপনারা পিরাণ কোরতা পৈধেন দেখ্যা আপনাগো আরও বেশী গরম হয়। আমরা কেমন খালি গায় থাকি।"

বড়বৌ ভাতবাড়া শেষ করিয়া বলিলেন "থাক, ওকে বিরক্ত করিও না। ওর দিন ত পড়িয়াই আছে, এত ব্যস্ত হওয়ার দরকার নাই। ভাত আমিই লইয়া যাইতেছি।"

উপেন এবার হাঁকিল—"কই—আজ তোমরা ভাত দেবে না? এ বেলা বুঝি বড়বৌঠাকুরুণ রাঁধিতেছেন?"

বড়বৌ ভাতের থালা লইয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"এখন আর বড়বৌঠাকুরুণের খাতির করিবে কেন? যে অন্নপূর্ণা ঘরে আনিয়াছ। কিন্তু অন্নপূর্ণা অন্ন দান করিতে বড়ই নারাজ। এতক্ষণ তাঁহারই সাধ্যসাধনা হইতেছিল।"

উপেন লজ্জায় কোন কথা না বলিয়া ভাত মাখিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। বড়বৌ চলিয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে মেজবৌ একবাটি দুধ ও একখানা রেকাবীতে করিয়া কতকগুলি আম লইয়া আসিলেন। তিনি উপেনকে বলিলেন—"ঠাকুরপো, বলদেখি আজ দুধ কে আওটিয়াছে?"

উপেন সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল "যিনি আউটিয়াছেন, তাঁহার গুণপণা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই দেখুন দুধ কেমন জলের মত পাতলা—"জলবত্তরলম্!"

"তোমার ও কিড়িমিড়ি বুঝি না। দুধ জলের মত হবে না ত কি হবে? এ বুঝি তার দোষ? তোমরা এতগুলি লোক খাবে, দুধ বেশী করিয়া আন না কেন? আমিই তাহাকে দুধ পাতলা করিতে বলিয়াছিলাম।"

"এখন থেকেই বুঝি গিন্নীপণা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে?"

"তাহাকে বড় বেশী শিখাইতে হয় না। সে অল্পেই বুঝিতে পারে। কাজকর্ম্মে বেশ। কিন্তু তুমি আমার কথা হাঁ করিয়া গিলিতে গিলিতে ঐ ভাল আমটা খাইতে যে ভুলিয়া গেলে। ওটা সিন্দুরে গাছের আম, বড় মা তোমার জন্য রাখিয়াছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে বড়গিন্নী পূজা শেষ করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"উপেন, তোর বৌ আজ আমার জন্য শিব গড়িয়া দিয়াছে। বেশ গড়িয়াছিল! মা আমার লক্ষ্মী, ক্রমে সব কাজ শিখতে পারবে। ও আমটা পাতে রাখিস্ কেন? খেয়ে ফেল্।"

উপেন সেই আমটী খাইয়া উঠিল এবং আচমন শেষ করিয়া বৈঠকখানায় আসিল। জ্ঞান আগেই খাইয়া ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### "প্রিয়শিষ্যা।"

উপেন ভোজনান্তে বৈঠকখানায় গিয়া শয়ন করিল এবং ২টা পর্য্যন্ত খুব ঘুমাইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়ার পর দুই তিন মাস বড় আরামের সময়, তাহা যিনি পরীক্ষা দিয়াছেন তিনিই জানেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটী পরীক্ষা না এক একটী কঠোর তপস্যা। পূর্ব্বকালে তপস্যাতে আয়ু বৃদ্ধি হইত, ইহার একএকটী পরীক্ষায় দশ বৎসর করিয়া আয়ুঃক্ষয় হয়। তবে ফল বাহির হওয়ার পূর্ব্বে দুইতিন মাস কাল ছেলেরা একটু বিশ্রাম করিতে পারে বলিয়া শরীর কোন ক্রমে টিকিয়া থাকে। কিন্তু সেই বিশ্রাম সুখই বা আবার কয়জনের ভাগ্যে ঘটে?

উপেন ঘুম হইতে জাগিয়া আবার সেই বই পড়া আরম্ভ করিল। বেলা আর শেষ হয় না। বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। বাগানে দুই একটি ঘুঘু গাছের পাতার আড়ালে থাকিয়া ডাকিতেছে। একটা কাঠঠোকরা খেজুর গাছের গায় ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া বাসা খনন করিতেছে। গাভিগুলি ঘরের ছায়ায় কিম্বা গাছের ছায়ায় শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিয়া জাবর কাটিতেছে। মধ্যে মধ্যে বাতাস সাঁ সাঁ করিয়া বহিতেছে, আর

সেই বাতাসের সঙ্গে উঠানে বাঁশের উপর কাপড়গুলি দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়া যেন ব্যায়াম করিতেছে। আকাশে সাদা সাদা মেঘ বায়ুভরে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে, তাহাদের দিকে চাহিয়া চাতক "ফটি-ইক জল—ফটি ইক জল—ফটি-ইক জল—ফটি-ইক জল" করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে কিন্তু তাহাদের হৃদয় শুষ্ক, জল কোথা হইতে দিবে? পাকা আম বাতাসে টুপ্ টাপ্ ঝরিয়া পড়িতেছে, আর ছেলের দল মায়ের নিষেধ না মানিয়া তাহা কুড়াইয়া আনিতেছে।

উপেন কতক্ষণ পড়িল; আর পড়া ভাল লাগে না, বই খুলিয়া মনে মনে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। শত সুখস্মৃতির আকর, স্নেহ প্রীতির নিলয় গৃহ কাহার নিকট প্রিয় নয়? উপেনের পিতার মৃত্যুর পর সেই গৃহের সুখালোক ঘোরতর বিষাদের কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইয়া ছিল। কিন্তু এবার নববধূর আগমনে সেই কুজ্ঝটিকার মধ্য হইতে ঊষার অরুণাভা আবার ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার হৃদয়ে নব বিকশিত প্রেমের আলোকে বিশ্বসংসার এক অপূর্ব্ব মধুর-শ্রী ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তবুও সেই হৃদয়ের এককোণে একখানা কালমেঘ আঁধার করিয়া রহিয়াছে। উপেন বনলতার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু সে বাল্যকাল হইতে তাহার জীবনসহচরীর যে উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে, বনলতা কি তাহার অনুরূপ হইতে পারিবে? উপেন চায়, তাহার স্ত্রী অজের মহিষী ইন্দুমতীর ন্যায় একাধারে গৃহে গৃহিণী, বিষয়-কর্ম্মে সচিব, বিশ্রম্ভালাপে সখী ও ললিতকলায় প্রিয়শিষ্যা হইবেন! তাহার আকাঙ্ক্ষাটা অবশ্যই খুব উচ্চ, কিন্তু পাঠক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, আপনার মনে কি কখন এরূপ খেয়াল উদয় হয় নাই? উপেন তাই বনলতাকে ইন্দুমতী করিবার অভিপ্রায়ে এবার একখানা "শিশুশিক্ষা —প্রথম ভাগ" কিনিয়া আনিয়াছে। কিন্তু সেই শিশুশিক্ষা তাহাকে পড়ায় কে? বনলতার গলা কাটিয়া ফেলিলেও সে দিবাভাগে উপেনের

কাছে আসিবে না, কিম্বা বই পড়া ত দূরের কথা—কথাও কহিবে না। উপেন নিজেও কম লাজুক নহে। রাত্রিকালেও সেই লজ্জার ভয়। তবে সেই নববধূকে প্রিয়শিষ্যা করিবার উপায় কি? উপেন এখন শুইয়া শুইয়া কেবল তাহাই চিন্তা করিতেছে।

আর সেই নতুনবৌ? সে এখন মনের সুখে ঘুমাইতেছে। বেলা ৩টার সময় শরৎশশী তাহাকে ডাকিলেন—

"ওলো নতুনবৌ, উঠ্‌বি না? তোর বুঝি ঘুম ভাঙ্গে না? তোরা কত রাত্রি জাগিস্ যে দিনের বেলা এত ঘুমুতে হয়?"

বনলতা চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল এবং একটু হাসিয়া বলিল—

"তুমি চুপ কর। অত গোল করিলে আমি কথা কহিব না।"

"চুপ করিব কেন? তোর যে লজ্জা। এখন আমাদের কথা কেহ শুনিতে পাবে না।"

"বড়দিদি কি করিতেছেন?"

"তিনি ঐ ঘরে ঘুমাইয়া আছেন।"

"মা কোথায়?"

"তিনি পশ্চিমের ঘরে কড়ির আলনা তৈয়ার করিতেছেন।"

"বড়মা কোথায়?"

"তাঁর চক্ষে ঘুম নাই—এক মুহূর্ত্তও তিনি নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি খুকীদের জন্য চুলের দড়ী বিনাইতেছেন। তোর এত খবরে কাজ কি লো?"

ইহা বলিয়া শরৎশশী একটা ছোট টুকরি পাড়িয়া তাহার মধ্য হইতে একখানা কাঁথা বাহির করিলেন এবং তাহাতে লাল পাড় দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সুচিক্কণ সেলাই কার্য্যে সুনিপুণা। এমন কি ইহাই এখন তাঁহার জীবনের প্রধান নেশার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। বনলতা তাঁহার সেলাই দেখিয়া বলিল—

"দিদি তোমার হাত খুব পাকা।"

শরৎশশী বলিলেন—"তুই পারিস্ নাকি ?"

"আমি মোটা মোটা পাড় দিতে পারি।"

"তবে আমার কাছে শিখ্‌তে পারবি। এই দেখ আমি আর এক-খানা কেমন ভাল কাঁথা সেলাই করেছি।"

ইহা বলিয়া তিনি বাক্সের মধ্য হইতে একখানা লাল নীল কালো সবুজ রঙের নানাপ্রকার লতা ফুল ও কল্‌কা রঞ্জিত অতি সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য শোভিত কাঁথা বাহির করিয়া দেখাইলেন। বনলতা তাহা মনোযোগের সহিত দেখিয়া বলিল—

"এ কাজে খুব পরিশ্রম। তোমার কতদিন লাগিয়াছিল ?"

"এক বৎসরের কম নহে। গত বছর ফরিদপুরের মেলায় এ খানা দিয়া ৪০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলাম। জজ সাহেবের মেম নাকি আমার এ কাঁথা খানার খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

"তা' প্রশংসা করিবেন না ? জিনিষ যে খুব ভাল। আমার মাও খুব ভাল কাঁথা সেলাই করিতে পারেন। আমি তাঁহার কাছে, একটু একটু শিখিয়াছি। দিদি! আমার মা এখন কি করিতেছেন বল ?"

"কি জানি ?"

"তিনি শুইয়া শুইয়া আমার জন্য যেন কত কাঁদিতেছেন। তাঁহার চোখে একটুও ঘুম নাই। কেবল আমার কথা ভাবেন।"

ইহা বলিতে বলিতে বনলতার চক্ষে জল আসিল।

শরৎশশী বলিলেন—"মায়ের কথা বলিতে বলিতে অমনি চোখে জল আসিল ? তুই কচিখুকী নাকি লো ? তোর বালিসের কাছে ওখানা কি বই, দেখি ?"

বনলতা অমনি চক্ষু মুছিয়া লজ্জিতভাবে বলিল—

"শিশুশিক্ষা—প্রথম ভাগ।"

শরৎশশী হাসিয়া বলিলেন—

"ওহো বুঝিয়াছি! ঠাকুরপো বুঝি তোকে দিয়েছে? রাত্রে বুঝি ঐ বই পড়ায়?"

বনলতা লজ্জায় মুখ নত করিয়া বলিল—

"ইস্—আমি বুঝি রাত্রে পড়ি? আমি বই পড়িতে পারব না। এই নাও, তুমি পড়।"

ইহা বলিয়া সেই বইখানা শরৎশশীর হাতে ছুঁড়িয়া দিল।

"কেন—তুই পড়বি না কেন?"

"পড়িয়া কি হবে? আমি বুঝি চাকুরি করিতে যাব?

"কিন্তু তারা ত তা' বুঝে না। তারা মূর্খ স্ত্রী নিয়ে ঘর করিতে চায় না, আর বলে লেখাপড়া না শিখিলে আমরা নাকি তাদের মনের ভাব বুঝিতে পারি না। কিন্তু আসল কথা জানিস্? তারা চায় যে আমরা তাদের কাছে খুব ঘন ঘন চিঠি লিখি—আর কেবল লিখি 'প্রাণনাথ! প্রাণেশ্বর! আমি তোমাকে কত ভালবাসি—তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না'—এই রকম ছাই ভস্ম!"

"ছিঃ—ও সব লিখিতে লজ্জা করে না? তুমি বুঝি এইরূপ চিঠি লিখিতে?"

"দূর—আমি কেন এ সব ছাই ভস্ম মাথামুণ্ডু লিখিতে যাব? তবে যখন কলিকাতায় পড়িতে গিয়াছিলেন তখন আমাকে ঘন ঘন চিঠি লিখিতে বলিতেন, আর সাতদিন অন্তর আমাকে চিঠি লিখিতেন।"

"আচ্ছা, দিদি, সে সব চিঠি যখন আনিয়া দিত তখন তোমার লজ্জা করিত না? আমাকে কিন্তু যদি সে রকম চিঠি লেখে তবে আমার বড় লজ্জা করিবে। আমি বলিব আমাকে চিঠি লিখিও না। ইস্—আমি লেখাপড়া শিখিবও না—চিঠি পড়িবও না।"

"কিন্তু এ লজ্জা কয়দিন থাকিবে? আমারও প্রথম প্রথম খুব লজ্জা

করিত। ছোট ঠাকুরপো ও ঠাকুরঝিরা সেই সব চিঠি লইয়া কত ঠাট্টা করিত। কিন্তু শেষে সাতদিন অন্তর চিঠি না পাই অস্থির হইত।"

ইহা বলিয়া শরৎশশী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি ভাবিলেন—সাতদিন অন্তর যাহার চিঠি না পাইলে ব্যাকুল হইতেন, কত বর্ষ কত যুগ তাহার অদর্শনে কাটিয়া যাইতেছে!

তাঁহার মুখ ম্লান দেখিয়া বনলতারও চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। শরৎশশী অন্য কথা পাড়িলেন।

"ওলো নতুনবৌ, তোর ছোট ভাইটী কত বড়?"

বনলতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "তিন বছরের। তোমার এই খোকার চেয়ে ছোট। দিদি! তার জন্যে আমার মন সব সময়ে হু হু করে। সে দিন রাত্রি আমার কাছে থাকিত, আমার সঙ্গে খাইত, আমার কাছে শুইত। মা বলিতেন তুই টুনুকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাস্। তুই চলিয়া গেলে সে বড় কাঁদিবে। এখন যেন সে কত কাঁদিতেছে।"

ইহা বলিতে বলিতে বনলতা নিজেই কাঁদিয়া ফেলিল।

শরৎশশী দেখিলেন হিতে বিপরীত হইল। তিনি সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন—

"তা, বোন্ সেজন্য কাঁদিস্ কেন? সে ছেলেমানুষ, শীঘ্রই তোকে ভুলিয়া যাবে। ঐ দ্যাখ্ আর এক খোকা কেমন চক্ষু মেলিয়া তোর দিকে চাহিয়া আছে।"

ইহা বলিতে বলিতে খোকা ওরফে সতু "কাকীমা" বলিয়া উঠিয়া বসিল। শরৎশশী তাহাকে কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। সে বলিল "না—না—তোমার কোলে যাব না। আমার কাকীমার কোলে যাব—কাকীমা!"

শরৎ হাসিয়া বলিলেন—

"বটে? তিন দিনে এত মায়া হইল? আমি বুঝি কেউ না! ওরে নেমোকহারাম!",

বনলতা খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

শরৎ হাসিয়া বলিলেন—

"তুই যেমন ছেলেপুলে ভালবাসিস্ তোর কোলে কবে এরূপ একটী দেখিব?"

"যাও—তুমি অমন করিলে আমি তোমার কাছে বসিব না!"

ইহা বলিয়া নতুনবৌ আবার খোকার মুখচুম্বন করিল। এবং তাহার নেত্র প্রান্ত হইতে অশ্রুবিন্দু ঝরিতে না ঝরিতেই তাহার অধরপ্রান্তে সলজ্জ মধুর হাসিরেখা ফুটিয়া উঠিল। ঐ যে শরৎকালের আকাশের কথা বলিয়াছি, তাহা বুঝি এই!

"ওলো মেজবৌ! নতুনবৌ! তোরা আয—রামায়ণ পড়া শুন্‌বি"

ইহা বলিতে বলিতে বড়গিন্নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রত্যহ বৈকালে বড়গিন্নীর রামায়ণ মহাভারত পড়ার একটা বৈঠক হয়। বাড়ীর একটী বালক সুর করিয়া কোন দিন রামায়ণ কোন দিন মহাভারত পাঠ করে, মেয়েরা ও অন্যান্য সকলে তাহা শুনেন। বড় গৃহিনী এই পুরাণাদিতে একজন বিশারদ (authority) বলিয়া গণ্য। অনেক সময়ে জ্ঞান, উপেন প্রভৃতি তাঁহাকে অর্জ্জুনের কয় বিয়ে, উত্তরার বাপের নাম কি, জরাসন্ধের কয় ছেলে, ভীষ্মের কয় সহোদর প্রভৃতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ঠকাইতে চেষ্টা করে। তিনি হাসিতে হাসিতে এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তরদান করিয়া তাহাদিগকে আমোদিত করেন।

এইরূপে উপেন গ্রীষ্মের অবকাশ বাড়ীতে কাটাইল। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে তাহার ও জ্ঞানের পরীক্ষার ফল বাহির হইল। উপেন প্রথমশ্রেণীতে এফ্, এ পাশ করিয়া পঞ্চমস্থান অধিকার করিয়াছে

এবং ২৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। জ্ঞানও প্রথমশ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু বৃত্তি পায় নাই।

গ্রীষ্মের বন্ধ শেষ হইলে তাহাদের কলিকাতা যাওয়ার দিন স্থির হইল। তাহার পূর্ব্বদিন মহেন্দ্র ও উপেন্দ্রের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

মহেন্দ্র। উপেন, তোমার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া হবে না।

উপেন্দ্র। না, তাহা কি করিয়া হবে? আমাদের দুজনের খরচ ত চলা চাই।

"তবে কোন্ কলেজে পড়িবে?"

"জ্ঞান ও আমি দুই জনেই মেট্রপলিটানে পড়িব। তাহাতে অল্প খরচে চলিবে। সেখানে কলেজের ফি দুইজনের পড়িবে ৬৲ টাকা, পড়াও মন্দ হয় না।"

"তাহা হইলে তোমার বৃত্তি ২৫৲ টাকা, আর কয় টাকা হইলে তোমাদের সব খরচ চলিতে পারে?"

"আর ১০৲ হইলে একরকম চালাইতে পারিব।"

"তাই ত—আরও দশ টাকার দরকার। আমি পাঁচ টাকা কোনক্রমে দিতে পারিব। বাড়ীর অবস্থা ত জানই—এখানে যে আয় তাহাতে সংসারের সব খরচ চলাই কঠিন। তার পর শ্রাদ্ধের সময় যে টাকা খত দিয়া কর্জ্জ করা হইয়াছে মাস মাস তাহার সুদ দিতে হয়। আবার জামাইকে মাসে ১০৲ টাকা করিয়া দিতে হইতেছে, নচেৎ কোন ভাবনা ছিল না।"

উপেন প্রফুল্লচিত্তে বলিল—

"দাদা, আপনি আমাদের জন্য ভাবিবেন না। আপনি বাড়ীর খরচ ও আপনার বাসার খরচ একরকম চালাইয়া থাকুন। আমি একটা টুইসনি জোগাড় করিয়া কলিকাতায় আমাদের দুজনের খরচ

চালাইয়া থাকিব। আর এবার ত আমার থার্ড ইয়ার—এবার আমার খুব অবসরও আছে।"

মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"কিন্তু সেখানে কত বি, এ পাশ ছেলে গড়াগড়ি যায়, তোমাকে মাসে কে ১০৲ টাকা দিবে?"

"যদি আমি কাহারও বাড়ীতে থাকিয়া ছেলে পড়াইবার বন্দোবস্ত করিতে পারি, তবে অনেক সুবিধা হবে। জ্ঞানকে মেসে রাখিব। আমি সেখানে থাকিব। তাহা হইলে মাসে ৫৲ টাকা পাইলেও চলিবে। আগে তাহাই চেষ্টা করিব। তাহা না ঘটিলে যে মাহিয়ানা পাওয়া যায়, তাহাতেই স্বীকার করিতে হইবে।"

"চেষ্টা করিয়া দেখিবে। যাহা হয় আমাকে জানাইও। সুবিধা না হইলে, আমাকে লিখিও। যে গতিকে হউক, তোমাদের যাহাতে পড়ার ব্যাঘাত না হয়, আমি তাহা করিব।"

পরদিন উপেন ও জ্ঞান কলিকাতা যাত্রা করিল।

# দ্বিতীয় খণ্ড।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### মিঃ এইচ, সি, ব্যানার্জ্জি।

কলিকাতা লোয়ার সাকু লার রোডের ধারে একটী সুবৃহৎ সাদা ধব্‌-ধবে বাড়ী, নামটী তাহার "white-villa", গৃহস্বামীর নাম হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরফে মিঃ এইচ, সি, ব্যানার্জ্জি। যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর, তবে ঐ দেখ বাড়ীতে ঢুকিতেই কালো মার্ব্বেল পাথরের প্লেটের উপর সুবর্ণাক্ষরে ফটকের বামধারে white-villa এবং ডানধারে Mr H. C. Banerjee লেখা রহিয়াছে। বাড়ীতে ঢুকিবার মাত্র এই একটী পথ, আর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। বহির্জগতের সহিত গৃহস্থের যেন কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, ইনি আত্মতৃপ্ত, আত্মতুষ্ট, আত্মসর্ব্বস্ব। তাই ঐ উচ্চ অট্টালিকা যেন সগর্ব্বে বাহিরের লোকদিগকে বলিতেছে "হট যাও!" সাধারণ লোক বড়লোকের কাছে আসিতে গেলেই "হট যাও"—বাড়ীতে ঢুকিতে গেলে ত কথাই নাই—এমন কি রাস্তায় বাহির হইলেও বড়লোকের জুড়ীগাড়ীর যন্ত্রণায় "হট্‌ যাও!" এখন বল দেখি এই "হট যাও" এর উৎপাতে সাধারণ লোকে দাঁড়ায় কোথায়?

এই বাড়ীটার ফটকে "হট যাও" করিবার জন্য দুইজন চাপকান-পরা, প্যাগড়ী-আঁটা, তোক্‌মা-বাঁধা পশ্চিমে দারওয়ান বিদ্যমান। যদি ইহাঁদের হাত ছাড়াইয়া কোন ক্রমে তোমার ভিতরে ঢুকিবার শুভাদৃষ্ট ঘটে তবে দেখিবে সম্মুখে একটী বড় উদ্যান। তাহার মধ্যে নানাবর্ণের গন্ধ-হীন

বিলাতী ফুল ও ক্রোটনের গাছই অধিক—তবে স্থানে স্থানে দুই একটী গোলাপ, যুঁই, মল্লিকার গাছে বড় বড় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী কৃত্রিম নির্ঝর হইতে ঝর ঝর করিয়া সুফেন ধবল জলকণা উদগীর্ণ হইয়া নিম্নস্থ টবের মধ্যে পড়িতেছে। কতকগুলি সুন্দর উজ্জ্বল লাল মাছ সেই টবের জলে সানন্দে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। নির্ঝরের চারিদিকে চারিখানি বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত লোহার আসন পাতা রহিয়াছে। গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দায় এক সারি বড় বড় টবের মধ্যে ছোট ছোট তালজাতীয় গাছ। বারান্দায় উঠিলেই সম্মুখে উপরে যাইবার সিঁড়ি। সিঁড়ি কাষ্ঠনির্ম্মিত—বার্নিস্ করা—চলিতে গেলে পা পিছলিয়া যায়। তবে তাহার মধ্যস্থল দিয়া একখানা সরু সুরম্য গালিচা উপরে উঠিয়াছে, সেই গালিচার উপর দিয়া চলিলে পা ফস্‌কিয়া পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই, আর পদশব্দও শুনা যায় না—ঠিক বিড়ালের মত নিঃশব্দে উপরে উঠিতে পারিবে। উপরে উঠিলেই দেখিবে সম্মুখে এক প্রকাণ্ড "হল"। তাহার দরজার সম্মুখে একখানা বড় পাপোস রহিয়াছে। হলের মধ্যে প্রবেশ করিলেই তোমার চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। তুমি মনে করিবে "এ [illegible] মর্ত্ত্যের ধূলিধাম ছাড়িয়া ইন্দ্রের অমরাবতীতে আসিলাম।" আমার সাধ্য কি যে তাহার অনুপম ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করি?

সেই প্রকাণ্ড ঘরটীর মেজে উজ্জ্বল পুরু গালিচা-মণ্ডিত। প্রত্যেক জানালায় ও দরজায় সূক্ষ্মকারুকার্য্যভূষিত পরদা ঝুলিতেছে। চারিদিগের দেওয়াল সূক্ষ্ম-চিত্র-শোভিত বিবিধ-বর্ণ-সমুজ্জ্বল কাগজ দ্বারা মণ্ডিত। তাহার উপর স্থানে স্থানে অনেকগুলি সোণার গিল্‌টী করা ফ্রেমে বাঁধান বহুমূল্য বিলাতী দর্পণ টাঙ্গান রহিয়াছে—তাহাদের উপর দৃষ্টি পড়িলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। সেই দর্পণগুলির মধ্যে মধ্যে আবার এক এক খানি সোণার গিল্‌টী করা ফ্রেমে বাঁধান বহুমূল্য বিলাতী তৈলচিত্র—তাহার কোনটী যীশুখ্রীষ্টের চিত্র, কোনটী নগ্নরমণীমূর্ত্তি, কোনটী প্রাকৃতিক

দৃশ্য। ঘরের চারিকোণে চারিটী ঝাড় ঝুলিতেছে, তাহাদের ডালগুলি রৌপ্যনির্ম্মিত। হলের মধ্যস্থলে একটী মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত ডিম্বাকার টেবিল ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তাহার চারিদিকে অনেকগুলি শুভ্র কোমল বস্ত্রমণ্ডিত কৌচ, আরাম চৌকী, ও চেয়ার সাজান রহিয়াছে। ঘরের চারিকোণে চারিটী ক্ষুদ্র মার্ব্বেলমণ্ডিত টেবিলের উপর অনেকগুলি মার্ব্বেল ও ধাতু নির্ম্মিত বিলাতী খেলনা ও প্রতিমূর্ত্তি। গৃহের এক পার্শ্বে বড় বড় চারিটী আলমারি, তাহাদের কাচনির্ম্মিত দরজার মধ্য দিয়া মরক্কো-লেদারে বাঁধা পুস্তকরাজি দেখা যাইতেছে। আর এক পার্শ্বে দুইটী বড় আলমারিতে নানাপ্রকার সুন্দর বিলাতী পরিচ্ছদ সুসজ্জিত রহিয়াছে। মোট কথা অজস্র অর্থ, সুমার্জ্জিত রুচি ও সুসভ্য পাশ্চাত্য উপকরণ দ্বারা কক্ষটীকে যতদুর পরিপাটী ও সুরম্য করা সম্ভব হয় তাহা করা হইয়াছে।

এই হলের পার্শ্বে আর একটী ছোট ঘর। তাহার সাজসজ্জাও এই রূপ। সাধারণতঃ মিঃ ব্যানার্জ্জি এই ছোট ঘরটীতেই বসেন এবং আগন্তুক দিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

গৃহস্বামী হরিশ্চন্দ্র একজন বড় জমিদারের পুত্র। তিনি বাল্যকাল হইতে কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন। এখন তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হওয়ার পর হইতে বারমাসই কলিকাতায় বাস করেন। আর তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের পক্ষে পল্লীগ্রামে বাস করা পোষায়ও না। সেখানে না আছে গ্যাসের আলো, না আছে গড়ের মাঠ, না আছে ইডেনগার্ডেন, না আছে থিয়েটার, না আছে গ্রেটইষ্টার্ণ হোটেল। সেখানে আছে কেবল পচা বিল, ধানক্ষেত, বন জঙ্গল, মশা, ম্যালেরিয়া, গরিব প্রজা ও ভিক্ষুকের দল। তিনি দুই একবার পুজার সময়ে দেশে গিয়া কিছুকাল বাস করা সম্ভব কি না তাহা পরীক্ষার ( Experiment ) চেষ্টা ( Try ) করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুই চারি দিন যাইতে না যাইতেই তাঁহাকে নানাপ্রকারে হয়রান হইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিতে

হইয়া ইভার ও গার্ডগণ তাঁহাকে স্বগণের মধ্যে গণ্য করা বিশেষ আপত্তি
কাহা নে করে না। তাঁহার মাথায় একসময়ে বেশ চুল ছিল কিন্তু
তাহা লাতী ফেসনে ছাটিতে ছাটিতে এবং যন্ত্র দিয়া ঘসিতে ঘসিতে
কোন এখন প্রায় কেশশূন্য হইয়াছে। তবে তাহাতে লোকসান হয়
ইতে ং লাভ হইয়াছে। আজকাল মাথায় টাক বিজ্ঞতার চিহ্ন। কেবল
চাঁ য়া নয় দাড়ী গোঁফকেও সুসভ্য সমাজ হইতে একেবারে নির্ব্বা-
ভি করিবার উপক্রম দেখিতেছি। তাই প্রবীণ ও বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত
স আশায় অনেক ছোকরাকেও আজকাল মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ লোম-
দে রিতে দেখা যায়। হরিশ্চন্দ্রের সময়ে এ ফ্যাসন্ হয় নাই, তাই
এ দাড়ী ও গোঁফ French Cut এ ছাঁটা অর্থাৎ একটী সমদ্বিবাহু
জের অগ্রভাগের মত ক্রমে সরু হইয়া আসিয়া বিস্তৃতি শূন্য অবস্থিতিতে
হইয়াছে। তাঁহার বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর হইবে, তাঁহার দাড়ী ও
ফের দক্ষিণ দিক্ টা ক্রমে সাদা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ
প করিয়া বলেন "The Sun travels from east to west"।*
ার অক্ষিযুগল কোটরগত, মুখ শীর্ণ, কপালে তিনটি রেখা পড়ি-
তিনি প্রায়ই ইংরেজীভাষায় চিন্তা করিয়া কথা বলেন, তাই
আগে ইংরেজী বুলি বাহির হয়, পরে তাহা আবার ইংরেজী অনভিজ্ঞ
াদের সুবিধার জন্য তরজমা করিয়া বলেন। আর শ্রোতৃগণ তাঁহার
র ভাব গ্রহণ করিতে পারে কি না তাহা দেখিবার জন্য মাছরাঙ্গা
ীর ন্যায় বক্রভাবে তাকাইয়া থাকেন। তিনি বাড়ীতে ঢিলা ইজার
জ ও ঢিলা কোট ব্যবহার করেন, পায় গ্রিসিয়ান শ্লিপার।

হ চন্দ্র চা খাইতেছেন আর সেই ইংরেজী পত্রিকা পড়িতেছেন।
স য় অবিনাশ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবিনাশ বাবু
দাগরী আফিসে বড় চাকুরী করেন, খুব বিদ্বান লোক, হরিশ্চন্দ্রের

* পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে ভ্রমণ করেন।

সঙ্গে খুব ভাব। প্রায় প্রত্যহ প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া এখানে আসিয়া আড্ডা দেন। অবিনাশ বাবু আসিয়া বলিলেন—"খবরের কাগজে নূতন খবর কি? গরমটা কেমন পড়িয়াছে বল দেখি?" ইহা বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন।

হরিশচন্দ্র। Oh, it is beastly tremendous hot *—বেয়ারা! চা লও—no news in particular †

অবি। দুটা পাঁচটা নেটিভদের গালাগালি? তুমি এ কাগজটা কেন পড় বলিতে পারি না। পয়সা দিয়া গালি শুনার এত সখ কেন বাপু?

হরি। কেবল ইংরেজীটা খুব ভাল ব'লে—One must read English written by an Englishman. ‡

ইহা বলিয়া তিনি একটা চুরুট ধরাইয়া মুখে দিলেন। বেহারা এক পেয়ালা চা দিয়া গেল। অবিনাশ বাবু তাহা পান করিতে করিতে বলিলেন—

"কেন, অনেক বাঙ্গালী সাহেবদের চেয়ে ভাল ইংরেজী লিখিতে পারে জান ত?"

এই সময়ে বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল "হুজুর দো আদমি বাবু মোলাকাত্ করনে মাঙ্ তা হ্যায়।"

"আনে দাও—But I have no faith in the English written by a native" §

অবি। সেটা তোমার ভুল। তুমি তাঁহাদের লেখা ইংরেজী পড়,

* ভয়ানক অসহ্য গরম।

† বিশেষ কোন নূতন খবর নাই।

‡ ইংরেজের লেখা ইংরেজীই পড়া উচিত।

§ একজন নেটিভের লেখা ইংরেজীতে আমার শ্রদ্ধা নাই

নাই বলিয়া এরূপ বলিতেছ। আর ইংরেজী ভাষাটা শিক্ষা করাই কি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নাকি ?

এই কথার উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে সেই বেয়ারার সঙ্গে দুইটী বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা অনেকটা ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে জুতা বাহিরে খুলিয়া রাখিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন—

"Good morning *—sitdown †—what do you want—আপনারা কি চান ?"

সে দুইটী বালক একখানা বেঞ্চের উপর বসিল, এবং তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—

"আপনি একজন Private tutor ‡ এর জন্য advertisement § দিয়াছেন। আমি সে কাজের একজন candidate ¶"

এই বালকটী আমাদের সেই উপেন—তাহার সঙ্গী বীরেন।

হরিশ্চন্দ্র তাঁহার নাকে একজোড়া গলায় ঝুলান সোণাবাঁধান চসমা বসাইয়া উপেনকে একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—

"আপনি কি পড়েন ?"

উপেন। আমি এবার First arts* পাশ করিয়া universityতে † fifth stand ‡ করিয়াছি।

"বটে ? that's all right § তবে আপনি এ চাকুরি করিতে কেন ইচ্ছা করিতেছেন ?"

"তাহার অন্য কারণ আছে। আমার একটী ছোট ভাইয়ের পড়ার সুবিধার জন্য।"

---

§ নমস্কার। † বসুন। ‡ গৃহশিক্ষক। § বিজ্ঞাপন। ¶ উমেদার।
বলিয়া এফে পরীক্ষা। † বিশ্ববিদ্যালয়ে। ‡ পঞ্চম স্থান অধিকার। § সে ত অতি

উপেনের এই কথা শুনিয়া অবিনাশ বাবু তাহাকে অধিকতর মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। তিনি অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া, উপেনকে বলিলেন—

"আপনি কোথায় থাকেন বলুন ত? আপনাকে যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখেছি বলে মনে হয়।"

উপেন। আমাদের বাসা বংশীমিত্রের লেনে ১৭ নম্বর।

অবি। সে ত আমাদেরই পাড়ায়। আমার বাড়ীর খুব নিকটে। সেখানেই আপনাকে দেখিয়া থাকিব।

হরি। আমার দুটী ছেলেকে রোজ তিন ঘণ্টা করিয়া পড়া'তে হবে—সকালে দুই ঘণ্টা, সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা, মহিয়ানা ১০৲ টাকা। এই hour * আপনাকে suit † করিবে কিনা just think over it ‡

উপে। আমার বাসা অনেক দূরে—এক বেলা ৩ ঘণ্টা হইলে চলে না?

হরি। কিন্তু আপনি কি রকম পড়াইতে পারেন তাহা একটু দেখিতে চাই—don't be in a hurry—I'll take you to my boys just in 15 minutes.§

উপে। কিন্তু সময়টা একবেলা হইলে চলে কি না আগে তাই বলুন। দুবেলা আমি আসিতে পারিব না।

হরি। But why are you so impatient? ¶ আপনি দেখুন এ সংসারে absolute finality * কিছুই নাই—তা' Political finalityই † বলুন—commercial finalityই ‡ বলুন—legal finalityই

* সময়। † suit করা=সুবিধাজনক হওয়া। ‡ বিবেচনা করিয়া দেখুন।
§ এত তাড়াতাড়ি করিবেন না, আমি ১৫ মিনিটের মধ্যে আমার ছেলেদের কা' আপনাকে লইয়া যাইতেছি। ¶ কিন্তু আপনি এত অধীর হইতেছেন কেন?
* অপরিবর্ত্তনীয় শেষকথা। † রাজনৈতিক শেষকথা।
‡ বাণিজ্যবিষয়ক শেষকথা।

বলুন। * বিশেষতঃ business mattersএ † কিছুই final ‡ বলিয়া ধরা যায় না।

অবিনাশ বাবু দেখিলেন, হরিশ্চন্দ্রের কথাবার্ত্তা ক্রমেই ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে লাগিল। তিনি তাহার গতি অধোদিকে ফিরাইবার জন্য বলিলেন—

"ভাল কথা, অরুণের আর কোন খবর পেয়েছ ?"

হরিশ্চন্দ্র তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—

"খবর আর কি ? Involved in another disgraceful muddle—a breach of promise case! You see it is quite unsafe to send out our youngmen to England without having somebody to closely look after them. He is a regular scapegrace ¶

এই সময়ে বেয়ারা আসিয়া বলিল—"হুজুর আপ্‌কা দেশ্‌সে এক আদমি ব্রাহ্মণ ঠাকুর আয়া—মোলাকাত করণে মাঙ্‌তা হায়।"

হরি। আনে দাও—অরুণ পড়া শুনায় একরূপ মন্দ ছিল না, ব্যারিষ্টারি পাশ করিতে পারিবে—but I have got awfully tired of him. I am now quite ashamed to own him as my brother. §

---

* আইন বিষয়ক শেষকথা। † বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে। ‡ চরম।

¶ আর একটা লজ্জাজনক গোলমালের মধ্যে অর্থাৎ একটা বিবাহের চুক্তিভঙ্গ মোকর্দ্দমায় জড়িত হইয়াছে। তুমি দেখিতে পাচ্ছ আমাদের যুবকগণকে বিশেষরূপে তত্ত্বাবধান করিবার কোন লোক না থাকিলে বিলাতে পাঠান কতটা বিপদজনক। সে একটা আদত লক্ষ্মীছাড়া।

§ কিন্তু আমি তাহাকে লইয়া বড়ই দিগ্‌দার হইয়াছি। তাহাকে এখন ভাই বলিয়া স্বীকার করিতেও আমার লজ্জা করে।

মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই হরিশ্চন্দ্রের চক্ষু দরজার দিকে পড়িল এবং তাঁহার মুখে ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

একজন ময়লাধুতিপরা চাদরগায় কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটা পুরাতন ক্যান্‌বিসের ব্যাগ হাতে করিয়া চটি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে বেয়ারার সঙ্গে দরজায় আসিয়া উপস্থিত। বর্ণ কালো হইলেও, তাঁহার উন্নত নাসিকা, বিস্তৃত ললাট, তেজোব্যঞ্জক চক্ষুঃ বিলম্বিত শিখা দেখিলে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতীয় বলিয়া ভুল হওয়ার সম্ভব নাই। তাঁহার হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলিসমাবৃত, পরিহিত বস্ত্রও সেই ধূলির অংশ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তাঁহার ব্যাগটীর ঠিক মধ্যস্থল একখানা ময়লা গামছা দিয়া জড়ান—সেই গামছা তাহাকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সেই গামছার মুড়ায় বাঁধা একটা ক্ষুদ্র জল শূন্য হুঁকা ব্যাগের ঊর্দ্ধভাগ হইতে অধোমুখে ঝুলিতেছিল। ব্রাহ্মণ চটী বাহিরে রাখিয়া ব্যাগ ও একটী ছাতা হস্তে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মলিন বেশ বিশেষতঃ ধূলিসমাবৃত শ্রীচরণযুগল দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র কটমট করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইতেছিলেন।

ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—

"বাবু, আমি ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমার নাম হরকান্ত বিদ্যালঙ্কার—নিবাস বিক্রমপুর মধ্যপাড়া। আপনার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর আমাকে বিশেষরূপে জানিতেন। আপনাদের বাড়াতে আমি কত নিমন্ত্রণে গিয়াছি। আমার ষোল আনা বিদায় বরাদ্দ ছিল।"

ইহা বলিয়া তিনি হঠাৎ একখানা বস্ত্রমণ্ডিত চৌকীতে বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! তিনি বসিবামাত্রই সেই স্প্রিংযুক্ত চৌকী যেন নীচের দিকে দমিয়া যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ অমনিই সভয়ে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নীচে গালিচার উপর বসিয়া পড়িলেন। তিনি হয় ত মনে করিলেন নাগরাজ বাসুকি বুঝি পৃথিবীর তলদেশ হইতে

তাঁহার ফণামণ্ডল গুটাইয়া লওয়াতে পৃথিবী রসাতলে যাওয়ার উপক্রম করিতেছে।

তাঁহাকে এইরূপে অপদস্থ হইতে দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র মনে মনে একটু হাসিলেন এবং বলিলেন—

"আপনি কি চান?"

ব্রাহ্মণ জুতজাত হইয়া বসিয়া বলিলেন—

"তা' ক্রমে বলিতেছি। আগে একটু তামাক দিতে বলুন—ওরে কে আছিস্ আমার এই হুঁকাটা নিয়া জল ক'রে আন্।"

ইহা বলিয়া তিনি সেই ব্যাগে বাঁধা হুঁকাটী খুলিতে আরম্ভ করিলেন।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন—"এখানে তামাক খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই—চুরুট যদি খান তবে দিতে পারি।"

ব্রাহ্মণ একটু হাসিয়া বলিলেন—

"না বাবু—এই বৃদ্ধবয়সে চুরুট খাইতে পারিব না। কি আশ্চর্য্য! আপনার এখানে তামাক খাওয়ার বন্দোবস্ত নাই? তবে ভদ্রলোক আসিলে করেন কি?—দুর্গা—দুর্গা—"

ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ হাই তুলিলেন—এবং দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির সহিত মধ্যমাকে সংযোজিত করিয়া তিনটী তুড়ী দিলেন। পরে আলস্য-জড়িত স্বরে বলিলেন—

"রাত্রে গাড়ীর মধ্যে বড় ভিড় হইয়াছিল—একটুও নিদ্রা হয় নাই।"

হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন লোকটা যেন মৌরশীপাট্টা করিয়া বসিল। তাঁহার মূল্যবান্ সময় নষ্ট হইতেছে। তিনি একটু অধীর হইয়া বলিলেন—

"আপনার এখানে কি প্রয়োজন তাহা শীঘ্র বলুন। আমার অন্য কাজ আছে।"

"এত তাড়াতাড়ি কেন বাবু? মনে করিয়া ছিলাম স্নানাহারান্তে সুস্থ

হইয়া সে বিষয়ের অবতারণা করিব। যাহা হউক এখনই বলিতেছি, শ্রবণ করুন।"

"খুব সংক্ষেপে বলিবেন, আমার সময় বড় কম।"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### ব্রাহ্মণের পলায়ন।

ব্রাহ্মণ নস্যের কৌটা হইতে একটু নস্য বাহির করিয়া নাকে টানিয়া লইলেন এবং খুব বড় গোছের একটা হাঁচি দিয়া বলিলেন—

"বাবু, কথা আর কি, আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বাড়ীতে একটা টোল আছে, পাঁচটী ছাত্র থাকে, তাহাদিগকে ন্যায়শাস্ত্র পড়াই। অন্য কোন জীবিকা নাই, কেবল কয়েক ঘর শিষ্য ও যজমান আছে, আর মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণের পত্রী দুই একখানা পাই। শিষ্য যজমানগণ প্রায়ই ইংরেজী পড়িয়া ক্রিয়াকাণ্ডবর্জ্জিত হইয়াছে—কেহ নাস্তিক, কেহ খ্রীষ্টান, কেহ ব্রাহ্ম, কিন্তু অধিকাংশ কিছুই না। আমাকে এখন কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। নিমন্ত্রণের বিদায় হইতে বাৎসরিক আয় যৎসামান্য। তদ্দ্বারা নিজের পরিবারের ও ছাত্রবর্গের ব্যয় কোনক্রমে চালাইয়া আসিতেছি। গত বৎসর পুত্রের উপনয়নে কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। কিন্তু আমার দুরদৃষ্টের কথা আর কি বলিব, গত ফাল্গুনমাসে গৃহদাহ হওয়ায় একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। এখন বিদ্যার্থিগণের জন্য যাহাতে সামান্য রকমের একখানা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারি সেই অভিপ্রায়ে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহের জন্য এখানে আসিয়াছি। কলিকাতায় আমার পরিচিত আর কেহই নাই। আপনাদের বংশ দেশপ্রসিদ্ধ, আপনার স্বর্গীয় পিতার যথেষ্ট সদ্ব্যয় ছিল। কালিদাস মেঘদূতে বলিয়াছেন—

"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।"

ইহার অর্থ অবশ্যই জানেন, গুণশালী ব্যক্তির নিকটে ভিক্ষা করিতে

গিয়া যদি মনোরথ বিফলও হয় তাহাও ভাল, তবুও নীচলোকের নিকটে যাইবে না। আপনি উচ্চকুলোদ্ভব উচ্চশিক্ষিত জমিদার, তাই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনার এই প্রাসাদে কিছুদিন অবস্থান করিয়া আপনার পরিচয়ে এই কলিকাতা সহরে কিছু অর্থলাভের চেষ্টা করিব, আর আপনিও অবশ্য যথোচিত সাহায্য করিবেন। বাবু! বাজার হইতে একটু তামাক আনিতে আপনার ভৃত্যকে আদেশ করুন। আমার সঙ্গে হুঁকা কলিকা সব আছে—দুর্গা—দুর্গা।"

ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ আর একটু নস্য নাকে টানিলেন। নস্য দ্বারা তামাকের পিপাসা মিটে কি না জানি না। গ্রন্থকার সে রসে বঞ্চিত।

ব্রাহ্মণের এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে হরিশ্চন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে বারংবার 'বাবু' সম্বোধন করাতে তিনি বড়ই বিরক্ত হইলেন। তিনি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—

"ঠাকুর—You have counted without the host—অর্থাৎ আপনি আসল ব্যক্তিকে গণনা করেন নাই।"

"সে কি? তবে কি আমি ভ্রমবশতঃ অন্য ব্যক্তির নিকট আগমন করিয়াছি? আপনি কি তবে ৺তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নন?"

হরিশ্চন্দ্র বিরক্তিচিহ্ন প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

"আমি তাঁহারই পুত্র—আমি বলি আপনি এখানে যে মতলবে আসিয়াছেন তাহা খাটিবে না।"

ইহা বলিয়া তিনি আর একটী চুরুট ধরাইয়া মুখে দিলেন।

এই নির্ঘাত কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ যেন সাত হাত জলের তলে পড়িলেন। তিনি ম্লানমুখে বলিলেন—

"কেন বাবু সে কেমন কথা?"

হরিশ্চন্দ্র চুরুটের ধূঁয়া উড়াইয়া বলিলেন—

"আমি আপনার সঙ্গে বেশী কথা বলিতে পারিব না। my time

is most valuable—আমার সময় খুব মূল্যবান্—আমার কথা এই, আপনার এখানে থাকিবার সুবিধা হইবে না।"

ব্রাহ্মণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি আবার বলিলেন—

"কথাটা বুঝিলাম না। আপনার এই সুবৃহৎ অট্টালিকায় আমার ন্যায় সামান্য একটী লোকের বাসোপযোগী স্থান ঘটিবে না? তবে অতিথি-অভ্যাগত আসিলে আপনি কোথায় স্থান দেন?"

"Damn your * অতিথিঅভ্যাগত! এ পাড়াগাঁ নয়, এ কলিকাতা সহর। এখানে আবার অতিথি-অভ্যাগত কি? এখানে আমরা যাহাদিগকে guest বলি তাঁহারা Vagabond † এর মত বিনা খবরে আসেন না। সে কথা থাক। আপনি যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন তাহাতে আমার sympathy অর্থাৎ কিনা সহানুভূতি নাই। আমি indiscriminate charity অর্থাৎ কি না বিনাবিচারে দান করাকে ঘৃণা করি।"

"তবে আপনি আমার সঙ্গে বিচার করিতে চান? করুন—আমি খুব প্রস্তুত আছি। কোন্ বিষয়ে বিচার করিবেন? ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়—ইহার যে কোন বিষয়ে আপনি বিচার করিতে পারেন। ন্যায়ের মতে পদার্থ হইতেছে ষোড়শ প্রকার যথা 'প্রমাণ—প্রমেয়—সংশয়—"

হরিশ্চন্দ্র এবার ভয়ানক চটিয়া গিয়া বলিলেন—

"Down with your প্রমাণ-প্রমেয়! আমি এখানে আপনাকে ন্যায়ের বিচার করিতে বলিতেছি না। আপনি আমার কথা বুঝিতেছেন না কেন? অবিচারে যাকে তাকে দান করা আমার মতের বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে আমার মত খুব Cut and dried অর্থাৎ কাটা ও শুক্‌নো—কোন organized body—what do you call it? কোন মিলিত

* জাহান্নামে যাক। † ভবঘুরে।

সমাজ যেমন Hospital (ডাক্তারখানা), school (বিদ্যালয়), orphanage (অনাথাশ্রম),—এই সব মিলিতসমাজকে আমি দান করিতে পারি।"

"তবে আমার টোলও ত আপনার দান পাইবার যোগ্য।"

"না—না—কখনই না। It is the relic of an old superstitious school of learning—ইহা একটা প্রাচীন কুসংস্কারাপন্ন শাস্ত্রের ভগ্নাবশেষ—আমি কখনও কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে পারি না। আরও একটা কথা আপনাকে বলি। এইরূপ ভিক্ষাবৃত্তি আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের সম্মত নহে—ইহাতে self-reliance অর্থাৎ আত্মনির্ভর জন্মিতে পারে না। আত্মনির্ভরের অভাব আমাদের National character অর্থাৎ জাতীয়চরিত্রের একটা বড় কলঙ্ক। you must stand on your own legs—আপনি নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে অভ্যাস করুন—"

"তা' ত বাল্যকাল হইতেই অভ্যাস করিয়াছি—"

"আপনি আমার ভাবার্থ বুঝিতেছেন না। আজ যদি লণ্ডনসহরে আপনি এইরূপ ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন তবে নিশ্চয়ই vagrant ভিক্ষুক বলিয়া আপনাকে পুলিসে ধরাইয়া দিত"—

ব্রাহ্মণ এতক্ষণ ধীরচিত্তে সব শুনিতে ছিলেন। তাঁহাকে বারংবার ভিক্ষুক বলাতে এবার তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি ক্রোধ-বিকম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন—

"কি বল? আমি হরকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভিক্ষুক! আমি তোমার বাড়ীতে আসিয়াছি বলিয়া তোমার চক্ষে কি এতই হীন হইয়াছি? তুমি ইংরেজী পড়িয়া সাহেব হইয়াছ—থাকিত যদি তোমার বাপ তারাশঙ্কর বাড়ূয্যে তবে সে আমার সম্মান বুঝিত!"

এই সময়ে অবিনাশ বাবু বলিলেন "ঠাকুর রাগ করিতেছেন কেন?

ইনি ত অনেক পূর্ব্বেই আপনাকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে আপনার কোন সাহায্য করিতে পারিবেন না। আপনার পূর্ব্বেই ত বিদায় হওয়া উচিত ছিল।" তিনি হরিশ্চন্দ্রের কাণেকাণে বলিলেন—

"তুমিও যেমন! একটাকা কি আটআনা ফেলিয়া দিলেই ত হইত। ইহার জন্য এত কেন?"

ব্রাহ্মণ অবিনাশ বাবুকে বলিলেন—

"মহাশয়! দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ, পরমনিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক তারা-শঙ্করের ঔরসে যে এরূপ একটী সাহেবের জন্ম হইয়াছে, তাহা আমি সহসা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আর যাহার এত বড় অট্টালিকা, এরূপ সুন্দর ফুলবাগান, এমন চমৎকার বৈঠকখানা সে একজন ব্রাহ্মণকে যৎ-কিঞ্চিৎ দান করিতে কুণ্ঠিত হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। বাবু, তোমার এই রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা কাজলপুরের রমানাথ দত্তের ভাঙ্গাঘরও সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।"

অবিনাশ বাবুর পরামর্শে হরিশ্চন্দ্র পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন—

"ইহাই লইয়া এখন প্রস্থান করুন।"

ব্রাহ্মণ তেজোদীপ্তকণ্ঠে বলিলেন—

"কি তোমার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিব? কখনই না। তুমি এক টাকা কেন, এক শ টাকা দিলেও আমি গ্রহণ করিব না। তুমি ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন, তোমার নিকট দান গ্রহণ করিলে পতিত হইতে হইবে। শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক এক পয়সা দিলেও গ্রহণ করিতে পারি, অশ্রদ্ধা-পূর্ব্বক এক হাজার টাকা দিলেও গ্রহণ করিব না।"

উপেন এতক্ষণ কৌতূহলী হইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিল। হরি-শ্চন্দ্রের নির্ম্মম ব্যবহারে তাহার শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। পরে ব্রাহ্মণকে তাহার পিতার নাম করিতে শুনিয়া সে তাঁহার পক্ষ সমর্থন

কথা উচিত মনে করিল। সে ঠাকুরের এই তেজঃপূর্ণ কথা শুনিয়া বলিল—

"আপনি ঠিক বলিয়াছেন। এতদূর অপমান সহ্য করিয়া আপনার এ টাকা গ্রহণ করা কোন ক্রমেই উচিত নয়।"

উপেনের কথা শুনিয়া হরিশ্চন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"You meddlesome youngster! What business have you to interfere? Do you expect that I shall appoint such an impertinent hot-headed young man to teach my sons?"*

উপেনও খুব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—

"I care a fig for your post—I hate to serve such a hypocrite like you—a jack-daw in borrowed feathers! † আপনার সব খবর আমি জানি। আপনি যে organised charity সম্বন্ধে এত লম্বাচৌড়া বক্তৃতা করিলেন, তাহার কয়টাতে এ যাবৎ দান করিয়াছেন? দেশের লোক বলিয়া আপনাকে একটু সম্ভ্রম করিতাম—আজ আপনাকে বিশেষ করিয়া চিনিলাম। এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অপমান করিবার আপনার কিছুমাত্র অধিকার নাই।"

এতক্ষণে ব্রাহ্মণ একজন স্বপক্ষ-সমর্থনকারী পাইয়া বলিলেন—

"বাবা, তুমি ঠিক বলিয়াছ। তুমি চিরজীবী হও। আমি এখানে আসিয়া বড়ই অপকর্ম্ম করিয়াছি। দুর্গা শ্রীহরি বল—"

---

* ওহে ছরকরাজ ছোকরা! তোমার ইহাতে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন কি? তুমি কি আশা কর যে তোমার মতন বেয়াদপ উগ্রস্বভাব ছোকরাকে, আমি আমার ছেলেদিগকে পড়াইবার জন্য নিযুক্ত করিব?

† আমি আপনার চাকুরীকে একটুও গ্রাহ্য করি না। আপনার ন্যায় কপটস্বভাব ব্যক্তির অধীনে চাকুরী করিতে আমি ঘৃণা বোধ করি। আপনি একটি ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক।

ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার হুঁকাটী আবার গামছার সঙ্গে বাঁধিয়া ব্যাগ হাতে করিয়া উঠিলেন। উপেন বীরেনও তাঁহার সঙ্গে উঠিল। হরিশ্চন্দ্র তাঁহাদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন এবং মনে মনে বলিলেন—"আপদ গেল।" অবিনাশ বাবু উপেনের কথাগুলি শুনিয়া তাহার দিকে একটু প্রশংসাব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কারণ তিনিও হরিশ্চন্দ্রের ব্যবহারে রুষ্ট হইয়াছিলেন।

রাস্তায় আসিয়া ঠাকুর উপেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু, তোমার নাম কি? তোমার বাড়ী কোথায়? এখানে তুমি কোথায় থাক?"

উপেন বলিল—"আপনি যে কাজলপুরের রমানাথদত্ত মহাশয়ের নাম করিলেন আমি তাঁহারই পুত্র। আমার নাম উপেন্দ্রনাথ। আমি একটা মেসে থাকিয়া পড়াশুনা করি।"

ইহা বলিয়া উপেন ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় দিল। বীরেনও তাঁহাকে প্রণাম করিল।

অকূল সাগরে একখানা ডিঙ্গি নৌকা পাইলে জলমগ্ন ব্যক্তির মনে যেরূপ আশার সঞ্চার হয়, উপেনকে পাইয়া ব্রাহ্মণের সেইরূপ হইল। তিনি বলিলেন—

"বাবা! আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবী হও। তোমার পিতৃপিতামহের মুখ উজ্জ্বল কর। তোমার পিতার সঙ্গে আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। তোমার জ্যেঠামহাশয় যখন ফরিদপুরে থাকিতেন, তখন কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাঁহার বাসায় আশ্রয় পাইতেন। তাঁহার দেশব্যাপী সুযশঃ। বাবা! তোমাকে পাইয়া আমি যেন অকূল সাগরে কূল পাইলাম। আমার এ কলিকাতা সহরে পরিচিত লোক আর কেহই নাই"—

"চলুন তবে এখন আমাদের বাসায় চলুন। সেখানে আপনার স্নানাহারের বন্দোবস্ত করিব।"

"তা' অবশ্যই যাব। কিন্তু একবার গঙ্গায় যাইতে হইবে। বাবা!

ও লোকটার ব্যবহারে আমি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। ছি—ছি—লোকটা এতদূর বিগড়িয়া গিয়াছে, তা কি আমি জানি? হায় রে কলিকাতার সহর!. ও লোকটা এখন পিতৃপিতামহের কীর্ত্তি-কলাপ লোপ করিতে বসিয়াছে। দেশ হইতে গরিব প্রজাদিগের রক্ত শুষিয়া টাকা আনে, আর তাহা এখানে এইরূপ সাহেবিয়ানা করিয়া উড়াইয়া দেয়। উহার বাপ খুব সাদাসিধে লোক ছিলেন, তাঁহার কিছুমাত্র বাবুগিরি ছিল না—যথেষ্ট সদ্ব্যয় ছিল।"

"কলিকাতার হাওয়া গায় লাগিলে লোকের চালচলন বাড়ে, এ সেই হাওয়ার দোষ।"

"কেন বাবা?"

"আমি এই দুই বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া অনেক দেখিয়াছি ও শিখিয়াছি। আমি পূর্ব্বে ইংরেজীসভ্যতার একজন প্রধান গোঁড়া ছিলাম, এখন অনেক বিষয়ে আমার ভক্তি টলিয়াছে। কলিকাতা হইতেছে ইংরেজী সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা সেই সভ্যতার মূলমন্ত্র। ইংরেজীতে তাহাকে "Creature comforts" বলে। সেই সুখস্বচ্ছন্দতা যিনি যে পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, তিনিই তত অধিক সভ্য। এই ইংরেজী আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া এখানকার লোকেরা তাঁহাদের Standard of living অর্থাৎ চালচলন খুব বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। যে সকল মফস্বলের লোক এখানে আসিয়া ইঁহাদের সহিত মিশিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকেও বাধ্য হইয়া চালচলন বাড়াইতে হয়।"

"কিন্তু বাবা! জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধিই যদি সভ্যতার লক্ষণ হয়, তবে সেত বড় ভয়ানক কথা। বিষয়-তৃষ্ণার ত কিছুতেই নিবৃত্তি নাই। ইন্দ্রিয় সকলের আহার যোগাইয়া কে কবে তাহাদের পূর্ণতৃপ্তিসাধন করিতে পারিয়াছে? আমাদের প্রাচীন সভ্যতার লক্ষণ ছিল ইহার ঠিক

[illegible]রীত। প্রাচীন সভ্যতার লক্ষণ বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি—সংযম—তপস্যা। প্রাচীন সমাজে মানুষ কে ছোট কে বড় তাহা এই মানদণ্ড দ্বারা নিরূপিত হইত। একজনের সহিত আর একজনের সাক্ষাৎ হইলে কুশলপ্রশ্নের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন—

"অপি তপো বিবর্দ্ধতে তে"—

আপনার তপঃ ত বাড়িতেছে ?"

"আজ্ঞে, এখন এরূপস্থলে প্রশ্ন হয়—'অপি টাকা বিবর্দ্ধতে তে?' টাকাই হইতেছে এখন কে ছোট কে বড় তাহা নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড। আমাদের পাড়াগাঁয়ে এখনও এ সভ্যতা ঢোকে নাই, কিন্তু এখানে পাকাবাড়ী এবং স্ত্রীর গায়ের দুই তিন হাজার টাকার গহনা যাহার নাই, সে ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইতে পারে না। এই যে রাস্তার দুধারে মোটা মোটা থামওয়ালা বড় বড় বাড়ী দেখিতেছেন—যেন একএকটী দেবমন্দির—"

"এ সব মন্দিরে কি হয় ?"

"কেবল আত্মসেবা। শাস্ত্রে নাকি বলে যে দেবতাকে আত্মবৎ সেবা করিতে হয়। ইংরেজী সভ্যতার ফলে এখানে সকলে আত্মাকে দেববৎ সেবা করিয়া থাকেন। এখানে আত্ম-সেবাতেই লোক ব্যতিব্যস্ত, সব টাকা তাহাতেই ফুরাইয়া যায়। সুতরাং অন্যকে কোথা হইতে দিবে? এই ধনিগণ বাস্তবিকপক্ষে খুব দরিদ্র। আমি সাধারণভাবে এ কথা বলিলাম, অবশ্য ইহার মধ্যেও অনেক সংযমশীল, দানশীল, ধর্ম্মশীল ব্যক্তি যে না আছেন এরূপ নহে।"

"বাবা, তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু বাবা, তুমিও ত ইংরেজী পড়িতেছ ? সাবধান।"

"আজ্ঞে, ইংরেজীশিক্ষার কোন দোষ নাই। বরং ইংরেজীশিক্ষা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের পক্ষে পরমউপকারী। কিন্তু ইংরেজদিগের

অন্ধ অনুকরণ না করিয়া, সেই শিক্ষার আলোকে আমাদের ঘরের বস্তু চিনিয়া লইতে হইবে। ইংরেজী সভ্যতার নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীরটুকু ছাঁকিয়া খাইতে হইবে। তাহা না করিয়া যাহারা তাহার সবটুকু ধরিয়া চুমুক দেয়, তাহাদের কপালে কেবল ঘোল খাওয়াই সার হয়।

বীরেন হাসিয়া বলিল—

"আজ যে ব্যানার্জ্জী নামধারী সাহেবটীকে দেখিলাম, তিনি কিন্তু বড় ঘোলভক্ত। আমি আর কখন তোর সঙ্গে কোথায়ও যাব না। ব্যানার্জ্জি সাহেবের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি হাসি চাপিয়া রাখিতে গিয়া দম বন্ধ হইয়া মারা যাই আর কি? তাঁহার finality সম্বন্ধে লেক্‌চার—cut and dried অর্থাৎ "কাটা ও শুকনো"—ইত্যাদি বুলি অতি চমৎকার!"

তাহারা এইরূপে কথা কহিতে কহিতে বাসায় আসিল। পণ্ডিত ঠাকুর প্রাণ ভরিয়া খুব আধঘণ্টাকাল তামাক খাইয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন। উপেন তাঁহার রন্ধনাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

পরদিন প্রাতঃকালে উপেন বাসায় বসিয়া পড়িতেছে, তখন অবিনাশ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপেন তাঁহাকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং বসিতে দিল। তিনি বলিলেন—

"তোমার কাল যে বড় তেজ দেখিলাম। তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ —অত তেজ দেখাইলে কি চাকুরী জুটিবে না সংসারে চলিতে পারিবে? সেই অবধি আমি কিন্তু তোমার কথা অনেক ভাবিয়াছি—এমন কি তোমার প্রতি আমার ভালবাসা জন্মিয়াছে। তোমার সেই ভাইটী কোথায়?"

উপেন বলিল—"মহাশয়, আপনার অনুগ্রহে বিশেষ বাধিত হইলাম। এরূপ অযাচিত দয়া জগতে দুর্লভ। জ্ঞান! এদিকে এস।"

ইহা বলিতে বলিতে জ্ঞান কক্ষান্তর হইতে সেখানে আসিল

উপেন অবিনাশ বাবুর সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিল। তিনি বলিলেন—

"আচ্ছা, তোমরা দুইজনে দুই জায়গায় থাকিয়া পড়া শুনা করিতে পারিবে কি না? তাহা যদি পার, তবে আমি তোমাদের একজনের জন্য আমার একটী পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি। তিনি আমাদের আফিসেই কাজ করেন। তাঁহার ছেলেকে পড়াইবার জন্য একজন গৃহ-শিক্ষকের প্রয়োজন।"

উপেন পূর্ব্ব হইতেই এরূপ সুবিধা খুঁজিতেছিল। সে উল্লসিত হইয়া বলিল—"তা—বেশ ত। আপনি সেই বন্দোবস্ত করিয়া দিন, আমি সেখানে গিয়া থাকিব। জ্ঞান এখানে থাকিবে।"

জ্ঞান বলিল—"না—আমি সেখানে গিয়া থাকিব। দাদা এখানে থাকিবেন।"

উপেন বলিল—"তুমি সে ছেলেকে পড়াইতে পারিবে কেন? মহাশয়, সে কোন্ ক্লাসে পড়ে জানেন্ কি?"

অবিনাশ বাবু বলিলেন—"সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তুমি জ্ঞান তাহাকে পড়াইতে পারিবে না। উপেনই সেখানে থাকিবে।"

জ্ঞান অগত্যা বিষণ্ণচিত্তে সম্মত হইল। উপেন বলিল—

"মাহিয়ানা কি দিবেন?"

অবিনাশ বাবু বলিলেন—"মাহিয়ানা আর কত আশা কর? পাঁচ টাকা পাবে। কিন্তু সাবধান! সেখানে গিয়া আবার ক্রোধ দেখাইও না। আমি যত দূর জানি, শ্যামচাঁদ বাবু খুব শিষ্ট শান্ত লোক। তুমি আজ বৈকালে আমার বাড়ীতে গিয়া চিঠি আনিবে। ঐ যে আমার বাড়ী দেখা যায়—ঐ লাল বাড়ীটা। কাল সকালে সেখানে যাবে।"

ইহা বলিয়া অবিনাশ বাবু উঠিলেন। উপেন, জ্ঞান, বীরেন প্রভৃতি বালকগণ তাঁহার খুব প্রশংসা করিতে লাগিল।

## তৃতীয় পরিচ্ছে

### শ্যামচাঁদের দ্বিতীয় স

শ্যামচাঁদ চট্টোপাধ্যায় একজন কেরাণী; টাকা। তিনি একটী ছোট দোতলা বাড়ীতে বাড়ী। তাহার উপরতলায় ৩টী ও নীচে দিকে সদর দরজার দুইপার্শ্বে দুইটী ছোট ঘ অপরটী উপেনের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

শ্যামচাঁদের গৃহে মাত্র পাঁচটী লোক। তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্র ভূপেন্দ্র, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শিশু কন্যা হাবি। এতদ্ভিন্ন বাড়ীতে একটী ঝি থা দিনের বেলায় ও রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত কাজকর্ম্ম করে, থালায় দুইজনের ভাত লইয়া গজেন্দ্রগতিতে নিজগৃহাভি

শ্যামবাবুর বয়স আন্দাজ ৩৫ বৎসর। তিনি তাঁহা সন্তান। অতি অল্পবয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তঁ একখানি বাড়ী ও আর কিছু কোম্পানির কাগজ রাখিয়া তাঁহার বিধবাজননী সেই কাগজগুলি ক্রমে ক্রমে বেচিয়া ও । পত্র যাহা ছিল কতক বেচিয়া কতক বন্ধক দিয়া তাঁহাকে মানু শ্যামচাঁদ এফ, এ পর্য্যন্ত পড়িলেন, তাহার অধিক আর তাঁহার বি না। তিনি কুলীনের ছেলে, খুব অল্প বয়সেই তাঁহার একটী বয়ঃস্থা ক সহিত বিবাহ হইয়াছিল। সেই শ্বশুরের সাহায্যে মাসিক ৩০৲ ট মাহীয়ানায় একটী চাকুরী পাইলেন। পরে ক্রমশঃ পদবৃদ্ধি হইয়া এখন তাঁহার ৮০৲ টাকা মাহীয়ানা হইয়াছে। তাঁহার সেই স্ত্রী একটী পুত্র প্রসবের পরই মারা যান। সে আজ ১৫ বৎসরের কথা। ভূপেনের বয়সও এখন ১৫ বৎসর।

দিতেন, ঠাকুরদেবতার নিকট
শ্যামের মতি ফিরাও, আবার
তা প্রসন্ন হইলেন, আবার বৌ
াকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন।
তাঁহার দিবানিশি সেই চিন্তা
রিয়া আসিতেছিলেন। বৌ
তিনি কেবল বলিতেন—
কষ্ট হবে।' মৃণালিনী তাঁহার
পতা কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ড়ায় নিঃস্ব হইয়া পড়েন।
এই "দ্বিতীয় পক্ষের
য়র বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে
গুরুমা" তাঁহার গৃহে
মৃণালিনী বইপড়া,
প শিখিয়াছিলেন।
যখন স্বামিগৃহে
গর ষোলকলা
ত মনোযোগ
র উপর
তিনি
পর

উপেন অবিনাশ বাবুর সাশ্যামচাঁদ আর বিবাহ করিবেন না বলিয়া
বলিলেন— পত্নীর একখানি ফটো শয়নকক্ষের দেওয়ালে
"আচ্ছা, তোমরা দুইজনেহ তাহা এক ছড়া পুষ্পমালা দিয়া সাজা-
পারিবে কি না? তাহা যদিও কাটিল। কিন্তু তাঁহার জননী ব অভাবে
জন্য আমার একটী পরিচিলেন। তিনি শ্যামচাঁদকে আবার বিবাহ
করিয়া দিতে পারি। তিনি ধা ধরিলেন। বোধহয় এই পাঁচ বৎসরে
ছেলেকে পড়াইবার জন্য একঃ পড়িয়াছিল, তাহার উপর মাতৃভক্তির বন্যা
উপেন পূর্ব্ব হইতেই এবার বিবাহ করিলেন। পাঠকমহাশয় হয়
হইয়া বলিল—"তা—বেশ আবার বিবাহই করিবে তবে এই পাঁচটা বছর
আমি সেখানে গিয়া থাগ্রিপু?" আমিও বলি ঠিক কথা। যাহা করিতে
জ্ঞান বলিল—"নম্র করাই উচিত। "শুভস্য শীঘ্রং" একথা কে না
থাকিবেন।" টা কথা এই, বয়সটা না বাড়িলে সময়ের মূল্য সকলে
উপেন বলিলপার হইয়া যতই ঊর্দ্ধে উঠিবে, ততই এ বিষয়ে কাল-
মহাশয়, সে কোন ঢ্ঢিতার কার্য্য বলিয়া বোধ করিবে। শ্যামচাঁদ ত বিশ
অবিনাশ বা, তাহার নিকট পাঁচ সাত বছর কিছুই নয়।
তাহাকে পড়াইন গৃহে আসিলেন, তাঁহার নাম মৃণালিনী। তাঁহার বয়স
জ্ঞান অ১২ বৎসর, এখন হইয়াছে ২২। যেমন নাম তেমন রূপ।
"আহি তিনি শ্যামচাঁদের হৃদয় আলো করিলেন, ঘরও আলো
অহি। কিন্তু তাঁহার জননী যে "তিমিরে" ছিলেন সেই তিমিরেই
টাকা ন।

না। শ্যামচাঁদের মাতার চিরজীবন দুঃখে কাটিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিধবা হওয়ার পর অনেক কষ্টে তিনি শ্যামচাঁদকে মানুষ করিয়াছিলেন। পরে ছেলের বিবাহ দিয়া বৌ ঘরে আনিলেন, ছেলের চাকুরিও হইল। এবার তিনি সুখের স্বপ্ন দেখিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সেই বধূর অকালমৃত্যুতে পুত্রের বৈরাগ্য উপস্থিত

হইল। সেই পাঁচবৎসর বৃদ্ধা দিনরাত্রি কাঁদিতেন, ঠাকুরদেবতার নিকট কত মানত করিতেন—"হে ঠাকুর, আমার শ্যামের মতি ফিরাও, আবার আমার ঘরে বৌ আসুক।" অবশেষে দেবতা প্রসন্ন হইলেন, আবার বৌ ঘরে আসিল। বৃদ্ধা জননী আবার যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। যাহাতে নববধূর কোন বিষয়ে কষ্ট না হয়, তাঁহার দিবানিশি সেই চিন্তা হইল। গৃহের রন্ধনাদি কার্য্য তিনিই করিয়া আসিতেছিলেন। বৌ ঘরে আসিলেও তিনিই করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল বলিতেন—"আহা আমার কাঁচা বৌ, তাহার রাঁধিতে কষ্ট হবে।' মৃণালিনী তাঁহার পিতামাতার আদরের মেয়ে। তাঁহার পিতা কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বে খুব ধনবান ছিলেন, পরে কারবার ফেল পড়ায় নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তাই কতকটা অর্থাভাবে কতকটা কৌলিন্যানুরোধে এই "দ্বিতীয় পক্ষের বরের হাতে কন্যাটীকে সমর্পণ করিয়াছেন। মেয়ের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তাঁহার খুব মনোযোগ ছিল। একজন শ্বেতাঙ্গিনী "গুরুমা" তাঁহার গৃহে আসিয়া মেয়েদিগকে পড়াইতেন। তাঁহার নিকট মৃণালিনী বইপড়া, উল্ বোনা, ও ফিট্‌ফাট্ কাপড়চোপড় পরা উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। গৃহকর্ম্ম বিশেষকিছু শিক্ষা করেন নাই। পরে তিনি যখন স্বামিগৃহে আসিলেন, তখন শাশুড়ীর আদর পাইয়া তাঁহার সোহাগের ষোলকলা পূর্ণ হইল। এখানেও তিনি রন্ধনাদি কার্য্য শিক্ষা করিতে মনোযোগ দিলেন না!

আরও একটী কারণ ছিল। একে ত তিনি রূপবতী, তাহার উপর তিনি বিদুষী। শ্যামচাঁদ দ্বিতীয়পক্ষের বর। মৃণালিনীর বিশ্বাস তিনি শ্যামচাঁদের গৃহে আসিয়া তাঁহাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। ইহার পর আবার যদি তাঁহাকে ঘরকন্নার খুঁটিনাটী করিতে হয়—রাঁধিতে গিয়া আগুণের উত্তাপ গায় লাগাইতে হয়—তবে তাঁহার প্রতি বড়ই অবিচার করা হয়। শ্যামচাঁদ নিতান্ত নিরীহ ভালমানুষ। তিনি একেত মৃণালিনীর

রূপে মুগ্ধ। তাহার উপর আবার শেষপক্ষের সেই "হারাই—হারাই" ভাব। তিনি ধীরেধীরে মৃণালিনীর হাতের পুতুল হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তিনি বৃদ্ধা জননীর কষ্ট দেখিয়াও দেখেন না, বুঝিয়াও বুঝেন না।

পুত্রের যাহাতে সুখ হয়, তাহাতেই তাঁহার নিজের সুখ মনে করিয়া জননীও কোন কথা বলিতেন না। তিনি প্রাণপণে তাঁহাদের উভয়ের "সেবা" করিতে লাগিলেন। প্রথমে যাহা সোহাগে করিতেন, এখন তাহা প্রাণের দায়ে করিতে লাগিলেন। দুই বেলা তিনিই রন্ধন করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও কত কাজ, তাহার অন্ত নাই। ক্রমে সেই নববধূ একটী কন্যাপ্রসব করিলেন। সেই কন্যাটীর লালন-পালনের ভারও তাঁহার হস্তে পড়িল। তিনি স্বভাবতঃ শিশুপ্রিয়, এ মেয়েটী তাঁহার নিকট যতটা আদর ও যত্ন পায় তাহার মায়ের নিকট ততটা পায় না। শিশুপালনও শিক্ষাসাধ্য ব্যাপার, সকল মাতাই কি নিজ নিজ শিশুসন্তানকে উপযুক্তরূপে পালন করিতে জানেন? সুতরাং এ মেয়েটীও তাহার দিদিমার আদর পাইয়া তাঁহার খুব বাধ্য হইয়া পড়িল। বধূ মৃণালিনী বরং তাহাতে আরও সুবিধা বোধ করিলেন।

এইরূপে বৃদ্ধা গৃহিণীর কাজের আর অন্ত রহিল না। এক মুহূর্ত্তও তাঁহার বিশ্রাম নাই। আর তাঁহার সেই সোহাগের বৌ কি করেন? তাঁহারও কাজের অন্ত নাই। তিনি প্রভাতে অর্থাৎ বেলা ৭টার সময় গাত্রোত্থান করেন। বেশী ভোরে উঠিলে পাছে নিউমোনিয়া হয়, এই ভয়ে বেলা না হইলে উঠেন না। শয্যাত্যাগ করিবার পরই হাত মুখ ধুইয়া এক পেয়ালা গরম গরম চা না খাইলে তাঁহার চলে না। কি করা যায়? বাল্যকালের অভ্যাস। তাঁহার পিতৃগৃহে সকালে ছেলেমেয়েদের চা পানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এখানে তাঁহার চায়ের জন্য সেই বৃদ্ধা শাশুড়ীকেই খুব ভোরে উঠিয়া জল গরম করিতে হয়। শ্যামচাঁদ পূর্ব্বে চা খাইতেন না, এখন পত্নীর পরামর্শে খাইতে অভ্যাস করিয়াছেন।

তিনি না থাইলে, বুড়ীর জল গরম করিবার তত গরজ হইবে কেন ? চা-পানের পর শ্যামবাবু ভ্রমণে বহির্গত হন, এবং নিজে বাজার করিয়া আনেন। এদিকে মৃণালিনীর তেল মাথিয়া স্নানাদি কার্য্য শেষ করিতে বেলা ৯টা বাজে। তাহার পর আবার বেশভূষা। টয়েলেটটেবিলে সংলগ্ন আরশির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে অবাধ্য চূর্ণকুন্তল-রাজির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। তাহারা "রোহিণীর" মস্তকস্থিত "সর্পশিশুর" আকার ধারণা করিয়া তাহার মুখমণ্ডলের শোভাবর্দ্ধন করে না কেন ? আবার তাঁহার পৃষ্ঠবিলম্বিত চিকুরজালও কেমন লম্বা লম্বা থাড়া হইয়া থাকে। যদি সেই কেশরাশিকে "কপালকুণ্ডলা"র আগুল্ফ-বিলম্বিত কুন্তলকলাপের ন্যায় কুঞ্চিত ও তরঙ্গায়িত করা না গেল, তবে নারীজন্মধারণের সার্থকতা কি ?

এই সকল আয়াসসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিতে মৃণালিনীর অনেক সময় যায়। ইহা ছাড়া তাঁহার আরও কত কাজ আছে। শাশুড়ী এত বুড়া হইয়াছেন, তিনি সংসারের আয়ব্যয়ের হিসাব ঠিক রাখিতে পারেন না। তাঁহার কেবলই ভুল হয়। স্বামীরও সে সব দেখিবার সময় নাই। সুতরাং অগত্যা বধূকেই সে সব দেখিতে হয়। আর তাহা না দেখিলেই বা চলিবে কেন ? বিনা হিসাবে খরচ করিলে কুবেরের ভাণ্ডারও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। শ্যামচাঁদের মাত্র আশিটী টাকা পুঁজি, ইহা দ্বারা সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যদি মাসে ৩।৪টী গিনি কিনিতে পারেন তবে ত বধূর বছরে দুই একথানা গহনা হইবে ? সুতরাং সংসারের খরচের দিকে মৃণালিনীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হয়। এজন্য, বুড়া শাশুড়ী পাছে রন্ধন করিতে গিয়া একমণ কয়লা আট দিনের জায়গায় সাতদিনে শেষ করেন, এক সের তেল পাছে সাতদিনের জায়গায় ছয় দিনে নষ্ট করেন, যে এক সের আলুতে চারিবেলা চলা উচিত, তাহা পাছে তিনবেলায় থরচ করিয়া ফেলেন এই সকল বিষয়ের খুঁটীনাটি

বৌকে বাধ্য হইয়া দেখিতে হয়। তাঁহার নিক্তির ওজনের হিসাব এব
চুল এদিক ওদিক হইলে বুড়ীর আর রক্ষা থাকে না। এইরূপে সেই
বৃদ্ধা গৃহিণী "নিজ বাসভূমে পরবাসী" ত হইয়াছেনই, তাহা ছাড়া
বধূর চরণে দাস খত লিখিয়া দিয়া কোন রকমে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন
করিতেছেন।

ভূপেন মৃণালিনীর সতীনপুত্র, সুতরাং মৃণালিনী যদি তাহাকে প্রাণ খুলিয়া ভাল বাসিতে না পারেন, তবে তাহাতে আর বিশেষ দোষ কি? সেই ত্রেতাযুগেই যখন কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে নিজপুত্রের মত ভাল বাসিতে পারেন নাই, তখন কলিকালের ত কোন কথাই নাই। তবুও মৃণালিনী যে স্বামীর সেই স্বল্প আয় হইতে পাঁচটী করিয়া টাকা সৎছেলের গৃহশিক্ষকের মাহিয়ানা স্বরূপ ব্যয় করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে বরং প্রশংসা করিতে হয়। তথাচ এই গৃহশিক্ষকটী একটী গলগ্রহ বিশেষ—অর্থাৎ "স্বয়ং উপস্থিত অপরিহার্য্য আপদ্।" ইহাকে যখন গৃহে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তখন দুই বেলা দুটী খেতেও দিতে হইবে। কিন্তু সে জন্য সংসারের নির্দ্দিষ্ট খোরাকীখরচ বেশী না বাড়ে ইহাও দেখা কর্ত্তব্য। পাঁচটী লোকের সঙ্গে একটী লোক খাইবে, ইহাতে তেলনুন মাছতরকারি কাঠকয়লা অতিরিক্ত খরচ হইবে না, কেবল চাল লইয়া কথা। তা' সে মাষ্টারটী বাঙ্গাল—সরু চাল খাওয়া তাহার অভ্যাস নাই, সুতরাং ঝির জন্য যে অল্প দামের মোটা চাল আসে বাঙ্গাল মাষ্টারেরও তাহাতে বেশ চলিতে পারে। সুতরাং উপেনের জন্য সেই মোটা চা'লের ব্যবস্থা হইল। রাত্রে বুড়া ঠাকুরাণী দুই পয়সায় জলখাবার খাইয়া থাকেন, বাবু স্বয়ং এবং গৃহিণী প্রায়ই রুটী খান, কোন কোন দিন বা লুচিও খান। ভূপেনকেও বাধ্য হইয়া তাহার ভাগ দিতে হয়। কেবল ঝির জন্য মোটা চালের ভাত রাঁধা হয়। অবশ্য উপেনের জন্যও সেই মোটাচালের ভাতের ব্যবস্থা হইল। তবে বৃদ্ধা ঠাকুরাণী দুইবেলা আর

ব্যঞ্জন রাঁধিতে পারেন না। কাজেই সকালবেলার রাঁধাডাল কিম্বা তরকারি রাত্রের জন্য রাখা হয়। দুগ্ধ জিনিষটা কলিকাতায় বড়ই দুর্ম্মূল্য—আগে টাকায় ৬সের ছিল এখন ৫সের হইয়াছে। কেবল বাবু, গৃহিণী ও ছোট মেয়েটির জন্য রোজ একসের করিয়া দুধ রাখা হয়। ভূপেন কিম্বা বুড়াঠাকুরাণীই যখন তাহার ভাগ পান না, তখন মাষ্টারের ত কথাই নাই।

আহারাদির এইরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া প্রথম প্রথম উপেনের মন বিদ্রোহের পতাকা উড়াইতে চাহিল। কিন্তু 'জ্ঞান ত সুখে আছে, আমিই নয় কষ্ট পাইলাম,' ইহা মনে করিয়া সে কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিত না। ভূপেন ছেলেটি স্বভাবে নম্র ও পাঠে মনোযোগী ছিল। তাহাকে লইয়া উপেনকে কোন বেগ পাইতে হইত না। ইহাও কতকটা সুবিধার কথা। কিন্তু তবুও তাহাকে পনর দিন যাইতে না যাইতেই শ্যামচাঁদের ভবন পরিত্যাগ করিতে হইল। যাহা ভবিতব্য তাহা কে খণ্ডন করিবে?

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### "ঝন্—ঝন্—ঝনাৎ।"

একদিন বেলা প্রায় এগারটার সময় উপেন আহারাদি শেষ করিয়া কলেজে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছে। শ্যামচাঁদ কতকক্ষণ হইল পান চিবাইতে চিবাইতে ট্রামে চড়িয়া আফিসে চলিয়া গিয়াছেন। ভূপেনও স্কুলে গিয়াছে। উপেন সার্ট পরিয়া চাদর লইয়া কলেজে যাইবার জন্য তাহার বইগুলি গুছাইতেছে। ঠিক এই সময়ে একটী শব্দ হইল—"ঝন্—ঝন্—ঝনাৎ"। উপেন তৎক্ষণাৎ বই ফেলিয়া বাড়ীর ভিতরে ছুটিল।

শ্রীমতী মৃণালিনী অনেকক্ষণ স্নানাদি শেষ করিয়াছেন। এখন তিনি

আরশীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বেশভূষা করিতেছিলেন। তাঁহার মনে একটা গুরুতর সমস্যার উদয় হইয়াছে, কিছুতেই তিনি ইহার সমাধান করিতে পারিতেছেন না। অর্থাৎ তাঁহার বরবপুর লাবণ্যচ্ছটা কি তিলোত্তমার তুল্য "বাসন্তী মল্লিকার স্থায় নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্ম্মল, পরিমলময় ?" —অথবা আয়েষার মত "নবরবিকরফুল্ল জলনলিনীর ন্যায় সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত, না সঙ্কুচিত না বিশুষ্ক, কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল ?" মৃণালিনী এই উভয় প্রকার সৌন্দর্য্যের বাস্তবিক পার্থক্য কি তাহা ধরিতে পারিতেছেন না। তাঁহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্যামচাঁদের বিদ্যাবুদ্ধিতে ইহা কুলাইল না, আবার তাঁহার রসবোধও তেমন প্রখর নহে। তিনি প্রথমে বলিলেন "এসব কেবল কথার ছটা, ইহার মধ্যে কোন ভাব খুঁজিয়া পাইতেছি না। সৌন্দর্য্যের আবার "পরিমল" কি ? তাহার মধ্যে আবার "রস"ই বা আসিবে কোথা থেকে ? আবার বাসন্তীমল্লিকা "নির্ম্মল" হইতে পারিল, জলনলিনী পারিবে না কেন ? এ সব গূঢ় সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আমার মাথায় ঢোকে না।" বলা বাহুল্য মৃণালিনী এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইলেন না। বরং তাঁহার মনে সংশয় আরও বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে তাঁহার স্বামী বলিলেন—"তুমি তিলোত্তমা ও আয়েষা উভয়েরই মত।" মৃণালিনী বুঝিলেন এটা কেবল স্তোকবাক্য অথবা ব্যঙ্গোক্তি। সুতরাং তাঁহার মন আরও খারাপ হইল। স্বামী ত এইরূপ সান্ত্বনা দিয়া আফিসে চলিয়া গেলেন, মৃণালিনী ইহার একটি ঠিক মীমাংসা করিবার জন্য আরশীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, আর নিজ-প্রতিমূর্ত্তির ধ্যান করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহার কর্ণে পশিল সেই শব্দ—"ঝন্—ঝন্—ঝনাৎ।"

তিনি অমনি ধীরমন্থরগতিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুঃস্থির হইল। তিনি দেখিলেন, সিঁড়ির উপরে ও নীচে চারিদিকে ভাত ছড়ান, সিঁড়ি দিয়া আর নীচে নামিবার যো নাই।

একখানা থালা তিনটি বাটি সিঁড়ির তলদেশে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। সেই বাটির মধ্যস্থ ভাতব্যঞ্জনাদি মাটীতে ঢালিয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর তাঁহার বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী অচেতন হইয়া মাটীতে পড়িয়া আছেন এবং সেই বাঙ্গাল মাষ্টারটা তাঁহার মুখে ও মাথায় জল দিতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া মৃণালিনীর মনে অমনিই ক্রোধের সঞ্চার হইল। কি—এতগুলা ভাত-ব্যঞ্জন নষ্ট হইল? তিনি তবে কি আজ না খাইয়া থাকিবেন? তিনি অমনিই বিদ্যুদ্‌বেগে আবার উপরে উঠিয়া গেলেন।

উপেনের শুশ্রূষায় বুড়ী ক্রমে চৈতন্য লাভ করিলেন এবং "বাবারে!" বলিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। উপেন তাঁহাকে কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল—"মা! আপনার এত কষ্ট আর আমি চোখে দেখিতে পারি না। এমন বৌ ঘরে থাকিতে, আপনাকে দিনরাত্রি এত খাটিতে হইবে কেন? আর তিনি কি নীচে নামিয়া আসিয়াও খাইতে পারেন না?"

বৃদ্ধা ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"বাবা, চুপ চুপ! বিধাতা আমার কপালে কষ্ট লিখিয়াছেন, সুখ কোথা থেকে হবে? উঃ—আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছে—একটু জল।"

এই সময়ে ঝি দোকান হইতে ফিরিয়া আসিয়া বুড়ীর অবস্থা দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। উপেন ও ঝি বুড়ীকে ধরাধরি করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার ঘরে শোয়াইল। ঝি তাঁহাকে জল খাইতে দিল।

ইহার পূর্ব্বদিন একাদশীর উপবাস ছিল, বৃদ্ধা জলস্পর্শও করেন নাই। আজ ভোরে উঠিয়াই চায়ের জল গরম করিয়া পরে রন্ধনাদি করিয়াছেন। পরে শ্যামচাঁদ ও ভূপেনকে ভাত বাড়িয়া দিয়াছেন, তাহাদের খাওয়ার পর আবার উপেনের ভাত বাড়িয়া বাহিরের ঘরে দিয়া গিয়াছেন। এইরূপে বেলা ১০৷৷৹টা পর্য্যন্ত তিনি অনবরত পরিশ্রম করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত জলটুকুও খান নাই। পরে বধূ মৃণালিনীর ভাত বাড়িয়া উপরে লইয়া যাইতেছিলেন। কারণ তিনি কখনও নীচে নামিয়া আসিয়া আহার

করেন না। দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি প্রথম এবাড়ীতে পদার্পণ করেন, তদবধি প্রত্যহ উপরেই আহার করিয়া আসিতেছেন। আর বৃদ্ধা শাশুড়ীকেও প্রত্যহ দুইবেলা তাঁহার ভাত বাড়িয়া উপরে দিয়া আসিতে হইতেছে! তিনি প্রথমে ইহা করিতেন আদরে, এখন করেন ভয়ে। তাই আজও সেই চিরন্তনপ্রথা অনুসারে সেই উপবাস-খিন্না বৃদ্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে ভাতের থালা লইয়া উচ্চসিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছিলেন। কিন্তু কতকদূর গিয়া আর পারিলেন না, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার পা অবশ হইয়া আসিল, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন, এবং অমনি সিঁড়ির উপর হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার হাতের থালাবাটি "ঝন্—ঝন্—ঝনাৎ" শব্দে তাঁহার পতনশব্দ ঘোষণা করিল।

বৃদ্ধা জল খাইয়া একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন—

"বৌ কি খাবে? ভাত যে সব পড়িয়া গিয়াছে। উঃ আমার মাথা ঘুরছে।"

উপেন বলিল—"আপনি কথা কহিবেন না। একটু চুপ করিয়া থাকুন। ঝি একটু মিছরির সরবত কর ত?"

এইরূপে উপেন বৃদ্ধার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কতকক্ষণ পরে মিছরির সরবত প্রস্তুত হইল এবং বুড়ী খাইয়া অনেকটা সুস্থ হইলেন। তিনি উপেনকে বলিলেন—

"বাবা, আমার আর এত কষ্ট সহ্য হয় না, আমি আর পারি না। পোড়া যমও আমাকে চোখে দেখে না। এখন যমে নিলেই আমি বাঁচিতাম। এই দেখ কাল সারা দিনরাত্রিটা নির্জ্জলা উপোস গিয়াছে, আজ বেলা দুকুর বাজে—এখনও খেতে পারিনি। তারপর এই [illegible] পরিশ্রম—দুবেলা রাঁধা"—

"কেন আপনার বৌ কি করেন? তিনি থাকিতে আপনাকে রাঁধতে হবে কেন?"

"আরে বাবা, সে কথা ব'লো না। কি রকমে তার কাণে যাবে আর সর্ব্বনাশ হবে।"

ইহা বলিতে বলিতে বুড়ীর চোখে জল আসিল। তিনি আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

উপেন বলিল—

"তবে আপনি এখন খাবেন কি? খাওয়া ত চাই। এখনও বুঝি আপনার ভাত রাঁধা হয় নাই। ঝি আপনার আলোচা'ল আন্‌তে দোকানে গিয়াছিল আমি দেখেছি।"

"এখন উনুনে আগুন নেই—আর আমার রাঁধবারও শক্তি নেই। ঝি তোর যে ভাত বাড়া আছে—ঐ ভাত বৌকে খেতে বল্। তুই জলখাবার খাস্।"

ঝি সিঁড়ির নীচে যে ভাত পড়িয়াছিল সেগুলি পরিষ্কার করিতেছিল। সে বলিল—

"তুমি কি খাবে? তোমার জন্যে জলখাবার এনে দিব কি?"

"আমার জন্যে কোন ভাবনা নেই। আমার পাকা হাড়, কাল এক দিন উপোস গেছে, নয় আজ আর এক দিন যাবে। আর আমি ত একটু জলটল খেয়েছি।"

ঝি তাঁহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া উপরে গেল। গিয়া দেখিল মৃণালিনী ভূমিতলে মাদুরের উপর তাঁহার নিদ্রিত কন্যার পার্শ্বে শুইয়া আছেন। তাঁহার ভিজা চুলের রাশি বালিস ঢাকিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রোধে বিবর্ণ। তিনি চক্ষু মেলিয়া একদৃষ্টে দেওয়ালের পানে চাহিয়া আছেন।

ঝি তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সভয়ে বলিল "বৌমা, ওঠো। ভাত

নষ্ট হয়েছে—আমার জন্যে যে ভাত আছে তাই খাও এসে। আর মায়ের ও আমার জলখাবার আন্‌তে হবে, তার পয়সা দাও। তিনি আর রাঁধ্‌তে পারবেন না।"

বৌ নড়িলেন না, চক্ষুও ফিরাইলেন না। তিনি বলিলেন—

"আমাকে বিরক্ত করিস্ না। আমি খাব না, পয়সাও দিতে পারব না। এতগুলো ভাত কেন নষ্ট হ'লো? একটু সাবধান হ'য়ে আসিলেই ত হইত? এত জলখাবারের পয়সা কোত্থেকে আসবে? পয়সা এত সস্তা হয়েছে নাকি? আমি তোর মোটা চেলের ভাত খেতে পারব না।"

"তবে তুমি এস দুটো রেঁধে নাও। আর মা কালথেকে উপোসী আছেন—"

"তাতে আমার বয়ে গেছে! আমি রাঁধব? তোদের ছোট-মুখে বড় কথা? ও বাঙ্গালটা কি বলছিল আমি সব শুনেছি। আমাকে এখন বিরক্ত করিস্ না—তুই যা।"

ইহা বলিয়া গরবিনী বধূ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শুইলেন। তাঁহার কথা বলার উচ্চরবে মেয়েটীর ঘুম ভাঙ্গিল, সে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার এই অসাময়িক ক্রন্দনে মৃণালিনীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি তাহার গায় একটা চড় মারিলেন। সেই চপেটাঘাতের চোটে সে একবার মাত্র "অ্যাঁ" করিয়া উঠিল, আর দুমিনিটের মধ্যে কোন শব্দ নাই—যেন তাহার দম আটকিয়া গেল; পরে সে অতি উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল। তখন ঝি তাহাকে কোলে করিয়া নীচে লইয়া গেল।

তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বৃদ্ধাঠাকুরাণী বলিলেন—

"এস, আমার দিদি এস। আহা, কতক্ষণ দুধ খায়নি আমার চাঁদ-মুখ শুকিয়ে গেছে। ঝি একটু দুধ আনো।"

ঝি বলিল—

"মা ঠাকরুণ, তোমার শরীর খারাপ, তুমি এখন শুয়ে থাক না কেন। আমি ওকে খাওয়াচ্ছি।

উপেন সেখানে বসিয়া মৃণালিনীর উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিল। সে বলিল—

"ঝি পয়সা এনেছ? তুমি আগে বুড়া ঠাকুরাণীর জলখাবার কিছু নিয়ে এস।"

ঝি বলিল—"পয়সা ত পেলুম না। বৌমা রাগ করেছেন। তিনি খাবেনও না, পয়সাও দেবেন না।"

এই কথা শুনিয়া উপেনের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—

"তবে তুমি—আমার সঙ্গে এস—আমি জলখাবার কিনে দিচ্ছি।"

ইহা বলিয়া সে ঝিকে সঙ্গে লইয়া সিমলার বাজারে গেল এবং কয়েকটা আম পেপে কলা আনারস ছাতু দধি ও চিনি কিনিয়া পাঠাইয়া দিল। তাহার কলেজে যাইতে প্রায় দুই ঘণ্টা দেরী হইল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### মানিনী।

বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় শ্যামচাঁদ ঘরে ফিরিলেন। তিনি উপরে কাপড় ছাড়িবার জন্য গিয়া দেখিলেন, মৃণালিনী ধরাতলে মাদুরের উপর সেই একইভাবে পড়িয়া আছেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু রক্তবর্ণ যেন কত কাঁদিয়াছেন। তাঁহার নিকটে থালায় জলখাবার ও গেলাসে জল রহিয়াছে তাহা স্পর্শ করাও হয় নাই। অন্যদিন শ্যামচাঁদ গৃহে আসিলে মৃণালিনী তাঁহাকে মৃদুমধুর হাসি দ্বারা অভ্যর্থনা করিতেন, আজ তিনি উঠিলেন না, কথাও কহিলেন না—কেবল সেই দেওয়ালের দিকে এক-

দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার এই অবস্থাদর্শনে শ্যামচাঁদের অন্ত-রাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—

"একি ? শুয়ে কেন ? এ সব খাবার কার জন্যে ?"

এই প্রশ্নের উত্তর হইল একটী দীর্ঘনিশ্বাস।

শ্যামবাবু আবার বলিলেন—

"কি হয়েছে ? কথা কওনা কেন ? তুমি কি কিছু খাও নাই ?"

এই প্রশ্নের উত্তর হইল এককোঁটা চোখের জল।

তখন গতিক বড় মন্দ দেখিয়া শ্যামচাঁদ সেই পেণ্টুলেন পরা অবস্থায় হাঁটুগাড়া দিয়া মাদুরের উপর বসিলেন এবং মৃণালিনীর হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মৃণালিনী জোরে তাঁহার হাত টানিয়া লইলেন।

পাঠক, গোবিন্দ অধিকারীর মান-ভঞ্জন পালার শ্যামচাঁদকে দেখিয়াছেন কি ? তিনি কি পেণ্টুলেন পরিতেন ? আর শ্রীমতীর মানভঞ্জনের সময় তিনি কি পাঁঠাকাটার মত হাঁটু গাড়িয়া বসিতেন ? আমি ঠিক জানি না, কারণ আমার ভাগ্যে তাঁহার দর্শন ঘটে নাই। কিন্তু আমার এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে আমাকে উপমার জন্য আর কিছু খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। আমি নিঃসঙ্কোচে বলিব—এই শ্যামচাঁদের উপমা সেই শ্যামচাঁদ।

শ্যামচাঁদ নিরুপায় হইয়া ছলছলনেত্রে মৃণালিনীর মলিন মুখচন্দ্রমার উপর আর একবার কাতরতাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

"কেন রাগ করেছ ? কেউ কি কোন কথা বলেছে ?"

আর না—বেশী টানা হ্যাচকা করিলে দড়ি ছিঁড়িয়া যায়—তাই এবার মৃণালিনীর মুখ ফুটিল। তিনি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন—

"না, রাগ আর কিসের। আজই আমাকে মায়ের কাছে পাঠাইয়া দাও। আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না।"

কি সর্ব্বনাশ! ব্যাপার যে বড়ই ভয়ঙ্কর! শ্যামচাঁদ দশদিক শূন্য দেখি-লেন। তাঁহার পদতল হইতে কে যেন ঘরের মেঝেটা কাটিয়া সরাইয়া লয়া গেল। তিনি সাহসে ভর করিয়া কাতরকণ্ঠে আবার বলিলেন—

"সে কি কথা? তোমাকে কে কি বলেছে বল না?"

"আমি রাঁধিতে পারিব না, আমার এখানে থাকাও হবে না। আর আমি রাঁধি না বলিয়া বাঙ্গাল মাষ্টারটাও আমাকে অপমান করিবে? আমাকে আজই পাঠিয়ে দাও, আমি কিছুতেই এখানে থাকিব না।"

এই নির্ঘাত কথা শুনিয়া শ্যামচাঁদ আর কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি নীচে নামিয়া গিয়া "মা—মা" বলিয়া ডাকিলেন।

বৃদ্ধা ঠাকুরাণী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গরমে আইঢাই করিয়া তাঁহার ঘরে একটু ঘুমাইতেছিলেন। ঝি কলতলায় কলসীতে জল ভরিতেছিল। উপেন তাহার ঘরে বসিয়া ভূপেনকে একটা বীজগণিতের আঁক বুঝাইয়া দিতেছিল।

ঝিকে দেখিয়া শ্যামচাঁদ বলিলেন—

"ঝি! মা কোথায়?"

ঝি বলিল—"তাঁহার অসুখ করেছে—তিনি শুইয়া আছেন।"

"ঝি! তোমাদের এ কেমন বিবেচনা গা? বৌ সারাদিন না খেয়ে শুয়ে আছে—তোমরা তাকে জিজ্ঞাসাও কর নাই?"

ঝি বলিল—"কেন, তাঁকে ত আমার ভাত খাওয়ার জন্যে কত সাধ্যি-সাধনা করা হয়েছে। পরে বাজার থেকে খাবার এনে, তা' খাওয়ানের জন্যে কত চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি কিছুতেই উঠ্‌লেন না, খেলেনও না। আমরা কি করবো বাবু?"

"কেন—তোমার ভাত সে খাবে কেন? তার ভাত কি হয়েছিল?"

"মা ভাত নিয়ে ওপোরে যাচ্ছিলেন, অমনি সিঁড়ির ওপোর থেকে পা ফস্‌কে পোড়ে অজ্ঞেয়ান হ'য়ে ছিলেন। মাষ্টারবাবু তাঁকে ধ'রে তুল-

লেন। কতক্ষণ চোখেমুখে জল দিতে দিতে তাঁর হুঁস্ হ'লো। বৌমার ভাত সব ছড়িয়ে পড়েছিল।"

"পরে তাকে রেঁধে দিলেন না কেন?"

"কে রাঁধবে বল। মা ত একেবারে যাওয়ার দশা হয়েছিলেন। তাঁরও ভাত খাওয়া হয় নি—কেবল একটু জলটল খেয়ে আছেন। তাঁর মাথা ঘুরছে—তিনি উঠতে পারেন না। কাল একাদশীর উপোস গেছে।"

শ্যামচাঁদ যেন এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি মায়ের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা জুতার খটমটী শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিলেন—

"কেও বাবা এসেছ? এস। তোমরা দীর্ঘজীবী হয়ে থাক, সুখে ঘর-সংসার কর। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে বাবা। আমি আর বাঁচব না। যতদিন শক্তি ছিল, তোমাদের খাইয়েছি। বাবা, তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে। কাপড় ছাড়—মুখ হাত ধোও—ঘরে খাবার আছে, কিছু খাও।"

শ্যামচাঁদ বলিলেন—

"মা! আমার খাওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছ, আর একজন যে উপরে সারাটা দিন না খেয়ে পড়ে আছে, তাকে ত জিজ্ঞাসাও করলে না?"

"কি ক'রব বাবা—আমার মাথা ঘুরছিল—আমি ভিরমি দিয়ে পড়ে গিয়েছিলেম্—আমি আর রাঁধতে পারলেম না। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা কর। উঃ—বাবা—আমার এখনও মাথা ঘুরছে।" ইহা বলিয়া তিনি আবার চক্ষু মুদিলেন।

শ্যামচাঁদ তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া মাষ্টারকে ডাকিলেন।

"ওগো মাষ্টার, ব্যাপারটা কি? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

উপেন বলিল—

"কেন, আপনি কি কিছুই শুনেন নাই? মা আপনার স্ত্রীর জন্য ভাত বেড়ে নিয়ে উপরে যাচ্ছিলেন,—তাঁর মাথা ঘুরতে লাগিল, তিনি সিঁড়ির উপর থেকে পড়ে মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! ইহাতে আপনার স্ত্রীর মনে একটুও কষ্ট হ'লো না। এমন কি তাঁহার জলখাবারের পয়সাটা পর্য্যন্ত দিলেন না। তিনি আরও নিজে রাগ ক'রে না খেয়ে পড়ে আছেন।

"আমার স্ত্রীর আচরণ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার তুমি কে?"

"আজ্ঞে—আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন তাই যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাই বলিলাম। আপনি ত দেখছি—নিতান্ত—"

"তুমি ভারি বেয়াদপ্। তুমি কার সঙ্গে কথা কহিতেছ তোমার সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।"

উপেন আর নিজকে সামলাইতে পারিল না। সেও উত্তেজিত হইয়া বলিলঃ—

"কার সঙ্গে কথা কহিতেছি, তাহা আমি খুব জানি। আমার পাঁচ টাকা মাহিয়ানার মনিবের সঙ্গে। এ রকম পাঁচটাকা আমার ঢের মিলিবে। কিন্তু আপনাকে একটী কথা বলিতেছি। আপনি ঘোর পাপিষ্ঠ, আপনার অন্ন ভক্ষণ করিলেও পাপ হয়। এই কলিকাতা সহরে আপনার মত শ্যামচাঁদ আর কয়টী আছে জানি না। যদি বেশী থাকে, তবে আপনার ন্যায় সুপুত্রদিগের হাতহইতে বুড়া মাখুড়ীমাসীপিশী দিগকে রক্ষা করিবার জন্য পশুক্লেশ-নিবারিণী-সমিতির ন্যায় একটী সমিতিপ্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক।"

"তুমি এখনই আমার বাড়ী থেকে :বের হও! তোমার মতন জ্যাঠা ছেলেকে আমি জায়গা দিতে পারিব না।"

"আমি এখনই যাইতেছি। আপনার এই পাপপুরীতে আমার এক-মুহূর্ত্তও থাকিবার ইচ্ছা নাই।"

ইহা বলিয়া উপেন তাড়াতাড়ি তাহার বইকাপড়চোপড় সংগ্রহ করিয়া বাক্সে বন্ধ করিল এবং সেই বাক্স ও বিছানা একটা মুটের মাথায় দিয়া জ্ঞানদের মেসে গিয়া উপস্থিত হইল।

উপেন চলিয়া গেলে শ্যামচাঁদ আস্তে আস্তে উপরে গিয়া কাপড় ছাড়িলেন। তাঁহার মনে হঠাৎ একটু অনুতাপের সঞ্চার হইল। আজ উপেন তাঁহাকে যে সব কথা শুনাইয়াছে এ পর্য্যন্ত আর কেহ তাঁহাকে এরূপ কথা শুনায় নাই। তিনি ক্রমে ক্রমে যে এতটা অধঃপাতে গিয়াছেন, এতদিন তাঁহার মনে ইহা একটুও উদয় হয় নাই। আজ যেন হঠাৎ তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া গেল। কাপড় ছাড়িয়া তিনি মুখহাত ধুইলেন। ঝিকে ডাকিলে সে খাবার আনিয়া দিল। তিনি নীচে বসিয়া সেই খাবার খাইলেন। পরে উপরে গিয়া চাদর ও ছড়ী লইয়া বাহির হইলেন। মৃণালিনী তখনও সেই ভাবে ধরাতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। শ্যামচাঁদ তাঁহাকে কোন কথা বলিলেন না।

তিনি রাস্তায় বাহির হইয়া চিরাভ্যাসবশতঃ হেদোরধারে হাওয়া খাইতে গেলেন। কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি নাই। তাঁহার অন্তরে যে অনুতাপবহ্নি জ্বলিতেছিল তাহা যেন উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। তিনি হেদোর বাগানে বেড়াইতে পারিলেন না, এক স্থানে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। সেই পুকুরের চারিদিকে কত লোক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—তাহারা হাসিতে হাসিতে, খেলিতে খেলিতে, গল্প করিতে করিতে বেড়াইতে লাগিল। কত লোক আসিল, আবার কত লোক চলিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। আকাশে একটী একটী করিয়া তারা ফুটিল, পুকুরের পাড়ে একটী একটী করিয়া গ্যাসের আলো জ্বলিয়া উঠিল। সেই আকাশের তারা ও গ্যাসের আলো পুকুরের

জলে গলাগলি ধরিয়া নাচিতে লাগিল। শ্যামচাঁদ সেই একই ভাবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে হেদোর কলেজের ঘড়ীতে যখন টং টং করিয়া নয়টা বাজিল, তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি আস্তে আস্তে গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা, বাড়ী গিয়া মৃণালিনীর সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ না হয়।

বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া মৃণালিনী কতকক্ষণ কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু লাল হইল। তিনি আশা করিয়াছিলেন, স্বামী গৃহে আসিয়া নিশ্চয়ই মাতাকে ভৎসনা করিয়া তাঁহার ক্রোধের প্রশমন করিবেন। কিন্তু যখন তাহার কোন লক্ষণ তিনি দেখিলেন না, তখন তাঁহার অভিমান দ্বিগুণ বেগে উচ্ছ্বসিত হইল। কতকক্ষণ পরে তিনি ঝিকে একখানা গাড়ী ডাকিতে আদেশ করিলেন। ঝিও তাঁহার উপর বড় প্রসন্ন ছিল না, বিশেষতঃ সেদিন বিনাকারণে তিনি তাঁহাকে ভৎসনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ঝি মনে করিল আপদ চলিয়া যায় যাক। সে তখনই একখানা গাড়ী ডাকিয়া আনিল। মৃণালিনী তাঁহার মেয়েটীকে কোলে করিয়া সেই গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। ঝি দেখিল গাড়ীতে একলা যাওয়া ভাল হয় না, তাই সেও গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। এইরূপে সে মৃণালিনীকে তাঁহার বাপের বাড়ী পৌছিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল।

বুড়া ঠাকুরাণী তাহা শুনিয়া বলিলেন—

"তা' গিয়াছে ভালই হইয়াছে। এখানে থাকলে খেতে না পেয়ে কষ্ট হ'তো। আমি সেরে উঠি, আবার আনিব।"

শ্যামচাঁদ যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন তাঁহার গৃহিণীকে না দেখিয়া তিনি "হা হতোহস্মি!" বলিয়া ধরাতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন না। বরং তিনি যেন কতকটা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। সে রাত্রে তিনি ঝিয়ের সাহায্যে মায়ের জন্য ভাত রাঁধিয়া দিলেন এবং ভূপেনও নিজের

জন্ত দোকান হইতে খাবার আনিয়া খাইলেন। ঝি তাহার নিজের জন্ত দু'টো ভাত রাঁধিয়া লইল। পরদিন একজন রাঁধুনী রাখা হইল। আষ্টারকে তাড়াইয়া রাঁধুনী রাখাটা কেমন হইল? না যেমন কোট বেচিয়া লেপ তৈয়ার করা!

বুড়াঠাকুরাণী একটু সুস্থ হইলে বধুকে গৃহে আনিবার জন্ত ঝিকে গাড়ী করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু মৃণালিনী আসিলেন না।

তবে যাও এখন শ্যামচাঁদ! তুমি স্বয়ং গিয়া আবার সেইরূপ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাঁহার পদতলে মান ভিক্ষা কর। আমরা তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসল বিষয়ের অনুসরণ করি।

# তৃতীয় খণ্ড।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### "একটী ফাও।"

"উপেন তোর খবর কি ?"

বেলা পাঁচটার সময় উপেন, বীরেন, কুমুদ এক সঙ্গে বীরেনের ঘরে বসিয়া মুড়ী, কলা ও বাতাসা খাইতেছিল; তখন বীরেন উপেনকে জিজ্ঞাসা করিল।

উপেন "ষ্টেটস্‌ম্যান্‌" কাগজে একটী বিজ্ঞাপন দেখিয়া মাষ্টারি চাকরীর সন্ধানে আজ সকালে গিয়াছিল। দুইটী ছেলেকে সকালে দুইঘণ্টা পড়াইতে হইবে, মাহিয়ানা ১০৲ টাকা। উপেন বলিল—

"খবর ভাল। আমি সে কাজটী পাইয়াছি। আর আশাকরি সেখানে টিকিয়াও থাকিতে পারিব। যাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তাঁহার নাম পরেশ নাথ মিত্র। তিনি একজন ব্রাহ্ম। তাঁহার দুইটী ছেলে— অমল ও বিমল। অমল তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে, বিমল পঞ্চমশ্রেণীতে পড়ে। ছেলে দুটীর স্বভাব ভাল। পরেশবাবুকেও খুব ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইল। তবে সে ভদ্রতা মৌখিক কি আন্তরিক তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই।"

বীরেন। হঠাৎ লোক চেনা যায় না।

উপেন এক ঢোক জল গিলিয়া বলিল—

"আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। এই দুইজন ছাড়া আরও একজনকে অল্প স্বল্প পড়াইতে হইবে। সেটী বোধ হচ্ছে ফাও!"

"সে কেমন ?"

"আমি অমল ও বিমলকে পড়াইতেছি, এইসময়ে পরেশবাবু একটী মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া বলিলেন—"মাষ্টারবাবু, এটী আমার ভগ্নী, ইহার নাম চারুলতা। এ বেথুনস্কুলে দ্বিতীয়শ্রেণীতে এবার উঠিয়াছে। ইহাকে আপনার নিয়মিত মত পড়াইতে হবে না—কিন্তু যদি কখন কিছু না বুঝিতে পারে তবে তাহা বলিয়া দিবেন। অমল ও বিমল হচ্ছে আমার regular * ছাত্র, আর সেটী হচ্ছে ফাও।"

বীরেন খুব উৎসাহিত হইয়া বলিল—"তুই এতক্ষণ এ কথা বলিস্ নাই কেন ? তুই নিতান্ত বেরসিক দেখ্‌ছি। ঝি আর এক গেলাস জল দিয়া যাও।"

কুমুদ গালে মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে বলিল—

"অতি চমৎকার! Most romantic! মেয়েটী দেখিতে কেমন ? বয়স কত ?"

উপেন। মেয়েদের নাম শুনিলেই বুঝি তোমাদের জিবে জল আসে ? আমি তাকে শুধু এক নজর দেখিয়াছি, তার মুখের দিকে তাকা'তে আমার কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। রঙ্‌টী বেশ ফরসা, বয়স বছর পনের ষোল হবে।

বীরেন। Capital! আর কি চাও ? কিন্তু তুই নিতান্ত বেরসিক! তুই তার মুখ দেখিতে পারলি না,—দেখলি বুঝি তার পা ?

কুমুদ। উনি একজন মস্ত সতী সাধ্বী পতিব্রতা কি না ? আচ্ছা—তার পর—তার পর কি হলো ?

উপেন। তোমরা অত বথামি কর ত আমি আর কিছুই বলিব না।

বীরেন। আচ্ছা, আমরা চুপ করিলাম—"কুমুদ চুপ কর্—চুপ্—চুপ—

* নিয়মিত।

ইহা বলিয়া বীরেন কুমুদের মুখ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল।

উপেন। মেয়েটীকে বড় লাজুক বলিয়া বোধ হইল। পরেশ বাবু তাহাকে রাখিয়া গেলে সে মাটীর পানে তাকাইয়া রহিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি কি কি বই পড়েন ?'

বীরেন। তোর চোখ দুটীও অবশ্য তখন মাটীর দিকে ছিল ?

কুমুদ। মাষ্টার হইয়া শিষ্যাকে আপনি সম্বোধনটা কেমন ?

উপেন হাসিয়া বলিল, "যাও তোমরা বড় ফাজিল।"

বীরেন। না—না—চুপ চুপ। এবার নাকে খত দিতেছি, আর কথা কহিব না। তুই বল্—সে—শ্রীবিষ্ণুঃ তিনি কি বলিলেন ?

উপেন। সে কতকগুলি বইয়ের নাম করিল।

বীরেন। সেই কঠোর বইয়ের নামগুলি অবশ্যই তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না—কারণ তুমি তখন তাহার সেই বীণাবিনিন্দিত স্বরে মুগ্ধ হইয়াছিলে—

কুমুদ। ঠিক বসন্তসমাগমে কোকিলের প্রথম ঝঙ্কারের ন্যায়—

বীরেন। আর হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলে—

উপেন। ( হাসিয়া ) না—তবে আমি উঠিলাম। তোমরা বড় বথা হয়েছ।

বীরেন। চুপ—চুপ—কুমুদ তুই ভারি বথা হয়েছিস্। আমার ভুল হয়েছিল ; উপেন তাহার মুখের দিকে তাকাইবে কেন ? তাহার পায়ের দিকে তাকাইয়াছিল। আমি হলপ করিয়া একথা বলিতে পারি। উপেন তুই বলিয়া যা—আমরা একেবারে চুপ করিলাম। তারপর কি হলো ?

উপেন। আমি বলিলাম, 'আপনার যখন কোন বিষয়ে সন্দেহ হইবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।'

বীরেন। সে কি বলিল ?

উপেন। সে বলিল—"আচ্ছা"। ইহা বলিয়া উঠিয়া গেল।

কুমুদ। তখন যেন তোমার মানসসরোবরে তরঙ্গ তুলিয়া একটী রাজহংস ভাসিয়া গেল।

বীরেন। আর তুমি অমনি অবাক্ হইয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলে?

কুমুদ। ঠিক যেন শারদ-সন্ধ্যার অস্তগত-সূর্য্যের শেষরেখাটীর পানে?

বীরেন। সুন্দর! অতি সুন্দর!—Just like you. *

উপেন। কুমুদ ভারি বখা হইয়াছে। তোমাদের বুঝা উচিত বখামি আর কবিত্ব এক নহে।

বীরেন। তা' জানি। সমালোচক মহাশয়! আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়াছি। আচ্ছা, আপনার এই শিষ্যাটীই বেশী সুন্দর, না আপনার সেই বাড়ীর শিষ্যাটী বেশী সুন্দর?

উপেন কোপপ্রকাশ করিয়া বলিল—"যাও—তুমি একেবারে বোয়ে গিয়াছ!"

কুমুদ। বাঃ—ইহা বলিতে দোষ কি? একটী ফুলের সঙ্গে বুঝি আর একটী ফুলের তুলনা করিতে নাই?

উপেন। যদি বলি যে আমার স্ত্রী বেশী সুন্দর?

বীরেন। তা'ত বলিবেই! বঙ্কিমবাবু বলেন বাঙ্গালীমাত্রেই নিজের স্ত্রীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর মনে করে।

উপেন। তাহা হইলে আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?

কুমুদ। না—তুই ঠিক কথা বল্—'যদি' না দিয়া বল্।

উপেন। শারীরিকসৌন্দর্য্যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না।

---

* ঠিক তোমারই উপযুক্ত।

পরেশ বাবুর শরীর খুব দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, উজ্জ্বলগৌরবর্ণ। মুখে দীর্ঘ শ্মশ্রু, তাহার দুই একগাছ পাকা আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার চক্ষে সোণাবাঁধান চসমা। চক্ষু দুইটী খুব উজ্জ্বল, দৃষ্টি গভীর ও তেজোব্যঞ্জক। ওষ্ঠাধর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দ্যোতক। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন একটী ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পৃথিবীতে দুই একটি লোক আছেন, যাঁহারা অজ্ঞাতসারে কথাবার্ত্তায় ভাবভঙ্গিতে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বিকীরণ করেন। তাই একবার যে তাঁহাদের সঙ্গসুখ লাভ করিয়াছে, সে সর্ব্বদাই তাঁহাদের সংসর্গলাভের জন্য লালায়িত হয়। আমাদের পরেশ বাবু তাঁহাদের মধ্যে একটী।

তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী প্রভাবতীর চেহারা ও চরিত্র তেমন সুন্দর নহে। তাঁহার শরীরের বর্ণ বাল্যে কিছু কালো ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে প্রাবৃট্‌কালের মেঘাবৃত মধ্যাহ্নকালীয় আকাশের ন্যায় তাহার মধ্যহইতে একটা লাবণ্যচ্ছটা ফুটিয়া বাহির হইয়া তাহাকে কতকটা আলোকিত করিয়াছিল, এখন আবার বেলা শেষ হইতেছে আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই চাকচিক্য অন্তর্হিত হইয়া অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাঁহার বর্ণ যাহাই হউক, তাঁহার নাক মুখ চোখ মন্দ নয়। তবে দোষের মধ্যে এই তাঁহার সম্মুখের দুইটী দাঁত উঁচু, ইহাতে তাঁহাকে বড় বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার মুখখানি সর্ব্বদাই বিমর্ষ। তিনি মাসে চারি পাঁচটী কথা বলেন আর বছরে তিন চারি বার হাসেন। আবার হাসিবার সময় সম্মুখের দাঁতগুলিকে ওষ্ঠের দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া হাসেন। মোটের উপর তাঁহার চেহারা দেখিয়া থ্যাকারে হয় ত বলিতেন—"weeping for the loss of her beauty."* আপনারা হয়ত বলিবেন, যাহা কোন কালে ছিল না, তাহার জন্য আবার আক্ষেপ কিসের? আমি বলি, টাকা আছে আর রূপ নাই, এসংসারে ইহা কয়জন লোকে স্বীকার করিয়া থাকে?

* সৌন্দর্য্যক্ষয়ের জন্য কাঁদিতেছেন।

নানাকারণে প্রভাবতী চারুলতার প্রতি বড়ই অপ্রসন্ন। গৃহে সমাগত অতিথিগণ তাঁহাদের সকৌতুক প্রশংসাসূচক কটাক্ষ তাঁহার প্রতি বর্ষণ না করিয়া চারুর প্রতি বর্ষণ কেন করেন? ইহা তাঁহার একেবারেই অসহ্য। আর তাঁহার বিশ্বাস, তিনি স্বয়ং গৃহের কর্ত্রী হইলেও তাঁহার স্বামী অনেকবিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া চারুর পরামর্শে চালিত হন, তাহাতে ব্যয়বাহুল্য হয়। পয়সাকড়ি সম্বন্ধে সর্ব্বদা তিনি পরিণাম ভাবিয়া চলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু চারুর জন্য তাহা পারেন কৈ?

তবে এই বিষাদময় সংসারে তাঁহার দুঃখে দুঃখী লোক যে একেবারেই নাই তাহা নয়। তাঁহার রূপের প্রশংসা করিবার লোকেরও অভাব নাই। ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে।

উপেনের আসিবার আগে আর একজন অতিথি আসিয়া ইঁহাদের চায়ের টেবিলে প্রভাবতীর সম্মুখভাগে উপবেশন করিলেন। ইনি ইঁহাদের একজন প্রতিবেশী। ইনি প্রত্যহ সকালে বিকালে এবাটীতে এক একবার পদার্পণ করেন, এবং ইঁহাদের সঙ্গে চাসেবন করিয়া ইঁহাদিগকে অনুগৃহীত করেন। ইঁহার নাম ছিল গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী, এখন ডাঃ জি, চকারভর্ত্তি। ইঁহার নিবাস ছিল পূর্ব্বে বিক্রমপুর, এখন বহুকাল যাবৎ ইনি কলিকাতায় বাস করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন। ইঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশের নিকট অগ্রসর হইয়াছে, শরীর খুব খাটো, খুব মোটা, বর্ণটী কালো। দূর হইতে ইঁহাকে একটী ফুটবলের মত গোল দেখায়। গোল বস্তুর যেখানে যে রেখা টানিবে তাহাই গোল হইবে। ইহা কবির কল্পনা নহে, উচ্চতম গণিতের সিদ্ধান্ত। তাই ইঁহার পেটটী গোল, মুখখানা গোল, চক্ষু দুইটী গোল আবার নাসিকার অগ্রভাগও গোল—ঠিক একটী সুপারির মত। ইঁহার মুখে গোঁফদাড়ী আছে, কিন্তু সেই দাড়ী আবার চিবুকের নীচে কতকটা কামান। কেশ ও দাড়ী উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ, তাহার একগাছও পাকে নাই। ইনি বহু

কলিকাতায় বাস করিতেছেন, তবুও কথাবলাতে বিক্রমপুরের টানটা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অনেক সময়ে বাঙ্গাল বলিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে ইংরেজী কথা ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁহার এই সতর্কতা সত্বেও একটী মুদ্রাদোষে তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। তিনি কথা কহিতে কহিতে "ইসে" শব্দটী প্রায়ই ব্যবহার করেন, এমন কি ইংরেজীতে কথা কহিবার বেলাও। ইনি কখনও হ্যাট্‌কোট্‌ পরিধান না করিয়া বাড়ীর বাহির হন না। সেজন্য রাস্তায় বাহির হইলে অনেক সময়ে লোকের তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হয় "তোমার জয়ঢাকটা কোথায়?" বলিতে ভুলিয়াছি, ইনি একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম। তবে পরেশবাবুর ন্যায় ইনি উদার-প্রকৃতি নহেন, ইঁহার aggressive spirit অর্থাৎ অন্যকে আক্রমণ করিবার স্পৃহাটা বড় বলবতী। ইঁহার আসল নামটী নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব ভিন্ন কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। কারণ "গোবর্দ্ধন" নামটী পৌত্তলিকতার অনেকগুলিভাব-বিজড়িত, তাহার সঙ্গে আবার বৃন্দাবনের সেই অশ্লীল ভাবগুলিও মনে পড়ে। আর "চক্রবর্ত্তী" শব্দে চালকলার গন্ধ পাওয়া যায়।

উপেনকে আসিতে দেখিয়া পরেশবাবু "আসুন, উপেন্দ্র বাবু, বসুন।" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। উপেন একটু দূরে একখানি চৌকীতে উপবেশন করিল। উপেনকে দেখিয়া ডাঃ চকারভর্ত্তি পরেশ বাবুর প্রতি "ইনি কে?" সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

পরেশবাবু এক চামচ চা মুখে দিতে দিতে বলিলেন—

"ডাক্তার, ইনি হচ্ছেন আমার ছেলেদের নূতন প্রাইবেট টিউটার। ইঁহার নাম উপেন্দ্রনাথ দত্ত। বি, এ, ক্লাশে পড়েন, ২০৲ টাকা বৃত্তি পান। ইনি একটী খুব সচ্চরিত্র যুবক।"

চকারভর্ত্তি উপেনের দিকে সকৌতুক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—

"শুনে সুখী হ'লেম—ইসে আপনার বারী কোথায়?"

উপেন। আমার বাড়ী ফরিদপুর জেলায়, কাজলপুর গ্রামে।

পরেশ বাবু ডাক্তারের পরিচয়ার্থে বলিলেন—

"উপেন বাবু, ইনি আমাদের প্রতিবেশী, ও বন্ধু, আমাদের বাড়ীর ডাক্তার। ইঁহার নাম গোব"—

পরেশ বাবুর মুখ হইতে কথা কাড়িয়া নিয়া ডাক্তার বলিলেন—

"আমার নাম জিঃ চকারভর্ত্তি"—

পরেশবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—

"ডাক্তার জি, চকারভর্ত্তি। চারু মাষ্টারবাবুকে এক পেয়ালা চা দাও।"

উপেন সলজ্জভাবে বলিল—

"আজ্ঞে, আমি চা খাই না।"

ডাক্তার অমনি তাঁহার মুখ চায়ের বাটীর উপর হইতে ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন,—

"কেন? চা অতি উপকারী। সর্দ্দি, কাশি, ম্যালেরিয়া, ডিসপেপ্-সিয়া, ইসে বাতের বেদনা—এ সকল ব্যারামে চা খাইলে খুব উপকার পাওয়া যায়। ইসে ভোর বেলায় উঠিয়া গরম গরম এক পেয়ালা চায়ের তুল্য আর কিছু আছে না কি? ইসে শরীরের সকল গ্লানি দূর হয়।"

ইহা বলিয়া ডাক্তার চকারভর্ত্তি দন্তরুচিকৌমুদীদ্বারা তাঁহার মুখ-মণ্ডল আলোকিত করিয়া উপেনের মুখের দিকে একবার মিটিমিটি তাকাই-লেন। সেই দৃষ্টি পরক্ষণেই আবার প্রভাবতীর দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল। তাহার অর্থ "খুব বলিয়াছি।"

উপেন বিনীতভাবে বলিল—

"আজ্ঞে, চা খাওয়া আমার কখনও অভ্যাস নাই, আর আপাততঃ আমার এ সব ব্যারাম ও নাই।"

ডাক্তার কিছুতেই হার মানিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন—

"কিন্তু ব্যারাম না থাকিলেও ইসে, precaution * নিতে হয়। ানেন ত ইসে prevention is better than cure †"

ইহা বলিয়া তিনি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া একবার মুখের স্বেদবিন্দু মুছিলেন।

উপেন। আমার চা খাওয়া সম্বন্ধে আরও এক আপত্তি আছে। বশ্য আমার কোন prejudice ‡ নাই, তবে আমার এখানে চা াওয়াটা আমার বাড়ীর কেহ পছন্দ করিবেন না; আর তাঁহাদের সম্মুখে ামি যে কাজটা করিতে পারি না, তাঁহাদের অসাক্ষাতেও আমি তাহা রা অন্যায় মনে করি।

ডাক্তার। ঐ ত—ওসব আপনাদের Superstition§—ইসে—want moral courage ¶

এই কথা শুনিয়া প্রভাবতী একটু হাসিলেন—সেই দাঁত চাপিয়া সি।

পরেশবাবু তাঁহার চায়ের বাটি রাখিয়া বলিলেন—"কেন, want moral courage ** বল্‌ছো কেন? উপেন বাবু ত ঠিকই লয়াছেন। তাঁহার কথা বেশ honest, straightforward †† াহার বেশ courage of conviction ‡‡ আছে।

ইহা বলিয়া তিনি ছড়ি ও টুপী লইয়া বাহির হইলেন। বারান্দার সম্মুখে

---

* সতর্কতা।
† চিকিৎসা অপেক্ষা সাবধানতা ভাল।
‡ কুসংস্কার।
§ কুসংস্কার।
|| সৎসাহসের অভাব।
** সৎসাহসের অভাব।
†† সরল ও খোলাখুলি।
‡‡ বিশ্বাসে সাহসিকতা।

টমটম প্রস্তুত ছিল, টহলরাম ঘোড়ার রাঁশ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি সেই টমটমে চড়িয়া মিউনিসিপালিটীর কাজে বহির্গত হইলেন।

উপেন ছেলেদের লইয়া পড়ার ঘরে গেল।

প্রভাবতী ডাক্তারকে বলিলেন—

"আপনার আর একটু চা চাই ?"

ডাক্তার কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিলেন—

"না খুব খাচ্ছি। ইসে একটু চিনি হইলে হয়।"

প্রভাবতী। চারু একটু চিনি দাও ত।

চারু ডাক্তারের বাটিতে একটু চিনি হাতে করিয়া দিতেদিতে কতকটা চিনি মাটীতে ফেলিয়া দিল। অমনি প্রভাবতী বলিলেন—

"ছিঃ, এতটা চিনি ফেলে দিলে? তুমি কিছুনাকিছু অনিষ্ট না করিয়া কোন কাজ করিতে পার না।"

ডাক্তার। না বেশী পরে নাই—ইসে কাল রাত্রে আপনি কেমন ছিলেন ? সেই বেদনাটা এখন কেমন ?

প্রভা। কাল একটু কম ছিল। কিন্তু ওব্যথা আমার আর সারিবার নয়। যতদিন বাঁচিব, ততদিন উহা আমার সাথের সাথী।

ডাক্তার। কিন্তু সাবধান হওয়া দরকার। ইসে আমার সেই ওষুধটা কয়েকদিন খেয়ে দেখুন না ?

প্রভা। ওষুধ খেয়ে কি হবে ? নিয়মপালন কর্ত্তে পারিলে ত হয়। আমার দিনরাত্রি খাটুনি, একটুও বিশ্রাম নেই।

ডাক্তার। তা'ত দেখছি। কিন্তু দিনরাত্রি ঘরে বসিয়া থাকা ভাল না। ইসে মধ্যে মধ্যে গারীতে চরিয়া একটু বাহিরে বেরান উচিত। আজ সমাজে যাবেন ত ?

প্রভা। দেখি ত' শরীর কি রকম থাকে।

ডাক্তার। আমি তবে এখন আসি, রোগী দেখিতে বাহির হইতে হবে।

ইহা বলিয়া ডাক্তার হ্যাট্ লইয়া বাহির হইলেন।

চারু সেই চিনিপড়ার জন্য ধমক খাইয়াই তাহার ঘরে গিয়াছিল। কতকক্ষণ পরে ছেলেদের পড়ার ঘরে গেল। তাহাকে দেখিয়া উপেন "আসুন" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

চারুর হাতে একখানা খাতা ছিল, সে উপেনকে সেই খাতা দেখাইয়া বলিল,—

"দেখুন ত আমার এই আঁকটা কোথায় ভুল গেল, আমি কিছুতেই ইহা ধরিতে পারিতেছি না।"

উপেন কতকক্ষণ মনোযোগের সহিত দেখিয়া ভুল ধরিয়া দিল। চারু একটু হাসিয়া বলিল,—

"তাই ত, এই খানেই ভুল। এই একটা সামান্য বিষয়ে ভুল করিয়াছি, বড় লজ্জার কথা।"

"না, এতে আর লজ্জা কি? ভুল সকলেরই হইতে পারে। আমি এবার আমার পরীক্ষার কাগজে এমন একটা সামান্য ভুল করিয়াছিলাম যে যখনই আমার তাহা মনে হয় তখনই আমার হাসি পায়।"

চা। আপনি এ-কোর্স না বিকোর্স নিয়েছেন? অনার কোন্ কোন্ বিষয়ে?

উ। আমি বি-কোর্স নিয়েছি। অনার English, Science আর Mathematics (১) এ।

চা। তবে আপনার প্রেসিডেন্সি কলেজে গেলে ভাল হ'তো।

উ। তা'ত হ'তোই। কিন্তু টাকার অভাবে তাহা হ'লো কৈ। আমার আর একটী ভাই এখানে পড়ে, সে দুর্ভাগ্যক্রমে বৃত্তি পায় নাই। তাহার খরচ ও আমার চালাইতে হইতেছে।

(১) ইংরেজী, বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র।

চা। সে সব দাদার নিকট আমি শুনেছি। তিনি আপনার মহত্ত্ব ও আত্মত্যাগের খুব প্রশংসা করিতেছিলেন।

উ। সে ত আমার কর্ত্তব্য কাজ। ইহাতে আমার কোন প্রশংসা নাই। পরেশ বাবুর আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ। আপনার যখন যে বিষয়ের সাহায্য দরকার হবে আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলিবেন, আমি যতদূর সাধ্য আপনাকে বুঝাইয়া দিব। আচ্ছা, ঐ যে বৈঠকখানার দেওয়ালে টাঙ্গান কার্পেটের উপর সূতা দিয়া একটী সুন্দর কবিতা লেখা, ওটী কি আপনার রচিত?

চা। (সলজ্জভাবে) হাঁ।

অমল বলিল—"উনি আরও অনেক কবিতা লিখেছেন। তাহার কোন কোনটা মাসিকপত্রে ছাপা হয়েছে।"

উ। বেশ ত। কি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে? আমি তাহা দেখিতে পাই কি?

ইহা শুনিয়া চারু সেই ঘরের পুস্তকের সেল্‌ফ হইতে ৩।৪ খানা "সখা" পত্রিকা বাহির করিয়া উপেনের হাতে দিয়া বলিল—

"দেখবেন, এগুলি পড়িয়া হাস্‌বেন না। এগুলি ছাপানের অনুপযুক্ত।"

উ। তা' হবে কেন? আমি এগুলি খুব আনন্দের সহিত পাঠ করিব।

এই সময়ে ঘড়ীতে ৯টা বাঁজিল। উপেন বাসায় যাওয়ার জন্য উঠিল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### শুক্তিকোষে মুক্তার গঠন।

পরেশবাবুর বাড়ীতে এইরূপে উপেন প্রত্যহ পড়াইতে লাগিল। প্রত্যহ চারুর সঙ্গে তাহার দেখাশুনা হয়, এবং সে আবশ্যক মত চারুকে পড়ার সাহায্য করে। প্রথমদর্শনে উভয়ের মধ্যে যেটুকু বাধ-বাধ-ভাব ছিল, ক্রমে তাহা দূর হইল। উপেন স্থায়িরূপে এই কাজটী পাইয়া আইন পড়িবার জন্য ল-ক্লাশে ভর্ত্তি হইল। সেকালে তিনবৎসর আইন পড়িতে হইত,—বি, এ পাশ করিবার পূর্ব্বে একবৎসর ল পড়া যাইত। ল-ক্লাশে সকালে বেলা ৯টার সময় যাইতে হয়, সে জন্য উপেন পরেশ বাবুকে বলিয়া পড়ানের সময় সন্ধ্যার পর দুই ঘণ্টা এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া লইল। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে পরেশবাবুর গৃহে পারিবারিক উপাসনা হইয়া থাকে, তবে যে দিন ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া হয় সে দিন হয় না। সেই পারিবারিক উপাসনায় চারু প্রত্যহ হার্ম্মোনিয়াম বাজাইয়া গান গায়। উপেন একদিন সন্ধ্যার সময় গিয়া তাহার গান শুনিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গেল। পরে সেই গান শুনিবার লোভে সে সকালে সকালে পড়াইতে যাইত। পরেশবাবু উপাসনাশেষে কতকক্ষণ পর্য্যন্ত বৈঠকখানায় বসিয়া সকলকে লইয়া নানাবিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি নিজে একজন উত্তম সদালাপী; তাঁহার সাহিত্য-ধর্ম্ম-সমাজ সম্বন্ধীয় আলোচনা খুব উপাদেয় বলিয়া উপেন তাহা শুনিবার জন্য বসিয়া থাকিত। কখন বা সে নিজেও সেই আলোচনায় যোগদান করিত। পরেশবাবুও তাহার সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনায় এবং বিবিধ গ্রন্থসম্বন্ধীয় সুগভীর-জ্ঞানে মুগ্ধ হইতেন। এইরূপে একমাসের মধ্যে উপেনের সহিত সেই ব্রাহ্মপরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। উপেনের সেখানে দুই ঘণ্টা পড়ানের কথা ছিল, কিন্তু এই সব কারণে সে প্রায় তিনঘণ্টা, সাড়ে তিনঘণ্টা সেখানে কাটাইতে

লাগিল। পরে রাত্রি দশটার সময় বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া পড়িতে বসিত এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিত।

একদিন সর্দ্দি লাগিয়া অসুখ হওয়ায় উপেন পড়াইতে গেল না। পর দিন অনেকটা সুস্থ হইয়া সন্ধ্যা ৬॥০ টার সময়ে পরেশবাবুর বাড়ীতে গিয়া দেখিল বৈঠকখানায় অনেক লোক। তখন তাঁহাদের উপাসনা হইতে-ছিল, প্রভাবতী হার্ম্মোনিয়াম বাজাইতে ছিলেন, চারু নিম্নলিখিত গানটী গাইতেছিল,—

"কেন জাগেনা জাগেনা অবশ পরাণ
নিশিদিন অচেতন ধূলি শয়ান।
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান।
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি ;
তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে
কেন হেরি না তব প্রেম বয়ান!
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ,
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ ;
কত ভাবে সদা আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হ'তে দূরে প্রয়াণ ॥"

গান থামিল, উপাসনা শেষ হইল। উপেন গানটী আগাগোড়া শুনিয়াছিল, শুনিয়া সেই সঙ্গীতের ভাবগৌরবে ও গায়িকার স্বর-মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া সে নিস্পন্দভাবে বসিয়াছিল।

প্রভাবতীর দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে তাহার উপর পড়িল। তিনি বলিলেন—

"ঐ যে মাষ্টার এসেছেন। কাল আপনার কি হইয়াছিল ?"

ইসে আদকন্তার কথা যে বলিলেন, সে কিছু নয়, সেটা ইসে—মনের কল্পনা।"

উপেন। সাহেবরা শীতপ্রধান দেশের লোক, তাদের পক্ষে চা উপকারী সন্দেহ নাই। আমরা উষ্ণপ্রধান দেশের লোক, আমাদের গরম জিনিষে বরং অপকার হইতে পারে।

চকার। সে সব—ইসে medical science * এর কথা। তাতে মত প্রকাশ করা আপনার মত, ইসে layman + এর পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা। ইসে বর বর ডাক্তারদের এ সম্বন্ধে কি মত তাহা জানেন কি?

উপেন। আমি কোন কোন ডাক্তারের মুখে শুনিয়াছি, ম্যালেরিয়ার পক্ষে নাকি চা উপকারী, কিন্তু আবার বেশী চা খাইলে ডিস্‌পেপ্‌সিয়াও হয়। অনেকে আফিং খাওয়ার মত সেই ম্যালেরিয়ার দোহাই দিয়া চা খাওয়া আরম্ভ করেন, পরে আর সে অভ্যাস ছাড়িতে পারেন না। আমাদের অভাবের অন্ত নাই, কত শত অনিবার্য্য অভাব আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তার পর আবার নূতন করিয়া আর একটী অভাবের সৃষ্টি করি কেন? ইহা একটা আত্মকৃতব্যাধি।

চকার। ইসে ভাত খাওয়াটাও ত একটা আত্মকৃতব্যাধি, তা'ও ছারিয়া দেন না কেন?

পরেশ বাবু এবার বলিলেন—

"না ডাক্তার, চা খাওয়ার সঙ্গে ভাত খাওয়ার তুলনা হয় না। চা না খাইয়াও আমরা স্বচ্ছন্দে বাঁচিতে পারি, পূর্ব্বে এদেশে চা খাওয়া ছিল না, তখন কি লোকে বাঁচিত না?"

এদিকে সুবিধা না পাইয়া ডাক্তার আবার অন্যদিক দিয়া আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—

* চিকিৎসা শাস্ত্র।

+ বাজে লোকের—অনধিকারীর।

"আর এক কথা, ইসে চা-টা আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। চা-বাগানে আমাদের দেশের কত শত লোক কুলিগিরি করিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। ইসে চা ব্যবহার করিলে একটা দেশীয় কারবারের উৎসাহ দেওয়া হয়, আর দেশের কত লোককে অন্ন দেওয়া হয়।"

ইহা বলিয়া ডাক্তার গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া একবার রুমাল দিয়া কপাল ও মুখমণ্ডল মুছিলেন এবং মস্তকের উপরিভাগে একবার হাত বুলাইলেন,—যেন তদ্দারা বিচার-শক্তিটা আরও প্রখর হইবে। পরে তাঁহার কথায় প্রভাবতীর মুখে কিরূপ ছাপ পড়িয়াছে তাহা দেখিবার জন্য হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

প্রভাবতী বলিলেন—"কেমন, মাষ্টার বাবু, এ কথার কি উত্তর?"

উপেন হাসিতে হাসিতে বলিল—"ডাক্তার বাবু চা খাওয়ার সাপক্ষে যে কারণ দেখাইলেন, আমি বরং মনে করি শুধু এই কারণে চা খাওয়া পরিত্যাগ করা উচিত। চা বাগানের লাভটা কাহাদের পকেটে যায়? অধিকাংশই বিদেশী লোকের। আমাদের দেশীয় কুলীরা অবশ্য চাবাগানে চাকুরি পায়, কিন্তু তাহাদের সেখানে অত্যাচার কত? সে সব অত্যাচার কাহিনী পড়িতে পড়িতে চক্ষু ফাটিয়া জল পড়ে, হৃদয়ের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। চাবাগানে কুলীদের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই, অনেকেই আবার জুয়াচোর আড়কাঠিদিগের প্রবঞ্চনায় ভুলিয়া আসামে যায়। এই চা-বাগানে কুলীচালান ব্যাপারটা slave-trade * এর মত, ইহা ইংরেজ-রাজত্বের কলঙ্ক। আমার সময় সময় মনে হয়, আমরা ত চা খাই না, কুলীর রক্ত খাই।"

পরেশ বাবু বলিলেন—

* ক্রীতদাস-ব্যবসায়।

"ডাক্তার; তুমি হারিয়াছ! উপেন বাবুর কথাগুলি আমার মনে খুব লাগিয়াছে।"

উপেন ঘড়ী খুলিয়া দেখিল প্রায় আটটা বাজে, সে অমল ও বিমলকে লইয়া পড়িবার ঘরে গেল।

তাহাদের পড়ান শেষ হইলে, চারু আসিয়া উপেনকে বলিল—

"আমার এই ইংরেজী রচনাটা একবার দেখিয়া দিবেন কি?"

উপেন বলিল—

"দিন, আমি এটা সঙ্গে লইয়া যাই, ভাল করিয়া দেখিয়া আনিয়া কাল দিব। আপনার আজকার গানটা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। আমি তাহা শুনিতে শুনিতে যেন কোন্ নক্ষত্রলোকে চলিয়া গিয়াছিলাম। তাহার ঝাঁজটা এখনও আমার কানে লাগিয়া রহিয়াছে।"

চারু একটু লজ্জিতভাবে বলিল—

"আপনি চা খাওয়ার সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহাও আমার মনে বড় লাগিয়াছে। আমরা যথার্থই কুলীর রক্ত খাই!"

উপেন্ হাসিয়া বলিল—

"কিন্তু আপনি ত আমাকে আজ চাখাওয়াতে convert * করিয়াছেন।"

"না—আপনিই আমাকে আপনার মতে convert* করিয়াছেন। আমি আর চা খাইব না।"

উপেন সেই খাতা হস্তে বাসায় ফিরিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে তাহার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। "আজ, কি করিলাম? কেন ওখানে চা খাইলাম? এই সামান্য প্রলোভনটুকু সহ্য করিতে পারিলাম না কেন?" এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে সে বাসায় আসিয়া

* দীক্ষিত।

উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছে, অন্যান্য ছেলেদের আহার অনেকক্ষণ হইল শেষ হইয়াছে, বামনঠাকুর তাহার ভাত বাড়িয়া চাপা দিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। উপেন অপরাধীর ন্যায় আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে আহারাদি শেষ করিল এবং সে রাত্রে আর পড়াশুনা না করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। কিন্তু শীঘ্র ঘুম আসিল না। অদ্যকার এই ঘটনায় তাহার মনের মধ্যে একটা বিষম তোলপাড় হইতে লাগিল। তাহার মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত সে একবার আন্দোলন করিয়া দেখিল। আলোড়ন করিতে করিতে সে যাহা দেখিল, তাহাতে সে সিহরিয়া উঠিল। সে দেখিল তাহার হৃদয়-রূপ শুক্তিকোষের মধ্যে একটী বালুকাকণা কোন ছন্দে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া একটি উজ্জ্বল মুক্তাফল ধীরে ধীরে গঠিত হইতেছে। সেই বালুকাকণা কি? না চারুলতার মুখখানি; সেই মুক্তাফল কি? না প্রেম।

ইহা দেখিয়া তাহার মন এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত হইল। সে ঘুমাইয়া পড়িল। সেই ঘুমের ঘোরে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। কোন এক দেবলোকে একটী স্বচ্ছতোয়া সরোবর পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধালোকে টলমল করিতেছে। সেই সরোবরে শত শত শ্বেতশতদল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মনোহর গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছে। তাহার একটী ফুল্ল-কমলের উপর বীণাপাণির ন্যায় দাঁড়াইয়া চারুলতা বীণাবাদন করিয়া গান গাইতেছে। সে গানটী—"জাগেনা জাগেনা জাগেনা অবশ পরাণ"—যাহা উপেন সন্ধ্যাকালে শুনিয়াছিল। উপেন সেই মধুর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গান থামিল, তবুও সে নড়ে না—সে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া চারুলতা হাসিয়া উঠিল। উপেন লজ্জিত হইয়া করযোড়ে সেই বীণাপাণিকে কহিল—"হে দেবি! তুমি আমার

এই অক্ষুণ্ণ শিলারাজময় প্রাণ গ্রহণ কর, নচেৎ আমি এখনই জলে ডুবিয়া মরিব।" তখন সেই শতদলবাসিনী তাহার প্রতি এক মধুর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নিজের কণ্ঠ হইতে একছড়া পারিজাতমালা খুলিয়া লইয়া বলিলেন "তবে এস, তোমার গলায় ইহা পরাইয়া দিতেছি।" উপেন তাঁহার নিকটে যাইবার জন্ম সেই সরোবরে ঝাঁপ দিয়া পড়িল—সে প্রাণপণে সাঁতার কাটিতে লাগিল, কিন্তু কোনক্রমে তাঁহার নিকটে পৌছিতে পারিল না। তাহার বেগে নিশ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে লাগিল, তাহার সর্ব্বশরীর ক্রমে অবশ হইয়া আসিল। ঠিক এই সময়ে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন ঘড়ীতে টুং টুং করিয়া দুইটা বাজিল। উপেন দেখিল যথার্থই তাহার শরীর ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়াছে, সে যেন কত পরিশ্রম করিয়াছে। সে তখন উঠিয়া ছাদের উপর গিয়া পদচারণ করিতে লাগিল, এবং গভীর রজনীর আকাশভরা তারকারাজির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া সেই স্বপ্নবিবরণ চিন্তা করিতে লাগিল। নৈশ-সমীরণস্পর্শে তাহার ক্লান্তি দূর হইলে সে আবার গিয়া শয়ন করিল। কিন্তু তাহার আর সে রাত্রে ভাল করিয়া ঘুম হইল না। সে যখন বেলা পাঁচটার সময় শয্যাত্যাগ করিল, তখন তাহার শরীর মন অবসন্ন। সেদিন প্রাতঃকালে তাহার পড়াতে তেমন মন গেল না। তাহার সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত সে কাহাকেও বলিল না।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### নিভৃতে।

উল্লিখিত ঘটনার পর আরও দুইমাস কাটিয়া গেল। পূজার ছুটী আসিল। উপেন পূর্ব্ববৎ তাহার ছাত্রী ও ছাত্রদিগকে পড়াইতে যায়। এই দুই মাসে চারুলতার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িয়াছে।

পূজার উপলক্ষে স্কুল কলেজ যেদিন বন্ধ হইল, তাহার পূর্ব্বদিন উপেন পড়াইতে গিয়া দেখিল, তাহার ছোট ছাত্রটী পড়ার ঘরে শুইয়া আছে, আর চারুলতা তাহার পার্শ্বে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছে। সে দিন ব্রাহ্মসমাজে সান্ধ্য-উপাসনা ছিল, তাই পরেশবাবু ও তাঁহার গৃহিণী সমাজে গিয়াছেন। বিমলের অসুখ হইয়াছে বলিয়া চারুলতা যাইতে পারে নাই।

উপেন সে ঘরে ঢুকিয়াই চারুকে দেখিয়া বলিল—

"কি,—আপনি—এখানে ?"

চারু বলিল—

"বিমলের মাথা ধরেছে, তাই একে নিয়া ব'সে আছি। আর সকলে সমাজে গিয়াছেন।"

উপেন বিমলের মাথা স্পর্শ করিয়া বলিল—

"কই জর ত বেশী হয় নাই—অতি সামান্য গরম।"

চারু। সর্দ্দি লেগেছে, সে জন্য মাথা ধরেছে। জর এখনও বেশী প্রকাশ হয় নাই। এখন একটু ঘুমুচ্ছে। আপনি বসুন না।

উপেন নিকটস্থ একখানা চৌকীতে বসিয়া বলিল—

"আচ্ছা ঘুমুক—ওকে আর জাগানোর দরকার নাই। বিমলও বুঝি সমাজে গিয়াছে ?"

"হাঁ"।

উপেন একটু হাসিয়া বলিল—

"তবে আজ বুঝি আমার ছুটী ?"

চারুও হাসিয়া বলিল—

"কেন, আমাকে পড়ান।"

উ। আপনাকে আর কি পড়াব ? আপনি ত আমার সবটুকু বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

চা। না—এখনও তার অনেক বাকী।

"তবে ত আমার উপর আপনার খুব high opinion (উচ্চ ধারণা) দেখ্‌ছি।"

"আপনি কাল বাড়ী যাচ্ছেন ?"

"হাঁ, কাল কলেজ বন্ধ হ'বে—কালই রাত্রের গাড়ীতে যাব।"

"কেন, এত তাড়াতাড়ি কেন ? বাড়ী যাইতে এক দিনও তর সয় না।

"জানেনই ত বাড়ীমুখো বাঙ্গালী, আর রণমুখো সেপাই।"

"আপনাদের বাড়ীতে পূজা হয় ত ?"

"হয়। বাস্তবিক বৎসরের মধ্যে এই একটা সময় দেখিয়াছি যখন বাঙ্গালীর নির্জ্জীব প্রাণে যেন হঠাৎ কোথা হইতে একটা সতেজ সজীবতা জাগিয়া উঠে।"

"তা' ঠিক—কিন্তু তাহা কতক্ষণ থাকে ? আর সকলের মনেই কি প্রকৃত ভক্তি-বিশ্বাস-প্রীতির ধারা প্রবাহিত হয় ? আমি ত দেখি এই কলিকাতা সহরে সেই সজীবতাটা কেবল পার্থিব আমোদপ্রমোদেই পর্য্যবসিত হয়।"

"সে সজীবতা সাত্ত্বিক নহে, তামসিক। পল্লীগ্রামে কিন্তু এখনও জলন্ত ভক্তিবিশ্বাসের নিদর্শন বিরল নহে। আমার বাবার হৃদয়ে এ সময়ে যেন ভক্তিপ্রীতির ফোয়ারা ছুটিত। গ্রহগণের কেন্দ্রস্থান যেমন সূর্য্য, আমাদের বৎসরের যাবতীয় কর্ম্মোদ্যমের কেন্দ্রস্থল ছিল দুর্গোৎসব।"

"ছিল কেন ? আপনারা কি আপনার পিতার সে সব গুণের কিছুমাত্র পান নাই ? তাঁহার কথা শুনিয়া বাস্তবিকই মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়।"

"আমরা তাঁহার কোন গুণ পাইয়াছি কিনা বলিতে পারি না, অন্ততঃ আমরা এ যুগের লোক তাঁহাদের সে সব গুণের কোন চ

পুরায় ছ না। যে সব গুণ law of heredity (বংশপরম্পরা) ক্রমে পরম্পরাপূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে পাই, তাহার যদি সমুচিত অনুশীলন আয় চ, তবে সে গুলির স্ফূর্ত্তি হয় না,—ক্রমে সেগুলি মরিচা পড়িয়া দিন ক্ষয়া যায়।"

সমাজে কথা ঠিক। এবার মাঘোৎসবের সময় আপনাকে আমাদের পারে নিয়া যাব। দেখিবেন, আমাদের সমাজেও সে সময়ে কেমন ও প্রীতির উদ্দীপনা হয়।"

"তা' ত হবেই। আপনার দাদার ন্যায় লোক যখন ব্রাহ্মসমাজে আছেন, তখন সেখানে এরূপ হবে তাহার কিছুই আশ্চর্য্য নাই। ব্রাহ্মসমাজে অনেক সাধুমহাত্মা আছেন আমি জানি। কিন্তু আমার যেন বোধ হয় আমাদের হিন্দুসমাজের যেমন অধোগতি হইয়াছে—ধর্ম্মের spiritটা * ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া এখন ধর্ম্ম অনেক স্থলে কেবল form † এ দাঁড়াইয়াছে—আপনাদের ব্রাহ্মসমাজেরও সেই দশা ঘটিতেছে। এই ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের এতদূর শোচনীয় অবনতি হইল ইহা বড় পরিতাপের বিষয়।"

"আপনি ঠিক বলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলে হিন্দুসমাজের ন্যায় আঁর নিয়মের কড়াকড়ি থাকে না, সব কাজেই একটা স্বাধীনতা জন্মে, আমার বোধ হয় এই সুযোগে কেহ কেহ চরিত্রের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ছেদন করিয়া ফেলেন। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে একচুল মাত্র ব্যবধান। যে ঘোড়া চিরদিন বাঁধা থাকিতে অভ্যস্ত সে হঠাৎ রাশ ছিঁড়িলে, প্রথম প্রথম একদম মাঠে ঘাটে বাগানে খুব ছুটাছুটী করে, তখন তাহাকে সহজে ধরা যায় না। পরে দৌড়াইতে দৌড়াইতে হয়রাণ হইলে শেষে তাহাকে ধরা যায়।"

---

* সারভাগ।

† বাহ্যনুষ্ঠান।

"আপনি বেশ্ উপমাটি দিয়াছেন। আমার বোধ হয় এইরূপে
।প হইয়াই আপনাদের কোন কোন ব্রাহ্ম আবার বৃদ্ধবয়সে হিন্দু
তছেন।"

"তা' হবেন ; কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁহারা ব্রাহ্ম থাকিলেও খুব
ব্রাহ্ম হইতেন।"

"আপনারা পূজার সময় কি এখানেই থাকিবেন ?"

"হাঁ—এখানেই আমরা থাকিব। বৌদিদির অসুখ বাড়িলে, হয়ত
রা মধুপুর যাইতে পারি। আপনি তবে কালই যাইতেছেন ?"

"হাঁ—কাল রাত্রের ট্রেণে যাইব।"

"তবে ত আপনার মাহিয়ানার টাকা কয়টা আজই দেওয়া চাই ?"

"তা' বরং কাল সকালে আসিয়া আমি নিয়া যাব।"

"আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা রাখিয়া যাবেন।"

"কেন ?"

"যদি কোন কারণে আপনাকে চিঠি লিখিতে হয়।"

"চিঠি লিখিবেন কি ?"

"আবশ্তক হইলে লিখিব।"

"আর যদি আবশ্তক না হয় ?"

"তবে লিখিব না।"

"আবশ্তক হবে কি ?"

"বলিতে পারি না।"

"তবে আমি এখন আসি ?"

"কই আমাকে পড়ালেন না ?"

"কেন— এতক্ষণ কি করিলাম ?"

"এই বুঝি আপনার পড়ান ? আপনি মাহিয়ানা পাবেন না।"

"আপনাকে ত ফাও পড়াই। এই পড়ানই যথেষ্ট।"

"আচ্ছা ভাল কথা—আপনি পূজার সময় বাড়ী যাচ্ছেন, আপনার স্ত্রীর জন্য কি কি জিনিষ নিলেন?"

"কি নিব? খেলনা?"

ইহা বলিতে বলিতে উপেনের কণ্ঠ বাষ্পাকুল হইল। তাহার মুখ কিছু গম্ভীর হইল। চারুলতা বলিল—

"খেলনা কেন? বই টই?"

"পড়িতে জানিলে ত?"

"আপনি পড়াইবেন।"

"দেখা যাবে।"

ইহা বলিয়া উপেন সেই গম্ভীর মুখখানি লইয়া অন্তর্হিত হইল। চারুর হৃদয় তাহার জন্য সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### রেলপথে।

তাহার পরদিন রাত্রে উপেন ও জ্ঞান বীরেন, রাখাল, কুমুদ প্রভৃতি সাত আটজনের সহিত ১০টার গাড়ীতে শিয়ালদহ হইতে রওনা হইল। একে ত পূজার সময়, তাহাতে আবার সেদিন স্কুল-কলেজ বন্ধ হইয়াছে, গাড়ীতে ভয়ানক ভিড়। অনেক কষ্টে বীরেন, উপেন ও জ্ঞান একগাড়ীতে উঠিল, আর তাহাদের সঙ্গিগণ তাহার নিকটবর্ত্তী আর এক গাড়ীতে উঠিল।

উপেন বীরেনকে বলিল—"আজ গাড়ীতে যেরূপ ভিড় দেখিতেছি, কিছুতেই ঘুমান যাবে না।"

বীরেন। কেন? জানিস্ ত—আমার কোন অবস্থায়ই নিদ্রার

াঘাত হয় না। এমন কি আবশ্যক হইলে আমি দাঁড়াইয়াও ঘুমাইতে
াারি।

"তুমি তবে একটা ঘোড়া।"

"ঘোড়া-গাধা-উট যাই বল না কেন।"

ইহা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

গাড়ী প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, এইসময় গৈরিক-বসনাবৃত একজন বৃদ্ধ
কটা ব্যাগ হাতে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাড়ীর দরজায় আসিয়া
াক্কা দিলেন। অমনি একজন যাত্রী উঠিয়া গিয়া ভিতর হইতে দরজা
ালিয়া ধরিয়া তাঁহার আগমনে বাধা জন্মাইল। তখন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি
রযোড়ে বলিলেন—

"মশাই, আমি বড় বিপন্ন—আমি আর কোন গাড়ীতে জায়গা
ালুম না। আমাকে দয়া করিয়া উঠিতে দিন। দোহাই আপনার।"

সেই যাত্রীটি বলিল—"না মশাই—তা' কিছুতেই হবে না। এখানে
কটুকুও জায়গা নাই। এই দেখুন না আমরা সকলে কিরূপ
সাঠেসি করিয়া বসিয়াছি।"

সেই বৃদ্ধটী আবার কাতরস্বরে বলিলেন—

"আমি বরং দাঁড়াইয়া যাব—আমাকে উঠিতে দিন। দোহাই
াপনার।"

সেই যাত্রীটী যেন স্বয়ং গাড়ীর মালিক। তিনি অটল ভাবে
ড়াইয়া রহিলেন, সেই বৃদ্ধের কাতর প্রার্থনায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন
া। গার্ড সাহেব এই সময়ে সিটী দিল। অমনি উপেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া
য়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া সেই বৃদ্ধকে টানিয়া উঠাইল। ইহাতে
াই গাড়ীর মালিকযাত্রীটী বিলক্ষণ রুষ্ট হইয়া উপেনকে বলিলেন,—

"আপনি কেমন লোক মশাই? এখানে আর বসিবার জায়গা
াই? আপনি উহাকে কোথায় বসাইবেন দেখিব এখন।"

উপেন বলিল—

"কি করিব মশাই, উনি একজন ভদ্রলোক—বিপদে পড়িয়াছেন, উনি নয় আমার জায়গায় বসিবেন, আমি দাঁড়াইয়া থাকিব।"

বীরেন বলিল—

"আচ্ছা তুই একঘণ্টা দাঁড়া। আমি পরে এক ঘণ্টা দাঁড়াইব—পরে জ্ঞান আর এক ঘণ্টা দাঁড়াবে এখন। কিন্তু ওরকম দাঁড়ান ত কিছুই না—"stand up on the bench"*

উপেন হাসিয়া বলিল—"বেঞ্চে জায়গা থাকিলে ত? তুমি তবে কি দাঁড়াইয়া ঘুমুবে নাকি?"

"ঐ ত বলিয়াছি—আমি ঘোড়া গরু গাধার মত দাঁড়াইয়াই ঘুমাইতে পারি। আজ তাহার experiment † করা যাবে।"

ইহাতে সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিলেন—

"না বাবু, আপনাদের দাঁড়াইতে হবে না। আমিই দাঁড়াইয়া থাকিব। আমি বেশী দূর যাব না—এই কাঁচড়াপাড়া নেবে যাব।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সেই বেঞ্চের অন্যান্য আরোহিগণ জড়সড় হইয়া বসিয়া সেই বৃদ্ধের জন্য একটু জায়গা করিয়া দিলেন। কিন্তু সেই গাড়ীর মালিক-যাত্রীটী একটুও নড়িলেন না।

বৃদ্ধ একপা একটী টিনের বাক্সের উপর রাখিয়া ও অন্য পা নীচে রাখিয়া বসিলেন এবং কোমর হইতে একটা নস্যের কৌটা বাহির করিয়া নাকে নস্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন—

"আপনাদের কষ্ট দিলাম, মাপ করিবেন। কিন্তু আমার বড়ই

* বেঞ্চের উপর দাঁড়াও।

† পরীক্ষা।

রি কাজ, এই গাড়ীতে না গেলেই নয়। কাল সকালে একটী
্যের দীক্ষা দিতে হইবে, তাই আজ সেখানে যাওয়াই চাই।"

সম্মুখস্থ বেঞ্চে আর একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহার
র একটা সাদা পাঞ্জাবী কোট, গলার উপর একটা সুন্দর কোঁচান
র, বুকে সোণার চেনঘড়ী, মাথায় লম্বা চুল ও মুখে লম্বা দাড়ী।
হার চুলদাড়ী পাকিয়া বেনার ফুলের মত সাদা হইয়াছে।
ন্তু সেই পাকাচুলের ঠিক মধ্যস্থলে দিব্য বাঁকা টেড়ি। মোটকথা
হার বয়স ষাট বছর পার হইলেও, প্রথমদর্শনেই তাঁহাকে বেশ
কজন সৌখিন পুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

তিনি চোখে চসমা লাগাইয়া সেই গেরুয়াধারী বৃদ্ধকে একবার
ল করিয়া তাকাইয়া দেখিয়া বলিলেন—

"তবে আপনার কি গুরুগিরি ব্যবসা? আপনি ব্রাহ্মণ
ণ্ডিত?"

গেরুয়াধারী বৃদ্ধ বলিলেন—

"ব্রাহ্মণ বটি, কিন্তু পাণ্ডিত্য কিছুই নাই। কয়েকঘর পৈত্রিক
র্য্য আছে, পেটের দায়ে তাহাদিগকে মন্ত্র দিই। কিন্তু গুরু হইতে
লে যে সব গুণ থাকা দরকার আমাতে তাহার কিছুই নাই।"

সেই পাকাচুলে-টেড়ি-কাটা ভদ্রলোক বলিলেন "বেশত! আপনার
ক্ষমতা আপনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন! আপনারাই হিন্দু-
াজটাকে একেবারে অধঃপাতে দিলেন। গুরুগিরিটা আপনারা
কটা ব্যবসায়ের মধ্যে নিয়া ফেলেছেন! হায়—হায়—কি
বিনাশ! আচ্ছা, আপনারা কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দেন, তাহার
ৎপর্য্য কিছু বুঝেন কি?"

সেই গেরুয়াধারী ব্রাহ্মণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—

"তাৎপর্য্য—তাৎপর্য্য আর কি? শাস্ত্রের যেরূপ আদেশ আছে,

আমরা সেই অনুসারে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিই। শাস্ত্র যদি মিথ্যা না হয়, তবে অবশ্যই তাহার ফল আছে।”

“কিন্তু সে শাস্ত্র আপনারা বুঝেন কি? শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত না হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে কিছুই ফল হয় না জানেন ত? শাস্ত্রে যে সব নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বিধান আছে, সে সমস্তই যোগ। এক যোগ ভিন্ন হিন্দুধর্ম্ম দাঁড়াইতেই পারে না। কিন্তু সেই যোগের অর্থ কয়জনে বুঝিতে পারে?”

ইহা বলিয়া তিনি চোখের চসমা খুলিয়া চাদরের দ্বারা তাহার কাচ মুছিতে লাগিলেন। এই সময়ে গাড়ী আসিয়া বেলঘরিয়ায় থামিল। অমনি “পান-চুরুট-দেশালাই”—“চাই জলখাবার”—ইত্যাদি শব্দ হইতে লাগিল—সেই গেরুয়া-ধারী ব্রাহ্মণ বলিলেন—

“মশাই, অপনি কাহাকে যোগ বলেন, তাহা একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন।”

সেই পাকাচুলে-টেড়িকাটা-ভদ্রলোকটী চোখে আবার চসমা দিয়া, দাড়ীর মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে (লম্বা দাড়ী থাকিলেই বুঝি তাহার মধ্যে অঙ্গুলি-চালনার ইচ্ছা জন্মে, বিশেষতঃ বক্তৃতা করিবার সময়ে) বলিলেন—

“যোগ কি তাহা দুই এক কথায় পরিষ্কার করিয়া বুঝান কঠিন। তবে সংক্ষেপে আপনাকে কিছু বলিতেছি, শুনুন। যোগ কিনা—প্রাণকে মাথায় রাখা—ইহা ষট্‌চক্রভেদের ব্যাপার—প্রাণায়াম [illegible] সিদ্ধ হয়। বেদ, পুরাণ, গীতা, ভাগবত—সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র এই একই তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছে। কোন কোন শাস্ত্র ইহা স্পষ্টরূপে শিক্ষা দেয় কিন্তু অধিকাংশ শাস্ত্রেই ইহা রূপকচ্ছলে শিক্ষা দেয়। হিন্দুর যে কিছু কর্ম্মকাণ্ড সকলেরই এই একই উদ্দেশ্য।”

“তবে কি ইষ্টদেবতার উপাসনা কিছু নয়? আমরা ত জানি

ত্রর বিধান অনুসারে ইষ্টদেবতার আরাধনা করিলে এবং ইষ্টমন্ত্র জপ লে, তাহাদ্বারাই সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। ইহা ভক্তিযোগ, যোগ, জ্ঞানযোগ এই তিন যোগেরই সাধনা।"

"সে সব ভুল—সব ভুল। একটা মনগড়া মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতা বলিয়া। করিলে মুক্তিলাভ হইতে পারে, ইহা কখনও শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। গীতাতে যে ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগের কথা আছে তাহার ত মর্ম্ম কয়জনে বুঝে? সে সব রূপক। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র, ষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন—এ সব রূপক।"

উপেন বিশেষ কৌতূহলের সহিত এই আলোচনা শুনিতেছিল। সে ল—

"আচ্ছা—মশাই—তবে রামায়ণ কি? সাহেব সমালোচকগণ ত ায়ণের কোন ব্যক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করিতে চান না। আবার াদের দেশের গৌরব দত্তমহাশয়ও সেই সাহেবদের মতের দাসত্ব। পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া বলেন সীতাদেবী কেহই ছিলেন না— মাটিতে লাঙ্গলের ফালের যে দাগ পড়ে তাহার রূপক। আপনিও খতেছি কতকটা সেই দলের?"

সেই পাকাচুলে-টেড়িকাটা-ভদ্রলোক এবার উপেনের দিকে চাহিয়া বং দাড়ীতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন—

"আপনি রামায়ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উহাও রূপক কি? ঋষিরা লোকশিক্ষার জন্য যোগের গূঢ়তত্ত্ব সকল এই সব াণের মধ্যে রূপকের আকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যে বোঝে ই বোঝে। এই ধরুন রামায়ণের মধ্যে যতগুলি পাত্র আছে, তাহার া দশরথ হইতেছেন মুলব্যক্তি। তিনিই রাজা। কোথাকার রাজা? অযোধ্যার রাজা। অযোধ্যা কি? না এই মানবদেহ। মানব হের রাজা কে? না জীবাত্মা। আত্মা রথী, শরীর রথ। শরীর

আত্মার দ্বারা পরিচালিত হইয়া দশদিকে ধাবমান হয়। তাই সেই জীবাত্মার আর এক নাম "দশরথ"। দশরথের তিনটী প্রধানা মহিষী—আত্মারও সেইরূপ তিনটী মহিষী আছেন, যথা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আত্মা এই ত্রিগুণের সহিত মিলিত হইয়াছেন বলিয়া, তাহা হইতে অন্যান্য বৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছে। সেই সব বৃত্তির মধ্যে প্রধান তিনটী—বুদ্ধি, অভিমান ও মনঃ। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে? না বুদ্ধি—তিনিই রামচন্দ্র; অভিমান লক্ষ্মণ; আর সংকল্পবিকল্পাত্মক মনঃ হইতেছে ভরত আর শত্রুঘ্ন। এই দুইটী ভাই সর্ব্বদা একত্র থাকে, যেন দুইটী অশ্বিনীকুমার। দশরথ অর্থাৎ জীবাত্মা কখন কোন একটী গুণের বশীভূত হইয়া পড়িল। কৈকেয়ী হইতেছেন রজোগুণ। তাঁহার অধীন হইয়া দশরথ তাঁহার প্রধান পুত্র রামচন্দ্র অর্থাৎ বুদ্ধিকে বনবাস দিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, গুণের বশীভূত হইলে লোকের বুদ্ধি থাকে না।"

এখানে একটী শ্রোতা বলিলেন—

"সেই গুণের সঙ্গে যদি আবার রূপ থাকে তবে ত কথাই নাই।"

আর একটী শ্রোতা বলিলেন—

"বিশেষতঃ বৃদ্ধবয়সে!"

ইহাতে সেই পাকাচুলে-টেড়ি-কাটা-ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

"শুনুন না—আগে শুনুন পরে টিপ্‌পনি কাটিবেন। বুদ্ধি অর্থাৎ রাম ত বনে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন অভিমান অর্থাৎ লক্ষ্মণ আর মায়া অর্থাৎ সীতা। মায়া ছাড়া বুদ্ধি কখনও থাকিতে পারে না। কারণ মায়ার রূপ অতুলনীয়। সেই মায়ার মোহিনীশক্তিতে জগৎশুদ্ধ লোক মুগ্ধ। তাই দশ ইন্দ্রিয়ও সেই মায়ায় মুগ্ধ হইল। সেই দশ ইন্দ্রিয় হইতেছে দশানন। ঋষিরা কি এতই বোকা ছিলেন যে

একটা মানুষের ঘাড়ে দশটা মাথা বসাইয়া দিবেন? তাই দশ ইন্দ্রিয়ের পক হইতেছে দশানন। দশানন অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় মায়ার রূপে মুগ্ধ ইয়া তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। কোথায়? না লঙ্কাপুরীতে। ঙ্কাপুরী হইতেছে ভারতবর্ষের নিম্নভাগে, অর্থাৎ শরীরের নিম্নদেশে যে লাধার চক্র আছেন তাহাই লঙ্কাপুরী। তারপর বুদ্ধি ও অভিমান মলিয়া বহুকষ্টে সেই দশ ইন্দ্রিয়কে বিনাশ করিয়া মায়ার উদ্ধার সাধন রেন। অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়ের গতিরোধ করিয়া প্রাণকে লাধারচক্র হইতে ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া—নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূ অতিক্রম রিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে অর্থাৎ সহস্রদলপদ্মে তুলিয়া আনিলেন। তখন ার মায়ার অস্তিত্ব থাকে না, তাই রাম সীতার উদ্ধার করিয়া াবার তাহাকে বনবাসে পাঠাইলেন, অথবা সীতা একেবারেই পাতালে বেশ করিলেন। অতএব বুঝিলেন ত রামায়ণখানিও রূপকগ্রন্থ— হার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যোগশিক্ষা দেওয়া। তবে সকলে কি ইহা ঝিতে পারে? যে বোঝে সেই বোঝে। এই যোগসাধন করিলেই ক্তিলাভ হইতে পারে। আপনারা এ সব কিছুই জানেন না, তাই শিষ্য- কে যে সব উপদেশ দেন তাহা সব ভুল—সব ভুল।"

আর একটী যাত্রী বলিলেন—"মশাই, আপনার এই অপূর্ব্ব রামায়ণ খ্যাতে যে একটা ফাঁক রহিয়া গেল। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলেই একটী মনোবৃত্তির রূপক হইলেন, কিন্তু হনূমানের লেজটি কিসের ক?"

অমনি আর একজন শ্রোতা বলিলেন "কেন—সুষুম্না ীর?"

এই কথা শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ইহাতে সেই পাকাচুলে-টেড়িকাটা ভদ্রলোক ভয়ানক চটিয়া উঠিয়া লেন "আপনারা যে ঠাট্টা করিবেন, তা'ত আগেই জানি। এ সব

তত্ত্ব যে বোঝে সেই বোঝে। এই জন্ত বাইবেলে একটা কথা আছে "Don't cast pearls before the swine." *

এই কথায় সেই দুইটী শ্রোতাও বিলক্ষণ খাপা হইয়া উঠিলেন। তখন সেই গেরুয়াধারী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে থামাইয়া বলিলেন—

"আপনারা চুপ করুন—চুপ করুন। আমরা এই কাঁচড়াপাড়ায় আসিয়া পড়িলাম। আমি এখনই নামিয়া যাইব। আপনারা উঁহার সহিত তর্ক করিবেন না। উনি একজন ভয়ানক লোক। উনি রামায়ণকে যখন যোগশিক্ষার রূপক বলেন, তখন উহাঁর অসাধ্য কাজ নাই। ইহার পর কবে শুনিব উনি শকুন্তলা নাটকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাহির করিয়াছেন। কিন্তু আপনাকেও একটা কথা বলি। আপনার এই মহামুল্য যোগের উপদেশ এরূপ আর পথে ঘাটে যেখানে সেখানে ছড়াইবেন না। আপনার উপদেশ শুনিয়া সব লোক যদি ষট্‌চক্রভেদ করিয়া বসে তবে আমাদের ন্যায় মুর্খ গুরুদের অন্ন একেবারে মারা যাবে।"

এই কথা শুনিয়া সকলে আবার হাসিয়া উঠিলেন। সেই পাকাচুলে-টেড়িকাটা ব্রাহ্মণের মুখ চুণ হইয়া গেল। গাড়ী কাঁচড়াপাড়ায় থামিল। সেই গেরুয়াধারী ব্রাহ্মণ নামিয়া পড়িলেন।

সেই পাকাচুলে-টেড়িকাটা ব্রাহ্মণ তখন উঠিয়া গিয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেন এবং একজন খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে কতকগুলি রসগোল্লা কিনিয়া লইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া টপাটপ্ উদরস্থ করিলেন। পরে এক গেলাস জল খাইয়া, রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া, একটা পান চিবাইতে চিবাইতে আবার আসিয়া স্বস্থানে বসিলেন। তখন গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে কোন কথা বলিল না, আবার

* শূকরের সম্মুখে মুক্তা ছড়াইও না।

নও কাহাকে কিছু বলিলেন না। তিনি বুঝিলেন, সকলে তাঁহাকে রুকট” করিল। কিন্তু কতকক্ষণ পরে উপেন আবার তাঁহার কথা আরম্ভ করিল।

উপেন বলিল—“আপনি কোথায় যাবেন মশাই!”

তিনি বলিলেন—“এই রাণাঘাটে নামিব, আপনারা বোধ হয় অনেক যাচ্ছেন?”

“হাঁ গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত।”

“ঐ যে বুড়া ভদ্রলোকটী নামিয়া গেলেন, উনি আমার কথার কোন াব দিতে পারিলেন না, কেবল ঠাট্টা তামাসা করিলেন। জানেন কি, সব ব্যবসাদার গুরুরা নিজের ব্যবসা চালাইবার জন্য যা' তা' বলে। দের বিদ্যাবুদ্ধি নাই, শাস্ত্রজ্ঞান নাই, শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারে ইহারা জানে কেবল শিষ্যদিগের নিকট হইতে প্রণামী আদায় রতে।”

উপেন কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল—“আপনি যাহা বলিলেন তাহা কটা সত্য। আমাদের সমাজে ব্যবসাদার গুরু ঢের আছে। তাহারা পেই করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সকলেই সেরূপ । এখন যে ভদ্রলোকটীর কথা হোচ্ছে, ইহাঁকে সেরূপ বলিয়া বোধ না। ইহাঁর কথাবার্ত্তা ত বেশ ভাল। উহাঁকে একেবারে মূর্খ করিবাব কোন কারণ দেখি না।”

উপেনের এই কথায় আর সকলে সায় দিলেন। তখন সেই পাকা টেড়িকাটা বলিলেন—

“কিন্তু বলুন দেখি, এ সব গুরুদের মন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল কেহ কি দেখিয়াছে? কিন্তু আমি যে যোগসাধনার উপদেশ দিই, তাহার প্রত্যক্ষ দেখিবেন।”

উপেন। তবে আপনিও গুরুগিরি করেন না কি?

"গুরুগিরি নয়—তবে আমার অনিচ্ছাসত্বেও অনেক অনেক ভদ্র-লোক খুব—উচ্চ শিক্ষিত লোক আমার নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে কোন কষ্ট নাই, কোন পয়সা কড়ি খরচ নাই, কেবল পাঁচটী টাকা দিলেই আমি সেই যোগসাধনার উপদেশ দিই। বেশী দিন নয়, একটী মাস আপনি যদি সেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তবে অমনি আপনার ভ্রূযুগলের মধ্যে সুনির্ম্মল দিব্যজ্যোতিঃ প্রস্ফুটিত হইবে। আমি কলিকাতায়ই থাকি, আমার নাম শ্রীসনাতন চট্টোপাধ্যায়, আমার ঠিকানা ৪৯ নম্বর শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। মনে না থাকে ঠিকানাটা লিখিয়া রাখুন। আবার যখন কলিকাতায় আসিবেন, তখন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। বেশী নয়—পাঁচ টাকা—পাঁচ টাকা। আমি গুরুগিরি করি না।"

এই সময়ে গাড়ী রাণাঘাটে আসিল। সেই পাকাচুলে-টেড়িকাটা ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন।

তিনি নামিয়া গেলে, তাঁহার সহযাত্রিগণ অমনি তাঁহার আকার প্রকার ও উক্তির সমালোচনা আরম্ভ করিলেন।

উপেন বীরেনকে বলিল—"আচ্ছা ভাই বল দেখি উনি ত গুরুগিরি করেন, উনি এই গাড়ীর মধ্যে দাঁড়াইয়া কি করিয়া ঐ ফেরিওয়ালার হাতের রসগোল্লাগুলি খাইলেন?"

বীরেন। উনি গুরুগিরি করেন কে বলিল? উনি কেবল পাঁচটী টাকা নিয়া লোককে যোগশিক্ষার উপদেশ দেন। বেশী নয় পাঁচটাকা—পাঁচটাকা! আর তুই যাহাকে রসগোল্লা খাওয়া বলিস্, তাহা রসগোল্লা খাওয়া নয় তাহা উল্টা দিক দিয়া ষট্‌চক্রভেদ।

এই কথাতে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

আর একটী যাত্রী বলিলেন—"আপনি বেশ বলিয়াছেন—বেশ বলিয়াছেন! উনি গুরুগিরির এত নিন্দা করিলেন, কিন্তু নিজের

গিরিটা advertise (জাহির) করিবার জন্য কত ব্যস্ত দেখিলেন ত? আগ্রহের সহিত নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইতে বলিলেন।"

আর একজন যাত্রী বলিলেন—

"হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে অনেকগুলি অবতারের উৎপত্তি হইয়াছে। ও বোধ হয় তাহার একজন হইবেন।"

"তাহার আশ্চর্য্য নাই। এ সব লোকের শিষ্যও কিন্তু আবার জোটে।"

উপেন বলিল—"তাহার কারণ আছে। এখনকার দিনে লোকে ান কার্য্যেই কষ্টস্বীকার করিতে চাহে না। বিশেষতঃ এই চ্ছাচারিতার দিনে যে পথে গেলে আহার ও আচারে সংযম অভ্যাসের ছুমাত্র দরকার হয় না, সহজেই লোকের প্রবৃত্তি সেই পথে ধাবিত ।"

"আচ্ছা, ঐ যে ভ্রূযুগলের মধ্যে দিব্যজ্যোতিঃ বিকাশের কথা উনি হা বলিলেন তাহা কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

"কিছু না। ওসব ভণ্ডামি। ওসব বুজরকি।"

এইরূপে সেই পাকাচুলে-টেড়িকাটা ভদ্রলোক নামিয়া যাওয়ার অর্দ্ধ টামধ্যে তাঁহার সহযাত্রিগণ তীব্রসমালোচনাবাণে তাঁহাকে ক্ষত ক্ষত করিয়া ফেলিলেন।

কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেশনে গাড়ী আসিলে, একজন আরোহী নামিয়া আর কজনকে বলিল

"ওরে সে কোয়ানে গিয়েলো?"

"প্রস্রাব কর্ত্তি।"

উপেন এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বীরেনকে বলিল—"ঐ, শোন! খান হইতেই বাঙ্গাল দেশ আরম্ভ হইল। এটা বোধ হচ্ছে, বাঙ্গাল দেশের পশ্চিম দিকের চৌহদ্দী।"

বীরেন হাসিয়া বলিল—"ঠিক—ঠিক!"

বগুলা ষ্টেসন হইতে একটি ভদ্রলোক উঠিয়া বীরেনের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন "মশাই, আপনাদের নিবাস কোথায়?"

বীরেন।—বাঙ্গালদেশে—ফরিদপুরজেলায়।

"তবে আপনারা এ দেশকে বাঙ্গাল দেশ বলেন কেন?"

"এখানকার লোক আমাদের সজাতীয় অর্থাৎ স্বদেশীয় তাই বল্‌ছি। We are in good company *"

ইহাতে সেই বগুলার আরোহী রুষ্ট হইয়া বলিলেন—

"হুঁ—বাঙ্গাল বলিলেই ত হয় না।—ফজলী আঁবও আঁব, আবার টকো আঁবও আঁব। কলিকাতার লোকেরা ত মহারাষ্ট্রাডিচের (Maharatta Ditch) বাহিরের লোকদিগকেই বাঙ্গাল বলে। তাই বলিয়া কি ময়মনসিং-ফরিদপুরের লোক যেমন বাঙ্গাল, নদীয়া জেলার লোক তেমন বাঙ্গাল হবে?"

"তা' নয় অবশ্য। আর কলিকাতাবাসিগণেরও এ বিষয়ে উদারতা প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু আপনার ভূগোলের বিদ্যাটা ত বড় কাঁচা দেখিতেছি। আপনি ফরিদপুরজেলাটাকে নদীয়ার কাছে ঘেঁসিতে না দিয়া তাহাকে ময়মনসিংহের ছোট-ভাই কল্পনা করিয়া যতদূরে রাখিতে চাহেন, বাস্তবিক উহা ততদূরে নয়।"

এখানে উপেন বলিল—"আর হইলই বা ফরিদপুর ময়মনসিং জেলার ছোটভাই? আমরা বাঙ্গাল বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে আপনার ন্যায় লজ্জাবোধ করি না।"

ইহা শুনিয়া কলিকাতাবাসী একটী ভদ্রলোক (ঐ যিনি হনুমানের লেজকে সুষুম্নানাড়ী বলিয়াছিলেন) বলিলেন—

"আপনি লজ্জাবোধ করেন না, আমি বরং বাঙ্গাল হইলে বাঙ্গাল

---

*আমরা সৎ সংসর্গে আছি।

বলিয়া আত্মপরিচয় দান করিতে গৌরব মনে করিতাম। জানেন কি ইংরেজী ১২০৩ সনে যে সূর্য্যটী নবদ্বীপে অস্ত গিয়াছিল, তাহার রক্তিমাভায় বাঙ্গালদেশটা আরও তিন চারিশত বৎসর উজ্জ্বল ছিল। এখনও বাঙ্গালীর মধ্যে যাহা কিছু manliness (তেজো-বীর্য্য) আছে তাহা বাঙ্গালদের মধ্যেই বেশী। কথিতভাষা ও আচারব্যবহারের প্রভেদ সবদেশের লোকের মধ্যেই আছে। ইংলণ্ডের কথিতভাষার সহিত স্কটলণ্ডের কথিতভাষার অনেক প্রভেদ, তাই বলিয়া কি ইংরেজ ও স্কচ্ এক জাতি নহে? সেইরূপ আমাদের মধ্যেও এখন কলিকাতাবাসী ও বাঙ্গাল বলিয়া কোন ভেদ থাকা উচিত নয়—আমরা সকলেই একবাঙ্গালীজাতি। আর কথিতভাষার যে প্রভেদ, তাহাও আর বেশী দিন থাকিবে না। রেল ও ষ্টীমারের কল্যাণে এখন সকল জেলায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাষাই প্রায় একরূপ হইয়া আসিতেছে। আমি বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে নানা জেলায় ঘুরিয়া বেড়াই কি না? আমি ইহা বেশ লক্ষ্য করিয়াছি।"

বীরেন বলিল—"তবে বিনি ট'কো আঁব ও ফজলী আঁবের কল্পনা করিয়া বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে ভেদ জন্মাইবার চেষ্টা করেন, আপনি তাঁহাকে কি বলেন?"

"আমি বলি তিনি দেশের ও জাতির ঘোর শত্রু!"

ইহাতে সেই "ফজলীআঁব"-ভদ্রলোকটী উষ্ণ হইয়া বলিলেন—

"মশাই, আপনি তবে আপনার কলিকাতার থিয়েটারওয়ালাদিগকে কি বলেন?"

"তাহারা দেশের ও জাতির ঘোরতর শত্রু—ঘোরতম! আমি কলিকাতাবাসী বলিয়া আপনি থিয়েটারওয়ালাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ ঠাওরাইলেন নাকি? আপনি বোধ হয় ভাবিয়াছেন, তাহারা আমার মাসতুত ভাই?"

ইহাতে সকলে হাসিয়া উঠিলেন। সেই "ফজলী আঁব" ভদ্রলোকটী

চুপ করিয়া রহিলেন। কুষ্টিয়ায় যখন গাড়ী থামিল, তখন তিনি নামিয়া পড়িলেন।

গাড়ী রাজবাড়ী পৌছিতে পৌছিতে ভোর হইল। পূর্ব্বাকাশে উষার অরুণাভা ফুটিয়া উঠিল। রাস্তার দুইধারে গ্রাম মাঠ বন বাগান বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। গাড়ী খুব দ্রুতবেগে ছুটিল। সুদূর গ্রামের বৃক্ষ সকল যেন সেই দীর্ঘ শকটশ্রেণীকে স্পর্শরেখা করিয়া এক একটী বৃত্তরচনা পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্য উঠিল। উর্দ্ধগামী ইঞ্জিনধূমের ছায়া কোন গগনবিহারিণী অপ্সরার আলুলায়িত কুন্তলজালের ছায়ার ন্যায় শিশিরসিক্ত শ্যামল শস্য-ক্ষেত্রের উপর দিয়া দৌড়িতে লাগিল। গাড়ী গোয়ালন্দঘাটে পৌছিলে একটী অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল।

গাড়ী থামিবার আগেই অনেকগুলি কুলি গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল। গাড়ী থামিবামাত্র অনেকগুলি টিকেট কলেক্টর আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল এবং টিকেটের জন্য হাত বাড়াইল। আরোহি-গণ তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া গাড়ী হইতে বাহির হইতে লাগিল। উপেনরা যে গাড়ীতে ছিল, তাহার পার্শ্বেই মেয়েদের গাড়ী। সে গাড়ীতে ২টী ভদ্রমহিলা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটী সুন্দরী যুবতী। তাঁহার অভিভাবক পুরুষের গাড়ীতে একটু তফাতে ছিলেন, এখনও সে গাড়ীর দরজা খোলা হয় নাই। শ্যামল শষ্প দেখিলে গরুর যেমন লোভ হয়, সেইরূপ একজন ইয়ুরেসিয়ান টিকেটকলেক্টরের লুব্ধ দৃষ্টি সেই সুন্দরী মহিলার প্রতি পতিত হইল। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল এবং "উতরাও—উতরাও" বলিয়া হাঁকিতে লাগিল। তখন সেই দুইটী রমণী নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক দরজার দিকে আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রৌঢ়বয়সী মহিলাটি টিকেটকলেকটরের হাতে টিকিট দিয়া নামিয়া

লেন ; কিন্তু সেই যুবতী রমণীর হাতে টিকিট ছিল না, তিনি তাঁহার
ভাবকের জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। টিকিট
কৃটর অমনি গাড়ীর ফুটবোর্ডের উপর উঠিয়া "টিকিট দাও—টিকিট
' বলিতে বলিতে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। তখন সেই
ায়া রমণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময়ে সেই
টকলেকটরের পৃষ্ঠদেশে একটী বজ্রমুষ্টি নিপতিত হইল।
সে ঘুসি খাইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া উপেনকে দেখিল এবং তাহাকে
বার জন্য ঘুসি উঠাইল। ইতিমধ্যে উপেনের বন্ধুগণ আসিয়া তাহাকে
য়া দাঁড়াইল। তাহারা ইচ্ছা করিলেই সেই টিকিট্কলেক্টরকে
ও কিঞ্চিৎ উত্তমমধ্যম দিয়া অনায়াসে সরিয়া পড়িতে পারিত ;
তাহারা সেই স্ত্রীলোকটীকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারিল
এদিকে সেই টিকেট্কলেকৃটর "পুলিষম্যান্ পুলিষম্যান্" বলিয়া
তে লাগিল। তাহার চীৎকারে আরও তিন চারি জন টিকেট্-
াকৃটর এবং একজন কনেষ্টবল আসিয়া জুটিল। এদিকে সেই
াকটীর অভিভাবকও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপেন সংক্ষেপে
াকে সকল কথা জানাইয়া, তাঁহার নাম ধাম শুনিয়া লইল এবং
ল মিলিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সেই আক্রান্ত টিকেট্-
াকৃটরের আদেশ মতে কনেষ্টবল তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল।
তে দেখিতে আরও কয়েকজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী আসিয়া জুটিল।
ারা বালকগণের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তখন সেই কনেষ্টবল
ানকে ধরিয়া গার্ড সাহেবের কাছে লইয়া গেল। টিকেট্কলেকটর
ার কাছে কি নালিশ করিল। উহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইল
ার অনুবাদ নিম্নে দিতেছি

গার্ড। তুমি এই টিকেট্কলেকৃটরকে মারিয়াছ ?
উপেন। হাঁ, মারিয়াছি বৈ কি? কিন্তু ঐ টিকেট্কলেক্‌টর

মেয়েদের গাড়ীতে একটী যুবতী স্ত্রীলোকের গায় হাত দিতে গিয়াছিল কেন ?

টি-ক। মিথ্যা কথা—আমি কেবল তাহার টিকিট্ চাহিয়াছিলাম।

উপেন। তবে তুমি কি বলিতে চাও যে তাহার গায় হাত দিতে চেষ্টা কর নাই ?

টি-ক। না—কখনই না।

উপেন। হাঁ—তুমি নিশ্চয়ই করিয়াছিলে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তুমি একজন ভয়ানক মিথ্যাবাদী!

এই কথা বলাতে সেই টিকেট্‌কলেক্টর ও তাহার সহযোগিগণ ভয়ানক চটিয়া উঠিল। তাহারা গার্ডকে কি বলিল। গার্ড তখন কনেষ্টবলকে বলিল—

"ওস্‌কো থানামে লে যাও।"

উপেন বলিল—"চল—আমি নিজেই যাইতেছি।"

ইহা বলিয়া উপেন নিতান্ত ভাল মানুষের মত সেই কনেষ্টবলের সঙ্গে চলিল। তাহার বন্ধুগণ একটু দূরে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। রেলওয়ে পুলিসের থানা একটু তফাৎ—পদ্মার চরের উপর দিয়া সেখানে যাইতে হয়। কিছু দূর গিয়া সেই কনেষ্টবল একজন লোককে পাঁচ আইনের অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ নগদদক্ষিণা আদায় করিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। উপেন এই সুযোগে দৌড়িয়া আসিয়া তাহার বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইল এবং তাহারা সবেগে ষ্টীমার অভিমুখে ছুটিল। তখন কনেষ্টবল নিতান্ত অপদস্থ হইয়া থানার দিকে প্রস্থান করিল।

তখন ফরিদপুরের যাত্রীদিগকে গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে যাইতে হইত। উপেন ও তাহার সঙ্গিগণ ষ্টীমারে উঠিয়া একটা শতরঞ্চ পাতিয়া বসিল। তাহাদের মনে খুব স্ফূর্ত্তি, যেন একটা যুদ্ধ জয় করিয়া আসিয়াছে।

ন্তু উপেন তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। সে রেলিংয়ের ধারে
াড়াইয়া একদৃষ্টে তীরের পানে তাকাইয়া রহিল। ক্রমে ষ্টীমারে সব
াত্রী আসিয়া উঠিল। রেলের কুলিগণ লাগেজের মাল বহন করিয়া
ানিয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত ষ্টীমারের সিঁড়ির পার্শ্বে তীরের উপর
জোরে ফেলিতে লাগিল। পরের জিনিষ বলিয়া তাহাদের একটুও মায়া
াতা নাই। এইরূপ ফেলিবার চোটে একটী টিনের বাক্স ভাঙ্গিয়া
তকগুলি কাপড় চোপড় বাহির হইয়া পড়িল, আরও কত জিনিষ নষ্ট
'ল। কিন্তু তাহার জন্য দায়ী কে হইবে? রেলওয়ে ও ষ্টীমারের
র্তৃপক্ষ সাধারণের অন্নে প্রতিপালিত হইলেও তাঁহারা এজন্য দায়ী হইতে
ন না। কেবল জিনিষগুলি গণিয়া, তাঁহারা এতটার 'টা' মিলাইয়া
তে পারিলেই খালাস; সে 'টা'র মধ্যে কিছু থাক বা না থাক তাহাতে
হাদের কি?

এইরূপে মালগুলি রাখা হইলে, সেখানে ষ্টীমারের কেরাণী মহাশয়ের
বির্ভাব হইল। তিনি এক একটী করিয়া সেগুলির 'টা' মিলাইয়া
লেন এবং একটা রসিদ দস্তখত করিয়া সর্দ্দার কুলির হাতে দিয়া, মাল-
লি ষ্টীমারে তুলিতে আদেশ দিলেন। তখন তাঁহার নীলবর্ণের ইজার-
। খালাসী অনুচরগণ আবার সেই মালগুলিকে পূর্ব্ববৎ অসাবধানতার
ত ষ্টীমারের ডেকের উপর ফেলিতে লাগিল। এই দুই নম্বর আছাড়ে
ার দুই একটা বাক্স ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল। যে যাত্রীর নিতান্ত
ভাগ্য তাহার মাল কোনক্রমে টিকিয়া রহিল। এদিকে ষ্টীমার
ছাড়বার জন্য প্রথম সিটি দেওয়া হইল। ষ্টীমারের গর্জ্জন আরম্ভ হইল।
াকাশে একখানি কাল মেঘের সঞ্চার হওয়ায়, বর্ষার ভরাপদ্মার
ালবক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠিল। সেই তরঙ্গাঘাতে ষ্টীমার তক্ তক্ করিয়া
লতে লাগিল। ষ্টীমার ছাড়ে ছাড়ে এই সময়ে একজন দারোগা,
ান কনেষ্টবল ও সেই টিকেট্‌কলেক্‌টর ষ্টীমারের দিকে অগ্রসর হইল।

তীরে দাঁড়াইয়া সেই টিকেট্‌কলেক্‌টর উপেনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দারোগাকে দেখাইয়া দিল। উপেন যে আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই ঘটিল। সে তাহার বন্ধুগণকে বলিল—“ঐ দেখ পুলিশ আমাকে ধরিতে আসিতেছে।” তখন তাহারা সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া রেলিংয়ের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে সেই দারোগা সদলবলে উপরে উঠিয়া আসিল। সেই টিকেট্‌কলেক্‌টার উপেন ও তাহার বন্ধুগণকে দেখাইয়া দিয়া বলিল—

“Here are the culprits.” *

দারোগা তাহাদিগকে বলিলেন,

“আপনাদের নামে মিঃ ডিসুজা টিকেট্‌কলেক্‌টর আমার নিকট প্রথম এতেলা করিয়াছেন, আপনারা নামিয়া আসুন। জামিন দিতে পারিলে ছাড়িয়া দিব, নচেৎ আপনাদিগকে চালান দিতে হইবে। আপনাদের নাম কি কি বলুন।”

উপেন বলিল—“আমাদের নামে কি নালিশ হইয়াছে?”

“বাদী সরকারী কর্ম্মচারী, আপনি তাঁহাকে মারপিট করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্মের বাধা দিয়াছেন। আপনার নামে দণ্ডবিধি আইনের ৩৫৩ ধারার অভিযোগ। আর আপনার ঐ সঙ্গিগণ হাঙ্গামা করিয়া আপনাকে এই কনেষ্টবলের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের নামে ১৪৭ ধারার অভিযোগ। আপনাদের নাম কি কি বলুন, ষ্টীমার ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই।“

বীরেন বলিল—“উহারা আপনার নিকট মিথ্যা নালিস্ করিয়াছে।”

“মিথ্যা সত্য পরে বুঝা যাবে।”

উপেন বলিল—“তবে আপনি আমাদেরও নালিশ গ্রহণ করুন।

* সেই সব অপরাধী এই।

? টিকেট্‌কলেক্‌টর একজন অসহায়া রমণীর উপর অত্যাচার করিতে-
ছল; আমি তাহাকে বাধা দিয়াছি—"

"আচ্ছা সে সব পরে হবে এখন। চলুন, এখন ষ্টীমার ছাড়িবে।"

ইহা বলিয়া সেই দারোগা উপেন ও তাহার সঙ্গীদিগকে লইয়া ষ্টীমার
হইতে নামিয়া পড়িল। দারোগাকে আসিতে দেখিয়া অনেকগুলি যাত্রী
াহাদের চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন
াইসঙ্গে নিজের জিনিষপত্র লইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলেন।
াহার পরক্ষণেই খালাসিরা ষ্টীমারের সিঁড়ি তুলিয়া ফেলিল, আর গভীর
জনে পদ্মাবক্ষঃ কম্পিত এবং গভীর জলরাশি মথিত করিয়া ভোস্ ভোস্
দ করিতে করিতে ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### হিতে বিপরীত।

বেলা প্রায় এগারটার সময় দত্ত বাড়ীর বড়গৃহিণী পুকুরে স্নান করিতে
ইতেছিলেন, তখন উপেন ও জ্ঞান আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।
তনি তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন,—

"ঊনকোটী বছর বাঁচিয়া থাক—আমার মাথায় যত চুল তত বছর
রমায়ু হউক। ও বড়বৌ—উপেন ও জ্ঞান আসিয়াছে, তোরা কাল
কাথায় ছিলিরে? এই আসে এই আসে করিয়া আমি আড়াই প্রহর
লা পর্য্যন্ত পথপানে চাহিয়াছিলাম।"

উপেন বলিল—"বড় মা, কাল আমরা গোয়ালন্দ ছিলাম। সে সব
থা পরে হবে এখন। এখন বড় ক্ষিধে পেয়েছে।"

"তবে যা', আর দেরি করিস্ না—বাড়ীর মধ্যে গিয়া তেল মেখে
ায়—আহা বাছাদের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। যে গরম!"

জ্ঞান বাড়ীর ভিতরে গেল, উপেন বাহির বাটীতে বৈঠকখানায় বসিল। সেখানে বাড়ীর যত ছেলেপুলে সকলে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বাগ্রে সতু আসিয়া খুব এক টাট্‌কা নূতন খবর দিল—

"কাকা! কাকা! আমি আজ কাকীমার আরশি দিয়া মুখ দেখিয়াছিলাম। কাকীমা বলেছে আমার কেমন কোঁকড়া চুল হয়েছে দেখ।"

উপেন তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহার লম্বা চুলগুলি কপালের উপর হইতে সরাইয়া দিল। সে তৎক্ষণাৎ একটা বাক্স খুলিয়া কতকগুলি খেলনা বাহির করিয়া সেই সব ছেলেদের এক একটা করিয়া বাটিয়া দিল। খেলনা পাইয়া আর তাহাদের আনন্দ দেখে কে!

কিন্তু এই আনন্দের হিল্লোল ভেদ করিয়া বাড়ীর মধ্যহইতে এক তুমুল কান্নার রোল উঠিল। উপেনের মাতা, জ্ঞানের মাতা প্রভৃতি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারা বাহির বাটীতে উপেনের নিকট আসিলেন। এদিকে বড়মাও শশব্যস্তে "কি হইল? কি হইল?" বলিতে বলিতে পুকুরের ঘাট হইতে ভিজা কাপড়ে ভিজাগামছাহাতে ফিরিয়া আসিলেন।

উপেন ব্যস্ত হইয়া বলিল,

"কি হয়েছে? তোমরা কাঁদ কেন?"

কিন্তু কাহার কথা কে শোনে? সকলেই "ওরে বাবারে, সর্ব্বনাশ হয়েছেরে" বলিয়া রোদনের মাত্রা চড়াইয়া দিলেন। বড়গিন্নী কোন কুল কিনারা না পাইয়া সেই কান্নার সহিত যোগদান করিয়া "ওরে বাবারে! সর্ব্বনাশ হয়েছে রে!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাথায় হাত দিয়া ভিজে কাপড়ে বসিয়া পড়িলেন। বাড়ীর বধূগণ নিজ নিজ কাজ পরিত্যাগ করিয়া বৈঠকখানার কোণে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। এই ঘোরতর ক্রন্দনের রোলে প্রতিবেশিগণ বিচলিত হইল। এবং মুহূর্ত্তমধ্যে রামের মা, শ্যামার মা, বামী ক্ষেমী কুম গঙ্গাধর

চন্দ্রকুমার সীতানাথ কেলা কেপা সে কি? আমরা সকলে মিলিয়া ষ্টীমারে

বাড়ীর সেই বাহির বাটীর প্রাঙ্গণ

"কি হয়েছে?" বাড়ী এলি না কেন? নিশ্চয়ই তোকে

উপেন অনেকক্ষণ হইতে ছেল।

করিতেছিল, কিন্তু তাহার কথা কা ও কিসের দাগ রে? ঐ বুঝি দড়িদিয়া

বিরক্ত হইয়া সে চীৎকার করিয়া বলি পোড়া কপাল!

"বড়মা, তোমরা সকলেই পাগল হইছ? আমাকে দড়ি দিয়া বাঁধে কার

হইতেছে আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা ষ্টীমারে উঠিলে, একজন

এই কথা শুনিয়া বড়গিন্নী উঠিয়া দাঁড়াই" আমরা তাহার সঙ্গে ষ্টীমার

গামছা দিয়া উপেনের ঘর্ম্মাক্ত শরীর মুছিতে ার ছাড়িয়া দিল। থানায় গিয়া

"কি হয়েছে তুই বল্। আরে সর্ব্বনেশেরা! রিয়া আসিয়াছি। মোক-

করিয়া আসিয়াছিস্ তাই বল্।" হাজির হইতে হইবে,

উপেনের মাতা বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ! কি স ল শ্যামাকান্ত বাবু

মারিয়াছিস্! তোরা ডাকাইত, নিশ্চয়ই ডাকাইত! পুি

দিয়া বাঁধিয়া নিয়াছিল। এখন কে রক্ষা করিবে?"

জ্ঞানের মা বলিলেন, তেন, তবে ত

"কি সর্ব্বনাশ! এখন কি কর্ত্তারা কেউ বেঁচে আছেন যে সাহসের কাজ

কথায় লক্ষ টাকার কাজ হবে? মেজোঠাকুর যাবার পর তোকে ফাটকে

পাখা উঠেছে!"

প্রতিবেশিনী বামারমা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"ঐ ত

পিঁপড়ার পাখা হওয়া মরণের চিহ্ন!"

বড়গিন্নী এতক্ষণ পরে বৃত্তান্ত কতকটা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—

"হারে উপেন! তোকে না সকলে বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা করে?

তোর এই কাজ? তোরা ডাকাইত! আমি তোদের নিয়া কোথায় যাব?

হায়—হায়—হায়! কি হয়েছে তুই খুলিয়া বল!"

জ্ঞান বাড়ীর ভিতরে গেল, উপেন বাহির অবকাশ পাইয়া বলিল,—
সেখানে বাড়ীর যত ছেলেপুলে সকলে আসিল কোন কথা বলিতেই দিবে না।
সর্ব্বাগ্রে সতু আসিয়া খুব এক টাট্‌কা নূতন ও ইচ্ছা হয় কাঁদিও।"

"কাকা! কাকা! আমি আজ কাকীমা ছোটবৌ তোমরা একটু থাম।
ছিলাম। কাকীমা বলেছে আমার কেমন উপেন কি আমার এমনই নির্ব্বোধ
উপেন তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহা করিয়া ফেলিবে। তুই বল্—কি
হইতে সরাইয়া দিল। সে তৎক্ষণাৎ
খেলনা বাহির করিয়া সেই সব । হইও না—আমি কোন অন্যায় কাজ
দিল। খেলনা পাইয়া আর তাহারা যার কথা শুনিয়াছ, সে সাহেব নয়। তার
কিন্তু এই আনন্দের হিল্লোল ব ছিল, এখন তাহার গায়ের রঙ্ আমার
তুমুল কান্নার রোল উঠি লোকটা রেলের টিকিট্ কুড়ায়। আমি গোয়ালন্দ
চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া দেখিলাম, সে একটী মেয়েলোকের হাত হইতে
বাটীতে উপেনের নি করিয়া তাহার গায় হাত দিবার চেষ্টা করিতেছিল।
হইল? কি হইল?" ন পেছনদিক থেকে তাহার পিঠে বিরাশী দশআনা
ভিজাগামছাহাতে কল বসাইয়া দিলাম।"

উপেন ব্যস্ত শুনিয়া উপেনের মা আবার কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন—

"কি হয়েছে সোনা যা বলিয়াছে তাই ত ঠিক। তুই নিজে তালপাতার
কিন্তু কাহার আবার সরকারী লোকের গায় হাত তুলিবার কি দরকার
ছিল? হায়—হায়—হায়! আরে ডাকাইতরা, আমি তোদের নিয়ে
কোথায় যাব?"

"মা আগে সব কথাগুলি শোনই, পরে কাঁদিও আর টীকাটিপ্পনী
করিও। আমি তাহাকে যাই কিল মারিলাম, অমনি সে মেয়েটীকে
ছাড়িয়া দিল। সে তখন আমাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু
আর সব ছেলেরা আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। পরে একজন কনেষ্টবল
আসিয়া আমাকে ধরিল, সে আমাকে থানায় যাইতে বলিল। কিন্তু

আমার থানায় যাওয়ার গরজ কি? আমরা সকলে মিলিয়া ষ্টীমারে আসিয়া উঠিলাম।”

বড়গিন্নী। তবে কা’ল বাড়ী এলি না কেন? নিশ্চয়ই তোকে থানায় আটক করিয়া রাখিয়াছিল।

জ্ঞানের মা। তোর হাতে ও কিসের দাগ রে? ঐ বুঝি দড়িদিয়া বাঁধার দাগ? হায় রে, আমার পোড়া কপাল!

উপেন। তোমরা পাগল হইয়াছ? আমাকে দড়ি দিয়া বাঁধে কার সাধ্য? ওটা কিছু নয়—পাঁচড়ার দাগ। আমরা ষ্টীমারে উঠিলে, একজন দারোগা আসিয়া বলিল, “থানায় চল।” আমরা তাহার সঙ্গে ষ্টীমার হইতে নামিয়া পড়িলাম, আর অমনি ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। থানায় গিয়া আমরাও সেই সাহেবের নামে এক নালিশ করিয়া আসিয়াছি। মোক-দ্দমার তদন্ত হইতেছে। আমাদিগকে ১৩ই কার্ত্তিক হাজির হইতে হইবে, সেই জামিন লইয়াছে। ফরিদপুরের একজন উকীল শ্যামাকান্ত বাবু ষ্টীমারে ছিলেন, তিনিই আমাদের জামিন হইয়াছেন।”

উপেনের মা বলিলেন,—

“ঐ ত দেখ,—যদি সেই ভদ্রলোক সেখানে না থাকিতেন, তবে ত তোদের কয়েদ করিয়া রাখিত? ওমা! এমন অসম সাহসের কাজ তুই ক’র্‌লি কেন? সেই সাহেবকে মারিবার জন্য যদি তোকে ফাটকে দেয়, তবে কি হবে?”

ফাটকের ক ভাল ক।রয়াছিস্। আমার উপেন্দ্রমস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ।, তার বিবেচনা কত! তবে আয়—আর দেরি কার।

উপেন তাহাদি।। জ্ঞানা কোথায় গেল?”

আমার হ’য়েছে কি বীরত্বের প্রশংসা করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে বাড়ীর ভিতরে বাবু বলিয়াছেন, এ রয়াছিল। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত হইল দেখিয়া, পাল্‌টে অপরাধ স্যক্ক কোণে দাঁড়াইয়াছিল। সে এখন অগ্রসর হইল,

বড়গৃহিণী আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন "ও গুরু! তাই কর। ওমা দুর্গা! তাই যেন হয়। আমি যোড় পাঁঠা দিয়া তোমার পূজা দিব।"

ইহা বলিয়া তিনি সম্মুখের মণ্ড স্থিত দুর্গাপ্রতিমার পানে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। সে প্রতিমার এখনও রঙ্ দেওয়া হয় নাই।

প্রতিবেশীদিগের মধ্যে গদাধর মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল ;—

"মামলা মোকদ্দমার কথা কি আগে থাকৃতে বলা যায়? উকীল মোক্তারেরা আগে ঐ রকমই আশা ভরসা দেয়, পরে যখন জেলখানায় টানিয়া নিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা বলে—'কি করিব, তোমার জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছি। এখন যাও, ভাবনা কি, আপীল করিয়া খালাস করিব।' তাদের কথা বিশ্বাস করিতে নাই।"

এই কথা শুনিয়া উপেনের মাতা কাতরস্বরে বলিলেন ;—

"তাই ত! ও আগে থাকৃতেই ঠিক করিয়া বসিয়া আছে যে, কিছুই হবে না। ওমা! আমার কি আর ধড়ে প্রাণ আছে? ও মাদুর্গা রক্ষা কর।"

আমার মা বলিলেন ;—

"তা মা-দুর্গা রক্ষা করিবেন বৈ কি? উপেনের মত ছেলে কোথায়? তোমাদের পুণ্যির সংসার তোমরা কারু অনিষ্ট ত কর না? তোমাদের ভয় কি? ভয় নাই।"

উপেন কিছু উৎসাহিত হইয়া বলিল ;—

"আর [illegible] মারিতাম, তা' [illegible] আগে সব কথাগুলি শোনই, পরে [illegible] [illegible]মাদের কাহারও করিও। আমি তাহাকে যাই কিল মারিলাম, [illegible] ছাড়িয়া দিল। সে তখন আমাকে মারিবার চেষ্টা [illegible] বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ। আর সব ছেলেরা আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। [illegible] আসিয়া আমাকে ধরিল, সে আমাকে থানায় [illegible] সেখানে থাকিলে,

সেই শালার বেটার শালার প্যাটের উপর এট্টা নাথি মারিয়া, তারে একেবারে পদ্মানদীর মধ্যি ফেলে দিতাম। কি? মেয়েলোকের গায় হাততোলা? মা বুন কার নাই?”

ইহা বলিতে বলিতে চন্দ্রকুমার যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে সজোরে একটা পদাঘাত করিল।

চন্দ্রকুমারের বীরত্বাভিনয়ের ফল ফলিল। সেই গৃহিণীমহলে তখন উপেনের প্রশংসাসূচক অস্ফুটধ্বনি শুনা গেল। তখন বড়গিন্নী সেই সভাভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন ;—

“আচ্ছা—যা' ক'রেছিস্, ভাল ক'রেছিস্। আমি ত আগেই বলিয়াছিলাম, উপেন কি আমার তেমন নির্ব্বোধ ছেলে। যা—এখন বেলা হয়েছে, শীগ্গির ক'রে তেল মেখে ডুব দিয়ে আয়। আমি এখনই মহেন্দ্রকে আনার জন্য ফরিদপুরে লোক পাঠাব। সে আসিলে ইহার পরামর্শ করা যাবে। তোরা ফরিদপুরে তার সঙ্গে দেখা করিস্ নাই কেন?”

উপেন বাস্তবিকই গালি খাওয়ার ভয়ে তাহার দাদার বাসায় যায় নাই। এখন বলিল ;—

“আমরা কি আর দেরি করিতে পারি? তোমরা যে কত ব্যস্ত হইয়াছিলে?”

বড়গৃহিণী আনন্দিত হইয়া বলিলেন ;—

“ঠিক কথা। ভাল করিয়াছিস্। আমার উপেন কি নির্ব্বোধ ছেলে? দেখ দেখি, তার বিবেচনা কত! তবে আয়—আর দেরি করিস্ না— ডুব দিয়া আয়। জ্ঞানা কোথায় গেল?”

জ্ঞান উপেনের বীরত্বের প্রশংসা করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে বাড়ীর ভিতরে এ সংবাদ প্রচার করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত হইল দেখিয়া, সে চোরের মত এক কোণে দাঁড়াইয়াছিল। সে এখন অগ্রসর হইল,

এবং তেল মাখিয়া উপেনের সহিত স্নান করিতে গেল। আর সকলে নিজ নিজ কাজে প্রস্থান করিলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### বোর্ডিংয়ের শিক্ষা।

উপেন স্নান করিয়া আসিয়া ভোজনে বসিল। মেজ-বৌ শরৎশশী ভাত পরিবেষণ করিয়া বলিলেন;—

"ঠাকুরপো, তুমি এত রোগা হ'য়েছ কেন? কোন অসুখ হইয়াছিল না কি?"

উপেন ভাত মুখে দিয়া বলিল;—

"না, কোন অসুখ হয় নাই। তবে মেসের খাওয়া, তার পর অতিরিক্ত পরিশ্রম।"

"সেই আষাঢ়মাসে বাড়ী থেকে গিয়াছ, এর মধ্যে একখানা চিঠিও লিখিতে নাই?"

"চিঠি লিখিলে আপনারা উত্তর দেন কই?"

"হাঁ, তা' ঠিক, আমরা মূর্খ মানুষ—কিন্তু তাই বলিয়া কি তুমি আমাদিগকে ঘৃণা করিবে?"

"না, ঘৃণা করিব কেন? তবে কথাটা কি, বৌ ঠাকরুণ! বোবার কাছে কথা বলিয়া সুখ কি?"

ইহা বলিয়া উপেন এক ঢোক জল গিলিল।

"বোবা না কি? আচ্ছা, বোবা বুঝি তোমার কাছে মানুষই নয়। বোবার কথা কহিবার শক্তিই যেন না আছে, তাই বলিয়া কি তার আর কিছুই নাই? তার আর সবই আছে—বুদ্ধি বিবেচনা আছে, সুখ দুঃখ আছে, মায়া মমতা আছে——"

"মেজ-বৌ ঠাকরুণ! আমি এতদিন আপনাকে চিনিতে পারি নাই। আপনি যে দ্বিতীয় সেক্সপীয়ার দেখিতেছি। আর আপনাকে টাউনহলে দাঁড় করাইয়া দিলে, আপনি যে খুব বক্তৃতা করিতে পারিবেন, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি আমার নিজের দোষ স্বীকার করিতেছি।"

"তা যদি কর, তবে সেই দোষের জন্য ঐ বাটির ঝোলটুকু সব ঢালিয়া লও, আর মাছ যেন একখানাও বাটিতে না থাকে। আচ্ছা, আমি যেন শাকের পীর হইলাম—কলিকাতায় তোমরা দুধমাছ পাও কেমন?"

"পাই বৈ কি?" তবে সেখানে যাহাকে সকলে খাঁটী দুধ বলে, তাহা দেখিতে একটা সাদা তরল-পদার্থ-বিশেষ, মুখে দিলে ভাতের ফেন। মাছের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, একবাটি ঝোল ও তরকারির মধ্যে তিনি কোথায় লুকাইয়া থাকেন, গামছা পরিয়া সেই বাটির মধ্যে নামিলে, তবে তাঁহাকে খুজিয়া পাওয়া যায়।"

"তবে ত বেশ দেখি। এই জন্য তোমার শরীর এত রোগা হইয়াছে; তরি-তরকারি বুঝি খুব পাও?"

"হাঁ—তা' বেশ পাওয়া যায়। তরকারিটা যথেষ্ট পাওয়া যায় বলিয়াই সে দেশের লোক বাঁচিয়া আছে। কিন্তু কলিকাতার পটোল কেমন শুনিবেন?"

"পটোল ত পটোল হবে, সে আবার কি রকম? তোমার যত সৃষ্টিছাড়া কথা।"

"না—কলিকাতার পটোল, পটোল নয়—ঝিঙ্গে। যেমন মেকলে বলিয়াছেন—"In Valencia earth is water." *

"তোমার ওসব ইংরেজি বুলি রাখিয়া দাও। আমরা পাড়াগেঁয়ে মুর্খ মানুষ—আমাদের কাছে ওসব কেন?"

* ভেলেন্‌সিয়াতে মাটী যেন জল।

"সেই জন্যই ত আপনাদের সঙ্গে কথা কহিয়া কোন সুখ নাই।"

ইহা বলিয়া, উপেন কি মনে করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল।

"আচ্ছা, আ'জকার মাছের ঝোল কেমন হইয়াছে বল দেখি?"

"কেন—ইহাতে কোন কারিগরি আছে না কি? আমি কলিকাতার মেসের বামন ঠাকুরের রান্না খাইতে অভ্যাস করিয়াছি, এখন আমার মুখে এক আটি ঘাসও ভাল লাগিবে। কে রাঁধিয়াছেন, বলুন ত?"

"কে রাঁধিয়াছে, তুমিই বল না।"

"হাঁ বুঝিয়াছি। এই কয় মাসে সেই তুধ-জ্বাল দেওয়া হইতে সুরু করিয়া, এই মাছের ঝোল রাঁধা পর্য্যন্ত উন্নতি হইয়াছে। এতটা উন্নতির জন্য নিশ্চয়ই মেডেল পাওয়া উচিত।"

"তা তুমি কত মেডেলই দিয়া থাক। একটা মুক্তার নোলক আনিতে বলিয়াছিলাম, তাহা আনিয়াছ ত?"

"মণি মুক্তা হীরা এ সব বড় লোকের ঘরেই শোভা পায়। আর নোলক পরার বয়সটা ক্রমে উঠিতেছে না নামিতেছে?"

"ও কি কর? তুধ একটুও রাখিতে পারিবে না, সবটুকু খেতে হবে। আমার মাথা খাও—একটুও ফেলিও না।"

"আচ্ছা—আপনার মাথা আর এই বাটির তুধ, ইহার মধ্যে এই তুধটাকেই আমি বেশী উপাদেয় জিনিষ বলিয়া মনে করি। তাই এক চুমুকে ইহা খাইয়া ফেলিতেছি।"

ইহা বলিয়া উপেন ভোজন শেষ করিয়া উঠিল।

সেদিন রাত্রি ১০টার সময় উপেন আহারান্তে শয়নঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল; কিন্তু ঘুম আর আসে না। কতক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া, সে একখানা বই পড়া আরম্ভ করিল। তাহাও ভাল লাগিল না। এখন উপায় কি? আসে না কেন? প্রায় আধঘণ্টা

পরে সে মলের শব্দ শুনিতে পাইল, এবং হঠাৎ প্রদীপটা নিবিয়া গেল। বনলতা বিছনায় উঠিবামাত্র উপেন তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এই যে কাজটা এখন হইবে ইহা আদৌ ভাল নয়—গ্রন্থকর্ত্তার পক্ষেও ভাল নয়, আবার পাঠকপাঠিকাগণের পক্ষেও ভাল নয়। * আড়িপাতাটা নিতান্ত গর্হিত কাজ, ইহা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে ডিটেকটিভ্ পুলিসের মত উপন্যাস-লেখকের কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, যাহার বলে তাঁহার অগম্য-স্থান নাই। কাজেই আমার কোন দোষ নাই, যত দোষ আপনাদের।

উপেন বলিল ;—

"দীপটা নিবাইলে কেন ?

বনলতা অস্ফুটস্বরে বলিল ;—

"যদি বাহির হইতে কেহ দেখেন ?"

"দেখিলেনই বা ? আমরা কি অন্যায় কাজ করিতেছি ?"

"আমার লজ্জা করে।"

"সেই জন্যই বুঝি এত দেরী করিয়া আসিলে ?"

"হাঁ—আর সকলে তাঁহাদের ঘরে গেলেন, আমিও আসিলাম। পান খাবে ?"

"দাও —অনেক দিন তোমার হাতের সাজা পান খাই নাই।"

বনলতা আঁচল হইতে একটা পানের খিলি খুলিয়া উপেনের হাতে দিল। উপেন পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল ;—

"আচ্ছা, তোমার গলার হার কোথায় ? গলা খালি কেন ?"

"আমি পরি না।"

---

* গ্রন্থকার এ জীবনে একবারমাত্র এ কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন, এবং তাহাতে ধরা পড়িয়া বিলক্ষণ জব্দ হইয়াছিলেন। সেই অবধি নাকে খত দিয়াছিলেন, একাজ আর কখনও করিবেন না। কিন্তু আপনাদের খাতিরে এখন না করিয়া উপায় কি ?

"কেন পর না?"

"আমার ইচ্ছা।"

"কেন ইচ্ছা?"

"বড় দিদি ত পরেন না?"

"তাঁহার হার নাই।"

"মেজ দিদি ত পরেন না?"

"তিনি যে বিধবা—তা'ও তুমি জান না?"

"তুমি ত পর না?"

"ইঃ—বেশ ত! আমি বুঝি হার পরিব?"

"তবে তোমরা কেহ পর না, আমি একলা কেন পরিব? আমার হার পরিতে লজ্জা করে। আমরা একবাড়ীতে তিনটী বৌ; আর দুইজন কোন গহনা পরেন না, আমি একলা পরিতে পারিব না।"

উপেন সেই অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকার কথা শুনিয়া, অবাক্ হইল। সে সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিল।

কতক্ষণ পরে বনলতা বলিল;—

"তুমি একজন সাহেবকে মারিয়াছিলে কেন? তোমাকে না কি পুলিসে ধরিয়া নিয়া গিয়াছিল? ওমা! সে কথা শুনিয়া আমার কত কান্না পাইয়াছিল।"

ইহা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। উপেন বলিল;—

"যে জন্য মারিয়াছিলাম, তাহা ত শুনিয়াছ। সে গাড়ীর মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়াছিল।"

"সে স্ত্রীলোক ত তোমার কেউ নয়?"

"না হইলই বা?"

"তবে তা'র জন্য তুমি সাহেবকে মারিলে কেন?"

"নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করা যে কত মহৎ কাজ, তাহা তুমি এখন বুঝিবে না। কিছু লেখাপড়া শেখ, তবে বুঝিবে।

ইহা বলিয়া উপেন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বনলতা তাহা টের পাইয়া বলিল ;—

"তুমি অমন করিয়া নিশ্বাস ছাড়িলে কেন ?"

"না—ও কিছু না।"

"হাঁ—বল না।"

"কি বলিব ?"

"তুমি অমন জোরে নিশ্বাস ছাড়িলে কেন, তাই বল।"

"ও কিছু নয়।"

"তোমার মনে কি কষ্ট হইয়াছে, তুমি তাহা বলিবে না ? কেন বলিবে না ?"

"কি বলিব ? বলিবার কিছু নাই।"

"তবে আমিও আর কিছু বলিব না—এই আমি ফিরিয়া শুইলাম।"

"আচ্ছা, বলিতেছি, শুন।"

বনলতা মুখ ফিরাইয়া বলিল ;—

"তবে বল।"

"কি বলিব ?"

"হাঁ—আবার! তবে যাও চ'লে—আমি কথা কহিব না। আমি ঘুমাই।"

ইহা বলিয়া সে চক্ষু বুজিয়া রহিল।

উপেন বলিল ;—

"তোমার বই কতদূর পড়িয়াছ ?"

বনলতা নিরুত্তর।

"তবে কথা কহিবে না? আচ্ছা, না কহিলে। আমিও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না।"

বনলতা মুখ খুলিয়া বলিল;—

"তবে আমিও তোমার সঙ্গে আর কথা কহিব না।"

"ঐ যে কথা কহিলে?"

ইহাতে দুইজনেই হাসিয়া উঠিল। উপেন বলিল;—

"তোমার সে বই সারা হইয়াছে?"

"না—আমি পড়ি না।"

"কেন পড় না?"

"আমার ইচ্ছা।"

"কেন, না পড়ার ইচ্ছা?"

"পড়িয়া কি হবে? তোমার পড়াতেই আমার কাজ চলিবে।"

"লেখাপড়া শিখিলে জ্ঞান হয়, বুদ্ধি হয়।"

"আমার জ্ঞানবুদ্ধির কোন দরকার নাই—তোমার জ্ঞান-বুদ্ধিতেই আমার চলিবে।"

উপেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল;—

"লেখাপড়া না শিখিলে, তুমি আমার মনের ভাব সব বুঝিতে পারিবে না।"

"তোমার মনের ভাব সবটুকু বুঝিয়া আমার দরকার কি?"

"তবে চিরদিনই মূর্খ হইয়া থাক। এখন বুঝিতেছ না—পরে এজন্য অনুতাপ করিতে হইবে।"

"অনুতাপ কি?"

"ঐ ত—লেখাপড়া না জানিলে আমার কথা বুঝিবে কিরূপে?"

"তুমি বুঝাইয়া দিলেই বুঝিব।"

"আমি বুঝি তোমার সঙ্গে সঙ্গে অভিধান হইয়া থাকিব?"

"অভিধান মানে কি ?"

"না—আমি আর এ রকম পারিব না। তুমি লেখাপড়া শিখিবে না, তোমার সঙ্গে কথা কহাও আমার ঘটিয়া উঠিবে না।"

"তবে কথা কহিও না।"

ইহা বলিয়া বনলতা মুখ ফিরাইয়া শুইল। উপেনও বিরক্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। ক্রমে তাহারা দুই জনেই ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রায় রাত্রি একটার সময় বনলতা হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া বিছানায় বসিল। উপেনও জাগিয়া উঠিয়া বলিল ;—

"কি, উঠিলে যে ?"

"আমি রান্নাঘরে যাব।"

"কেন ?"

"বাড়ীতে অতিথি আসিয়াছেন। বড় দিদি রান্নাঘরে আসিয়াছেন, এখন আবার ভাত রাঁধিতে হবে। আমি যাই।"

"কেন, তিনিই ত রাঁধিবেন! তুমি গিয়া কি করিবে ?"

"তিনি সারাদিন খাটিয়াছেন। এখন তিনি বুঝি আবার কষ্ট করিয়া রাঁধিবেন, আর আমি শুইয়া থাকিব ? আমি যাই।"

ইহা বলিয়া বনলতা রন্ধনশালায় প্রস্থান করিল। উপেন মনে মনে ভাবিল, "এইটুকু বুঝি এই বোর্ডিংয়ের শিক্ষা।" ইহা ভাবিয়া সে খুব আহ্লাদিত হইল।

বনলতাকে রন্ধনশালায় আসিতে দেখিয়া বড়বৌ বলিলেন ;—

"ওমা, তুই আবার এলি কেন ? আমি ডালভাত তুলিয়া দিয়াছি, যা—তুই শো গিয়া।"

বন। না দিদি, তুমি যাও, আমি এখন রাঁধি। তুমি আ'জ বড় খাটিয়াছ।

বড় বৌ তাহা কিছুতেই শুনিলেন না, তিনি নিজেই রাঁধিতে লাগি-

লেন। বনলতা অগত্যা তরকারি কুটিতে বসিল। এই সময়ে বড়গিন্নী আসিয়া বলিলেন ;—

"ওমা! এই যে আমার লক্ষ্মী উঠে এসেছে। তুমি যাও, শোও গিয়ে, ছেলে মানুষ—রাত্রি জাগিলে তোমার অসুখ করিবে। আমি এখানে আছি।" ইহা বলিয়া তিনি বনলতাকে আবার তাহার শয়নগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া উপেন বলিল ;—

"কি ভলান্টিয়ার? ফিরিয়া আসিলে যে?"

"যাও, আমি তোমার কথা বুঝি না। আমার সঙ্গে ওসব থিটিমিটি কথা বলিও না।"

ইহা বলিয়া বনলতা আবার শুইয়া ঘুমাইল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### শুষ্ক নদীতে বন্যা।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিল। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজা যথা-যোগ্য সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। কিন্তু এবারকার পূজায় কাহারও তেমন আনন্দ নাই। সেই মোকর্দ্দমার কালো ছায়াপাতে সকলের মনই বিষণ্ণ। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া ফিরিয়া আসিয়া, উপেন এক-খানি চিঠি পাইল। তাহা এই,—

কলিকাতা,
২৮শে আশ্বিন।

সবিনয় নিবেদন,

"অতীব আহ্লাদের সহিত দাদার আদেশে আপনাকে আজ এই চিঠি লিখিতেছি, আমরা খবরের কাগজে দেখিলাম, আপনি যেদিন রাত্রির গাড়ীতে এখান হইতে রওনা হন, তাহার পরদিন সকালে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত নামক একটী ছাত্রের সহিত একজন ইয়ুরেসিয়ান টিকেট্‌কলেক্‌টরের ঘুসাঘুসি হইয়াছে। সে লোকটা নাকি

একজন অসহায়া মহিলার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই ছাত্রটী তাহাকে প্রহার করিয়া উক্ত মহিলাটিকে উদ্ধার করেন। দাদা এই সংবাদটী পড়িয়াই বলিলেন—"এ আর কেউ না, আমাদের মাষ্টার উপেনবাবু।" ইহা বলিয়া তিনি আনন্দে পুলকিত হইয়া আমাকে আপনার নিকট চিঠি লিখিতে বলিলেন। আমারও মনে বলিতেছে যে, এ নিশ্চয়ই আপনি। আমাদের অনুমান যদি সত্য হয়—এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ইহা যেন সত্য হয়—তবে আপনি বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আপনি সত্বর পত্রের উত্তর দিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবেন। আর দাদা বলিয়াছেন, এইজন্য মোকদ্দমা করিতে আপনার যত টাকা ব্যয় হইবে, তিনি নিজেই তাহা দিবেন। আশা করি, আপনারা কুশলে আছেন। ইতি—

শ্রীচারুলতা মিত্র।"

উপেন এতদিন যাহা চাহিয়াছিল, তাহাই পাইল। সেই ঘটনার পর বাড়ী আসিয়া এ পর্য্যন্ত সে কাহারও মুখে একটী উৎসাহজনক কথা শুনিতে পায় নাই। বরং তাহার এই দুঃসাহসের কার্য্য দ্বারা সে সকলকে বিপন্ন করিয়াছে, বারংবার সকলের মুখে সে এইরূপ কঠোর সমালোচনা শুনিয়াছে। এমন কি, তাহার দাদা মহেন্দ্রও এ সংবাদ শুনিয়া দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি নিতান্ত নিরীহ ভালমানুষ, কোন গোলমালের মধ্যে সহসা যাইতে চান না, আর মামলা মোকদ্দমাকে বড় ভয় করেন। তাই অযাচিতভাবে এই বিপদ্ ঘাড়েকরাটা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য মনে করিয়া, উপেনকে মৃদু ভর্ৎসনাও করিয়াছেন। তারপর উপেনের স্ত্রীর সঙ্গে তাহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহারও সেই একই ভাব—"কেন তুমি ইচ্ছা করিয়া এ বিপদ্ ঘাড়ে করিলে?" যেখানে স্নেহের বাহুল্য, সেইখানেই অত্যধিক বিপদের আশঙ্কা। এই জন্যই বুঝি, আদর্শপতিপ্রাণা সাধ্বী জানকীদেবী, সুতীক্ষ্মমুনির আশ্রম হইতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে যাইতে, পথে মুনিগণের আদেশে রাক্ষস-বধসমুদ্যত রামচন্দ্রকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আত্মীয়-স্বজনের সহানুভূতির অভাবে, উপেন ব্যাকুলচিত্তে কেবলই ভাবিত,—

"আমাকে ইহারা কেহ চিনিতে পারিল না।" ইহা ভাবিতে ভাবিতে সে মরমে মরিয়া গিয়াছিল। নিদাঘে শুষ্কগর্ভা গিরিনদীর ন্যায় তাহার হৃদয় বলশূন্য ও উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চারুর চিঠি পাইয়া সেই শুষ্কগর্ভা নদীতে আবার বান ডাকিল। উপেনের হৃদয় উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেমের উচ্ছ্বাসে আবার ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সেই বন্যার প্রবাহে, তাহার হৃদয়ে বনলতার প্রতি যে স্নেহের নবাঙ্কুর উদ্‌গত হইয়াছিল, তাহা একেবারে ডুবিয়া গেল।

কোন একটী নূতন খেলানা পাইলে, শিশু যেমন আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া, তাহা সকলকে না দেখাইয়া থাকিতে পারে না, উপেনও এই চিঠিখানা আর একজনকে না দেখাইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দ সে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। তাই, তাড়াতাড়ি তাহার মেজবৌ-ঠাকুরাণীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া আনিয়া, সেই পত্র তাহার হাতে দিয়া বলিল ;—

"মেজ-বৌ ঠাকরুণ্! আপনারা ত আমার দোষ ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। এই দেখুন, সংসারে এমন লোকও দুই একটী আছেন, যাঁহারা আপনারা যে কাজের জন্য আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন, সেইজন্য আমায় কত প্রশংসা করিয়াছেন।"

শরৎশশী, প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই পত্র পড়িয়া শেষ করিলেন এবং তাহা উপেনের হাতে দিয়া, তাহার মুখের পানে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন ;—

"ঠাকুর পো! এ কার চিঠি ?"

উপেন সেই চিঠিখানি পকেটে রাখিয়া বলিল ;—

"কার চিঠি শুনিবেন ? আমি যে পরেশবাবুর ছেলেদের পড়াই, ইনি তাঁর ভগিনী। ইঁহাকেও আমার পড়াইতে হয়।"

"মেয়েটী কত বড় ?"

"বয়স বছর ষোল সতের হবে।"

"ওমা! সতের বছরের বুড়া মাগী তোমার কাছে পড়ে, আর এ রকম চিঠি লেখে? তার লজ্জা সরম নাই?"

ইহা বলিয়া শরৎশশী কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

উপেন একটু উষ্ণ হইয়া বলিল,—"এ কি রকম কথা, বৌ-ঠাকরুণ্? সে ভদ্রলোকের মেয়ে, তাকে এ রকম বলা ভারি অন্যায়। তারা যে ব্রাহ্ম—তাদের সমাজে ইহাতে মেয়েদের কোন দোষ হয় না।"

"বুঝেছি ঠাকুরপো—আর ব'ল্‌তে হবে না। তার নিন্দা তোমার কাণে মোটেই ভাল লাগিবে না। আচ্ছা, সে মেয়েটির এতদিন বিয়ে হয় নাই কেন?"

"ঐ ত বলিলাম, তারা ব্রাহ্ম—তারা আমাদের মতন পেট থেকে পড়ামাত্রই মেয়েদের বিয়ে দেয় না। লেখাপড়া শিখিয়ে উপযুক্ত করিয়ে বেশী বয়সে বিয়ে দেয়।"

"আচ্ছা, সে দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন? সুন্দর না কালো?"

উপেন কিছু লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়া বলিল;—

"আপনার যে কথা! সে আমার কাছে পড়ে, আমি বুঝি বো'সে বো'সে তার রূপের ধ্যান করি?"

"ও হো! আমি ভুলিয়াছিলাম। তার সঙ্গে যে তোমার গুরুশিষ্যি সম্বন্ধ।"

"সম্বন্ধ আবার কি? আমার সঙ্গে তাদের কেবল পয়সাকড়ির সম্বন্ধ। আমি মাসে মাসে দশটী করিয়া টাকা পাই, তাই তাদের বাটীতে গিয়া পড়াই। টাকা না পাইলে, আমিও তাদের বাড়ীতে যাব না, তারাও আমার কাছে আসিবে না।"

এই কথা বলিতে বলিতে উপেন একটা ঢোক গিলিল। কথাটা তাহার অন্তরের সহিত বলা হইল না, ইহা সে বুঝিতে পারিল; সেই

সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমতী শরৎশশীরও তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি বলিলেন ;—

"বেশ ত—দেখিতেছি, ইঁহারা খুব ভদ্রলোক। তোমার এই মোকদ্দমার কথা শুনিয়া তোমাকে সাহায্য করিতে চাহিতেছেন।"

উপেন এবার মনের মত কথা পাইয়া খুব স্ফূর্ত্তির সহিত বলিল ;—

"কেবল কি তাই? ইঁহাদের উৎসাহবাক্যে আমার শরীরে প্রাণ আসিয়াছে। বাড়ী আসা অবধি আমি আপনাদের নিকট তিরস্কার ভিন্ন আর কিছুই পাই নাই। আমি যেন চোরের গরু চুরি করিয়াছি! কিন্তু পরেশ বাবু একজন সুশিক্ষিত, উদার-প্রকৃতি লোক, তাঁহার ভগিনীও সুশিক্ষা পাইয়াছেন। এই দেখুন, তাঁহারা আমাকে কি বলিয়াছেন—(চিঠি খুলিয়া পাঠ) "আপনি বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।" শুধু এই একটী কথাতেই আমি নবজীবন লাভ করিয়াছি। মোকদ্দমার জন্য ভাবনা কি? যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহাই হইবে।

শরৎশশী মুখ ভার করিয়া বলিলেন ;—

"অদৃষ্টে যাহা থাকে, তা'ত অবশ্যই হবে। কিন্তু আমাদের ত ঐ খানেই ভাবনা। তোমার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক নাই, তারা দূরে দাঁড়াইয়া যেমন তামাসা দেখিতে ও বাহবা দিতে পারে, আমরা তোমার আত্মীয় স্বজন, আমরা ত তা' পারি না। তোমার উপর আমাদের স্নেহমমতা আছে বলিয়া, আগেই আমাদের মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা উঠে।"

"কিন্তু, মেজ-বৌ ঠাকরুণ, আপনারা আমার মনের ভাব জানেন না। আমি এরূপ কাজের জন্য জেলে যাওয়াও গৌরবের বিষয় মনে করি। আপনাদেরও তাহাতে গৌরব প্রকাশ করা উচিত।"

"বালাই! তুমি জেলে যাবে কেন? মা দুর্গা অবশ্যই তোমাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন! ঠাকুর বলিয়াছেন, এ মোকদ্দমার

কিছুই হবে না। তবে মনের উদ্বেগ, পয়সা কড়ি খরচ, দৌড়াদৌড়ি এ সব ত আছে। রাত্রি অনেক হইল—চল তোমাকে ভাত দিই।”

শরৎশশী উপেনের জন্য ঠাঁই করিয়া ভাত বাড়িয়া দিলেন। উপেন খুব তাড়াতাড়ি কোন প্রকারে ভাত গুলি নাকে মুখে গুঁজিয়া, সেই রাত্রেই চারুলতার নিকট পত্র লিখিতে বসিল। সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এইরূপ লিখিলঃ—

“সবিনয় নিবেদন,

“আজ শুভবিজয়ার দিন আপনার শুভইচ্ছাপূর্ণ পত্র পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা লিখিয়া জানাইতে অক্ষম। আপনারা যথার্থ ই অনুমান করিয়াছেন। আমারই সঙ্গে সেই দুর্ব্বিনীত টিকেট্ কালেকটরের “ঘুসাঘুসি” হইয়াছিল। তবে “ঘুসি” আর হয় নাই, কেবল “ঘুসা” হইয়াছিল, অর্থাৎ আমিই প্রথমে তাহাকে এক কিল মারি, সে আমার কিছুই করিতে পারে নাই। আমার বন্ধুগণ তাহাকে মারিতে দেন নাই। সে বিফল-মনোরথ হইয়া আমাদের নামে দুইটী মিথ্যা মোকদ্দমা স্থাপন করিয়া আমাদিগকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে। যাহা হউক, এরূপ বিপদকে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না। আপনাদের শুভইচ্ছায় আমি এরূপ কাজের জন্য জেলে যাইতেও প্রস্তুত। এই সম্পর্কে আপনার দাদার ও আপনার মহানুভবতার পরিচয় পাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমার আত্মীয় স্বজনেরা আমার এই কার্য্যে যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছেন। এখানকার cold temperatureএ আমার মনের উৎসাহ freezing point পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আপনাদের উৎসাহপূর্ণ বাক্যে তাহা আবার boiling point পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আপনার দাদা আমাকে মোকর্দ্দমার জন্য অর্থ সাহায্য করিতে চাহিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। যদি দরকার হয়, তবে অবশ্যই তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, দরকার হইবে না। যথা সময়ে মোকর্দ্দমার ফলাফল লিখিয়া জানাইব। যত দিন এখানে থাকি, মধ্যে মধ্যে আপনার এক একখানি উৎসাহপূর্ণ পত্র পাইলে আমি বিশেষ উপকৃত হইব। আমরা সকলে ভাল আছি। আপনাদের কুশল প্রার্থনা করি। অমল ও বিমলকে আমার ভালবাসা দিবেন। ইতি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।”

রাত্রি প্রায় বারটার সময় উপেন পত্র লেখা শেষ করিয়া শয়ন করিতে গেল। তাহার শয়নগৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে, তাই বনলতা আজ আগে আসিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। অনেক

[illegible] ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উপেনের জন্ত যে পানের খিলিটী আনিয়াছিল, তাহা তাহার করমুষ্টিতে রহিয়াছে। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল ক্ষীণপ্রদীপের আলোকে স্নিগ্ধ বালার্করশ্মি-রঞ্জিত বিকচকমলের শোভা ধারণ করিয়াছে। সেই সুন্দর স্নিগ্ধ সরলতার ছবি মুখ খানি—সেই অকপট প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের স্বচ্ছমুকুর মুখখানি—দেখিয়া উপেন ক্ষণকালের জন্ত স্তম্ভিত হইল। সেই নির্ম্মল সরল স্বচ্ছমুকুরে যেন সে ক্ষণকালের জন্য তাহার নিজের কপটতাপূর্ণ হৃদয়ের কালিমারেখা প্রতিফলিত দেখিল। তাই ক্ষণকালের জন্য তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি সচেতন হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার ঐ পরপ্রেম-কলুষিত হৃদয় লইয়া কোথায় যাইতেছ? এই সুকুমার সরল স্নিগ্ধ লতিকাটীকে তোমার ছুঁইবার অধিকার নাই।"

কিন্তু সেই সঙ্কোচ ক্ষণকালের জন্য। পরক্ষণেই তাহা অন্তর্হিত হইল। সে দিন তাহার হৃদয় এক অভিনব আনন্দোচ্ছ্বাসে ভরা ছিল। সুরাপানোন্মত্ত ব্যক্তি যেমন তাহার হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া তাহা অন্যের সাহায্যে ব্যক্ত করিয়া উপশম বোধ করে, উপেনও তাহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অন্য আর একটী হৃদয়ে ঢালিয়া দিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছিল। তাই আজ হঠাৎ বনলতার প্রতি তাহার প্রেমের উচ্ছ্বাস যেন বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু বনলতা ইহার কোন কারণ বুঝিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে আরও কয়েক দিন অতীত হইল। পূজার ছুটীর পর ফৌজদারি কাছারি খুলিল। উপেন ফরিদপুর গিয়া শ্যামাকান্ত বাবু উকীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। তিনি বলিলেন, সে মোকদ্দমার আর কিছু হইবে না। তিনি ঘটনার পর দিনই বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া "Statesman" কাগজে পাঠাইয়াছিলেন। "Statesman" কাগজে উহা প্রকাশিত হওয়ার পর রেলওয়ে ট্রাফিক্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,

(Traffic Superintendent) ইহার তদন্ত করিবার জন্য তাঁহার সহকারীকে গোয়ালন্দ প্রেরণ করেন। তিনি স্থানীয় তদন্তে ঘটনার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া সেই টিকেট্‌কালেক্‌টরেরই দোষ সাব্যস্ত করেন, এবং পুলিসের মোকর্দ্দমা রেলওয়ে পক্ষ হইতে চালান হইবে না বলিয়া মহকুমার হাকিমের নিকট চিঠি লেখেন। হাকিম তদনুসারে পুলিসকে C Form (সি ফর্ম্মে) শেষ রিপোর্ট দিতে আদেশ করেন। সে রিপোর্ট মতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে। ট্রাফিক্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ সেই টিকেট্‌কালেক্‌টরকে দোষী স্থির করিয়া ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন।

উপেন এই সংবাদে যারপর নাই পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ চারুলতার নিকট চিঠি লিখিল এবং বাড়ী আসিয়া সকলকে এই শুভ সংবাদ জানাইল। এত দিনে সকলের মনে যে কালমেঘখানি আঁধার করিয়াছিল তাহা কাটিয়া গেল। বড় গিন্নী বলিলেন—"মা দুর্গা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। উপেন, তোর আর কোন ভয় নাই।" মহেন্দ্র বলিলেন—"এ মোকর্দ্দমায় যে কিছু হবে না তাহা আমি আগেই বুঝিয়াছিলাম।" অথচ তিনিই কিন্তু আবার বেশী ভয়বিহ্বল হইয়া উপেনকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। বড়গিন্নীর পরামর্শে মহেন্দ্র একদিন ৺সত্যনারায়ণের পূজা দিলেন।

উপেন যথা সময়ে চারুর উত্তর পাইল। চারু খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছে। সেই পত্রের শেষে লেখা ছিল—"আপনি এই নবগৌরব-রশ্মি-মণ্ডিত-মস্তকে আমাদিগকে শীঘ্র একবার দর্শন দান করুন। এবার আপনাকে দেখিলে যে কত আনন্দ হইবে, তাহা বলিতে পারি না।"

উপেন এই পত্রের উত্তর লিখিল— "আপনার প্রীতিপূর্ণ উৎসাহ-বাণী কোন স্বর্গীয় দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় ঘোর দুর্দ্দিনে আমার মৃতপ্রায় হৃদয়ে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিল। এখন আপনাকে একবার দেখিবার জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। ছুটীর এই কয়টা দিন

কোন রকমে কাটিলেই কলিকাতা যাইব। কিন্তু ইতিমধ্যে আরও দুই একখানা চিঠি লিখিতে ভুলিবেন না।”

এইরূপে ক্রমাগত কয়েকদিন পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে পত্র লেখালেখি চলিল। চারুর পত্র পাওয়ার আশায় উপেন এখন নিজেই ডাকঘরে যায়। পিয়নের পত্র লইয়া আসার বিলম্ব তাহার সহ্য হয় না। এইরূপে পোষ্টাফিস উপেনের নিকট একটী তীর্থস্থানে পরিণত হইল। ক্রমে ছুটী ফুরাইয়া গেল। উপেনের কলিকাতা যাওয়ার জন্য দিন স্থির হইল।

## নবম পরিচ্ছেদ।

### চুরি ধরা পড়িল।

“ওলো নতুনবৌ—ওলো বনলতা—কত ঘুমুচ্চিস্? ঐ দেখ তোর ঘরে চোর ঢুকেছে!”

উপেনের বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বদিন বেলা প্রায় তিনটার সময় শরৎশশী বনলতার ঘরে আসিয়া তাহাকে ডাকিলেন। হেমন্তের রৌদ্র মৃদুতেজঃ হইয়া আসিয়াছে। কতকগুলি সাদা সাদা মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাড়ীর সর্ব্বত্র এক গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। কেবল মধ্যে মধ্যে উঠানে পায়রার বক্‌বকম্ শব্দ ও ঘরের চালে একটা কাকের বিকট কা কা ধ্বনি শুনা যাইতেছে।

বনলতা চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল, ও শরৎশশীর পানে চাহিয়া বলিল—

“কি বলিলে দিদি? কোথায় চুরি হয়েছে?”

শরৎ তাঁহার ঘুমন্ত শিশুটীর গায় হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন,—

"চুরি হইয়াছে তোর ঘরে!"—ইহা বলিয়া বনলতার মুখের দিকে, তাকাইলেন।

বনলতা হাসিয়া বলিল—

"সে কি দিদি? আমার আবার ঘর কোথায়?"

"তুই নিতান্ত বোকা মেয়ে। তুই একথাটা বুঝ্‌লি না?"

বনলতা তাঁহার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। সে কোন্ খানটায় বোকামি করিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না। শরৎ বলিলেন—

"আরে বুঝ্‌লি না? মন-চুরি।"

"কার মন কে চুরি করে দিদি?"

"তোর ঘরে আবার কয়টা মন আছেলো? ঠাকুরপোর মন।"

"তাহা আবার কে চুরি করিবে?"

"কেন—আর কেউ? তুই বুঝি সেই মনটা তোর পেটারার মধ্যে পুরিয়া চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রেখেছিস্ যে আর কেউ তাহা দেখ্‌তে ছুঁতে পাবে না?"

বনলতা এতক্ষণে একটু বুঝিল। বুঝিয়া কৃত্রিমরোষ প্রকাশ করিয়া বলিল—

"ইস্—তোমার যে কথা! পুরুষের মন বুঝি আবার বাক্স সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখা যায়!"

"বন্ধ করিয়া রাখা না গেলে, তাহার চৌকী পাহারা দিতে হয়।"

"ইস্—আমার বড্ড গরজ পড়েছে কি না! যার মন সেই পাহারা দিক্ না গিয়া।"

"তা' কি সকলে পারে? অন্ততঃ আমি দেখিতেছি, তুমি যাঁর কথা বলিতেছ তিনি কিন্তু একটুও পারেন্ না—তিনি বড়ই অসামাল।"

"হো'ক গিয়া—তা'তে আমার কি?"

কেন তোর তা'তে কিছু না ? তুই নিতান্ত খোকা মেয়ে। তোর কোন কালে বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে না।"

এই তিরস্কারে বনলতা আবার শরতের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। শরৎ আবার বলিলেন।—

"তুই ঠাকুরপোর ভাবভঙ্গি দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিস্ না ?

বনলতা চক্ষু নত করিয়া বলিল—

"কই, আমিত এমন কিছু দেখি না।"

"ঠাকুর পো কি তোকে আগের মতন আদর করে ?"

"করে বৈ কি ? বরং সময় সময় বেশী করে।"

"না বুঝি ! আমার ত বোধ হয় না। আগে ঠাকুরপো বাড়ীর ভিতরে আসিলে, তোকে দেখিবার জন্য তার চোখ চারদিকে ঘুরিত, ভাত খাইতে বসিয়া তোর মলের শব্দ শুনিবার জন্য কেমন কান খাড়া করিয়া থাকিত, রাত্রে শোয়ার ঘরে কত আগে গিয়া কেবল এপাশ ওপাশ করিত— এখন ত এসব দেখি না ?"

বনলতা কিছু গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। শরৎ আবার বলিলেন—

"এখন কত রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া বই পড়ে, পরে ডাকাডাকি করিয় শোয়াইতে হয় কেন ? ডাকিলে বলে—আগে শুইতে গিয়া কি হবে ? কথ কহিবার মানুষ পাইনা, কেবল অন্ধকারে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে হয়।'

বনলতা লজ্জিতভাবে বলিল—

"আমাকেও ঐ কথা বলেন। আমি লেখা পড়া জানি না—আমা সঙ্গে কথা কহিয়া কোন সুখ নাই। তাই আমিও চুপ করিয়া থাকি তিনিও চুপ করিয়া থাকেন।"

"আচ্ছা তা'হলে আগে এত কথা কোথা থেকে আসিত ? আ তোরা সারারাত্রি কত ফুস্ ফাস্ করতিস্ ?

বনলতা আবার চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। শরৎ আবার বলিলেন, "আচ্ছা বল্‌ত, ঠাকুরপো এখন নিজে এত ঘন ঘন ডাকঘরে যায় কেন ?"

"বোধ হয় চিঠি আনিতে।"

"কার চিঠি জানিস্‌ ?"

"সেই সব ছেলেদের চিঠি হবে—যারা বিয়ের সময় এসেছিল।"

"না—তা' নয়।"

"তবে কার চিঠি দিদি ?"

ইহা বলিয়া বনলতা বিরস বদনে উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল। শরৎ বলিলেন—

"আমি জানি কার চিঠি—আমি সে চিঠি দেখিয়াছি।"

"বল না কার চিঠি ?"

বনলতার মুখ আরও মলিন হইল—তাহার ঔৎসুক্য আরও বাড়িল। শরৎ বলিলেন—

"সে আমাকে গোপনে দেখাইয়াছে—আমি কি রকমে বলিব ?

"না দিদি—তোমার পায় পড়ি—বল কার চিঠি।"

শরৎশশী বলিলেন—

"পায় পড়িস্‌ কেন ? আমি বলিতেছি। তোকে বলিব বলিয়াই আজ সে কথা তুলিলাম।"

ইহা বলিয়া তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"আমার একটা কথা শোন্‌। আজ তুই—ঠাকুরপোকে বলিস্‌—তুমি কলিকাতায় যে মাষ্টারি কর তাহা ছাড়িয়া দাও।"

"কেন—তা'তে কি হবে ?"

"আচ্ছা বলিস্‌ই না—সে কি উত্তর দেয় দেখি।"

"যদি বলেন যে তাহারা যে টাকা দেয় সে টাকা কে দেবে ?"

"তা' বলিস্—তার উপায় করা যাবে"।

"কেন—তা বলিব কেন তাই আগে বল না?"

"শুন্‌বি—তবে শোন্। ঠাকুর পো যে দুটী ছেলেকে পড়ায় তাদের বাড়ীতে একটী মেয়ে আছে। সে সেই বাবুর ছোটভগ্নী, তার নাম চারুলতা, বয়স বছর ষোল সতের হবে। ঠাকুর পো নাকি তাকেও সময় সময় পড়ায়। তার সঙ্গে ঠাকুরপোর খুব আলাপ হয়েছে। সেই মেয়েটী তাকে পত্র লেখে।"

ইহা বলিয়া শরৎশশী বনলতার মুখের ভাব কেমন হয় দেখিবার জন্ত তাহার মুখখানি মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন।

বনলতা একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল "সে চিঠি লেখে লিখুক তা'তে আমার কি?"

শরৎশশী এই উত্তর শুনিয়া একটু কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

"কি বলিস্—তা'তে তোর কি? ইচ্ছায় তোকে বোকা বলিয় দেখিতে পারে না? তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি কবে হবে লো?"

বনলতা একটু কাতর হইয়া বলিল "কেন তিনি কি তাকে ভাল বাসেন?"

"তা' আমি কি জানি? আমার চোখে যাহা ঠেকিয়াছে তা তোকে বলিলাম। এখন তোর ঘর সামলাইতে হয় তুই সামলা'বি।"

বনলতা কিছু গোলে পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিল। [illegible] একটী নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—

"তিনি তাকে ভাল বাসিবেন কেন? তাকে ত আর বিয়ে করে নাই?"

"হা আমার কপাল! বিয়ে না করিলে বুঝি আর ভালবাসা যায় না আর প্রথমে ভালবাসা জন্মিলে বিয়ে হ'তেই বা কতক্ষণ?"

"তারা না বেহ্ম? তাদের সঙ্গে কি বিয়ে হয়?"

"ঠাকুর পো বুঝি আর বেহ্ম হ'তে পারে না? কিন্তু এক কথা। বিয়ে সহজে হবে না। আমি জ্ঞান-ঠাকুরপোর কাছে শুনিয়াছি বেহ্মদের কি আইন আছে, তা'তে এক বৌ থাকৃতে অন্য বিয়ে করা যায় না। কিন্তু বিয়ে ত পরের কথা, আগে তার মনটা যা'তে বিগড়িয়া না যায় তুই তা'র চেষ্টা কর দেখি।"

বনলতা খুব দুঃখিত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—

"আমি তার কি করিব দিদি? আমার কি গুণ আছে যে আমি তাই দিয়া তাঁকে বশ করিয়া রাখিব। আমার যাহা কপালে আছে তাই হবে।"

ইহা বলিয়া একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিল। শরৎশশীর চোখেও জল আসিল। তিনি নিজে কাঁদ কাঁদ হইয়া বনলতার চক্ষু অঞ্চল দিয়া মুছিয়া দিলেন। এই সময়ে বড়গিন্নী "ওলো মেজবৌ নতুনবৌ! তোরা আয় মহাভারত পড়া শুন্‌বি। জ্ঞানা ঐ ঘরে পড়িতেছে। আজ শকুন্তলার গল্প।"

বনলতা তাঁহার কথা শুনিয়া মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল। শরৎশশী বলিলেন—

"ওর মাথা ধরেছে, ও একটু পরে যাবে।"

সেই দিন রাত্রে উপেন জ্ঞানকে লইয়া কলিকাতা যাওয়ার জন্য জিনিষ পত্র গোছাইয়া বাক্‌সে বন্ধ করিয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় শুইতে গেল। বনলতা আগেই শুইয়াছিল, সে মাথা ধরিয়াছে বলিয়া বড়গিন্নীর পীড়াপীড়ি সত্বেও কিছু খায় নাই। অন্য দিনের ন্যায় আজও উপেনের জন্য গোপনে একটা পানের খিলি সাজিয়া আনিয়া হাতের মধ্যে রাখিয়াছে। অন্য দিনের ন্যায় উপেন তাহার হাতের মুষ্টি খুলিয়া সেই পানটী বাহির করিয়া খাইল এবং তাহাকে জাগাইবার জন্য তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিল।

অন্য দিন এইরূপ কাপড় টানিলে বনলতা চক্ষু বুজিয়া গণ্ডোল কুঞ্চিত করিয়া হাসিত, কিন্তু আজ হাত দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। উপেন তাহার চোখের কাপড় ধরিয়া দেখিল সে কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার চোখে হাত দিয়া দেখিল, দুটী চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে।

আজ উপেনের মন কলিকাতায় যাবে বলিয়া উৎসাহে ও আনন্দে পরিপূর্ণ। সেই স্ফূর্ত্তির জোরে সে আজ বনলতার প্রতি অধিকতর আদর ও সোহাগ দেখাইতে লাগিল। কিন্তু বনলতা কিছুতেই হাসিল না।

উপেন ভাবিল সে বাড়ী হইতে যাবে বলিয়া বনলতা তাহার আসন্ন বিরহে কাঁদিতেছে। তাই সে বনলতাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিতে লাগিল। অবশেষে অনেক সাধ্যসাধনার পর বনলতা কথা কহিল,—কিন্তু তাহার মুখের সেই সুধাহাসি টুকু আর ফুটিল না।

উপেন বলিল—

"আচ্ছা বল দেখি, এবার তোমার জন্যে কি আনিব ?"

বনলতা বলিল—

"কিছু না।"

"কেন কিছু না ?"

"আমার কোন সাধ নাই ?"

"কেন নাই ?"

"হাঁ—একটা সাধ আছে। তুমি আমার কথা শুনিবে ?"

"কি বল না ?"

"আগে বল শুনিবে কি না ?"

"শোনার যোগ্য হইলে শুনিব।"

"আমি কি তোমাকে কোন অন্যায় কাজ করিতে বলিব ? তুমি বল আমার সেই কথাটা শুনিবে—বল ?"

"আচ্ছা শুনিব।"

"তিন সত্যি?"

"তিন সত্যি। এবার বুঝি কৈকেয়ীর মত বর চাহিবার আয়োজন করিতেছ?"

"আমার কথা এই তুমি কলিকাতায় যেখানে রোজ রোজ পড়াইতে যাও সেখানে আর যাইও না।"

বনলতার মুখে এ আবার কি কথা? উপেন ইহা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। ঘরে যদি তখন আলো থাকিত, তবে বনলতা দেখিতে পারিত উপেনের মুখ কেমন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে বলিল "কেন? সে কথা কেন? সেখানে কি?"

"তুমি আমার কথা শুনিবে কিনা তাই বল।"

"কেন, সেখানে পড়াইতে দোষ কি? সেখানে কি বাঘের ভয় আছে নাকি? আর কোন জায়গায় যে চাকুরী মিলে না।"

"তোমার আর পড়াইয়া কাজ নাই।"

"কেন? চলিবে কিসে?"

"তোমাকে কত বেশী পরিশ্রম করিতে হয়। তোমার শরীর দিন দিন রোগা হইয়া গিয়াছে। আমার মাথা খাও—আমার কথা শুনিবে বল।"

"তবে মাসে মাসে যে দশটী করিয়া টাকা পাই, তাহা আসিবে কোথা থেকে? তুমি দেবে নাকি?"

"তোমার সেজন্য ভাবনা নাই। আমার যে গহনাগুলি আছে, তাহা ত আমি এখন পরি না। তুমি এবার সে গুলি নিয়া যাও, তাহা বেচিয়া তোমার পড়ার খরচ চালাইবে।"

কে বলে বনলতার বুদ্ধি নাই? একথা তাহাকে কে শিখাইল? উপেন কতকটা থতমত খাইয়া বলিল—

"না—তাহা আমি কিছুতেই পারিব না। আজ কোথায় আমি তোমাকে নূতন গহনা কিনিয়া দিব, তাহা না করিয়া আমি তোমার গহনাগুলি বেচিয়া আমার পড়ার খরচ চালাইব? আমার দ্বারা কিছুতেই তাহা হইবে না।"

"তা'তে কি? আমি তাহাতে খুব সুখী হব। বল—তুমি তাহা করিবে কি না?"

"না—আমি তাহা প্রাণ থাকিতে পারিব না।"

বনলতা কতকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। উপেন ও চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল—ইহার মুখে আজ এ সব কথা কেন? বনলতা কি তবে চারুর কথা টের পাইয়াছে?

বনলতা এবার মুখ ফুটিয়া বলিল "আচ্ছা, তোমার কাছে ও চিঠি লেখে কে?

এই ত! সর্ব্বনাশ! সব টের পাইয়াছে। উপেনের মুখ আরও বিবর্ণ হইল। সে আসল কথা ঢাকিবার জন্য বলিল—

"কেন—চিঠি ত কত জনেই লেখে। বীরেন লেখে—কুমুদ লেখে—রাখাল লেখে—আরও কত জন লেখে।"

"চারুলতা লেখে না?"

কি সর্ব্বনাশ! বনলতার ত আর কিছুই জানিবার বাকী নাই? উপেন যেন একটা গাছের আগডাল হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। সে বলিল—

"সে কি কথা? তোমাকে ইহা কে বলিল?"

"যেই বলুক না কেন, তুমি ত আর বল নাই? তুমি এখন বল না চারুলতা তোমাকে চিঠি লেখে কি না?"

"ওহো বুঝিয়াছি। এ মেজবৌ ঠাকুরাণীর কাজ। তিনিই বুঝি তোমাকে আজ এসব শিখাইয়াছেন?"

"হ'লোই বা, তা'তে দোষ কি? একি মিথ্যা কথা?"

"এই জন্যই বুঝি তুমি আমাকে সে কাজ ছাড়িতে বলিতেছিলে?"

"হাঁ—সেই জন্যই। তোমার ভালর জন্য। আচ্ছা সে মেয়েটী তোমাকে চিঠি লেখে কেন বল না।"

"চিঠি লেখে তা'তে দোষ কি? আমি তাকে পড়াই। সে এবার আমার খুব সুখ্যাতি করিয়া চিঠি লিখিয়াছে। তোমরা যে জন্য আমার নিন্দা করিয়াছিলে, সে সেই জন্য আমার কত প্রশংসা করেছে, সেই সাহেব মারার কথা লইয়া।"

"আচ্ছা—সে দেখিতে কেমন? খুব সুন্দর বুঝি?

"সে কথা কেন?"

"আচ্ছা বলই না কেমন?"

"সুন্দর বৈকি, তবে তোমার কাছে দাঁড়াইতেও পারে না।"

"ইস্—মিথ্যা কথা!"

"কেন? মিথ্যা হবে কেন?"

"তা' হ'লে তুমি তাকে এত ভালবাস কেন?"

এবার উপেনের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে বলিল—

"কে বলিল আমি তাকে ভালবাসি?"

"তুমি তাকে ভালবাস—নিশ্চয়ই বাস। তুমি আমার কাছে বলিবে না। আচ্ছা না বলিলে—ইস?"

"না—কখনই না। সে মিথ্যা কথা। আমার সঙ্গে তা'দের কেবল টাকা কড়ির সম্বন্ধ। টাকা দেয় পড়াই, টাকা না দিলে পড়াইব না।"

"আচ্ছা তবে তুমি সে কাজ ছাড়িতে চাও না কেন? ঐত তুমি তাকে ভালবাস? ইস্—আমাকে বলিবে না।"

ইহা বলিয়া বনলতা ঠোঁট ফুলাইয়া রহিল। উপেন একথার কি উত্তর দিবে ভাবিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে বলিল—

"শোন বন্ধু! আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসি না। আমার এই কথাই তোমার বিশ্বাস করা উচিত। তুমি আর কাহারও কথা শুনিও না। আমি পরেশ বাবুর বাড়ীতে পড়ান ছাড়িয়া দিতাম, কিন্তু এখন আর দিব না। এখন ছাড়িয়া দিলে তোমরা মনে করিবে, আমি বুঝি সেই মেয়েটার ভয়ে ছাড়িয়া দিলাম। তোমাদের এই ভুল বিশ্বাস যাহাতে না হয়, আমি তাহা অবশ্যই করিব। তুমি এসব কুচিন্তাকে আর মনে স্থানও দিওনা। সে আমাকে যে সব চিঠি লিখিয়াছে তাহার এক খানা মেজবৌ ঠাকুরাণীকে ত' দেখাইয়াছি। আমার মনে কুভাব থাকিলে তাঁহাকে দেখাইতাম না। আর গুলিও আছে, কাল তাঁহাকে দেখাইব। তিনি সব গুলি তোমাকে পড়িয়া শুনাইবেন। তাহা হইলে তুমি সহজে বুঝিতে পারিবে আমার মনে কোন খারাপ ভাব আছে কি না। এখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও।"

এই কথায় বনলতার মনে উপেনের প্রতি বিশ্বাস আবার ফিরিয়া আসিল। সে যথার্থই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িল। উপেন কিন্তু শীঘ্র ঘুমাইতে পারিল না। মিথ্যাকথা—প্রবঞ্চনা—শঠতা, এসব তাহার চরিত্রে কখনও ছিল না। আজ তাহার সূত্রপাত হইল। তাহার এই অধঃপাত চিন্তা করিতে করিতে শীঘ্র তাহার ঘুম আসিল না কতক্ষণ পরে তাহার নিদ্রা আসিল—কিন্তু সে শান্তিদায়িনী নিদ্রা নহে, কষ্টদায়িনী তন্দ্রা। সে স্বপ্ন দেখিল চারুলতা হাসিতে হাসিতে তাহার নিকটে আসিয়া, তাহার গলায় এক ছড়া নক্ষত্রখচিত মালা পরাইয়া দিয়া বলিল—"আপনি বাঙ্গালীকুলের গৌরব—আপনি ধন্য!"

## দশম পরিচ্ছেদ।

### প্রেমের তিন মূর্ত্তি।

উপেন কলিকাতায় আসিয়া আবার তাহার বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইল। সে এতদিন তাহার মানসিক পরিবর্ত্তনের কথা তাহাদের কাহাকেও বলে নাই। এবার তাহার মন স্ফূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ, তাই বীরেনকে ছাদের উপর ডাকিয়া লইয়া সে চারুলতার সেই পত্রগুলি না দেখাইয়া থাকিতে পারিল না।

বীরেন সেই চিঠি কয়েকখানা মনোযোগের সহিত পাঠ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে উপেনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে বলিল—

"এখন কেমন? আমি না আগেই তোকে বলিয়াছিলাম "Don't fall in love with her? তাহার প্রেমে পড়িও না,—জ্বলন্ত আগুনের নিকট ঘি কতক্ষণ না গলিয়া থাকিতে পারে?"

উপেন একটু হাসিয়া বলিল—

"যাও—তুমি বড় ছ্যাবলা। আমি বুঝি তার প্রেমে পড়িয়াছি? একথা তোমাকে কে বলিল? এ চিঠিতে এমন কি আছে, যাহা হইতে তুমি এরূপ বুঝিলে?"

"রেখে দে তোর সাধুগিরি! তুই যত "সতীসাধ্বী" তা' টের পাইয়াছি। এ চিঠিতে যতটুকু না বুঝা যায়, তোর আকার ইঙ্গিতে তার সহস্র গুণ বুঝা যায়। আগুণ কতক্ষণ চাপা থাকে? কিন্তু এ ঠাট্টা তামাসা নয়। আমার উপদেশ যদি শুনিস, তবে এখন থেকে সাবধান হ'—আর অধিক বাড়াবাড়িতে কাজ নেই। তুই নিজেত মজিবিই, তোর সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্দ্দোষ মেয়েটীকেও মজাবি, আর তোর স্ত্রীরও সর্ব্বনাশ কর'বি। তোর এখনই সেই চাকুরি ছেড়ে দেওয়া উচিত।"

উপেন গম্ভীরভাবে বলিল—

"আমার স্ত্রীও ঠিক এই কথা বলিয়াছে।"

"তবে তিনিও একথা জানেন? বেশত?"

"আগে টের পায় নাই, মেজ বৌঠাকরুণ ধরাইয়া দিয়াছেন।"

"তাঁকে তুই কি বলেছিস্?"

"আমি সব কথা অস্বীকার করেছি।"

"কি—ইহার উপর আবার প্রতারণা? Adding insult to injury? সেই সরলা বালিকাটীকে যা' তা' বলিয়া ভুলাইতে পার, কিন্তু আমাকে ভুলান শক্ত।"

উপেন এতক্ষণ পরে সরলভাবে বলিল—

"ভাই, তোমাকে ভুলান আমার ইচ্ছা নয়। তোমাকে ভুলাইতে চাহিলে আজ নিজে থেকে এ সব চিঠি দেখাইলাম কেন? বাস্তবিকই আমি সেই ফাঁদে পা দিয়াছি।"

"তবে যদি মানুষ হও, এখনই সে ফাঁদ ছিঁড়িয়া বাহির হও। আগুন নিয়া খেলা ভাল নয়। তোমার কাজ কিন্তু ভারি অন্যায় হইতেছে।"

"কেন—অন্যায় কিসের? কোনও বাগানে একটী গোলাপ ফুল ফুটিয়া থাকিলে তোমরা কি তাহার গন্ধে মোহিত হও না? সুনীল আকাশে একটী তারকা ফুটিতে দেখিয়া কাহার মন না মুগ্ধ হয়?"

"থাক্—আর কবিত্বে কাজ নাই। তোমার বুঝি তবে সে গোলাপ ফুলটীকে তুলিবার ইচ্ছা নাই? কেবল দূর হইতে দেখিয়া নীরবে মুগ্ধ হইতেছ?"

"ঠিক তাই। কে কবে আকাশের তারা ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে?"

"বটে? কিন্তু আমি এ কথা আদৌ বিশ্বাস করি না। অথবা তুমি তোমার নিজের মন বুঝিতে পার নাই। তোমার মনে কি তবে তাহার প্রতি ভালবাসা জন্মে নাই?"

"কিছু ভালবাসা না জন্মিয়াছে ইহা বলিতে পারি না। নচেৎ ফাঁদে পা দেওয়ার কথা স্বীকার করিলাম কেন? তবে আমার সে ভালবাসা intellectual love."

"বটে! সে আবার কি? ভালবাসাটাকে এতদিন emotional জিনিষ বলিয়াই জানিতাম। তোমার এই নূতন রকমের "love's philosophy" (প্রেমবিজ্ঞান) টা একবার ব্যাখ্যা কর দেখি শুনি।"

"আমি যতদূর বুঝিতে পারি, love (প্রেম)কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—যথা, material love (বাহ্যসম্পদ-মূলক প্রেম), intellectual love (মানসিক উৎকর্ষ-মূলক প্রেম) এবং spiritual love (আধ্যাত্মিক প্রেম)। ইহাদিগকে তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক এই নামও দিতে পার। কাহারও শুধু রূপ দেখিয়া অথবা তাহার টাকাকড়ি বা পদমর্য্যাদা দেখিয়া যে ভালবাসা জন্মে, তাহাকে তামসিকপ্রেম বলা যায়। বলা বাহুল্য, ইহা খুব নিম্নস্তরের প্রেম। কিন্তু সকলে এই নিম্নশ্রেণীর ভালবাসায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাই, যাহাদের চিত্ত intellectual pleasures (জ্ঞানজসুখ) এর জন্য ব্যাকুল হয়, তাহারা এই material loveএর বাহিরে intellectual love খোঁজে।"

"এইজন্যই বুঝি তোমার স্ত্রীর রূপ তোমাকে আটক রাখিতে পারে নাই? তাই তুমি পরের বাগানের গোলাপফুল ও আকাশের তারা খোঁজ?"

"আগে আমার কথাটা শোনই না। এই রাজসিক প্রেম কিন্তু তামসিক প্রেমকে তাড়াইয়া দেয় না। তাহারা দুটীই একসঙ্গে থাকিতে পারে। আবার তামসিক প্রেম যেমন প্রেমের পাত্রকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, রাজসিক প্রেম তাহা হয় না। আকাশের তারাকে কে কবে আত্মসাৎ করিতে যায়? অথচ আমরা সকলেই তাহা দূর হইতে দেখিয়া সুখ পাই। এই রাজসিক প্রেম নির্দ্দোষ, নির্ম্মল, দুর্দ্দম বাসনাদ্বারা কলুষিত নহে।"

"আর তোমার আধ্যাত্মিক প্রেমটা কি?"

"বলিতেছি। তামসিক ও রাজসিক প্রেমের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছে। ইহারা উভয়েই প্রীতির বস্তুর সঙ্গসুখলাভের জন্য লালায়িত হয়, সেই প্রীতির বস্তুর অদর্শনে বড় কাতর হয়। এমন কি, রাজসিক প্রেমও প্রীতির পাত্রের নিকট ভালবাসার প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করে। কারণ, প্রেমের প্রতিদান না পাইলে, তাহার সঙ্গলিপ্সার পরিতৃপ্তি হয় না, সর্ব্বদাই "হারাই হারাই" এই ভয়ে উৎকণ্ঠিত থাকে। কিন্তু যে ভালবাসা অবিনশ্বর আত্মার একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত—যাহা আত্মার ন্যায় গভীর অতলস্পর্শ, তাহার সেই "হারাই হারাই" বলিয়া আকুলতা নাই, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা নাই, সঙ্গলিপ্সা নাই। ইহাই হইতেছে spiritual love বা আধ্যাত্মিক প্রেম। এই প্রেমের উচ্চতম আদর্শ সীতা, সাবিত্রী। ইহা খাঁটি ভারতবর্ষের জিনিষ, ইহা হিন্দুজাতির নিজস্ব, গৌরবের সামগ্রী। রামচন্দ্র সীতাকে বনে পাঠাইলেন, তবুও পাতাল-প্রবেশের সময় সীতা বলিতেছেন—'আমি জন্মে জন্মে তোমাকেই যেন পতিরূপে প্রাপ্ত হই।' সাবিত্রী সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিয়া যখন জানিলেন তিনি স্বল্পায়ুঃ, তখন অন্য পতি বরণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'একবার যাঁহাকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তিনিই আমার পতি; তিনি দীর্ঘায়ুঃ বা স্বল্পায়ু হউন, সগুণ বা নির্গুণ হউন, আমি অন্য পতি গ্রহণ করিব না।' আমাদের বর্ত্তমান সময়েও এইরূপ আধ্যাত্মিক প্রেমের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমার মনে হয়, এইজন্য বিধবাবিবাহ কখনও এ সমাজে প্রচলিত হইতে পারে নাই। হয়ত ইহার সাপক্ষে ঋষিদিগের ব্যবস্থা থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দু-বিধবার হৃদয় তাহা গ্রহণ করে নাই, গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করে নাই। কোন একটা দেশাচার হঠাৎ ভূতের মতন মানুষের বা সমাজের ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসে না, সমাজের অধিকাংশ লোকের

প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি হইতে জন্মে। এই আধ্যাত্মিক প্রেম ইন্দ্রিয়সুখের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ইহা দ্বারা সংযত ও নিয়মিত। এই আধ্যাত্মিক প্রেম কি তবে সুসভ্য ইয়ুরোপে নাই? থাকিতে পারে, কিন্তু খুব কম। সেখানে প্রেমের এত বাড়াবাড়ি—প্রেমই যেন সমাজের জীবনসর্ব্বস্ব—প্রেমই সাহিত্যের সার বস্তু; কিন্তু আমার মতে সে প্রেমটা material love, এবং intellectual love—বড় জোর তাহাকে moral love বলা যাইতে পারে। কিন্তু spiritual loveএর বিকাশ এখনও সেখানে হয় নাই। সেখানে যে রমণীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পতিপরায়ণা ও পতিপ্রাণা মনে কর, যিনি এক মুহূর্ত্তও পতিবিরহে জীবনধারণ করিতে অক্ষম বলিয়া বিশ্বাস কর, তুমি গিয়া তাঁহার কাণে কাণে বল 'আপনার পতি অমুক রমণীর প্রেমে মুগ্ধ।' অমনিই দেখিবে, তাঁহার মন পতির প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিবে; ইহার পর যদি তুমি কোন একটা প্রমাণ হাতে হাতে ধরাইয়া দিতে পার, তবে তৎক্ষণাৎ বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিবে। যেখানে দাম্পত্য-প্রেম চুক্তির দ্বারা নিয়মিত—give and take অর্থাৎ 'দাও এবং লও' যাহার মূলমন্ত্র, সেখানে আধ্যাত্মিক প্রেম প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। তবে দুই একখানা কাব্য উপন্যাসে কবিগণ ইহার কিছু কিছু আভাষ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা সমাজে গৃহীত হওয়ার এখনও অনেক বিলম্ব।"

"আচ্ছা, আমাদের সমাজে তোমার আধ্যাত্মিক প্রেমটা বুঝি কেবল নারীজাতির জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছে? আর পুরুষ যাহা ইচ্ছা করুক তাহাতে কোন দোষ নাই?"

"আমার মতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের একই উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। সীতা যেমন এ বিষয়ে রমণীর উচ্চতম আদর্শ, রামচন্দ্রও তেমনি পুরুষের উচ্চতম আদর্শ। তবে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতায় পুরুষ, রমণী অপেক্ষা অনেক নিম্নে অবস্থিত; তাই পুরুষগণ সেই উচ্চতম আদর্শ

সচরাচর অনুসরণ করিতে পারে না। রমণীর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা পুরুষের অনুকরণীয়, কিন্তু পুরুষের দুর্ব্বলতা রমণীর অনুকরণীয় নহে। দেবতা মানুষের আদর্শস্থানীয়, কিন্তু মানুষ দেবতার আদর্শস্থানীয় নহে।"

"আচ্ছা, philosophy (বিজ্ঞান) ছাড়িয়া এখন তোমার নিজের কথাটা কি তাই বল। তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার ভালবাসাটা বুঝি কেবলই তামসিক প্রেম?"

"ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, তবে আপাততঃ যেন সেই রূপই বোধ হয়।"

"দ্যাখ্—তুই—নিতান্ত হতভাগা। ইচ্ছা করে, তোকে এই ছাদের উপর থেকে নীচে ফেলে দি।"

ইহা বলিয়া বীরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে বলিল—

"আচ্ছা, তোমার সেই সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলটী, যার গন্ধে তুমি এত দূর মোহিত হইয়াছ, সেটী যদি আর এক জন তুলিয়া লইয়া পকেটে পোরে? তোমার সেই উজ্জ্বল তারকাটী যদি মেঘে ঢাকা পড়ে? তখন তোমার কি দশা হইবে?"

"আমার এখন সে কথা ভাবিবার অবসর নাই। তখন যাহা হয়, তাহাই হইবে। ততদিনে আমার রাজসিক ভালবাসা আধ্যাত্মিক ভালবাসায় পরিণত হইতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে, আমার আর তাহার সঙ্গ-লিপ্সা থাকিবে না।"

"আর তখন তুমি অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে মনে মনে আধ্যাত্মিক প্রেমে মগ্ন থাকিবে? তুই যথার্থই ক্ষেপেছিস্! তোর মাথা গরম হ'য়েছে—তোর এখন চিকিৎসা করান দরকার হ'য়েছে। চল্—নীচে যাই—তোর মাথায় কয়েক কলসী জল ঢালিবার ব্যবস্থা করি গিয়া।"

ইহা বলিয়া তাহারা উভয়ে নীচে নামিয়া গেল।

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### নদীতে পূর্ণিমার জোয়ার।

সে দিন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় উপেন পরেশবাবুর বাড়ীতে পড়াইতে গেল। বাড়ীতে ঢুকিবার সময় তাহার বুকের মধ্যে ধপ্ ধপ্ করিতে লাগিল। তখন বাড়ীটা সম্পূর্ণরূপে নিস্তব্ধ। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া টহলরাম একটা ঘোড়াকে দানা খাওয়াইতেছে। ঘোড়াটা মাঝে মাঝে লেজ নাড়িয়া, মাটীতে পদাঘাত করিয়া, দানা চিবাইতে চিবাইতে হেস হেস্ শব্দ করিতেছে। ঘোড়ার পার্শ্বে একখানা টমটম গাড়ী রহিয়াছে। কিছুক্ষণ হইল, টহলরাম তাহার চাকা গুলি মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া সেখানে রাখিয়াছে।

উপেন ঢুকিতেই টহলরাম আকর্ণবিস্তৃত দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া, তাহাকে এক সেলাম করিয়া বলিল,—"বাবু, পূজার বকসিস্?"

উপেন বলিল,—

"কাল্ দিব। পরেশ বাবু কোথায়?"

টহল।—বাবালোগকে লিয়ে বেড়াইতে গিয়াছেন।

আর এক জন কোথায়, এ কথাটা উপেন মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যে আরও বেগে ধপ্ ধপ্ করিতে লাগিল।

সে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে গেল। বৈঠকখানার সম্মুখে বারান্দার টবে একটা বড় গোলাপ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। একটী কুকুর দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, পাপোষের নিকটে নিদ্রা যাইতেছে। উপেন বৈঠকখানায় ঢুকিয়া দেখিল—কেবলই অন্ধকার। একটু বিশেষ করিয়া তাকাইয়া দেখিল—সেই অন্ধকাররাশি স্থানবিশেষে যেন একটু বেশী রকমে জমাট বাঁধিয়াছে। আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল,

সেই গাঢ় জমাটবাঁধা অন্ধকাররাশি সচল। পরে বিশেষমনোযোগের সহিত দেখিলে, তাহার মধ্যে হইতে একটী মনুষ্যমূর্ত্তি ফুটিয়া বাহির হইল। সেই মনুষ্যটী আর কেহ নহেন—তিনি ডাঃ জি, চকারভর্ত্তি! চকারভর্ত্তির গাত্র একটী পুরাতন কালো আলপাকার কোটে আবৃত, যেন তাঁহার দেহের বর্ণের সহিত সমতা রক্ষা করিবার জন্যই তিনি এই কোটটী পরিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। সেই কোটটী জীর্ণ হওয়াতে তাহার কালো চাকচক্য প্রায়ই উঠিয়া গিয়া, ঈষৎ পীতের আভাযুক্ত ধূম্রবর্ণে পরিণত হইয়াছে।

উপেন সেই প্রদোষের অস্পষ্টালোকে সেই ভীষণমূর্ত্তি হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। অমনি সেই জমাটবাঁধা অন্ধকাররাশি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল এবং তাহাদের মধ্যস্থলে দুই পংক্তি শুভ্রদন্ত ফুটিয়া বাহির হইয়া হাস্যধ্বনিতে সেই নিস্তব্ধ গৃহটীকে মুখরিত করিল। উপেনের তখন রঘুবংশের দিলীপ রাজার সহিত গুহাবাসী সিংহের সম্ভাষণ মনে পড়িল।

"হা—হা—হা। উপেন বাবু যে! ইসে—মানুষ দেখিয়া ভয় পাইলেন না কি?

উপেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—"না—ভয় কিসের? আপনি এখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন কেন?"

ইহা বলিয়া ডাক্তারকে হাত বাড়াইয়া দিল। ডাক্তার তাহার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন,—

"আপনি ভাল আছেন'ত? কবে আসিলেন? ইসে—দেশের খবর ভাল ত?"

উপেন একখানা চৌকীতে উপবেশন করিয়া বলিল,—

"আমি আজ সকালে আসিয়াছি। আমার সব মঙ্গল। আপনি কেমন আছেন? আপনি ছুটীর মধ্যে কি এখানেই ছিলেন?"

"আমার ত—ইসে মা দুর্গার পূজা নাই যে বাড়ী যাব? হি—হি—হি! আমি এখানেই ছিলাম। কিন্তু আমার বর জ্বর হ'য়েছিল—ইসে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, সেই জন্য শরীরটা বর রোগা হ'য়েছে।"

ইহা বলিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে ডাক্তার নিজের শরীরের দিকে একবার তাকাইলেন। এই সময়ে টহলরাম ঘরে প্রবেশ করিয়া, টেবিলের উপর একটা আলো রাখিয়া গেল। উপেন সেই আলোতে কিন্তু ডাক্তারের শরীরের কিছু মাত্র কৃশতা বুঝিতে পারিল না। সে বলিল,—

"আপনার যে শরীর—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাই বলুন আর যাহাই বলুন, সহজে ইহার কিছু করিতে পারিবে না। অগাধ সমুদ্রের জল, তার দুই এক কলসী তুলিয়া লইলেই বা তার আসে যায় কি?"

ডাক্তার টেবিলের উপরিস্থিত একটী দেয়াশলাইয়ের বাক্স লইয়া একটা চুরুট ধরাইয়া বলিলেন,—

"উপেনবাবু, আপনি ছোকরা মানুষ। ইসে—খুব স্ফূর্ত্তির সময়; এখন ইহা বুঝিবেন না। একটু রক্তের তেজটা কমিয়া আসুক, তখন বুঝিবেন।"

ইহা বলিয়া তিনি চুরুটের ধূমদ্বারা নিজের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন—তাহাতে আরতির ধূমাচ্ছন্ন মহিষাসুরের মুখশোভা প্রকটিত হইল।

এই সময়ে পরেশ বাবু তাঁহার দুইটী ছেলেকে লইয়া বেড়াইয়া আসিয়া বৈঠকখানায় ঢুকিলেন। উপেন উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল, তিনিও তাহাকে প্রতি-নমস্কার করিয়া, বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় উপেনকে প্রণাম করিল, উপেনও তাহাদের সহিত কোলাকুলি করিল। ডাক্তার বাবু এই কোলাকুলির ব্যাপার দেখিয়া, কিছু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন।

পরেশবাবু এখনও এই সব কুসংস্কারের হাত এড়াইতে পারেন নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

"আপনারা বসুন—আমি এখনই আস্‌ছি"—ইহা বলিয়া পরেশ বাবু কাপড় ছাড়িতে উপরে গেলেন। উপেন তাহার ছাত্র দুইটীর কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে পরেশবাবু নীচে নামিয়া আসিলেন। তাঁহার পরেই প্রভাবতী ও চারু আসিলেন। উপেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া, তাঁহাদের যথাযোগ্য অভিবাদন করিল। পরেশবাবু আসিয়া অন্য কথা উঠিবার পূর্ব্বে, উপাসনা আরম্ভ করিতে বলিলেন। প্রভাবতী হার্ম্মোনিয়াম ধরিলেন, চারু একবার প্রীতি-প্রফুল্লনেত্রে উপেনের দিকে চাহিয়া, এই গানটী গাইল,—

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে আর কভু হব না ক পথহারা।
যেথা আমি যাই না ক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন-জলে ঢাল গো কিরণধারা।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে, না হেরি কূল কিনারা।
কখন বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি, সরমে সে হয় সারা।"

সঙ্গীতের পর একটী ছোটখাট উপাসনা হইল। সকলে যথারীতি প্রণিপাত করিলেন।

উপাসনাশেষে পরেশবাবু উপেনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—

"তারপর, উপেন বাবু, আপনি আজ সকালে আসিয়াছেন?"

উপেন বিনীতভাবে বলিল,—

"আজ্ঞে হাঁ, আজ সকালেই এসেছি।"

"আপনার সেই বীরত্ব-কাহিনী কাগজে পড়িয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আপনি বাঙ্গালীর গৌরব, সন্দেহ নাই। যে দিন প্রত্যেক বাঙ্গালীর আপনার ন্যায় কর্ত্তব্যবোধ ও সৎসাহস জন্মিবে, সে দিন আমাদের দেশের মুখশ্রী আবার বদলিয়া যাইবে।"

উপেন লজ্জিতভাবে বলিল,—

"আজ্ঞে, আমি আর এমন কি কাজ করিয়াছি, যে জন্য এত প্রশংসা পাইতে পারি। আমার অবস্থায় পড়িলে, অনেক লোকেই এরূপ করিত।"

"না—না উপেনবাবু, তা' কখনই না। আমরা বাঙ্গালীরা কিল খাইয়া কিল চুরি করিতেই অভ্যস্ত। এই রেলে, ষ্টীমারে, রাস্তায়, ঘাটে কিল ঘুসি লাথি ত কত জনেই খাইতেছে। তাহার কয় জনে সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য আঙ্গুলটা পর্য্যন্ত নাড়িতে সাহস করে? আপনি ত আর এক জনের—একটী অসহায়া রমণীর সম্মান রক্ষা করিবার জন্য নিজেকে এত বিপদগ্রস্ত করিয়াছিলেন। আপনার মহত্ত্ব চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য।"

এই সময়ে চা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাবতী বাটিতে বাটিতে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। উপেনের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—

"কি মাষ্টার বাবু, এক কাপ্ দিব না কি?"

উপেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল,—

"এঃ—আচ্ছা—দিন্।"

চারু তখন ডাক্তারের হাতে এক পেয়ালা দিল। উপেনের জন্য এক পেয়ালা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

প্রভাবতী বলিলেন,—

"দাও না—মাষ্টারবাবুকে দাও।"

চারু তখন সেই চায়ের বাটি উপেনের হাতে দিল। উপেন খাইতে আরম্ভ করিল। চারু কিন্তু চা খাইল না।

ডাক্তার তাঁহার চা চুমুক দিতে দিতে বলিলেন,—

"ইসে—উপেনবাবুর সেই মোকদ্দমার কি হইল?"

পরেশবাবু তাঁহার চায়ের বাটি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন,—

"মোকদ্দমার আর কি হবে? রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুসন্ধান করিয়া যখন আসল ঘটনা জানিতে পারিলেন, তখন আর মোকদ্দমা চালাইলেন না। সেই টিকেট্-কালেক্‌টারকে ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন।"

উপেন।—কিন্তু মোকদ্দমা না চলাতে দুইজন লোককে বড় হতাশ হইতে হইয়াছে।

পরেশবাবু।—কেন?—তারা কে?

উপেন।—প্রথমটী সেই দারগা, যিনি আমাকে তাঁহার মুষ্টিমধ্যে পাইয়া "তদ্বির" করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

প্রভাবতী।—তদ্বির কি?

ডাক্তার।—তদ্বির বুঝিলেন না? ইসে—পুলিসে ঘুসদেওয়াকে তদ্বির করা বলে। হা—হা—হা।

পরেশবাবু।—তুমি বিক্রমপুরের লোক কি না, তোমার এ সব বেশী জানা আছে।

ইহা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

চারু উপেনের দিকে চাহিয়া বলিল,—

"আপনি তদ্বিরের অর্থ বুঝিয়াছিলেন? আপনি তাহার কথায় কি বলিলেন?"

উপেন।—আমি বলিলাম, 'সে সব আমরা কিছু বুঝি না। যদি আপনার ঘুষ লওয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমা-

দের কাছে সে সব কিছুই হইবে না।' আমার এই কথা শুনিয়া, দারগাটীর মেজাজ কিছু গরম হইল। সে প্রথমতঃ আমাদের সঙ্গে কতকটা ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিল, বোধ হয় ঘুষ পাওয়ার প্রত্যাশায়। পরে আমার ঐ নির্ঘাত কথা শুনিয়া, খুব অভদ্র ও কর্কশ ব্যবহার আরম্ভ করিল।

পরেশবাবু।—পুলিশের দস্তরই ঐ। আচ্ছা, আর একজনকার কথা যে বলিতেছিলেন ?

উপেন।—মোকদ্দমা না চলাতে হতাশ হইয়াছেন আর সেই গোয়ালন্দের ডেপুটী সাহেব। তিনি না কি রেলওয়ে কর্ম্মচারিদের হাত ধরা। তিনি তাহাদিগকে খুসি করিবার এই একটী মহাসুযোগ হারাইয়াছেন।

চারু।—তিনি কি এতই অপদার্থ ?

পরেশবাবু।—সে লোকটার কিছুমাত্র ন্যায় অন্যায় জ্ঞান নাই ? এই সব লোকের উপর আবার বিচারের ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে ? দেশের কি দুর্ভাগ্য !

উপেন।—আমাদের উকীলবাবু বলিয়াছেন, যদি সামান্য একটী রেলের কুলিও হ্যাট্‌কোট্ পরিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হয়, অমনি তিনি তাহাকে সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া অভ্যর্থনা করেন, এমন কি বাড়ীতে চা খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

পরেশবাবু।—তবে মোকদ্দমা তাঁহার কাছে হইলে ত আপনার আর রক্ষা ছিল না ?

উপেন।—আমরা মোকদ্দমা সেখান হইতে ফরিদপুরে তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিতাম।

ডাক্তার এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তিনি কিছু একটা বলার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন,—

"ঐ ত! যদি চেষ্টা করিয়া কোন ফল না হইত, তবে ত আপনার—ইসে জেলে যাইতে হইত? সব সময়ে বীরত্ব দেখানটা সুবিধা-জনক নয়।"

ডাক্তার এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, সকলের মুখপানে একবার তাকাইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় সায় দিলেন না। পরিশেষে প্রভাবতীর দিকে একবার সকরুণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তাহার অর্থ এই—"আর ত কেহ আমাকে সমজিল না, আপনি যদি আমাকে সমজিতে পারেন।"

চারু এই কথার উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিল না; সে বলিল,—

"সুবিধা দেখিয়া কাজ করিতে গেলে কোন মহৎ কাজই করা হয় না। জগতে যত প্রকার মহৎ কাজ আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিরদিন বিপদ্ গাঁথা রহিয়াছে।"

উপেন কম্পিতস্বরে বলিল,—

"ডাক্তার বাবু, আমি এইজন্য জেলে যাওয়া খুব গৌরবের বিষয় মনে করি। আমি যখন সেই টিকেট্কালেক্টারকে মারিয়াছিলাম, তখন কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়াই তাহার পৃষ্ঠে ঘুষি বসাইয়া দিয়াছিলাম;—ফলাফল চিন্তা করিবার অবসর তখন আমার ছিল না।"

পরেশবাবু।—আপনি ঠিক বলিয়াছেন। অত হিসাব নিকাশ করিয়া কাজ করিতে গেলে, কোন মহৎকাজই করা যায় না। উপেনবাবু, আপনি যথার্থ বীরের ন্যায় কাজ করিয়াছেন।

ইহা বলিয়া পরেশবাবু চারুকে ডাকিয়া তাহার কানে কানে কি বলিলেন। চারু অমনি বিদ্যুদ্‌বেগে উপরে ছুটিয়া গেল এবং অবিলম্বে একটী ছোট লাল বাক্স আনিয়া পরেশবাবুর হাতে দিল।

পরেশবাবু, উপেনকে বলিলেন "উপেনবাবু, আমরা আপনার এই অসাধারণ মহত্ত্ব দেখিয়া বড়ই প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছি। আমার ক্ষুদ্র

প্রীতিচিহ্নস্বরূপ আপনাকে এই একটা সামান্য জিনিষ—একটা ঘড়ী উপহার দিতেছি। আশা করি, আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।”

তখন পরেশবাবুর ইঙ্গিত অনুসারে চারু সেই বাক্সটা খুলিয়া একটা ৬০৲ টাকা মূল্যের ইংলিস ওয়াচ্ বাহির করিল এবং বাক্সসমেত তাহা উপেনের হাতে দিল।

উপেন তাহা সাদরে গ্রহণ করিল, এবং এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে অভিভূত হইয়া গদগদকণ্ঠে বলিল,—

“আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ আমি এ জীবনে ভুলিব না। আমি এমন কিছু করি নাই, যাহাতে আমি এই উপহার-লাভের উপযুক্ত হইতে পারি। যাহা হউক, আপনার অনুগ্রহে আমি চিরবাধিত হইলাম। আমি আশা করি, আপনাদের উচ্চ সঙ্গগুণে আমার চরিত্র আরও অধিক উৎকর্ষ লাভ করিবে। আপনার স্নেহের নিদর্শন এই ঘড়িটীকে আমি চিরজীবন যত্নপূর্ব্বক রাখিব।”

ডাক্তার এই সব ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে একবার প্রভাবতীর দিকে এবং আর একবার পরেশবাবুর দিকে তাকাইতে ছিলেন। প্রভাবতীর মুখ বড় সুপ্রসন্ন বলিয়া বোধ হইল না। ডাক্তার কোন কথা বলিতে না পারিয়া, একবার কাশিলেন এবং রুমাল বাহির করিয়া একবার মুখ মুছিলেন।

উপেনের কথা শুনিয়া পরেশবাবু বলিলেন,—

“এ idea * টা কিন্তু প্রথমে আমার মাথায় আসে নাই। এজন্য full credit † চারুকেই দিতে হয়। আমি আপনার মোকদ্দমার খরচ দিব বলিয়াছিলাম; পরে শুনা গেল, মোকদ্দমা আর চলিবে না। ইহা শুনিয়া আমি কত আহ্লাদিত হইলাম। চারু তখন বলিল, ‘দাদা, যে

* ভাব। † ষোলআনা প্রশংসা।

টাকাটা তুমি মোকদ্দমায় খরচ করিতে, সে টাকাটা দিয়া উপেন বাবুকে কোন একটী জিনিষ উপহার দিলে, তিনি খুব উৎসাহিত হইবেন।' আমি ইহা শুনিয়া বলিলাম,—'এ ত খুব ভাল idea, আচ্ছা তাহাই হবে।' পরে আমি নিজে গিয়া এ ঘড়ীটা কিনিয়া আনিয়া রাখিয়াছিলাম। যাহা হউক, আপনাকে আজ ইহা দান করিয়া, আমাদের যে প্রকার মনের সন্তোষ হইল, আশা করি আপনারও উপকার হইবে।"

উপেন হাসিয়া বলিল,—

"আজ্ঞে কিছু নয়—বিশেষ উপকার হইবে। আমি দুই বৎসর হইল বড়মার নিকট হইতে ছয়টী টাকা আনিয়া একটী ওয়াটারবেরি ওয়াচ কিনিয়াছিলাম, সেটা আজ ছয় মাস হইল পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। পঞ্চত্বপ্রাপ্তির অর্থ বুঝিলেন ত? তাহার স্প্রিং ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে, আমি সেটাকে খুলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার পাঁচটী ছোট ভাই ভগিনী ভিতরকার সেই যন্ত্রগুলি ভাগ করিয়া লইয়াছিল। ইহারই নাম পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। (সকলের হাস্য)। পরে এই কয়মাস কম্পাস-হীন নাবিকের মত ঘড়ীহীন হইয়া ছাত্রজীবন কাটাইতেছিলাম। এখন আপনাদের অনুগ্রহে আমার এই গুরুতর অভাবটী দূর হইল। এজন্য আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিতেছি।"

ইহা বলিয়া উপেন তাহার ছাত্রদিগকে পড়াইতে গেল। পড়ান শেষ হইলে চারু সে ঘরে আসিয়া বলিল,—

"আজ অনেক দিন পরে আপনাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল।"

উপেন লজ্জিতভাবে বলিল,—

"সেটা উভয়তঃ। এবার বাড়ী গিয়া আপনার অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম।"

"যথার্থ?"

"যথার্থ বই কি। তবে শেষকালে আপনার চিঠিতে সে অভাব

সেই বাঙ্গালীর চিরপ্রচলিত পথে ছুটিলেন—অর্থাৎ ১০০৲ টাকা মাহিয়ানায় একটী এসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জনের চাকুরী গ্রহণ করিয়া Supernumerary dutyতে শিয়ালদহ ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে স্থাপিত হইলেন। পরে দশ বৎসরের মধ্যে তেরটি জেলা ও মহকুমায় ঘুরিয়া, অবশেষে সাঁওতাল পরগণার কোন মহকুমায় বদলী হন। সেখানকার ডাক্তারখানায় শ্রীমতী সুহাসিনী ধর নামে একটি মেয়ে ডাক্তার ছিলেন। কর্ম্মসূত্রে চকারভর্ত্তির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। সুহাসিনী যুবতী, তাহে সুন্দরী, তাহে আবার স্নিগ্ধভাষিণী ও মধুরহাসিনী। সেই কুরঙ্গনয়নার বিলোল-কটাক্ষ চকারভর্ত্তির পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। অবশেষে সেই বৃন্দাবনের কালাচাঁদের ন্যায় আমাদের এই কালাচাঁদও শ্রীমতীর পদপ্রান্তে তাঁহার বেণু ও বীণা অর্থাৎ থার্মমেটার (thermometer) ও ষ্টেথস্কোপ (stethoscope) সমর্পণ করিলেন। শ্রীমতীর যাহাতে দুটাকা প্রাপ্তি হয়, তিনি প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিয়ম করিলেন, শিশুর ও স্ত্রীলোকের পীড়া হইলে, আগে লেডি-ডাক্তারকে ভিজিট্ দিয়া আনিতে হইবে, পরে তিনি স্বয়ং সেই "case এর history" (রোগের পূর্ব্বাপর অবস্থা) তাঁহার মুখে শুনিয়া, ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম সেখানকার লোকেরা বড় পছন্দ করিল না।

মহাকবি বলিয়াছেন—"প্রকৃত প্রেমের পথে সদাই কণ্টক!" তাই ডাক্তার ও তাঁহার সহচরীর নামে সেখানকার দুষ্টলোকগণ সনামী বেনামী নানা রকম দরখাস্ত দিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ বেলা দু'টার সময় সিবিল সার্জ্জন ডাক্তারখানা পরিদর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, ডাক্তারণীর গৃহ হইতে ডাক্তার ও ডাক্তারণী উভয়ে ভীতসন্তস্ত্র হইয়া একসঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তখন অবশ্যই কোন রোগীর বিষয় consult (পরামর্শ) করিতেছিলেন, কিন্তু

সিবিলসার্জ্জনটীর বুদ্ধি ততটা প্রখর নয় ; তাই তিনি উল্‌টা বুঝিলেন। তিনি হয়ত বুঝিলেন সে রোগী আর কেহই নয়—তাঁহারা উভয়েই, এবং তাঁহাদের যে রোগ হইয়াছে, তাহার প্রতীকারের জন্য তাঁহাদের দুইজনকে দুইস্থানে থাকা আবশ্যক। তাই তিনি এই prescription (ব্যবস্থা) লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন এবং ইহার ফলে অবিলম্বে ডাঃ চকারভর্ত্তি লুসাই পাহাড়ে এবং শ্রীমতী সুহাসিনী পুরীজেলায় বদলী হইলেন। পুরী ও লুসাইহিলের মধ্যে যদি একটীমাত্র নদী ব্যবধান থাকিত, তবে চক্রবাকের ন্যায় চকারভর্ত্তি লুসাই হিলে যাওয়া তত আপত্তিজনক মনে করিতেন না, ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুইটী স্থানের মধ্যে অনেকগুলি নদনদী পাহাড়পর্ব্বত বর্ত্তমান থাকাতে, তিনি চাকুরি ইস্তাফা করিলেন। তদবধি তিনি কলিকাতায় থাকিয়া private practice* (অর্থাৎ গোপনীয় ব্যবসায়) করিতেছেন। তাঁহার এই চাকুরি-ইস্তাফা ব্যাপারের গূঢ় রহস্য না জানিয়া, তাঁহার কলিকাতাবাসী বন্ধুগণ বরং তাঁহাকে উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারপীড়িত মনে করিয়া, তাঁহার প্রতি যথোচিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তারপর তিনি যখন পটলডাঙ্গায় একটা বাড়ীভাড়া করিয়া তাহার দ্বারদেশে "Dr. G. Chuckervarti L. M. S." এই সাইনবোর্ড লটকাইলেন, তখন তাঁহার দুই একটি "কল্" ও হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার চরিত্র-কাহিনী কোনসূত্রে তাঁহার দেশে প্রচারিত হওয়ায়, অবিলম্বে তাঁহার গৃহিণী আফিং খাইয়া আত্ম-হত্যা করিলেন।

তদবধি ডাক্তারের গৃহশূন্য, হৃদয়শূন্য, আবার হস্তও প্রায় শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। অনেক দিন যাবৎ একটী ছোটখাট রকমের "মেডি-

---

*Private practice অর্থ গোপনীয় ব্যবসায়টা কি ঠিক হইল? আমার মতে স্থান-কাল-পাত্র-বোধে এই তরজমাই ঠিক।

ক্যাল হল্" স্থাপন করিবার মনোরথ তাঁহার মনে উদয় হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা হৃদয়েই বিলীন হইয়া যাইতেছে। ডাক্তারি ব্যবসায়ে তাঁহার যে আয় হয়, তদ্দ্বারা কোনক্রমে বাড়ীভাড়া ও খোরাকী খরচ চলিয়া যায় ; তিনি এপর্য্যন্ত হাতে কিছুমাত্র সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। রোগী পাইলে সহজে তিনি ছাড়িতে চাহেন না, কারণ রোগীর প্রতি তাঁহার বড়ই মমতা। তাঁহার সস্নেহ আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইতে হইলে, রোগী-বেচারিকে অনেকটা রুধির ব্যয় করিতে হয়। এজন্য তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে "leech" ( জোঁক ) বলিয়া ডাকেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বেলা ৩টার সময় ডাক্তার বসিয়া রোগীর ভাবনা ভাবিতেছেন। এস্থলে 'রোগীর ভাবনা' অর্থে রোগীর কিসে প্রতীকার হইবে সে ভাবনা নয়, ইহার অর্থ "রোগী এই আসে—ে আসে" এইরূপ ভাবনা। তাঁহার একমাত্র সুখদুঃখের ন্ধ শীয় ।। ভৃত্য জগাই ঢালি তাঁহার সম্মুখস্থ বারেন্দায় শুইয়া নাক ডাকাই সুখে নিদ্রা যাইতেছে। এমন সময়ে একটী ঝি আসিয়া তাহার নিদ্রা কি

"আরে কি জ্বালা ! তোমাগো জ্বালায় এট্টুও ঘুমাইতে রমু ডাকো ক্যান্ ?"

ইহা বলিয়া জগাই ঝিকে ধমক দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল। ঝি বলিল,—

"ডাক্তারবাবুকে ডেকে দাও। তাঁকে শীগ্গীর যেতে হবে।"

"ইস্—বর ভারি গর্জ্জ দেহি ! সোমায় নাই—অসোমায় নাই, ক্যাবল্ ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু ! ,ডাক্তারবাবুর সাতে এত কেষ্টো-পীরিত কিয়ের ?"

এইরূপ বক্ বক্ করিতে করিতে সেই ভৃত্যপুঙ্গব ডাক্তারবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—

"যান্—ঐ পরেশ বাবুর বারীর ঝি ডাক্তে আস্ছে।"

ডাক্তার অমনি শশব্যস্তে উঠিয়া বলিলেন—"অ্যাঁ—অ্যাঁ—পরেশ-বাবুর বারীর ঝি—ইসে—তাকে বল আমি এখনই যাচ্ছি।"

ভৃত্য মনে মনে বলিল "তা' আমি খুব জানি—পরেশ বাবুর বারীর নাম শুনিলেই তোমার জিহ্বায় জল আসে। এমন আর দেখি নাই!"

সে প্রকাশ্যে বলিল—

"আজ রাত্রে ফিরিয়া আইবেন না?"

"সে খবরে তোমার কাজ কি?"

ইহাতে জগাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—

"এঃ—এত থাপ্পা অন্ ক্যান্? আমি আপনার রাগের কামাই খাই নাকি? পয়সা করির সাতে সোম্পক্ক নাই ক্যাবল প্যাট ভরা রাগ। বাসায় খাবেন কি না কইয়া যান। রোজ রোজ ভাত নষ্ট করা যায় না।"

ডাক্তার জগাইকে বড় ভয় করেন। লোকটী বহুদিন তাঁহার সঙ্গে আছে, খুব বিশ্বাসীও বটে—এমন কি একদিন তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য সে নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই জন্য ডাক্তার তাহার বেয়াদবী সহ্য করেন। আর একটী ভয়ের কারণ, তাঁহার প্রায় এক বৎসরের মাহীয়ানা বাকী পড়িয়াছে, তাহা এখন শোধ করিয়া দেওয়া ডাক্তারের পক্ষে অসম্ভব। তিনি শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া সেই ঝির সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

ঝি তাঁহাকে একেবারে প্রভাবতীর শয়নকক্ষে লইয়া গেল। পরেশ-বাবু তখন আফিসে, ছেলেরা স্কুলে। বাড়ীতে আর কেহ ছিল না। ডাক্তারবাবু সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন প্রভাবতী শুইয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে ব্যথাতে "উঃ—উঃ" করিতেছেন। ডাক্তারকে দেখিয়া বলিলেন,—

"ডাক্তারবাবু—উঃ—আমি আর বাঁচি না—আজ তলপেটে—বড় ব্যথা উঠিয়াছে—উঃ—উঃ—একবার ব্যথাতে ফিট্ হইয়াছিল!"

ডাক্তার একখানি চৌকীতে বসিয়া বলিলেন—

"আজ হঠাৎ কেন এরূপ হইল? এ কয়দিন ত—ইসে—খুব ভাল ছিলেন? আচ্ছা ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই—আমি ওষুধ দিতেছি।"

ইহা বলিয়া তিনি একটা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া ঝিকে দিলেন। ঝি সেই ওষুধ আনিতে গেল।

পরে ডাক্তার প্রভাবতীর নাড়ী ধরিয়া কতকক্ষণ বসিয়া রহিলেন এবং তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"কই—নারী ত বেশী দুর্ব্বল দেখি না? ইসে—আপনার এরকম ব্যথা ত আগেও হইত। ইসে—এখন কয়মাস?"

প্রভাবতী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন,—

"এই সাত মাস।"

ডাক্তার।—না—কোন ভয় নাই। এখন ভাল—ইসে nourishment* দরকার। তিন বেলা স্যুপ্ খাবেন; আর একটু নরাচরা করবেন। একজায়গায় দিন-রাত্রি বসিয়া থাকা উচিত নয়। আমি পরেশবাবুকে বলিব, তিনি যেন আপনাকে লইয়া গারীতে বেরাইতে যান।"

প্রভাবতীর মুখচন্দ্রমা যেন হঠাৎ মেঘাবৃত হইল। তিনি একটী ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"তাঁকে বলিলে কি হবে? আমার জন্য তাঁর ভাবনা বড় বেশি কিনা? এইত পূজার ছুটীতে মধুপুর যাবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহা হইল কই?" ইহা বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অমনি ডাক্তার তাঁহার রুমাল বাহির করিয়া তাহা মুছিয়া লইলেন। প্রভাবতীর বিশ্বাস তাঁহার স্বামীর ত্রুটীতে

*পুষ্টিকর আহারের।

তাঁহার পীড়ার বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহার প্রতি পরেশবাবুর এখন তত ভালবাসা নাই।

"তা' ত আপনি অনেক দিনই বলেছেন। কেন এমন হ'লো? আপনার ন্যায় গুণবতী গৃহিণীকে এতটা অনাদর করা বরই অন্যায়। কিন্তু পরেশ বাবু ত ইসে—টাকা খরচ করিতে কৃপণতা করেন না। বরং অনেক সময়ে বারাবারিও করেন।"

"কিন্তু সে আমার বেলায় নয়।"

"বরই দুঃখের বিষয়। ইসে—আমার বিবেচনায় আপনার এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত, তাঁহাকেও একটু সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত।"

"তিনি কি আমার কোন কথা শোনেন? ঐ যে সে দিন ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য দুইশ টাকা দিয়া ফেলিলেন, আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না।"

"কি! দুইশ টাকা? তাঁহার মত লোকের পক্ষে—ইসে—এক কালে দুইশ টাকা দান করা বর বারাবারি বোধ হয়।"

ইহা বলিয়া ডাক্তার রুমাল বাহির করিয়া একবার মুখ মুছিলেন।

প্রভাবতী আবার বলিলেন,—

"তার পরে এই দেখুন মাষ্টারকে ষাট টাকা দিয়া একটা ঘড়ী কিনিয়া দিলেন। ইহার কি প্রয়োজন ছিল?"

"ইহাও খুব বারাবারি। আমার—ইসে—কাল কিন্তু সে সব ব্যাপার দেখিয়া ঘর হাসি পাইতেছিল। আপনারা সেই মাষ্টারটাকে যেন ইসে ওয়াটারলুর যুদ্ধবিজয়ী একটী ওয়েলিংটন করিয়া তুলিলেন—তাহাকে আবার ঘরী প্রাইজ দেওয়া হইল—হি—হি—হি।"

প্রভাবতী নিতান্ত দুঃখিতস্বরে বলিলেন—

"ও কথা বলিবেন না ডাক্তার বাবু। আমার দুঃখের কথা কাহাকে বলি, আর কেই বা শুনে? টাকাগুলি এইরূপ অযথা খরচ করা হয়

আমাকে একটু জিজ্ঞাসাও করা হয় না। আর ঐ ছুঁড়ীটা, সেই যত অনর্থের মূল। সে-ই এখন তাঁহাকে চালায়। তাহারই পরামর্শ মত এ সব দানের ঘটা।"

ইহা বলিতে বলিতে তাঁহার চোখে আবার এক ফোঁটা জল দেখা গেল। এবার তিনি নিজেই তাহা রুমাল দিয়া মুছিলেন। ডাক্তার একটা চুরুট ধরাইয়া মুখে দিয়া বলিলেন—

"সত্য বলিতে কি—ইসে—চারুর ভাবভঙ্গি আমার কিন্তু ভাল লাগে না। উপেন মাষ্টারটাকে যে দেখেন, উনিও একটী ভিজে বিরাল। আমার সন্দেহ হয় উহাদের মধ্যে—ইসে love ( প্রেম ) হইয়াছে।"

"আমারও তাই মনে হয়। যদি তিনি আমার পরামর্শ শুনেন, তবে এখনই উপেনকে কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া উচিত। শেষে কি একটা কেলেঙ্কারী করিয়া বসিবে।"

"আর এটাও ভাবিয়া দেখুন—ইসে—উপেন বিবাহ করিয়াছে, তার বৌ এখনও জীবিত আছে—ইসে তা জানেন ত?"

"তাই ঊঁ! কিন্তু এখন আমি যদি কিছু বলিতে যাই তবে তিনি মনে করিবেন—আমি চারুকে দেখিতে পারি না। থাক্—আমার সে সব কথায় কোন কাজ নাই।"

ইহা বলিয়া প্রভাবতী আবার দুঃখে গদগদ হইলেন। ডাক্তার চুরুটের ধূঁয়ো উড়াইয়া বলিলেন—

"আপনার কাজ নাই বলিতেছেন—ইসে এই রকম সব বাজে খরচ যাহাতে বন্ধ হয় তাহা ত আপনার দেখা উচিত। আপনার এখন দুটী ছেলে, একটী মেয়ে বর্ত্তমান। ৺ ইচ্ছায় আরও একটী হবে। ইহাদের কথা কি আপনি ভাবেন না? আচ্ছা শুনিয়াছি—ইসে এ বাড়ীটা নাকি বিবাহের পূর্ব্বে আপনার নামে লিখিয়া লইয়াছিলেন?"

"হাঁ—এ বাড়ীটা আমার নামে আছে।"

"তা' ভালই করিয়াছেন। আর মাসে মাসে আপনি কিছু টাকা পান না?"

"সে অতি সামান্য। ঐ যে দশ হাজার লাইফ্‌ ইন্‌সিওরেন্স্‌ করিয়াছেন, তাহাই আমার এক মাত্র সম্বল।"

"মোটে দশ হাজার? দশ হাজার টাকা আর কত। ইসে—এমন হয় ত—মেয়েটীর বিবাহ দিতেই তাহার পাঁচ হাজার চলিয়া যাবে। আর ইসে—একটী ছেলেকে যদি লেখাপরা শিক্ষার জন্য বিলাত পাঠাইতে হয়, তখন কোথায় টাকা পাবেন? ইসে—আমার বিবেচনায়—আপনার জন্য আরও দশ হাজার টাকার সংস্থান হওয়া উচিত।"

"তাহা কিরূপে হবে? আমার কথা শুনিলে ত? আমি কেউ না।"

"ইসে—আর একটা লাইফ্‌ ইন্‌সিওর করিলেই ত হয়। আপনি তাঁহাকে দশ হাজারের আর একটী লাইফ্‌ ইন্‌সিওর করিতে বলুন। এ সব বিষয়ে লজ্জা করিতে নাই। ইসে পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ ভাল দেখায় না। চারুর প্রতি ইসে—পরেশ বাবুর যতটা টান দেখিতেছি—আমার বোধ হয় অনেকগুলি টাকা—ইসে চারুর হাতে গিয়া পরিবে। লাইফ্‌ ইনসিওর করিলে—ইসে—সে পথ বন্ধ হইতে পারে।"

এই সময়ে ঝি ওষুধ লইয়া আসিল। চকারভর্ত্তি একটা গেলাসে তাহার এক দাগ ঢালিয়া প্রভাবতীকে খাইতে দিলেন। তিনি খাইয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন,—

"বড় কটু। আমি এ ওষুধ আর খেতে পারব না।"

"কটু—তা'ত একটু হবেই—ইসে—একটু নেবু খান না। ঝি একটা নেবু ছারাইয়া দাও ত। আর তিন ঘণ্টা পরে এক দাগ খাবেন। ইসে—রাত্রে একটু "চিকেন্‌ ব্রথ্‌" খাবেন। একটু বেশী করিয়া খেতে চেষ্টা করিবেন, আমি কাল সকালে আবার আসিব।"

ইহা বলিয়া হ্যাট ও ছড়ি লইয়া চকারভর্ত্তি প্রস্থান করিলেন।

# চতুর্থ খণ্ড।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### অরুণের উদয়।

পাঠকের সেই শিয়ালদহ সার্কুলার রোডের হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে মিঃ এইচ্, সি, ব্যানার্জ্জিকে মনে পড়ে কি? আজ তাঁহার "হোয়াইটভিলা" প্রাসাদ আনন্দোৎসবে পরিপূর্ণ। তাঁহার বৈমাত্রিক ভ্রাতা মিঃ অরুণ ব্যানার্জ্জি সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আজ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটী ডিনারপার্টির আয়োজন করা হইয়াছে।

কলিকাতা সহরে ইঙ্গবঙ্গ সমাজে মিঃ এইচ্, ব্যানার্জ্জির বন্ধুবান্ধব যথেষ্ট। সুতরাং এই সম্মিলনীতে অনেক বাঙ্গালীসাহেব * ও বাঙ্গালী মেম নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সন্ধ্যা ছয়টা বাজিতে না বাজিতেই হোয়াইট ভিলার প্রাঙ্গনে গাড়ীর পর গাড়ী আসিতে লাগিল। মাঘ মাস শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী। শীতের কুয়াসায় চন্দ্রের আলোক তেমন ফুটিতে পায় নাই। আকাশে দুই একটী তারা মিট্ মিট্ করিতেছে। প্রাঙ্গনস্থিত উদ্যানটী আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছে। সেই আলোকচ্ছটা সৌধ অট্টালিকার গাত্রে প্রতিফলিত হইয়া দূরস্থ রাজপথ পর্য্যন্ত আলোকিত

---

* পাঠক যদি "বাঙ্গালী সাহেব" অর্থে কেবল বিলাত ফেরত বাঙ্গালী বুঝেন তবে নিশ্চয়ই ভুল বুঝিবেন। কারণ এই সংজ্ঞাটা বড়ই ব্যাপক যথা—বিলাত-যাইয়া-সাহেব, বিলাত-না-যাইয়া-সাহেব, বিলাতফেরত-সাহেবের-পিতা সাহেব, বিলাত-ফেরত-সাহেবের-পিসতুত-ভাইয়ের-শ্যালক-সাহেব, ষ্টীমারের খালাসীদের সেলাম-প্রার্থী-সাহেব, রেলের-ড্রাইভার ও টিকেট-কালেক্টরগণের করমর্দ্দন-ভিখারি-সাহেব, খাসবিলাতী-সাহেবের-নিকট-দরবার-করিয়া "মিষ্টার"-উপাধি-প্রাপ্ত সাহেব ইত্যাদি—ইত্যাদি।

করিয়াছে। সেই অট্টালিকার দ্বিতলস্থ কার্পেটমণ্ডিত বড় হলটী অতিথিগণের অভ্যার্থনার জন্য সুসজ্জিত করা হইয়াছে। তাহার স্থানে স্থানে কয়েকটী বড় টেবিল, তাহার প্রত্যেকটীর চতুঃপার্শ্বে নানা আকারের নানা বর্ণের অনেক গুলি কৌচ, আর্মচেয়ার, চেয়ার শোভা পাইতেছে। টেবিলের উপর বড় বড় ফুলের তোড়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। এতদ্ভিন্ন এসেন্স ও চুরুটের গন্ধে ঘরটী ভরপূর হইয়াছে। রৌপ্যমণ্ডিত আলোকদাম সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোক বিকীরণ করিতেছে। সেই আলোক দেওয়ালে টাঙ্গান দর্পণ ও আলেখ্য মালার সুবর্ণমণ্ডিত ফ্রেমের উপর হইতে ঠিকরিয়া পড়িতেছে। সেই আলোক সুন্দরীগণের সুচারুবসনে বিবিধ মৃদূজ্জ্বল বর্ণের তরঙ্গ তুলিয়া দেহের লাবণ্যচ্ছটা বৃদ্ধি করিতেছে। সেই আলোক যুবতীগণের কণ্ঠের হার, কাণের ইয়ারিং, হাতের ব্রেস্লেট, অধরের হাসি ও নয়নের কটাক্ষ হইতে প্রতিফলিত হইয়া কোন কোন যুবকের চোখের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিতেছে।

পাশ্চাত্য সমাজে এই সকল Evening party, Garden party, Dinner party, At home, Drawing room প্রভৃতি সামাজিক সম্মিলনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন কন্দর্প, গৃহিণী হইতেছেন তাঁহার পূজার পুরোহিত, অনূঢ় ও অনূঢ়া যুবকযুবতীবৃন্দ হইতেছেন যজমান, আর রূপ ও বেশভূষা সেই পূজার পুষ্পচন্দন। ফুলের অভাব হইলে অনেক সময়ে চন্দনসিক্ত বিল্বদল দ্বারা দেবপূজা সারিতে হয়। তাই সময় সময় ব্যাঙ্কের চেকও পূজার উপকরণ মধ্যে গণ্য। এই সকল প্রেমের হাটে হৃদয় জিনিষটীর বেচাকেনা হয়, তবে এখানে যেমন অনেক ভাঙ্গা-হৃদয় জোড়া-লাগে, তেমন আবার কত মিলিত হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া যায়। এসব সেই দুষ্ট ছোঁড়ার নষ্টামি।

আমাদের ব্যানার্জ্জি সাহেবের কিন্তু এই ডিনার পার্টি দেওয়াতে

এরূপ কোন মতলব ছিল না। তাঁহার কোন বয়ঃস্থা কন্যা নাই, আর মিঃ অরুণ সবে মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিবাহবিষয়ে তাড়াতাড়ি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং তাঁহাকে কলিকাতা সমাজে পরিচিত করাই এই সম্মিলনীর একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। তবে গৃহস্বামী যে উদ্দেশ্যই ঘরে আলো জ্বালুন না কেন, অন্যের সেই আলোতে আপন কাজ হাসিল করিয়া লইবার বাধা কি?

তাই মিঃ এস, সি, দাৎ ব্যারিষ্টারের গৃহিণী শ্রীমতী অন্নদা ওরফে আানা দাৎ যখন এই সম্মিলনীর জন্য কার্ড পাইলেন, তখন তিনি মনে করিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লীলা ওরফে মিস্ লিলিয়ানকে (পাঠক অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন, ইঁহাদের শাড়ী ও গাউনের ন্যায় নামও দুই সেট করিয়া) এইবার পার করিবার একটী মহাসুযোগ উপস্থিত। শ্রীমতী লীলার রঙ্‌টা তত ফরসা নহে, নাকটী কিছু চাপা, আর ভ্রূ নাই বলিলেই চলে। এই দোষ সংশোধন করিবার জন্য মিঃ দাৎ পাঁচ হাজার টাকার একখানি ব্যাঙ্ক্‌নোট রাখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে কোন বিলাত-ফেরত যুবকই তাহাতে প্রলুব্ধ হন নাই। মিঃ অরুণ যদিও সবেমাত্র ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া দেশে পা দিয়াছেন, তবুও তিনি অনেকানেক পুরাতন ব্যারিষ্টার অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় বর সন্দেহ নাই। তাঁহার পৈত্রিক জমিদারীতে নিজের অংশের আয় বার্ষিক বিশ হাজার টাকার কম হইবে না। সুতরাং এই প্রথম দর্শনে লিলিয়ান যদি এই রোহিত মৎস্যটীকে বঁড়শী গাথা করিতে পারেন, তবে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলের বিষয় হইবে।

মিসেস্ দাতের ন্যায় মিসেস্ ধার, মিসেস্ কার,, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি, মিসেস্ রাক্ষিত, মিসেস্ ভাট্‌চার্জ্জি প্রভৃতি গৃহিণীগণও নিজ নিজ স্বামিপুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়াছেন। সেই প্রকাণ্ড

হলটী এই সকল নিমন্ত্রিত বৃদ্ধ বৃদ্ধা, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, যুবক যুবতী বালক বালিকাগণে পরিপূর্ণ হইয়া একখানি মধুচক্রের ন্যায় গমগম্ করিতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনটা স্বভাবের অপরিহার্য্য ধর্ম্ম। এখানেও এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সেই নিমন্ত্রিতমণ্ডলী কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গল্পগুজব হাসিকৌতুক আমোদপ্রমোদ করিতেছেন।

প্রৌঢ়াদিগের নেত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছেন মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি। ইনি পরলোকগত ডাক্তার নবকুমার চ্যাটার্জ্জির বিধবা পত্নী। ইহাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ, চুলগুলি বেশ কালো আছে, কিন্তু শরীর শীর্ণ, গাল বসিয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরস্থ, গলার স্বর কিছু কর্কশ। কিন্তু এই সব দোষ ঢাকিবার জন্য তিনি খুব জমকাল পোষাক পরিতে ভাল বাসেন, তাহাতে তাঁহাকে একটী কেনারীপক্ষীর মত দেখায়। তিনি যে মজলিসে পদার্পণ করেন, সেখানে আর কাহারও কথা কহিবার সুযোগ থাকে না। সেজন্য অন্যান্য গৃহিণীগণ তাঁহার প্রতি বড়ই বিরক্ত।

গৃহকর্ত্রী মিসেস্ চন্দ্রমুখী ব্যানার্জ্জি অতিথিগণের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি এখন আসিয়া এই দলের মধ্যে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন,—

"কেমন মা! তুমিও ত জান—ডাঃ চ্যাটার্জ্জিকে মেডিকাল কলেজের প্রিন্‌সিপাল সিভট্ সাহেব কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন, 'সার্জ্জারি সম্বন্ধে চ্যাটার্জ্জির মতন ডাক্তার বাঙ্গালীদের মধ্যে দ্বিতীয়টী নাই, এমন কি বিলাতেও এ রকম সার্জ্জন বড় বেশী নাই।' একথা তুমি অবশ্যই জান?"

ইহা বলিয়া তিনি চন্দ্রমুখীর মুখের পানে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

চন্দ্রমুখী তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন—"হাঁ, তা' জানি বৈ কি। ডাঃ চ্যাটার্জ্জি এখানে আসিয়া কত দিন সে কথা বলিয়াছেন। বাস্তবিকই তিনি এক জন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন।"

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি খুব খুসী হইয়া বলিলেন—"কিন্তু তাঁহার প্রথম শিক্ষা আমার বাবার কাছে। আমার বাবার কথা ত শুনিয়াছ? ডাঃ হরি নারায়ণ ব্যানার্জ্জির নাম কে না জানে? বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথমে মেডিকাল কলেজে ভর্ত্তি হন। ক্রমে তাঁহার পদবৃদ্ধি হইতে হইতে তিনি বড়লাট সাহেবের খাস ডাক্তার হইয়াছিলেন; বড় লাট সাহেবের সঙ্গে তাঁহাকে সিমলায় যাইতে হইত, আর ও কত জায়গায় বেড়াইতেন—কাশ্মীর, রাজপুতানা, মহীশূর এই রকম কত জায়গায়। কত বড় বড় রাজা মহারাজা তাঁহাকে ভেট দিতেন। তিনিই মিঃ চ্যাটার্জ্জিকে ডাক্তারী পড়িতে বিলাত পাঠান।"

মিসেস্ কাঞ্জিলাল নিতান্ত অসহিষ্ণুতার সহিত এসব কথা শুনিতেছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা কহিবার চেষ্টা করিয়া একটী বার ও মুখ খুলিবার সুযোগ পান নাই। তাই মনে মনে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জিকে খুব গালি দিতেছিলেন। এবার মিসেন্ চ্যাটার্জ্জির কথা শেষ হইল মনে করিয়া তিনি বলিলেন—

"আপনার বাবা কি রায় বাহাদুর হইয়াছিলেন? আমার বাবা ৺জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী রায় বাহাদুরের নাম অবশ্যই শুনিয়াছেন?"

ইহা বলিয়া মিসেস্ কাঞ্জিলাল চতুর্দ্দিকে সকলের পানে এক এক বার তাকাইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহই তাঁহার কথায় সায় দিলেন না। অবশেষে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন,—

"কেবল কি শোনা, অমন কত রায় বাহাদুর আমি দেখিয়াছি। আমার বাবা লাটসাহেবকে অনুরোধ করিয়া অমন কত জনকে রায়

বাহাদুর করিয়া দিয়াছিলেন। রায় বাহাদুরের মেয়ে বলিয়া আপনি অমন করেন কেন?"

"আমি আবার কেমন করিলাম? আপনার যে কথা!"

ইহা বলিয়া কঞ্জিলালপত্নী ক্রোধভরে মুখভঙ্গি করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার স্বামীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। গৃহকর্ত্রী চন্দ্রমুখী তাঁহাকে থামাইবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। মিসেস্ চাটার্জ্জি একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া অন্যান্য বর্ষীয়সা পরিবেষ্টিত হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ওদিকে পুরুষমহালে গৃহস্বামী মিঃ এইচ্ ব্যানার্জ্জি অনেক গুলি বন্ধুবান্ধব লইয়া নানাবিধ খোস গল্পে লিপ্ত ছিলেন। মিসেস্ কাঞ্জিলাল মুখভার করিয়া আসিয়া তাঁহার স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত পরেশ বাবু তাঁহার গৃহিণী প্রভাবতী ভগিনী চারুলতা ও পুত্রদ্বয় সহ উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জি তাঁহাদিগের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। পরেশ বাবুকে দেখিয়া অধ্যাপক মিঃ ঘোষ বলিলেন—

"আপনার সঙ্গে এখানে সাক্ষাৎ হ'লো বড়ই সুখের বিষয়। আপনি কলিকাতা রিভিউ (Calcutta Review) তে "The influence of western culture on Eastern mind" নামক যে প্রবন্ধটী লিখেছেন, তাহা আমার বড়ই ভাল লেগেছে।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি।—"সেটা কি উনি লিখেছেন? আপনি যে এমন একজন সুলেখক তা' ত জানিতাম না। I must really congratulate you, Mr. Mitter, on your masterly style and thoughtful writing." *

* মিঃ মিত্র, আপনার উৎকৃষ্ট রচনারীতি ও চিন্তাশীলতাপূর্ণ লেখার জন্য আপনাকে অভিনন্দন করিতেছি।

পরেশ বাবু একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "আপনারা আমার লেখা আদর করে' পড়েছেন, ইহা আমার বড়ই গৌরবের বিষয়। কিন্তু আমার সব মতের সহিত আপনাদের মিল হইয়াছে কি না জানি না।"

মিঃ রাক্ষিত একটা চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন—

"সে প্রবন্ধে উনি কি লিখেছেন?"

মিঃ ঘোষ। "উনি যে সব কথা লিখেছেন। তা' আমার বেশ মনে ধরেছে। উনি বলেন western culture * টা খুব ভাল জিনিষ সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের দেশের পুরাতন culture † টা বজায় রাখিয়া আমাদিগকে সেটা assimilate ‡ করিতে হইবে।"

"তা' কি কখন ও সম্ভব? new wine in an oldbottle? § ইহাতে সেই বোতলটা একেবারে না ভাঙ্গিয়াই পারে না।"

"তা' ভাঙ্গিবে কেন? আমরা western culture || এর স্থধু spirit ¶ টা গ্রহণ করিব, কিন্তু আমাদের সমাজের old foundation টা স্থির রাখিব।"

"সে old foundation ¶ টা বড় জরাজীর্ণ হয়েছে—একেবারে টলমল!"

এখানে পরেশ বাবু বলিলেন—

"আমি তাহা স্বীকার করি না। সে foundation টা খুব পাকা। এত কাল তাহার উপর দিয়া কত পরিবর্ত্তনের স্রোত চলিয়া গিয়াছে, তবু একটুও তাহা টলে নাই। তাহা নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া যুগযুগান্তরের নূতন নূতন ভাব সকল assimilate ‡ করিয়াছে।"

* পাশ্চাত্য সংস্কার। † সংস্কার। ‡ আত্মস্থ।
§ পুরাতন বোতলে নূতন মদ।
|| মর্ম্ম, সারভাগ।
¶ পুরাতন ভিত্তি।

এখানে মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন,—

"কিন্তু তাহার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার প্রয়োজন কি ?"

"প্রয়োজন আছে বৈকি ? জগতের প্রত্যেক জাতিরই এক একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, থাকা দরকার। স্বতন্ত্রতা সৃষ্টি বিকাশের একটা স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা। পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্বের বিকাশই সৃষ্টি, আবার পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্বের বিনাশ হইয়া একত্বের অভিমুখে পরিণতিই প্রলয়।"

মিঃ ঘোষ।—আমার ও ঠিক এই মত। এই দেখুন না ইয়ুরোপের এত গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি তাহাদের নিজ নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্থির রাখিবার জন্য প্রাণপণে কত চেষ্টা করিতেছে।

মিঃ রাক্ষিত।—তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অর্থ যে অন্য রকম। তাহারঅর্থ Political independence. *

মিঃ ঘোষ। তাহা হ'লোইবা। ইয়ুরোপের লোক socially† এক বলিয়া এই political independence * দ্বারা তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে। আমাদের political independence * নাই, আমরা যদি বিজেতা জাতির সহিত সমাজে এক হইয়া যাই, তবে আমাদের অস্তিত্ব যে একেবারেই লুপ্ত হইবে।

মিঃ রাকষিত্।—না তা' হইবে কেন? আপনি বুঝি মনে করিয়াছেন পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলে ইংরেজ জাতি আমাদিগকে তাহাদের জাতভাই বলিয়া স্বীকার করিবে ?

মিঃ ঘোষ।—তা' কখনই না। এরূপ কল্পনা স্বপ্নেরও অগোচর। দুই এক পুরুষ পরে, আমাদের অবস্থা ইয়ুরেশিয়ানদের মত হইবে। তখন আমাদের একূল ওকূল দুকূলই যাবে।

* রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

† সমাজতঃ।

পরেশ বাবু।—ঠিক এই কথা আমিও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই কারণেই আমাদের সামাজিক স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। এই সামাজিক স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিলে তাহা হইতে ভবিষ্যতে জাতীয় উৎকর্ষ জন্মিতে পারে।

মিঃ ব্যানার্জ্জি।—কিন্তু এখনকার দিনে তাহা রক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। Who can go against the current of time ?*

পরেশ বাবু।—আমি কিন্তু তাহা একেবারে অসম্ভব মনে করি না। মুসলমান-সভ্যতার স্রোত যখন এইরূপে আমাদের সমাজে প্রথম প্রবাহিত হইয়াছিল, তখনও ঠিক এইরূপ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুসমাজ সেই স্রোতের প্রতিকূলে সহস্র অত্যাচার সহ্য করিয়াও স্থিতিস্থাপকতার গুণে আপন অস্তিত্ব ঠিক রাখিয়াছিল। ইংরেজের আমলে সে সব সামাজিক অত্যাচার ত একেবারেই নাই। তবে এ কথা ঠিক, কালের স্রোত প্রতিরোধ করিতে হইলে যতটা মানসিক বলের প্রয়োজন, তাহা আমরা দিন দিন হারাইতেছি।

আমাদের চারুলতা খুব মনোযোগের সহিত এই সব বাক্যালাপ শুনিতেছিল। হঠাৎ গৃহকর্ত্রী চন্দ্রমুখী আসিয়া, তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন,—

"এই যে চারুচন্দ্রনিভাননা! তুমি এখানে বসিয়া এ সব কি শুনিতেছ? এ তর্কের কি আর শেষ আছে? এস—আমার সঙ্গে এদিকে এস। তোমাকে সকলের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিই।"

ইহা বলিয়া তিনি তাহাকে ধরিয়া লইয়া যুবক-যুবতী মহালে হাজির করিলেন।

মিঃ অরুণ ব্যানার্জ্জি ইতিপূর্ব্বে সমাগত অতিথিবৃন্দের সহিত

* সময়ের স্রোতের প্রতিকূলে কে যাইতে পারে?

পরিচিত হইয়া, এখন এই যুবক-যুবতী মহালে অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। এই মহালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন—মিস্ লজ্জাবতী রায় বি, এ। ইনি এবার বি, এ পাশ করিয়া, একটী বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। ইনি খুব সুন্দরী, ভাল গাইতে বাজাইতে পারেন, ভাল ছবি আঁকিতে পারেন, সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, ইহাঁর যুবজনের চিত্তাকর্ষক আরও কত গুণ আছে। এই সব কারণে ইনি ইঙ্গবঙ্গ-সমাজের যুবক-বৃন্দের মধ্যে একটা মহা হুলস্থূল বাধাইয়া দিয়াছেন।

মিঃ অরুণের সহিত আজ প্রথম দর্শনেই তাঁহার বেশ মাথামাখি হইয়াছে। মিঃ অরুণও একজন কম পাত্র নহেন। তাঁহার চেহারা খুব সুন্দর, রঙ্টা খুব ফরসা, তাঁহার মুখের ছাঁদটা পুরাতন গ্রীক-দিগের ন্যায়। তিনি সরস বাক্যবিন্যাসে খুব পটু। এই সব কারণে বিলাতে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে "Apollo" (এপোলো) বলিয়া ডাকিত। তিনি মিস্ লজ্জাবতী ও অন্যান্য যুবকযুবতীদিগকে তাঁহার বিলাতের গল্প বলিয়া আমোদিত করিতেছিলেন। একদিন ডাচেস্ অব নাটিংটনের বাড়ীতে তাঁহার বল্ নাচ দেখিবার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; সেখানে তিনি আর্ল অব হটবেডের কন্যা লেডি মেরি হটবেডের সহিত নাচিয়াছিলেন এবং একটা বাঙ্গলা গৎ বাজাইয়া, তাঁহাদিগকে আমোদিত করিয়াছিলেন। হাইডপার্কের মধ্য দিয়া যখন তিনি লর্ড হাইওয়াটারের বড় ছেলের সঙ্গে ফিটনে চড়িয়া বেড়াইতেন, তখন কত সুনীল নয়ন তাঁহার পানে মুগ্ধভাবে তাকাইয়া থাকিত! ইত্যাদি—ইত্যাদি।

তাঁহার এই সব গল্প শুনিয়া মিস্ রায় মনে করিলেন "লোকটা বড় বেশী বাড়াবাড়ি করিতেছে, ইহাকে একটু জব্দ করা আবশ্যক।" ইহা মনে করিয়া তিনি অরুণকে বলিলেন,—

"মিঃ ব্যানার্জ্জি! আপনি বিলাতে খুব একজন বড় জাঁদরেল ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি যে ডাচেস্ অব্ নাটিংটনের কথা বলিলেন, তিনি আসল না নকল?"

অরুণ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তর দিলেন,—

"ধরুন না কেন—নকল। অনেক সময়ে আসল বস্তুর অভাব নকল দ্বারা পূরণ করিতে হয়।"

ইহা বলিয়া তিনি লজ্জাবতীর দিকে একটী কটাক্ষপাত করিলেন। তাঁহার উত্তর শুনিয়া অনেকে হাসিয়া উঠিলেন।

ঠিক এই সময়ে চন্দ্রমুখী, চারুকে লইয়া এই সভায় উপস্থিত হইলেন এবং অরুণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"ঠাকুরপো, কোথায় তুমি সব নিমন্ত্রিত অতিথিদিগের অভ্যর্থনা করিবে, তা' না ক'রে এখানে বোসে কেবল গল্প ক'চ্চ! এই—ইনি একজন বিনা আদরঅভ্যর্থনায় ওখানে দেওয়ালের পাশে বসিয়াছিলেন। ইঁহাকে তুমি চেন না—ইনি আমাদের পরেশবাবুর ভগ্নী মিস্ চারুলতা,—এবার বেথুন কলেজে এফ্, এ পড়িতেছেন। চারু, ইনিই আমার সেই দেবর অরুণ।"

অরুণ অমনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া চারুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—

"By jove বৌ দিদি! এখানে যে কত বড় একটা magnetic attraction * র'য়েছে—আমার সাধ্য কি এখান থেকে নড়ি? I am simply chained to the spot † (চারুর প্রতি) তা' আপনি wall-flower ‡ এর মতন ওখানে বসিয়াছিলেন কেন?

* চুম্বকের আকর্ষণ।
† আমি এস্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি।
‡ অনাদৃত কুসুম, যাহা কেবল দেওয়ালের গায়ে শোভা পায়।

এখানে আসিতে বুঝি ভয় হ'চ্ছিল?—না, আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই।

ইহা বলিয়া লজ্জাবতীর প্রতি আবার পূর্ব্ববৎ একটী কটাক্ষপাত করিলেন। চারু লজ্জায় চক্ষু নামাইল। লজ্জাবতীর মুখ মলিন হইয়া গেল।

শ্রীমতী অ্যানা দাতের সেই অনূঢ়া কন্যা লিলিয়ান এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন; এ সভায় আসিয়া যোগদান করিতে তাঁহার ভরসা হয় নাই। তাঁহার ভীরুতাদর্শনে তাঁহার জননী দূর হইতে ভ্রূকুটী করিয়া, তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন। এবার চারুর সঙ্গে তিনিও সভার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন, এবং অরুণের সহিত পরিচিত হইলেন। তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রণয়ী মিঃ ইউ চাণ্ডার নিকটে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে লিলিয়ানের একবার বৈদ্যুতিক দৃষ্টিবিনিময় হইল। তাহার অর্থ "যথেষ্ট হইয়াছে—আর না!"

মিঃ চাণ্ডার কিছু দিন হইতে লজ্জাবতীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু আজ লজ্জাবতী প্রথমে আসিয়াই তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অরুণের পানে ধাবিত হইয়াছিলেন, ইহাতে চাণ্ডার মরমে মরিয়া গিয়াছিলেন। তাই, কোন কথায় যোগদান না করিয়া, তিনি চুপ করিয়া এককোণে বসিয়াছিলেন। অবশেষে লজ্জাবতীকে অরুণের নিকট অপদস্থ হইতে দেখিয়া, তিনি খুব আনন্দিত হইলেন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সে একাগ্রতা কিরূপ? একটা উপমা দ্বারা বুঝাইতেছি। কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ একটী নূতন গ্রহ আবিষ্কার করিবার জন্য বহুকাল যাবৎ দূরবীক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া, যে মুহূর্ত্তে তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ সেই গ্রহটী তাঁহার দৃষ্টিপথে অগ্রসর হয়, তখন তিনি যেরূপ একাগ্রতা অবলম্বন করেন, সেইরূপ।

লজ্জাবতীর দুরবস্থা দর্শনে অরুণের মনে একটু অনুতাপ হইল তাই তাঁহাকে বলিলেন,—

"মিস্ রায়, কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আপনার একটা গান শুনিতে চাই। আপনি নাকি খুব ভাল গাইতে পারেন?"

লজ্জাবতী খুব মিহিস্বরে বলিলেন,—

"আমি আর কি গাইতে পারি। আমার ভাঙ্গা গলা।"

অরুণ।—বটে? আচ্ছা, তবে আপনি একটু বাজান।

লজ্জা।—আমি ভাল বাজাইতে পারি না। আপনার ত বিলেতের শিক্ষা, আপনিই বাজান না? আমরা শুনি।

এতক্ষণ পরে সাহসে বুক বাঁধিয়া শ্রীমতী লিলিয়ান বলিলেন,—

"ডাচেস্ অব নাটিংটনের বাড়ীতে যে গৎটা বাজাইয়াছিলেন সেইটা একবার বাজান।"

লজ্জা।—ছিঃ লীলা! উনি কি আমাদের কথায় বাজাইবেন? তুমি যদি ডাচেস্ অব নাটিংটন কিম্বা লেডি হটবেড্ হইতে, তবে উনি বাজাইতেন।

অরুণ এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, লজ্জাবতীর প্রতি একটী তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া, পিয়ানোতে একটা গৎ বাজান আরম্ভ করিল। সেই একটার পর, আর একটা গৎ বাজান হইল। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও লজ্জাবতী গাইলেন না। তখন অরুণ, চারুকে গাইতে বলিলেন। চারু এতবড় মজলিসে কখনও গায় নাই, তাই তাহার মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইল। পরে শিষ্টাচারের অনুরোধে নিম্নলিখিত গানটী গাইল,—

ইমন্ কল্যাণ।

"সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুল-হার!
তুমি অনন্ত নব-বসন্ত অন্তরে আমার।
নীল অম্বর চুম্বন নত চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শত বার।

ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ পুলকিছে ফুলগন্ধ
চরণ-ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।
ছিঁড়ি মর্ম্মের শত বন্ধন তোমাপানে ধায় যত ক্রন্দন
লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন উপহার ॥"

চারুর গলা খুব চমৎকার, গানটী বেশ জমিয়া উঠিল। সেই হলের সমস্ত লোক গানের দিকে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল এবং গান শেষ হইলে সকলে একবাক্যে চারুর প্রশংসা করিতে লাগিল।

ইহার পরই ডিনারের ঘণ্টা বাজিল। অরুণ, চারুর হাত ধরিয়া তাহাকে ডিনারের ঘরে লইয়া চলিলেন। ইহাতে লজ্জাবতী, লীলা প্রভৃতি সুন্দরীগণ চারুর প্রতি বিষদিগ্ধ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মিঃ চাণ্ডার এবার সুযোগ বুঝিয়া, লজ্জাবতীর কাছে ঘেঁসিয়া আসিলেন এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। কিন্তু শ্রীমতী লীলার সঙ্গী কেহ জুটিল না। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে মাতার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার মাতার মুখ বড়ই অপ্রসন্ন। মিঃ ব্যানার্জ্জি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-গণের জন্য যথেষ্ট চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়াদির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পেয়টা প্রত্যাখ্যান করিলেন, তাঁহারা "teeto-taler" বলিয়া উপহসিত হইয়া লেডিদিগের সামিল গণ্য হইলেন। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় গৃহস্বামী ও তাঁহার পত্নীকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া ও অরুণকে প্রীতি-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া, অতিথিগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### নদীতে ভাঁটা আরম্ভ।

ব্যানার্জ্জিভবনে ডিনারপার্টির পরদিন সন্ধ্যাকালে উপেন, পরেশ বাবুর বাড়ীতে যাইবার জন্য বাহির হইল। উপেনের বি, এ পরীক্ষার আর মাত্র দুইমাস বিলম্ব আছে। সে পরীক্ষার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছে।* পরেশবাবু এখন তাহাকে রোজরোজ পড়াইতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। সপ্তাহের মধ্যে তাহার অবসরমত দুই তিন দিন আসিলেই চলিবে, কিন্তু মাহিয়ানা সে পূর্ব্বের মতই পাইবে এরূপ বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে পরেশবাবুর বাড়ীতে যাওয়াটা উপেনের আফিমের নেশার মত একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন চারুকে দিনের মধ্যে একবার না দেখিলে সে থাকিতে পারে না। তাই পরেশবাবুর এই বন্দোবস্তটা উপেনের মনঃপূত হয় নাই। অথচ প্রকাশ্যভাবে ইহার প্রতিবাদ বা অন্যথা করিবার সাহসও তাহার নাই, কারণ, পরেশবাবু তাহা হইলে কি মনে করিবেন ?

উপেন মনে করিয়াছে, আজ আকস্মিক দর্শন দ্বারা চারুকে চমকিত করিবে। চারুকে হঠাৎ আনন্দপ্রদানের একটী বিশেষ জিনিষও ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে চারু, উপেনের পরামর্শে শেলির "Sky-lark" কবিতার অনুকরণে "কোকিল" নামক একটী কবিতা লিখিয়াছিল। উপেন তাহা ছাপানর জন্য কোন প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্রিকায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই তিন মাসের মধ্যেও তাহা ছাপা হইল না।

---

* আমরা বলিতে ভুলিয়াছি, উপেন এবার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতেছে। মহেন্দ্র তাঁহার যে জামাতাটীকে পড়ার খরচ মাসিক ১০ টাকা দিতেন, তাহার পড়াবন্ধ হওয়াতে সে টাকা এখন উপেন পাইতেছে।

ইহাতে উপেন মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছিল। প্রতি মাসে সেই পত্রিকা বাহির হওয়ার সময় উপেন প্রেসে গিয়া খবর লইয়া আসিত; উহা ছাপা হইল কি না। আজ সে প্রেসে গিয়া জানিতে পারিল, সেই মাঘ মাসের পত্রিকায় কবিতাটী বাহির হইয়াছে। উপেনের আনন্দ আর দেখে কে? সে অমনিই ছয় আনার পয়সা দিয়া প্রেস হইতে একখণ্ড পত্রিকা কিনিয়া লইয়া, চারুকে তাহা দেখাইবার জন্য ছুটিল।

সে পরেশবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই সদর দরজায় বড় রাস্তার উপরে একখানা ব্রাউহ্যাম্ গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে দেখিল। এ যে সেই ডাঃ সরকারের গাড়ীর মত গাড়ী। কি সর্ব্বনাশ! এমন অলক্ষণে গাড়ী এখানে কেন? এ বাড়ীর কাহার কোন অসুখ হয় নাই ত? চারু ভাল আছে ত? ইহা ভাবিতে ভাবিতে উপেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল। অমনি উৰ্দ্ধশ্বাসে বাড়ীতে ঢুকিল। কিন্তু বেশী দূর যাইতে না যাইতেই তাহার সে আশঙ্কা দূর হইল। ঐ যে চারু গাইতেছে, আর কে একজন বাজাইতেছে।

উপেন ধীরপদে বৈঠকখানার সম্মুখে আসিল। বৈঠকখানায় আর কেহ ছিল না কেবল চারু, আর কালরঙের সাহেবী পোষাকপরা একটী সুন্দর যুবাপুরুষ। যুবক বাজাইতেছে, চারু তাহার দিকে মুখ করিয়া গাইতেছে। উপেন, চারুকে দেখিল, কিন্তু চারু, উপেনকে দেখিতে পাইল না। হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিলে পাছে গান ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে উপেন বৈঠকখানায় না ঢুকিয়া, ছেলেদের ঘরে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে গান থামিল, আর সেই সুন্দর যুবাটী খুব স্ফূর্ত্তির সহিত বলিয়া উঠিল—

"Bravo—Bravo! By Jove, Miss Mitter, you sing like a nightingale! I have never heard such a sweet voice even in England—of course Miss Rosalind excepted." *

চারু লজ্জায় নতমুখী হইয়া বলিল,—"আপনি আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করিতেছেন। আমি ইহার যোগ্য নই। মিস্ রোজালিণ্ড্ কে?"

"জানেন না? Miss Rosalind, the famous actress! † যাকে সকলে মিস্ রোজ বলিয়া ডাকে। আপনি অভ্যাস করিলে আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন।"

"আপনারও বাজানর হাত খুব চমৎকার! আমাকে কিন্তু পিয়োনা বাজানটা ভাল করিয়া শিখাইতে হইবে।"

"তা' অবশ্যই—খুব আনন্দের সহিত শিখাইব। আমিও আগে ভাল জানিতাম না। পরে একদিন লর্ড হোপটাউনের বাড়ীতে পিয়েনো বাজাইতে গিয়া বড় হাস্যাস্পদ হইয়াছিলাম। লর্ড হোপটাউনের ছোট মেয়ে লেডি এমিলি আমার হাত ধরিয়া আমার ভুল সংশোধন করিয়াছিলেন। সেই অবধি আমি খুব পরিশ্রম করিয়া এইটুকু শিখিয়াছি। এখন আর বড় বড় মজলিসে আমাকে লজ্জা পাইতে হয় না। তা' আপনিও শিখিতে পারিবেন। আপনার খুব অল্পেই শেখা হবে।"

ইহা বলিয়া সেই সুন্দর যুবক অর্থাৎ মিঃ অরুণ তাঁহার হাতের হীরক অঙ্গুরীয়টী এরূপভাবে ধরিলেন, যে চারুর চোখে তাহার রশ্মিটা ভাল করিয়া পড়ে।

উপেন সেই পড়ার ঘরে বসিয়া এই সব লম্বা লম্বা কথা শুনিতেছিল। সেখানে আর বেশীক্ষণ থাকা অনুচিত মনে করিয়া, সে সাহসভরে বৈঠকখানায় আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। তাহাকে দেখিয়া অরুণ কটমটদৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন—তাঁহার চক্ষু দুটী যেন বলিল,—"তুই বেটা কে রে?"

---

* বাঃ—বাঃ—মিস্ মিত্র আপনি ঠিক নাইটিঙ্গেল পক্ষীর মতন গাইতে পারেন। এমন কি বিলাতেও আমি এমন সুমিষ্ট গলা শুনি নাই—অবশ্য মিস্ রোজালিণ্ড ভিন্ন।

† সেই প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মিস্ রোজালিণ্ড।

উপেনকে দেখিয়া চারু অমনি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাকে বসিতে বলিয়া অরুণকে বলিল,—

"মিঃ ব্যানার্জ্জি, ইনি আমাদের টিউটর উপেনবাবু।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি তখন উপেনের দিকে কিঞ্চিৎ প্রসন্নদৃষ্টিতে তাকাইয়া, যথারীতি শিরঃসঞ্চালন করিলেন ও হাতখানা বাড়াইয়া দিলেন। উপেন তাঁহার হাত ধরিয়া করমর্দ্দন করিয়া বসিয়া পড়িল।

উপেন আসাতে অরুণের সেই কলকল প্রবাহিত বাক্যস্রোতের মুখে যেন একখানা পাথর চাপা পড়িল। চারুও কি বলিলে ভাল হয়, তাহা খুঁজিয়া পাইল না। তখন অগত্যা উপেনই কথা আরম্ভ করিল। সে স্মিতমুখে চারুকে বলিল,—

"আজ আপনাকে খুব একটী আনন্দদায়ক জিনিষ দিতে আসিয়াছি। দেখিবেন ?"

ইহা বলিয়া সেই পত্রিকাখানির পাতা বাহির করিয়া, চারুর হাতে দিল।

"ওঃ!—সেই কবিতাটী ? এতদিনে বুঝি আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে ? সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ ! আর ধন্যবাদ আপনাকে। তা' আপনি আপনার পড়ার ক্ষতি করিয়া, এটা নিজে লইয়া আসিলেন কেন ? আমার কাগজ ত একদিন পরেই আসিত ?"

উপেন ইহার কোন উত্তর দিল না। হয় ত সে মনে মনে ভাবিতেছিল, "আমি কি কেবল এই জন্য আসিয়াছি ?"

চারুর কথা শেষ হইলেই মিঃ ব্যানার্জ্জি একখানা রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া, তাহা আবার পকেটে রাখিয়া বলিলেন,—

"By Jove ! Miss Mitter, you surprise me in every way ! You are not only a sweet singer, but also a poet ?* আপনার এ কবিতাটী আমি দেখিতে পারি কি ?"

চারু একটু হাসিয়া বলিল,—

"না—না—কখনই না। আপনি ইহা দেখিয়া হাসিবেন।"

ইহা বলিয়া সেই পত্রিকাখানি লুকাইয়া ফেলিল। অরুণ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—

"না—আমি হাসিব কেন? কবিতা ভাল না হইলে ও পত্রিকায় ছাপিবে কেন? (উপেনের প্রতি) আপনি কি বলেন? কবিতাটী কি বিষয়ে লেখা হইয়াছে?"

উপেন।—কবিতাটীর নাম "কোকিল"। ইহা শেলির "Skylark" এর অনুকরণে লিখিত; কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকগুলি নূতন ভাব আছে।

অরুণ।—"Skylark"—"Skylark"—what a beautiful poem it is! সুন্দর—অতি সুন্দর!

"Hail to thee, blithe spirit!
Bird thou never wert,
That from heaven or near it,
Pourest thy full heart
In profuse strains of
Unpremeditated art."

উপেন।—কিন্তু ইহার চেয়েও সুন্দর ভাব ঐ "Skylark" কবিতা-টীতে আছে। পক্ষী যতই উচ্চগগনে উঠিতেছে, কবিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন কল্পনার পক্ষে ভর করিয়া, ভাবরাজ্যের উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিতেছেন। এই কবিতাটীকে কবিওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "Cuckoo" কবিতাটীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কোকিলের স্বরে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে "an invisible thing, a voice, a

* মিস্ মিত্র আপনি আমাকে যে কত রকমে অবাক্ করিতেছেন! আপনি কেবল একটী সুন্দর গায়িকা নহেন, আপনি আবার একটী কবি!

*mystery*" বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু সেলি মানুষের অবস্থার সহিত পাপিয়ার তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন,—

"Our sweetest songs are those
That tell of saddest things."

অরুণ উপেনের উপর কিঞ্চিৎ মুরুব্বিয়ানা দেখান আবশ্যক মনে করিয়া বলিল—

"আপনি ঠিক বলিয়াছেন! ঠিক বলিয়াছেন! কি চমৎকার ভাব! আমি সেলির কবিতা খুব পছন্দ করি। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়া বড়ই সুখী হ'লেম। আপনি কি করেন?"

এই সময়ে পরেশবাবু তাঁহার ছেলেদের লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। উপেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। পরেশ বাবু বলিলেন,—

"কি, উপেনবাবু কতক্ষণ? অরুণ কখন এলে? তুমি উপেন-বাবুকে জান না, ইনি একজন বেশ বিদ্বান্ লোক, এবার বি,এ পরীক্ষা দিতেছেন। আর ইঁহার চরিত্র যে কত উন্নত, তাহা বলিতে পারি না। উপেনবাবু, বসুন না।"

ইহা বলিয়া তিনি নিজে বসিলেন।

অরুণ।—উপেনবাবুর সঙ্গে আমার শেলি ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। ইঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া বড়ই সুখী হ'লেম। কিন্তু আমার মনে হয়, ইঁহার মত লোকের বিলাত যাওয়া উচিত। তাহা হইলে ইঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করিবে।

চারু হাসিয়া বলিল,—

"তা হলেই দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ! উনি যে গোঁড়া হিন্দু, উনি আবার বিলেত যাবেন?"

উপেন।—বিলেত যাওয়ার ইচ্ছা থাকিলেও আমাদের ন্যায় গরীব

লোকের অর্থসংস্থান কোথায়? আর বিদ্যাশিক্ষা কি দেশে থেকে হয় না? আমাদের দেশে এই কলিকাতা সহরে কত বড় বড় লাইব্রেরী আছে, কত সুশিক্ষিত লোক আছেন। বিলেত না গিয়াও ত আমাদের দেশে কত বড় বড় বিদ্বান্ হইয়াছেন—যেমন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র—

অরুণ।—There you are mistaken—এখানে আপনি একটা ভুল করিলেন। আমাদের দেশে বড় বিদ্বান্ হইতে পারে না, একথা ত আমি বলি নাই। আমি বলি এই, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত পণ্ডিত লোক যদি বিলাত যাইতেন, তবে আমার বিশ্বাস, সে দেশে তাঁহারা অনেক অনেক বড় বিদ্বানের সমকক্ষতা লাভ করিয়া আরও অধিক সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন। সেখানে বিদ্যানুশীলনের কত অধিক সুযোগ রহিয়াছে, আমরা তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। সেখানে শিল্প ও বিজ্ঞান যেন সশরীরে বিদ্যমান। দেবী সরস্বতী যেন সেখানে সচেতন মূর্ত্তিমতী। আর এখানে আমরা দেখি, কেবল তাঁহার অচেতন প্রতিমা—কেবল কাঠ আর খড়।"

পরেশবাবু।—তা' ঠিক ব'লেছ। এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

অরুণ।—এই দেখুন না কেন,—এখানে আপনারা কলেজে সেকস্পীয়ার পড়েন, তাহা কত dull—lifeless* বোধ হয়। কিন্তু সেখানে অধ্যাপকদের কাছে সেকস্পীয়ার পড়িলে, এক একটী ক্যারেক্টারকে যেন খাঁটি সচেতন মানুষ বলিয়া ধরা যায়। একে ত ক্লাসে অধ্যাপকেরা সেইরূপ করিয়া চরিত্রগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তারপর আবার থিয়েটারে অভিনয় দেখিলে ত কথাই নাই। আপনি কোন্ কলেজে পড়েন? আপনাদের এখানে সেকস্পীয়ার কেমন পড়ান হয়?

উপেন।—আমি এবার প্রেসিডেন্সিতে পড়িতেছি। আমাদের

*নীরস—নিজ্জীব।

যিনি সেকস্‌পীয়ার পড়ান, তিনি কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি নোট লিখিয়া দিয়াই খালাস!

অরুণ।—তবে ত দেখিলেন? বিলেতের সঙ্গে এখানকার তুলনাই হয় না।

পরেশবাবু।—আচ্ছা, তুমি থিয়েটারের কথা বলিলে, তুমি সার্ হেন্‌রি আরভিংকে অভিনয় করিতে দেখিয়াছ?

অরুণ।—বাঃ—দেখি নাই তবে কি? আমি কি তবে বিলেতে তিনটা বছর বৃথা কাটাইয়াছি? সার্ হেন্‌রি আরভিংকে অভিনয় করিতে দেখিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছি, তাঁহাকে পর্যান্ত আমার নিজের অভিনয় দেখাইয়াছি!

চারু এই কথা শুনিয়া অরুণের দিকে একেবারে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিল। উপেনের চোখে কিন্তু ইহা ভাল লাগিল না। পরেশবাবুও কৌতূহলপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বটে! সে কেমন?"

অরুণ।—অর্থাৎ কথা এই, আমাদের কলেজে একটা dramatic club* ছিল—এখনও আছে। একদিন আর্ল অব ওয়াটারডাউনের বাড়ীতে আমাদিগকে অভিনয় করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে অনেক বড় বড় লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে সার্ হেন্‌রি আরভিংও আসিয়াছিলেন।

পরেশবাবু।—তোমরা সেখানে কোন্ নাটক অভিনয় করিয়াছিলে?

অরুণ।—হ্যাম্‌লেট, আর আমাকেই হ্যাম্‌লেট্ সাজিতে হইয়াছিল।

পরেশবাবু ও চারু সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বটে! তারপর? তারপর?"

---

*সখের নাট্যসম্প্রদায়।

অরুণ।—সেদিনকার অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল—এত ভাল যে আমরা স্বপ্নেও সেরূপ আশা করিতে পারি নাই। সার্ হেন্‌রি আরভিং শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন। অভিনয়শেষে তিনি আমাকে ডাকিয়া নিয়া নিজের কাছে বসিতে বলিলেন এবং কত কথা বলিলেন।"

পরেশবাবু।—কি কথা বল না? তুমি ত কম আদমি নও দেখ্‌ছি।

অরুণ।—তিনি আমার দুই একটী সামান্য দোষ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"Mr. Banerjee, I hail you as one of us! Indeed you are bound to make an excellent actor if you would choose our profession!"* তাঁহার কথাগুলি এখনও আমার কাণে যেন বাজিতেছে।

পরেশবাবু।—খুব চমৎকার! ইহার চেয়ে অধিক প্রশংসা আর কি হইতে পারে?

চারু।—বাস্তবিকই ইহা খুব চমৎকার! ইহা বড়ই গৌরবের বিষয়!—কেবল আপনার গৌরব নয়, ইহা সমস্ত ভারতবাসীর গৌরব! কি বলেন মাষ্টার বাবু?

মাষ্টারবাবু আর কি বলিলেন—মাথা আর মুণ্ডু! তিনি ছিলেন "বাঙ্গালীর গৌরব," দেখিতে দেখিতে এ ব্যক্তি হইয়া পড়িল "ভারত-বাসীর গৌরব"! মাষ্টারবাবু একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন,—

"তা'—ত—নিশ্চয়ই। তবে কি না সার্ হেন্‌রি আরভিং—"

অরুণ অমনি কথা কাড়িয়া নিয়া বলিল,—

"তিনি খুব উদারচেতা লোক। তাঁহার স্বদেশী বিদেশী বলিয়া

*মিঃ ব্যানার্জ্জি, আপনাকে আমাদের একজন বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছি। আপনি যদি আমাদের ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি একজন চমৎকার অভিনেতা হইবেন।

কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান নাই। এই ইংরেজ নেটিভ বলিয়া যে ভেদজ্ঞানটা তাহা কেবল এখানে দেখিতেছেন, সেদেশে সকলেই সমান। আর সার্ হেন্‌রি আরভিং বড়ই গুণগ্রাহী।”

পরেশবাবু।—তা' না হ'লে অত বড় জগৎজোড়া নাম হয় ?

চারু।—সভ্যসমাজে তাঁহার গৌরব কত ?

অরুণ।—আমি তাঁহাকে খুব ভাল করিয়া study (পর্য্যবেক্ষণ) করিয়াছিলাম। কত দিন কেবল তাঁহার আকারইঙ্গিত ভাবভঙ্গি observe (অনুধাবন) করিবার জন্য থিয়েটারে গিয়াছি। তিনি হ্যাম্‌লেটের পার্ট অভিনয় করিতে করিতে—

“There is a soul of goodness in things evil
Could we but observingly distil it out.”

—এই কথা গুলি যেরূপ ভাবভঙ্গির সহিত বলেন,—এই “Soul” কথাটীর উপর যেরূপ ভাবে accent (টান) দেন, তাহা এখনও যেন আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে।

উপেন একটু হাসিয়া বলিল—

“আপনার ত ভুল হয় নাই ? একথাগুলি কি যথার্থই হ্যামলেটের উক্তি ?”

অরুণ একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল—

“হ্যামলেটের উক্তি বই কি ?”

পরেশ বাবু।—উপেন বাবু, আপনারই ভুল হইয়া থাকিবে। অরুণ নিজে অভিনয় করিয়াছে।

অরুণ।—হ্যামলেট্ আমার আগাগোড়া মুখস্থ। তাহা না হইলে কি হ্যামলেট্ অভিনয় করিতে পারিতাম ? তাই বলিতেছিলাম, শিল্প ও বিজ্ঞান বিলেতে জীবন্ত অবস্থায় আছে। একবার সেখানে না গেলে এসব কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। এখানে আপনারা কেবল সেই

আসল জিনিষটীর ছায়া দেখিতে পান, কেবল তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পান। উপেন বাবু, আপনার টাকার জন্য ভাবনা কি? আপনি এবার ভাল করিয়া বি, এ পাশ করুন, ষ্টেট্-স্কলারসিপ্ লইয়া অনায়াসে বিলেত যাইতে পারিবেন। আর আপনার ন্যায় লোকদেরই ত যাওয়া উচিত। আপনারা গেলে বাস্তবিকই দেশের উপকার হইবে।

উপেন।—আমাকে আপনি যত বড় পণ্ডিত মনে করিতেছেন, আমি তাহার কিছুই নই। আমি নিতান্ত নগণ্য ছাত্র—কোন রকমে এবার বি, এ পরীক্ষাটা পাশ করিতে পারিলে বাঁচি।

পরেশবাবু।—কেন? আমার বিশ্বাস আপনি মনোযোগ দিয়া পড়িলে, নিশ্চয়ই ষ্টেট্-স্কলারসিপ্ পাইতে পারিবেন। এই দুই বৎসর ত আপনাকে দেখিতেছি, আপনার ক্লাসের আরও কত ছাত্র দেখিয়া থাকি।

অরুণ।—আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্রদের শিক্ষাই Superficial (ভাসা ভাসা); তাহারা শব্দশিক্ষা লইয়াই ব্যস্ত, আসল জিনিষটা—idea অর্থাৎ ভাবটা ধরিতে পারে না। আর curiosity (কৌতূহল) বলিয়া যে একটা জিনিষ—যাহা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-লাভের প্রথম সোপান, তাহাই তাহাদের নাই। এই দেখুন না, কলিকাতায় একটা মিউজিয়াম আছে, আলিপুরে একটা জুলজিকালগার্ডেন ( পশুশালা ) আছে, শিবপুরে একটা বোটানিকালগার্ডেন ( উদ্ভিদের বাগান ) আছে, ইহার কোন্ জিনিষটা কয়জন ছাত্র দেখিয়াছে? আর দেখিয়া থাকিলেও শিখিবার চেষ্টা কয় জনের আছে? বিলেতে ছেলেদের স্কুলকলেজ বন্ধ হইলেই, তাহারা এই সব জিনিষ দেখিয়া বেড়ায়, আর তাহাতে কত first-hand knowledge ( নিজে দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞান ) লাভ করে। তাহাতে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি কত বাড়ে। এক একটা art-gallery (চিত্রশালা)তে ছাত্রদের ভিড়ে ঢোকা যায় না। এখানে কয়টা ছাত্র একখানা ভাল ছবি দেখিয়া, তাহার দোষগুণ বুঝিতে পারে?

চারু।—ভাল কথা, দাদা! আমাকে না আর একদিন জুলজিকাল গার্ডেনে নিয়ে যাবে বলেছিলে? এখানকার আর্টস্কুলেও একদিন আমাকে নিয়ে যাবে কিন্তু।

পরেশবাবু। আমার ত সময় হয় না। আচ্ছা অরুণ, তুমি ত এ সব খুব ভাল বোঝ, তুমিই নয় একদিন চারুকে আর ছেলেদের নিয়ে জুল-জিকাল গার্ডেন দেখাইয়া আন?

অরুণ।—most gladly (খুব আনন্দের সহিত) আমি এঁদের নিয়ে যাব। একটা ছুটীর দিন ঠিক করুন না?

চারু।—কালই ত ছুটী আছে।

অরুণ।—বেশ—কালই যাওয়া যাবে—আমি একটার সময় গাড়ী নিয়ে আস্‌ব, আপনারা প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বেন।

চারু, উপেনের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"আপনার ত পরীক্ষা নিকটে"—

পরেশবাবু।—না—উপেনবাবুর এখন যাওয়া উচিত নয়। উনি এখন একটা দিন বাড়ী থাকিলে কত কাজ করিতে পারিবেন। উপেন-বাবু, আপনার এখন অন্য কোন দিকে মন দিবার প্রয়োজন নাই। আপনি খুব পড়ুন, যেন পরীক্ষায় প্রথম হইতে পারেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে, আপনার আর দেরী করিবার দরকার নাই।

উপেন।—আজ্ঞে, তবে আমি এখন আসি।

ইহা বলিয়া উপেন উঠিল। আজ সে কি দেখিতে আসিয়া কি দেখিল? তাহার বাসায় যাইতে পা যেন আর সরে না। তাহার বুকের মধ্যে যেন কেমন একটা গুরুতর আঘাতের বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। সে অনেক কষ্টে গোলদিঘি পর্য্যন্ত আসিয়া, সেই বাগানের মধ্যে বুকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### "দশা-বিপর্য্যয়।"

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার তিন দিন পরে, উপেন আবার যথা-নিয়মে পরেশবাবুর বাড়ীতে সন্ধ্যার পর পড়াইতে গেল। সেদিন উপেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে আর বৈঠকখানায় যাবে না, পড়ার ঘরে বসিয়া ছেলেদের পড়াইবে। আর চারুলতা যদি নিজ হইতে তাহার সঙ্গে কথা কহিতে আসে, তবে সে কথা কহিবে; নচেৎ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া আসিবে। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে সে তাহার ছাত্রদের পড়ার ঘরে ঢুকিল। তখন বৈঠকখানায় উপাসনা শেষ হইয়াছিল; সেখানে পরেশবাবু, চারু, প্রভাবতী ও চকারভর্ত্তির কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইল। কতকক্ষণ পরে বাহিরে গাড়ীর শব্দ শুনা গেল এবং খট্‌মট্ শব্দ করিতে করিতে অরুণ সবেগে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। দুই এক কথার পর, পরেশবাবু অন্য কাজের উল্লেখ করিয়া উপরে গেলেন। প্রভাবতীও তাঁহার পশ্চাৎগামিনী হইলেন। চকারভর্ত্তি আর কাহার জন্য থাকিবেন? তিনিও আস্তে আস্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। উপেন দেখিল, বাড়ীর সকলে চারুর সঙ্গে অরুণের মিলন সংঘটিত করিবার জন্য কত ব্যস্ত। চারুর মনের ভাব কিরূপ? চারুও অরুণের সঙ্গলাভে আনন্দিত ভিন্ন বিরক্ত নহে। সে অরুণের সঙ্গে দুই একটী হাস্যপরিহাস করিয়া পিয়েনো লইয়া বসিল। উপেন যে পড়ার ঘরে আছে, চারু কি তাহা জানে নাই? অবশ্য জানিয়াছে। উপেনকে আসিতে দেখিয়া, তাহার ছাত্রদ্বয় বৈঠকখানা হইতে উঠিয়া পড়ার ঘরে গিয়াছিল, তাহা চারু অবশ্য দেখিয়াছে। তবে অন্যদিনের মত চারু, উপেনের জন্য কোন একটা ছল করিয়া আজ পড়ার ঘরে

একবার আসিল না কেন? চারুর এই উপেক্ষা উপেনের হৃদয়ে যেন ছুঁচ ফুটাইতে লাগিল। সে একঘণ্টা পরেই পড়ান শেষ করিয়া চলিয়া আসিল। চারুর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিল না।

কিন্তু এ ভাব তাহার মনে বেশীদিন থাকিল না। ইহার পর পড়াইবার যে দিন ছিল, উপেন একবার ভাবিল, সে দিন আর পড়াইতে যাইবে না। না যাইবার ওজরও যথেষ্ঠ ছিল। তাহার পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া, তাহাকে কোন কৈফিয়ৎও দিতে হইত না। কিন্তু সে দিন সন্ধ্যার পর তাহার মৌতাতের সময় উপস্থিত হইলে, সে আর না যাইয়া পারিল না। সে মনে করিল, হৃদয়ের গুরুভার আর বহন করা যায় না—আজ চারুর সঙ্গে যদি দেখা হয়, তবে তাহাকে দুই একটা কথা বলিয়া, সে ভারটা কিছু হাল্‌কা করিয়া আসিবে। তাহার সৌভাগ্যক্রমে সে দিন ইহার বেশ সুযোগও উপস্থিত হইল। সে যাইয়া দেখিল, চারু একলা বৈঠকখানায় বসিয়া আছে—বোধ হয়, অরুণের পথপানে চাহিয়া আছে। ছেলেরা পড়ার ঘরে পড়িতেছিল। উপেন আগে পড়ার ঘরে না গিয়া বৈঠকখানায় গেল; কিন্তু ঢুকিয়াই কি মনে করিয়া থতমত খাইয়া, আবার যেন বাহির হইতে চেষ্টা করিল। তখন চারু তাহাকে দেখিয়া বলিল,—

"কে—মাষ্টারবাবু যে? আসুন না—যান কোথায়?"

উপেন অনিচ্ছা প্রকাশপূর্ব্বক চারুর পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া বলিল,—

"না, যাই—আমার পরীক্ষা নিকটে—"

"তাই বুঝি দু-মিনিটের জন্য এখানে বসিয়া কথা কহিবার অবকাশ আপনার নাই? ভালছেলে যারা, তারা বুঝি পরীক্ষার সময় এত পড়ে?"

"কেন, সেদিন আপনারাইত বলিলেন, আমার আর কোন বিষয়ে মন দেওয়া উচিত নয়;—কেবল দিনরাত্রি আমাকে পড়া মুখস্থ করিতে

হইবে, পরে ষ্টেট্-স্কলারসিপ্ লইয়া বিলাত যাইতে হইবে। আমি বাস্তবিকই সে দিন হইতে খুব মনোযোগী হইয়াছি।"

"বেশ ত—শুনিয়া খুব সুখী হইলাম। আপনি তবে স্কলারসিপ্ পাইলে নিশ্চয়ই বিলাত যাবেন?"

"যাব বৈকি। আগে যদিও বিলাত যাওয়া বিষয়ে আমার আপত্তির অনেক কারণ ছিল, এখন আর নাই। এখন আমার সংকল্প স্থির হইয়াছে।"

"খুব আনন্দের বিষয়। দাদা শুনিলে বড়ই সুখী হবেন।"

"এখন আমার বিলাত যাওয়া অনেক কারণে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে একটী হইতেছে, সেখানকার জ্ঞানবিজ্ঞান-বিভূষিতা মূর্ত্তিমতী সরস্বতী দেবীর একবার প্রত্যক্ষ-পরিচয় লাভ করা। ভাল কথা, সে দিন আপনারা জুলজিক্যাল্‌গার্ডেনে গিয়া কেমন আমোদ উপভোগ করিলেন, তাহা ত আমাকে বলেন নাই?"

চারু একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল,—

"আমোদ হইয়াছিল বৈ কি! আপনি গেলে বুঝিতে পারিতেন।"

"আমাকে যেতে দিলেন কই? আমার যে পরীক্ষা নিকটে।"

"ওহো—বুঝিয়াছি! এইজন্যই বুঝি এতক্ষণ সেই পরীক্ষার কথাটা বারংবার বলা হইতেছিল? তবে আপনি বুঝি না যাইতে পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন?"

"না—আমি সেজন্য একটুও দুঃখিত হই নাই। আমি গেলে আপনাদের আমোদের ব্যাঘাত হইত।"

"কি আশ্চর্য্য! আপনি—এ কথা বলেন?"

উপেন কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। তীব্র অভিমানভরে তাহার মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইল। তাহার চক্ষু দুইটী ছলছল করিতে লাগিল। সে অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল,—

"হুঁ—আমিই বলিতেছি। সম্প্রতি আপনার মধ্যে যেন কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি, সেই জন্যই এরূপ বলিলাম। আমি যে ইহার মধ্যে আর একদিন পড়াইতে আসিয়াছিলাম, আপনি তাহার কোন খবর রাখেন কি?"

"কই—আমার কোন পরিবর্ত্তন ত আমি বুঝিতেছি না। আর সেদিন আপনি যে আসিয়াছিলেন, তা'—তা' বোধ হয়, আমি গান-বাজনায় মগ্ন ছিলাম বলিয়া, ঠাহর করিতে পারি নাই। আপনারও ত দোষ আছে? আপনি কেন আমার জন্য অপেক্ষা করিলেন না?"

"আমি আজকাল খুব good boy (ভালছেলে) হইয়াছি। "A good boy always minds his lessons" * জানেন ত? আমি তবে কেন আপনার জন্য অপেক্ষা করিয়া সময় নষ্ট করিব? আমি তবে এখন উঠি।"

এই বলিয়া উপেন উঠিয়া পড়ার ঘরে গেল। ঠিক এই সময়ে অরুণ আসিয়া উপস্থিত হইল। যেন পূর্ণিমারজনীর প্রভাতে ক্ষীণজ্যোতিঃ পূর্ণচন্দ্র পশ্চিমাকাশের গায় ঢলিয়া পড়িলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাকাশে লোহিত আলোকচ্ছটা বিকীরণ করিতে করিতে অরুণ উদিত হইলেন। এরূপ "দশাবিপর্য্যয়" জগতে চিরদিনই ঘটিতেছে।

চারুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপেন হৃদয়ের ভার লঘু করিতে আসিয়াছিল, তাহার কি হইল? তাহার বিপরীত ফল হইল। হৃদয়ে হৃদয়ে যদি একবার ফাঁক হয়, তবে শুধু কথার দ্বারা তাহা ঢাকা পড়ে না; বরং বাগ্‌বাহুল্যদ্বারা সেই শূন্যতা আরও বেশী ধরা পড়ে। কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে মিল থাকিলে, কথার বড় একটা প্রয়োজন হয় না;—অনেক সময়ে চোখের নীরব চাহনি, অধরলগ্ন মৃদুহাসি, দূরে সরিয়া পড়িবার চেষ্টাদ্বারা হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতিধারা উছলিয়া পড়ে। আজ ভগ্নহৃদয়

* ভালছেলে সর্ব্বদা পড়ে।

জোড়া দিতে আসিয়া, উপেন, চারুর হৃদয়ের সহিত তাহার নিজ-হৃদয়ের ব্যবধানটা আরও বেশী করিয়া অনুভব করিল। ইহাতে তাহার হৃদয়াকাশের চারিপাশে যে ঈষৎকৃষ্ণবর্ণ মেঘগুলি ছড়ান ছিল, তাহারা ঘনাইয়া আসিয়া, ক্রমে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল—যেন বর্ষণ হয় হয়। সে অনেক কষ্টে তাহার ছাত্রদের পড়ান শেষ করিয়া রাস্তায় বাহির হইল এবং দ্রুতবেগে বাসায় আসিয়া তাহার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল এবং কাঁদিয়া বালিস ভিজাইয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিল। কিন্তু তোমরা এজন্য হাসিও না। ভালবাসিলেই নাকি মধ্যে মধ্যে এরূপ বালিস ভিজাইতে হয়, আর সে কাঁদাতে না কি সুখ আছে। কিন্তু আমার সহৃদয় পাঠিকাগণ এবিষয় আমার চেয়ে বেশী জানেন; সুতরাং আমার বেশী বাক্যব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### নদীতে এনিকাট।*

এদিকে উপেন যেমন একজনের জন্য কাঁদিয়া বালিস ভিজাইতেছিল, আবার অন্যদিকে বনলতা তাহারই জন্য বালিস ভিজাইতেছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে উপেন বাড়ীতে চিঠি লিখিয়াছিল, সে পরীক্ষান্তে এবার বাড়ি আসিবে না, কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিবে; কারণ, আগামী কার্ত্তিক মাসেই সে এম্, এ পরীক্ষা দিতে চায়। উপেন পরীক্ষা দিয়া কবে বাড়ী আসিবে, বনলতা এতকাল সেই দিন গণিতেছিল; কিন্তু এই সংবাদ শুনিয়া তাহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। শরৎশশী তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, এটা নিশ্চয়ই উপেনের ফাঁকি, সে চারুকে

---

* নদীর মধ্য হইতে কৃত্রিমখালে জল প্রবাহিত করিবার জন্য যে সেতু বা বাঁধ নির্ম্মাণ করা হয়, তাহাকে anicut (এনিকাট) বলে।

ছাড়িয়া বাড়ী আসিতে অনিচ্ছুক, কার্ত্তিকমাসে পরীক্ষা দিতে হইলেও কি বাড়ী বসিয়া পড়া যায় না? বনলতা এই কথা শুনিয়া অনেক কাঁদিল —শুইয়া শুইয়া অনেকবার বালিস ভিজাইল, ঠাকুর দেবতার নিকট কত মানত করিল, কিসে তাহার স্বামীর মতিগতির পরিবর্ত্তন হয়। অবশেষে বনলতা, শরৎশশীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, উপেনকে একখানি চিঠি লিখিল। বনলতা এতদিনে একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়াছে। সে কেবল ছাপার বই ও উপেনের হস্তাক্ষর পড়িতে পারে, আর নিজেও অনেক বর্ণাশুদ্ধিভূষিত ছোটখাট পত্র লিখিতে পারে। সে এখন যে পত্রখানি লিখিল, তাহা শুদ্ধ করিয়া লিখিলে এইরূপ দাঁড়ায়,—

"তুমি বাড়ী আসিবে না শুনিয়া, আমার মন যে কি হইয়াছে তাহা খুলিয়া লিখিতে পারি না। আমি আজ ছয়মাস যাবৎ দিন গণিতেছি। তুমি আমার প্রতি এত নির্দ্দয় হইলে কেন জানি না। তোমার পায় ধরি, একবার আসিয়া এ দাসীকে দেখা দাও। বাড়ীতে আসিলে তোমার পড়ার কোন ক্ষতি হইবে না। আমি তোমাকে একটুও বিরক্ত করিব না। আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, চোখের দেখাটা হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিবে? আমি বড় আশা করিয়া তোমার পথপানে চাহিয়া রহিয়াছি। আমার মাথা খাও, একবার বাড়ী আসিও।"

এই চিঠি লিখিতে লিখিতে বনলতা কতবার দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল, কতবার চোখের জল ফেলিল। অবশেষে এই শ্বাসসন্তপ্ত ও অশ্রুসিক্ত লিপিখানি উপেনের হস্তগত হইবার আশায় প্রেরিত হইল। কিন্তু ইহাতে উপেনের হৃদয় একটুও গলিল কি?

বনলতা এই চিঠির উত্তরলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। দিনের পর দিন গত হইল, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। ইহাতে সে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইল। একবার মনে করিল, হয়ত তাঁহার কোন অসুখ

হইয়াছে। আর একবার মনে করিল, পরীক্ষার জন্য পড়ায় ব্যস্ত থাকাতে তিনি উত্তর লিখিতে পারিতেছেন না। দেখিতে দেখিতে উপেনের পরীক্ষার দিন অতীত হইল। তবুও পত্রের কোন উত্তর না পাইয়া, বনলতা হতাশ হইয়া পড়িল।

অবশেষে যে দেবতাদিগের নিকট সে মানত করিয়াছিল, তাঁহারা তাহার করুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন। একদিন প্রাতঃকালে হঠাৎ চিঠি আসিল, উপেন বাড়ী আসিতেছে। সেই দিনই বেলা এগারটার সময় বনলতার হৃদয়ের পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল। সেই নিদাঘশুষ্ক বন-লতাটী আবার যেন আশাবারিসিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়া মলয়-হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া খেলিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার এভাব বেশী ক্ষণ থাকিল না। ঐ যে সেই পূর্ণচন্দ্র যেন এবার কি রকম একখানি কালমেঘে ঢাকা, ভাল করিয়া আলোক দিতেছে না। তাহার মুখখানি সদাই ভার ভার, তাহাতে হাসি ফুটিয়াও ফুটিতে চাহে না; যে হাসিটুকু বাহির হয়, তাহা পূর্ণিমার চাঁদের সরল-বিমল জোছনা না হইয়া, নিবিড়ঘন-প্রস্ফুরিত চঞ্চলা বিদ্যুল্লতায় পরিণত হয়।

সেদিন বৈকালে কাসুন্দীমাখা কাঁচা আম খাইতে দিয়া শরৎশশী, উপেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ঠাকুরপো, তোমার কি হইয়াছে? পরীক্ষা কেমন দিয়াছ?"

উপেন চক্ষু নত করিয়া বলিল,—

"কেন আমার আবার কি হ'বে? আমি বেশ আছি। পরীক্ষাও খুব ভাল দিয়াছি।"

"তবে তোমাকে এত বিরস দেখি কেন? একটুও সে স্ফূর্ত্তি নাই, মুখে সেই গালভরা হাসি নাই, সব সময় যেন কেমন ভার ভার!"

"বৌ-ঠাকরুণ! এ সব আপনার কল্পনা। আপনি দেখিতেছি

একজন বড় কবি হইতে পারিবেন। সেক্‌সপীয়ার বলিয়াছেন, কবিরা এবং আরও দুই জাতীয় লোক কেবল কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে।"*

"তোমার ও সব হিজিবিজি বুলি রাখিয়া দাও। এখন মনে রাখিও, তুমি বাড়ীতে আসিয়াছ, আর আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ। তোমার সেই চারুলতা এখানে নাই, যে তোমার বিদ্যার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে।"

চারুলতার নাম শুনিয়া উপেনের গণ্ডস্থল রক্তিমাভ হইল। সে বলিল,—

"আমার চারুলতা কেমন?"

"আরে তোমার ছাত্রী চারুলতা, যাকে তুমি পড়াও। কেমন এখন ঠিক হইয়াছে ত?"

"সে আর এখন আমার ছাত্রী নয়। আমি তাহাকে পড়ান ছাড়িয়া দিয়াছি।"

"নিজ ইচ্ছায় না কি?"

"আমার নিজের ইচ্ছায় বই কি? আমি আমার নিজের পরীক্ষার পড়াই পড়িব, না, আর সকলকে পড়াইব? উঃ—বড় টক্।"

"কি টক্ ঠাকুরপো? আমার কথা না আম?"

"যদি বলি আপনার কথা?"

"তবে আর কহিব না। যদি মিষ্টি কথা শুনিতে চাও, তবে রাত্রে শুনিও এখন।"

ইহা বলিয়া শরৎশশী কয়েকখানা বাতাসা উপেনের হাতে দিলেন। উপেন তাহা খাইয়া বলিল,—

"তবে এখন উঠি?"

"যাও—কিন্তু মনে যেন থাকে, তোমায় আজ অনেক বিষয়ের জন্য জবাব দিতে হবে। আমি তোমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার কিন্তু এখনও কোন উত্তর দাও নাই।"

"আচ্ছা বৌ-ঠাকরুণ! আমি কি ক্রমে ছোট হইতেছি, না বড় হইতেছি? আমার বুঝি এখন বাড়ী আসিয়া লম্ফঝম্ফ ছুটাছুটী করিয়া বেড়ানর সময় আছে?"

"না—আমি ত তাই দেখিতেছি, তুমি এবার পেঁচার মতন গম্ভীর হইয়া আসিয়াছ। পরীক্ষা দিয়াছ, এবার একটা হাকিম টাকিম হবে না কি?"

উপেন ইহার কোন উত্তর না দিয়া পলাইয়া গেল।

রাত্রে আহারের পর উপেন "Mill on the Floss" লইয়া পড়িতে বসিল। রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিল, তবুও সে শুইতে যায় না। শরৎশশী অবশেষে আসিয়া তাহাকে ধমক দিলেন,—

"ঠাকুরপো তোমার এ কি আচরণ বল দেখি? রাত্রি দুপহর হইল, এখনও তুমি শুইতে যাও নাই? অন্যবার বাড়ী আসিয়া দেখি, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই গিয়া শুইয়া পড়িতে।"

উপেন ধমক খাইয়া বলিল,—

"কই, রাত্রি কি এত বেশী হইয়াছে? আমি তাহা টের পাই নাই, বৌ-ঠাকুরুণ!"

"আর তোমার কেবলই দিনরাত্রি পড়া। এই সেদিন একটা পরীক্ষা দিয়াছ, এখন নয় কয়েকটা দিন একটু বিশ্রাম কর—একটু আমোদআহ্লাদ কর। এত খাটিলে শরীর থাকিবে কেন?"

"বৌ-ঠাকরুণ আমি ত সেই আমোদের জন্যই এই বই পড়িতেছি। এই সব বই পড়াতেই আমার বেশী আমোদ হয়।"

"কেন, আমোদ বুঝি আর অন্য রকমে হয় না? মানুষের কাছে যত আমোদ পাওয়া যায়, বই পড়িয়া কি তত আমোদ হয়?"

"সে মানুষের মত মানুষ হইলে হয়।"

"যেমন চারুলতা।"

"যান আপনি! আপনার কেবলই সেই—এক কথা!"

"তবে তুমি শুইতে যাও।"

উপেন অগত্যা উঠিয়া শয়নগৃহে গেল। বনলতা অনেক পূর্ব্বে আসিয়া পাশফিরিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিয়াছে। সে উপেনের ভাবান্তর অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছে। অন্যবার দীর্ঘ প্রবাসের পর বাড়ী আসিলে, উপেন সমস্ত দিবাভাগটা কেমন ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইত; (পাঠকগণ, হাসিবেন না; এবিষয়ে কেবল উপেনকে অপরাধী করিলে চলিবে না!), পরে রাত্রে আহার শেষ করিয়াই আগে আসিয়া বিছানায় শুইয়া, নিতান্ত চঞ্চল-চিত্তে বনলতার মলের ধ্বনির অপেক্ষা করিত। [illegible] প্রতি ভালবাসা হওয়ার পরও উপেনের এই ভাব বর্ত্তমান ছিল। তখন তাহার হৃদয় সর্ব্বদা মধুর প্রীতিরসে পূর্ণ থাকিত, সেই মধুরতার ভাগ অন্যকে বিলাইতে সে মুক্তহস্ত ছিল। বর্ষাকালে নদী যখন পরিপূর্ণ থাকে, তখন সে তাহার জলধারা খাল নালের মধ্য দিয়া চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না; কিন্তু এবার উপেনের সেই প্রীতিপ্রস্রবণের মুখে পাথরচাপা পড়িয়াছে।

উপেন তাহার হৃদয়ের প্রীতিধারাকে সহজ-বর্ত্মে চালিতে না দিয়া, একটী অস্বাভাবিক পথে—একটী কৃত্রিম খালের মধ্যে চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। সেই খালের মুখে এবার বাধা পাওয়ায়, তাহার সঙ্কল্প যেন দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। তখন তাহার সমস্ত উদ্যম, সেই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য নিয়োজিত হইল। সেই অদম্য উদ্যমের ফলে তাহার হৃদয়-প্রবাহিনীর মধ্যস্থলে যেন একটী কঠিন প্রস্তরময় বাঁধ (anicut) নির্ম্মিত হইল। এই কঠিন বাঁধ দ্বারা তাহার হৃদয়ের প্রেমধারা স্বাভাবিক পথে চলিতে বাধা পাইয়া, সেই কৃত্রিম খালের দিকে যাইবার জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাতে তাহার স্বাভাবিক পথ—সেই দেবখাত বারিবিহীন হইয়া বালুকাময় হইয়া পড়িল। তাই বনলতার নিকট উপেনের হৃদয় আজ নিতান্ত শুষ্ক নীরস স্পন্দশূন্য আবেগশূন্য বলিয়া

বোধ হইল। যদি এই সময়ে উপেন বনলতার হৃদয়ে উচ্ছ্বলিত সুস্নিগ্ধ প্রেমপ্রবাহ আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিত, তবে সে বাঁচিত, বনলতাও বাঁচিত। কিন্তু প্রেমান্ধ উপেন এই মঙ্গলময় সোজা পথ চিনিল না। তাই পতিপ্রেম-বিরহিণী বনলতার সহিত রাত্রি যাপন করিয়া, উপেন যখন প্রভাতে উঠিয়া আসিল, তখন বনলতা বুঝিল—স্বামীর মন এখন অন্য কর্তৃক অধিকৃত, তাহার আর কোন আশাভরসা নাই। উপেন বুঝিল, তাহার দুর্জ্জয় প্রেমপিপাসা বনলতার দ্বারা প্রশমিত হইবার নহে —জলের পিপাসা কি কখনও দুগ্ধ দিয়া নিবারণ করা যায়?

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### প্রেমে বিপত্তি।

উপেন মনে করিয়াছিল, ছুটীর দুটা মাস বাড়ীতে থাকিলে, তাহার চিত্ত কতকটা শান্ত হইবে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিল না। ইহার পূর্ব্ববৎসরও গ্রীষ্মের বন্ধে সে বাড়ীতে ছিল। তখন তাহার চিত্ত সুপ্রসন্ন ছিল। সে মধ্যে মধ্যে চারুলতার প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইত, তাই ছুটীর সময়টা মনের সুখে কাটাইয়াছিল। এবার কলিকাতা হইতে আসিবার দিন সে পরেশবাবুর বাড়ীতে গিয়াছিল, পরেশবাবুর সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল, কিন্তু সে চারুর দেখা পায় নাই। চারু সেদিন অরুণের সঙ্গে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখিতে গিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া সে একদিন পরেশবাবুর নিকট হইতে দশ টাকার একখানা মণিঅর্ডার ও একখানি চিঠি পাইল। পরেশবাবু তাহার বন্ধের মাসের বেতনও পাঠাইয়াছেন এবং তাহার কুশল প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু চারুর কোন চিঠি আসিল না। উপেন মনে করিয়াছিল, সে কিরূপ পরীক্ষা দিয়াছে তাহা তাহার নিজমুখে শুনিবার জন্য চারু কত ব্যগ্র হইয়া তাহাকে চিঠি লিখিবে। সে সেই

চিঠির প্রত্যাশায় বসিয়া রহিল—এইরূপ বসিয়া থাকিতে থাকিতে দশ দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু কই, চারুর চিঠি ত আসিল না। ইহাঁতে উপেনের মনে দারুণ অভিমান হইল। কিন্তু অভিমান করিয়া কি হইবে? কাহার উপর অভিমান করিবে? এখন কি আর সে-চারু আছে? উপেনের বুঝা উচিত ছিল—"তে হি নো দিবসা গতাঃ"—সে সব দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। যে দিনে উপেনের চিঠি পাইবে আশা করিয়া, চারু ডাক আসিবার সময় জানালা দিয়া রাস্তার পানে চাহিয়া থাকিত, সে দিন চলিয়া গিয়াছে। যে দিনে চারু, উপেনের চিঠি পাইলে সেই প্রভাতটা নিতান্ত সুপ্রভাত মনে করিত, সে দিন আর নাই। যে দিনে উপেনের চিঠি না আসিলে চারু সে দিনকার ডাকটাকে ব্যর্থ মনে করিত, সে দিন গত হইয়াছে। দিন চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু উপেনের মন তাহা বুঝিতে চায় না। তাই উপেন, চারুর এই নির্মম ব্যবহার ভুলিয়া, তাহাকে ছোট একখানি চিঠি লিখিল। সেই চিঠিখানি এই:—

"আমি কলিকাতা হইতে আসিবার দিন সন্ধ্যাকালে আপনাদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, আপনি বোটানিক্যাল্‌গার্ডেন দেখিতে গিয়াছেন। সেখানে কি কি দেখিলেন? আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আপনার দাদার নিকট শুনিয়া থাকিবেন, পরীক্ষা খুব ভালই দিয়াছি। এখন বাড়ীতে অলসভাবে দিন কাটাইতেছি।"

এই পত্রের উত্তর আসিল, কিন্তু খুব বিলম্বে। যাহা আসিল, তাহাও প্রীতিপ্রদ নহে। চারু লিখিয়াছে,—

"আপনি খুব ভাল পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি, আপনি পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ষ্টেট্‌-স্কলারসিপ্‌ পাইবেন। আপনার সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন ত? সেদিন বোটানিক্যাল্‌গার্ডেনে গিয়া অনেক কৌতূহলোদ্দীপক নূতন তত্ত্ব শিক্ষা

করিয়া আসিয়াছি। মিঃ ব্যানার্জ্জি উদ্ভিদ্‌বিদ্যায়ও সুপণ্ডিত। আমাকে আর একদিন লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন। এবার আপনি এখানে থাকিলে যাইতে পারিতেন এবং কত নব নব তত্ত্ব শিখিতে পারিতেন।”

উপেন এই চিঠি পাইয়া মর্ম্মান্তিক আহত হইল। ইহার ভাবটা (tone) কেমন ফাঁক ফাঁক—ইহাতে হৃদয়ের আবেগ বিন্দুমাত্রও নাই। চারু পূর্ব্বে যে সব চিঠি লিখিত, তাহার ধারা সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। যেন তাহার সম্পূর্ণ হৃদয়টা সেই পত্রের অক্ষরে অক্ষরে ধরা পড়িত। আর এ চিঠিতেও সেই অরুণের প্রশংসা ধরে না। নিশ্চয়ই সে চারুকে যাদু করিয়াছে। সে আবার “উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় সুপণ্ডিত”! নিশ্চয়ই এ সব তাহার চাতুরী,—তাহার পাণ্ডিত্যের ভান। সে নিশ্চয়ই একজন প্রতারক, তাহার পূর্ব্ব-চরিত্র গোপন করিয়া, এখন চারুর হৃদয়রাজ্য দখল করিবার চেষ্টায় আছে। তাহার সমস্ত শঠতা প্রকাশ করা, তাহাকে হাতে হাতে ধরাইয়া দেওয়া, উপেন তাহার একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিল। তাহার প্রাণের সুহৃৎ চারু—তাহার জীবনের আলোক চারু—তাহার স্বপ্নরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চারু;—সেই চারুকে সে অবশ্যই হৃদয়ের শোণিত পর্য্যন্ত দিয়া উদ্ধার করিবে। এজন্য আর মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তাই উপেন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চারুকে নিম্নলিখিত চিঠিখানি লিখিল,—

“আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম; কারণ, পাইব যে এরূপ আশা ছিল না। আপনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু আমার বোধ হয়, যে শিক্ষাগুরুটী পাইয়াছেন, তাঁহার উপর আপনার এতদূর আস্থাস্থাপন করা উচিত নয়। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী,—তাই আপনাকে পূর্ব্বাহ্নে সাবধান করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। আশা করি, ইহা আপনি অন্য ভাবে গ্রহণ করিবেন না। আমি আপনাদের সঙ্গে বোটানিকাল গার্ডেনে যাইতে ইচ্ছা করি না।”

পূর্ব্বে উপেনের ভাব গতিক দেখিয়া, চারুর মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, উপেন অরুণকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখে। এই চিঠি পাইয়া তাহার সেই সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। তাই সে ফেরত ডাকে এই জবাব লিখিল,—

"আপনার পত্র পড়িয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। একটী নিরপরাধ ভদ্রলোকের প্রতি আপনার এরূপ অন্যায় কটাক্ষপাতের কারণ কি, বুঝিলাম না। আপনি মিঃ ব্যানার্জ্জির সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, অথচ তাঁহার নিন্দা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহা ভারি অন্যায়—আপনার ন্যায় সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আপনি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে, আমার সহিত আর পত্রব্যবহার আশা করিবেন না।"

এই পত্র পড়িয়া উপেনের সব আশা ভরসা ফুরাইল। চারুর সহিত পুনর্ব্বার সখ্যস্থাপনের সুদূর সম্ভাবনাও তিরোহিত হইল। কিন্তু এবার উপেনের মনে দারুণ অভিমানের সহিত ক্রোধের সঞ্চার হইল। কি? সে ভাল ভাবিয়া চারুকে তাহার আসন্ন বিপদ্ হইতে সতর্ক করিতে গিয়াছিল, তাহার ফলে কি না এত দূর অবমাননা? মিঃ ব্যানার্জ্জির নিকট আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে? এ ত সেই অরুণ ব্যানার্জ্জি—যাহার নামে বিলাতে বিবাহ-চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা হইয়াছিল। সেজন্য তাহার ভাই হরিশ্চন্দ্র তাহার উপর কত বিরক্ত হইয়াছিল। সেই কুহকী নিশ্চয়ই চারুকে ইন্দ্রজালে মুগ্ধ করিয়াছে। ইহার প্রতীকার অবশ্যই করিতে হইবে। ইহা মনে করিয়া উপেন শীঘ্রই বাড়ী হইতে কলিকাতায় গেল। বাড়ীতে বলিয়া গেল, তাহার এম, এ পরীক্ষার জন্য অনেক বই পড়া দরকার; তাহা বাড়ীতে ঘটে না, সেজন্য কলিকাতায় থাকিয়া পড়িবে।

কলিকাতায় গিয়া সে মনে করিল, চারুর সঙ্গে একবার দেখা করা নিতান্ত আবশ্যক। চারুর সঙ্গে একবার দেখা করিয়া, তাহার মনের

ভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিলে, হয় ত তাহার ভুল ভাঙ্গিতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, তাহাকে কি কথা বুঝাইয়া বলিবে? উপেন, অরুণের পূর্ব্ব-চরিত্রের কথা ত সম্পূর্ণরূপে কিছু জানে না—কেবল একদিন মাত্র দুই একটা কথা তাহার ভাই হরিশ্চন্দ্রের মুখে শুনিয়াছিল। যে অবিনাশবাবু, অরুণকে বিশেষরূপে জানিতেন, তাঁহারও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। একজনকে মন্দলোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইলে, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ চাই। সে প্রমাণ কোথায়? চারু হয় ত উপেনকে বলিবে, "আমি আপনার চেয়ে তাঁহাকে বেশী চিনি, আমার দাদার সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা আছে, আপনি কেবল শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার দোষ দেন কেন?" এ কথার সে কি জবাব দিতে পারে? যদি হরিশ্চন্দ্রকে সে সাক্ষী মানে, তবে হরিশ্চন্দ্রই বা তাঁহার ভ্রাতার বিরুদ্ধে এখন কোন কথা বলিবেন কেন? আর হরিশ্চন্দ্রের সহিত ত উপেনের তুমুল ঝগড়া হইয়াছিল, এখন কোন্ মুখে সে আবার তাহার শরণাপন্ন হইবে? কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হইয়া, চারুকে এ সব কথা বলিতে গেলে, বরং তাহার নিজের উপর চারুর অশ্রদ্ধা শতগুণ বাড়িবে। এই সব চিন্তা করিয়া উপেন চারুকে এ সম্বন্ধে কিছু বলা অসঙ্গত মনে করিল।

কিছু চারুর উপর রাগ ও অভিমান কয়দিন থাকে? তাহার সহিত আবার মিলিত হইবার জন্য উপেনের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কলিকাতায়, চারুর এত নিকটে থাকিয়াও চারুকে সে দেখিতে পারিতেছে না, চারুর সহিত কথা কহিতে পারিতেছে না, এমন কি চারুকে চিঠিও লিখিতে পারিতেছে না, উপেনের নিকট এই অবস্থা সম্পূর্ণ নূতন ও একান্ত অসহনীয় বোধ হইল। কথা কহিতে না পারুক, চিঠি লিখিতে না পারুক, অন্ততঃ চোখের দেখাটা হইতেও সে বঞ্চিত। নিকটে যাইয়া

নয়, দূরে দাঁড়াইয়া সে একবার চারুকে দেখিবে—দেখিয়া তাহার হৃদয়ের পিপাসা দূর করিবে। এই অভিপ্রায়ে সে একদিন সন্ধ্যার পর পরেশ-বাবুর বাড়ীর অভিমুখে চলিল। সেখানে গিয়া সেই বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। দিনের বেলা সেখানে গেলে পাছে ধরা পড়ে, এই ভয়ে সন্ধ্যার পর সেখানে আসিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর চারুকে সেখান হইতে দেখার সম্ভাবনা কোথায়? চারু ত রাত্রে বাহিরে আসে না। তবে একটী ক্ষীণ আশার আলোক উপেনের হৃদয়ে জাগরূক ছিল। হয় ত অরুণ সেখানে আসিবে—হয় ত অরুণ গাড়ীতে উঠিবার সময় চারু তাহার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী পর্য্যন্ত আসিতে পারে। তাহার সৌভাগ্যক্রমে (?) চারু যদি এইরূপে অরুণের সঙ্গে বাহিরে আসে, তবে সেই অষ্টমীর চন্দ্রের ক্ষীণ আলোকে অথবা রাস্তার সুদূরবর্ত্তী অস্পষ্ট গ্যাসের আলোকে সে একবার চারুর মুখখানি দেখিবে। মুখখানি না দেখিতে পারুক, অন্ততঃ তাহার অবয়ব দূর হইতে দেখিতে পারিবে। তাহার অবয়ব দেখিতে না পারুক, অন্ততঃ তাহার কণ্ঠস্বর দূর হইতে শুনিবে। এই আশায় বুক বাঁধিয়া, উপেন সেই রাস্তার ধারে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন অরুণের গাড়ী আসিল না। ইহাতে উপেন সন্তুষ্ট হইল কি অসন্তুষ্ট হইল, ভাল বুঝিতে পারি না। তাহার হৃদয়ের বর্ত্তমান অবস্থায় সে সম্ভবতঃ অসন্তুষ্ট হইল। কারণ, তাহার ক্ষীণ আশার রশ্মিটাও নিবিয়া গেল। এইরূপে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, উপেন আস্তে আস্তে ভগ্নমনে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু মানুষের আশা সহজে পরাভবস্বীকার করে না। যদি করিত, তবে আমাদের জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিত। উপেনের আশা আজ পূর্ণ হইল না বটে; কিন্তু কাল ত পূর্ণ হইতে পারে। বাসায় বসিয়া হৃদয়ের বেদনায় ছট্‌ফট্ করা অপেক্ষা সেই রাস্তার উপর গিয়া

কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাতেই বা ক্ষতি কি? সেখানে গেলে অন্ততঃ প্রিয়জনের সান্নিধ্যসুখও অনুভব করা যায়। ইহা মনে করিয়া পর দিন সন্ধ্যার পর আবার উপেন বাসা হইতে বাহির হইল। সেদিন একটু একটু বৃষ্টি হইতেছিল, হউক তাহাতে ক্ষতি কি? ছাতা ত সঙ্গে আছে। যদি বৃষ্টি একান্ত অসহনীয় হয়, তবে কোন গৃহের বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইলেই চলিবে। তাই বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া, উপেন সেই রাস্তার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল, ছাতাতে আর মানায় না। সেখানে নিকটে বারান্দাওয়ালা কোন বাড়ীও ছিল না। উপেন অগত্যা পরেশবাবুর ফটকের সম্মুখে রাস্তার অপর পারে ফুট-পাথের উপর ছাতা মাথায় দিয়া দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিল। যদি এতদূর বাসা হইতে আসিয়াছে, তবে কতকক্ষণ না থাকিয়া চলিয়া যাবে কেন? আর বাসায় গিয়াও ত মনের শান্তি নাই। এখানে বরং ঐ বাড়ীটা একবার দেখিলেও মনে কিছু সুখ পাওয়া যায়। উপেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পরেশবাবুর সেই বাড়ীটাকেই নির্নিমেষ-নয়নে দেখিতে লাগিল। যদি ঘটনাক্রমে চারু কোন একটা দরজা কি জানালা খুলিবার জন্য বা বন্ধ করিবার জন্য হাত কিংবা মুখ বাহির করে, তবে সুদূর অস্পষ্ট গ্যাসের আলোকে অথবা অন্ধকারে উপেন একবার তাহা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইবে। এইরূপ দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে, পরেশবাবুর বাড়ীটার প্রতিও উপেনের কেমন একটা প্রীতিবোধ জন্মিল। যে বস্তুকে দেখিয়া মনের আনন্দ হয়, যাহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহার প্রতি সহজেই হৃদয়ের আকর্ষণ জন্মে;—তা'সে বস্তুটা চেতন পদার্থ ই হউক বা অচেতন পদার্থ হউক। এইরূপে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, উপেন বারংবার দূরে রাস্তার দিকে তাকাইতে লাগিল। যখনই যে গাড়ী রাস্তা দিয়া যায়, উপেন মনে করে, এই বুঝি অরুণ আসিল। কিন্তু অরুণও উপেনের আশা পূর্ণ

করিল না। এই না সেই অরুণ, যাহাদ্বারা চারুর সহিত উপেনের বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছে? তবে সেই অরুণকে দেখিবার জন্য উপেন আজ এত উৎসুক কেন? যে অরুণকে চারুর পার্শ্বে দেখা উপেন এত ঘৃণা করিত, আজ তাহাকেই আবার চারুর সহিত দাঁড়াইয়া কথা কহিতে দেখার জন্য উপেন এত আগ্রহান্বিত কেন? আজ উপেনের চক্ষে অরুণ শত্রু নহে—অরুণ তাহার পরম মিত্র; কেননা, অরুণের জন্য সে আজ চারুকে একবার দেখিবে বলিয়া বড় আশা করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু চারুর ন্যায় অরুণও আজ তাহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিল। আজও অরুণের গাড়ী আসিল না। এইরূপে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, উপেন ভিজা কাপড়ে বিষণ্ণ-চিত্তে বাসায় ফিরিয়া গেল।

পরদিন উপেন মনে ভাবিল, "কাল বৃষ্টি হইয়াছিল সেই জন্য অরুণ আসে নাই, কিংবা তাহার হয় ত অন্য কোন স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই দুই দিন যখন সে আসে নাই, আজ নিশ্চয়ই আসিবে। আজ গেলে নিশ্চয়ই অরুণের সহিত চারুকে দেখিতে পাইব।" ইহা ভাবিয়া উপেন সেদিনও সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। এদিন বৃষ্টি ছিল না। আকাশ বেশ পরিষ্কার। নীল আকাশে দশমীর চন্দ্র উজ্জ্বল আভা বিকীরণ করিতেছে। প্রকৃতি সেই জোছনা অঙ্গে মাখিয়া, মধুময় সাজে সজ্জিত হইয়াছে। উপেন, পরেশবাবুর বাড়ীতে হার্ম্মোনিয়মের সুর ও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইল। সে অনেকদিন পরে চারুর স্বর শুনিয়া পুলকিত হইল। এমন একদিন গিয়াছে যখন এই সুমিষ্ট কণ্ঠ তাহার প্রীতির জন্য সপ্তস্বরে গগনে উত্থিত হইত। আজ তাহার সেই স্বর নিকটে যাইয়াও শুনিবার অধিকার নাই। উপেন পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে সে স্বর থামিল। উপেন আজ তাহার আগমনটা কতকটা সার্থক মনে করিল। তাহার চক্ষু তৃপ্তিলাভ না করুক, অন্ততঃ তাহার কর্ণ ত অনেকদিন পরে সেই

স্বরসুধা পান করিয়াছে। এই সময়ে অরুণের গাড়ী আসিয়া পরেশবাবুর ফটকে লাগিল। আজ সকালে উপেন কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল? আজ তাহার বড় শুভদিন, আজ সে চারুকে এক-নজর দেখিবারও সুযোগ পাইয়াছে। অবশ্য সে দূর হইতে দেখিবে—অস্পষ্ট আলোকে দেখিবে—তাহার শত্রু অরুণের সঙ্গে দেখিবে। হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই? এক নিমেষের দর্শন ত মিলিবে? তাহাতেই কত সুখ!

অরুণ গাড়ী হইতে নামিয়া গেল,—উপেন সেই রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ পরে আবার চারুর গান আরম্ভ হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাজনা। সেটা "হৃদয়সখার" গান। উহা উপাসনা-সঙ্গীত—না, প্রেমসঙ্গীত? তাহা ঠিক বুঝা গেল না। কিন্তু উপেন আজ কি সৌভাগ্যবান্! তাহার সুখের আর আজ অন্ত নাই। সে হৃদয় ভরিয়া সেই সঙ্গীত-সুধা পান করিতে লাগিল। তবে ঐ একটা খট্‌কা মনে রহিল—ও গানটা—উপাসনা-সঙ্গীত না প্রেম-সঙ্গীত? হউক, সঙ্গীত ত?—চারুর কণ্ঠস্বর ত? কিন্তু এই দুঃখময় সংসারে কোন সুখই কাহার ভাগ্যে বেশীক্ষণ থাকে না।

উপেনের অনতিদূরে রাস্তার মোড়ে রামলছমনসিং পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া, গুন্‌গুন্ স্বরে রামভজন গাইতেছিল এবং চতুর্দ্দিকে শীকার অন্বেষণ করিতেছিল। আজ তাহার কোথায়ও একটী পয়সা রোজগার হয় নাই;—এমন কি গাঁজার পয়সাটাও জোটে নাই। তাই ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত সে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিল। সে এই তিন দিন যাবৎ উপেনকে ঐ একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পরেশবাবুর বাড়ীর দিকে তীব্র-দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছে। সুতরাং সে মনে করিল, নিশ্চয়ই এই লোকটার ঐ বাড়ীর প্রতি কোন দুরভিসন্ধি আছে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে গুটি গুটি আসিয়া, পশ্চাৎ হইতে উপেনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—

"তোম্ হিয়াপর রোজ রোজ খাড়া হোকে কা দ্যাখ্‌তা হ্যায়? তোমারা কুছ্ খারাপ মতলব হ্যায়?"

উপেন হঠাৎ সেই বজ্রমুষ্টির স্পর্শ অনুভব করিয়া চমকিয়া উঠিল। যেন সে কোন স্বপ্ন-রাজ্য হইতে ধপ্ করিয়া কঠিন মাটিতে পড়িয়া গেল। সে থতমত খাইয়া বলিল,—

"কি—তুমি ক্যা বল্‌তা হ্যায়? আমার হাত ছোড় দাও।"

ইহা বলিয়া সে হাত ছাড়াইবার জন্য বলপ্রকাশ করিতে লাগিল।

রামলছমন তাহাকে আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল,—

"হাম কেভি ছোড়েগা নেহি। তোম্ বোলো ক্যা ওয়াস্ত্ হিয়াপর রোজ রোজ খাড়া রতা হায়, আউর ঐ কোঠাকা ভিতরমে নজর কর্‌তা হ্যায়? তোম্ সিঁধ চোরি করেগা?"

উপেন, পাহারাওয়ালার এই কথা শুনিয়া ভয়ানক গরম হইয়া উঠিল এবং ধমক দিয়া বলিল,—

"কি! আমি চোর? তুমি মুখ সামাল কর্‌কে কথা বল। আমার হাত ছোড় দাও।"

"আরে—ছোড় দাও ছোড় দাও বাত বল্‌তা হ্যায়—হাম্ কেভি ছোড়েগা নেহি। তোমকো হাম থানামে লে যায়েগা। তোমারা ঐ বাড়ীমে চুরি উরি কা মতলব থা।"

থানায় লইয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া উপেন একটু নরম হইল। ইতিমধ্যে "কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে?" বলিয়া রাস্তায় অনেক লোক আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

পাহারাওয়ালা তাহার একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—

"আরে ভাইয়া দেখো, এই আদমি আজ তিন রোজ রাতমে হিয়াপর খাড়া রহেকে ওস্ বাড়ীকা অন্দরমে নজর কর্‌তা হ্যায়—কাহাপর

কুছ্ মাল আল হ্যায় এহি সব দ্যাখ্‌তা হ্যায়। এস্‌কা চোরিকা মতলব হ্যায়, কি আর কৈ মতলব হ্যায় ?”

তখন সেই সকল পথের লোক সমস্বরে উপেনকে বলিল,—

“কেন—আপনি ভদ্রলোকের ছেলে—আপনি এখানে এরূপভাবে দাঁড়াইয়া কি করেন ? আপনার এ সব মতলব ত ভাল নয়।”

উপেন কাতরস্বরে বলিল,—

“আমার আবার কি মতলব হবে ? আপনারা এই পাহারাওয়ালার কথা বিশ্বাস করিবেন না। আমি কলেজে পড়ি, এবার বি, এ পরীক্ষা দিয়াছি। রাস্তায় যাইতে যাইতে ঐ বাড়ীতে গান হ’চ্ছে, তাই শুনিবার জন্য এখানে দাঁড়াইয়াছিলাম।”

অমনি পাহারাওয়ালা বলিল,—

“কেভি নেহি—কেভি নেহি—সব ঝুট্‌বাত। কাল গান নেহি হুয়াথা—পররোজ গান নেহি হুয়াথা—তোম ক্যাওয়াস্তে, কাল পররোজ হিঁয়াপর খাড়া হুয়াথা ? কাল বহুৎ বর্ষা হোতাথা।”

উপেন একথার কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া বড়ই বিপদে পড়িল। পরে খুব নরম হইয়া আস্তে আস্তে বলিল,—

“কাল পরশু আমি এখানে দাঁড়িয়ে ঐ বাড়ীর একটী ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। ও বাড়ীর সকলে আমাকে জানেন। আমি চোর নই, আমার কোন কু-মতলবও নাই।”

তখন আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন বলিল,—

“তবে আপনি গান শুনিবার জন্য এখানে দাঁড়িয়েছিলেন কেন ? ও বাড়ীতে গিয়াই ত গান শুনিতে পারিতেন ?”

এখন একথার উত্তর উপেন কি দিতে পারে ? সে চুপ করিয়া রহিল। তখন পাহারাওয়ালা বলিল,—

"আচ্ছা—চল—ও বাড়ীমে চল—হাম তজ্‌বিজ্ করেগা, ওলোক তোম্‌কো পচান্‌তা হ্যায় কি নেহি পচান্‌তা হ্যায় ?"

এবার উপেন মহা ফাঁপরে পড়িল। সে এখন এই অবস্থায় কোন ক্রমেই পরেশবাবুর বাড়ীতে যাইতে পারে না। সেখানে যাওয়ার কথা শুনিয়া তাহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। যদি তাহার পদতলে পৃথিবী দ্বিধা হইত, তবে এখন অনায়াসে সে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া পাহারা-ওয়ালার মনে আরও অধিক সন্দেহ হইল। আগন্তুকগণও তখন উপেনকে চাপিয়া ধরিল। তাহারা সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—

"বেশ ত—ভাল কথা। তুমি ওখানে গেলেই ত সব জানা যাবে এখন। পাহারাওয়ালা উহাকে ছাড়িও না—ওখানে নিয়া যাও।"

ইহা বলিয়া তাহারা কেহ কেহ প্রস্থান করিল, আর দুই একজন লোক সেখানে তামাসা দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল।

উপেন যেন ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীরের মধ্যস্থলে পড়িল। অগত্যা পাহারাওয়ালার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য তাহার সঙ্গে আস্তে আস্তে পরেশবাবুর বাড়ীর দিকে চলিল। একদিন যে বাড়ীতে যাইতে হইলে উপেন মনে কত নব নব সুখের চিত্র কল্পনা করিতে করিতে যাইত, আজ কি না নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক চোরের মত বন্দী হইয়া, তাহাকে সেখানে প্রবেশ করিতে হইতেছে! অদৃষ্টের কি ঘোরতর বিড়ম্বনা! প্রেমে পড়িলেই এ সব দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। তবে আসুন পাঠকপাঠিকাগণ! আমরা সকলে মিলিয়া এই খাঁটি বিলাতী জিনিষটাকে "বয়কট্" করি।

পাহারাওয়ালা রাস্তা পার হইয়া আসিয়া উপেনকে মৃদুস্বরে বলিল,—

"বাবু, কুছ্ বকসিস্ অকসিস্ দেও—হাম্ তোম্‌কো ছোড় দেগা—দেও—একঠো রুপেয়া বাহার করো।"

উপেন ঘুষ দেওয়ার কথাতে ভয়ানক জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি এক পয়সাও ঘুষ দিব না।" কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে করিয়া নিতান্ত দমিয়া গেল এবং পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া খুলিল। কিন্তু তাহাতে মাত্র একটী পয়সা ছিল। পাহারাওয়ালা তাহা দেখিয়া বলিল—"উঁহুঁ—হোগা নেহি—তোম্ চলো।"

পাহারাওয়ালা যখন উপেনকে পরেশবাবুর বৈঠকখানার সম্মুখে বারান্দায় আনিল, তখন সেই ঘরে অরুণ ও চারু বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিল। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে ছেলেরা পড়িতেছিল। চারু আগে পাহারাওয়ালাকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল,—

"কি—তুমি এখানে কি চাও?" অরুণ তখনই উপেনকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—

"Hallo Upendra Babu, what is the matter? Come in please." *

চারু, উপেনকে পাহারাওয়ালার সঙ্গে দেখিয়া আরও ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল,—

"কি—আপনি কোথা থেকে? কি হ'য়েছে?"

পাহারাওয়ালা বলিল,—

"মাইজী, এহি আদমী হররোজ রাত্‌মে রাস্তাকা উপর খাড়া হোকে আপলোক্‌কা বাড়ীপর নজর কর্‌তা হায়। এন্‌কো কুছ্ খরাপ মতলব হায় কি নেহি হায়? আপলোক্ এন্‌কো পছন্‌তা হায়?"

এই কথাতে চারুর মুখ গম্ভীর হইল। সে কোন কথা বলিল না। অরুণ পাহারাওয়ালাকে বলিল,—

* উপেন্দ্রবাবু যে? ব্যাপার কি? ঘরে আসুন না।

"তোম্ বাবুকো ছোড় দেও। ওন্‌কো কুছ্ খারাপ মত্‌লব নেহি হ্যায়। হাম্‌লোক্ ওন্‌কো জান্‌তা হ্যায়।"

"বহুৎ আচ্ছা—সেলাম সাহেব।" ইহা বলিয়া পাহারাওয়ালা অরুণকে মিলিটারি কায়দায় এক সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

উপেন এতক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিল। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে সে যেন দেখিল, অরুণ ও চারু তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। আর পাহারাওয়ালাও সেই সঙ্গে যোগ দান করিল। এইরূপে চারিপাঁচ পাক নাচিতে নাচিতে পাহারাওয়ালা চলিয়া গেল। অমনি উপেনও ধড়াস্ করিয়া অরুণ ও চারুর সম্মুখে পড়িয়া গেল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### প্রেমে উন্মাদ।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে লিখিত ঘটনার সাতদিন পরে, একদিন দুপ্রহরে উপেন তাহার মেসের ঘরে শুইয়া আছে। তাহার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, একটু পরিশ্রম করিলেই মাথা ঘোরে। তাহার একটী বন্ধু কুমুদ, মেডিকেল্ কলেজে পড়ে, সে বাড়ী যায় নাই। সে উপেনের খুব শুশ্রূষা করিতেছে। ডাঃ রুদ্র আসিয়া উপেনকে দেখিয়া স্নায়বীয় দুর্ব্বলতার জন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। উপেন তাহার অসুখসম্বন্ধে বাড়ীতে এপর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাঠায় নাই, পাছে কেহ আসিয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যায়।

আমি যেন মনশ্চক্ষুতে দেখিতেছি, আমার সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ এই টুকু পড়িতে পড়িতে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিপ্রকাশ করিতে-ছেন। তাঁহাদের মনের ভাব হয় ত এইরূপ—"বলি একি হইল? নভেল বুঝি এইরূপে লেখে? তোমার নায়ক তাহার প্রেমিকার সম্মুখে

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, আর এই একটা জ্বলন্ত ঘটনা অবলম্বনে তুমি বড় রকমের একটা sensation* সৃষ্টি করিতে পারিলে না? তুমি একজন নিতান্ত bunglar + !"

ঠিক কথা। আমারও একবার মনে হইয়াছিল, এখানে একটা হুলস্থূল ব্যাপার সৃষ্টি করিয়া বসি। অর্থাৎ নবেলের চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে চারু, উপেনকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া, অমনি তাহার মস্তক নিজের ক্রোড়ে ধারণ করুক এবং একখানা পাখা লইয়া ব্যজন করুক; কিছুক্ষণ পরে উপেনের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে সে চক্ষু না মেলিয়াই "উঃ—আমি এখন কোথায়—এ যে মধুর স্পর্শ—স্বর্গীয় সুখ!

"প্রশ্চোতনং নু হরিচন্দন-পল্লবানাং
নিষ্পীড়িতেন্দু-করকন্দলজোংস্নুসেকঃ।"

বলিতে বলিতে চক্ষু মেলিয়া চারুর মুখ নিরীক্ষণ করুক; আর চারু—"হে প্রাণেশ্বর। প্রাণনাথ। আমি তোমারই!!!" বলিতে বলিতে তাহাকে আশ্বস্ত করুক; এবং মিঃ অরুণচন্দ্র তাহার এতদিনের পাকা গুটী কাঁচা হইয়া গেল দেখিয়া, মুখ-চূণ করিয়া আস্তে আস্তে রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়ুক।

ঘটনাটা ঠিক এইরূপ ঘটিলে তাহা অবশ্য খুব Romantic (ঔপন্যাসিক) হইত, তাহাতে কাব্যকলার খুব স্ফূর্তি হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় নির্ম্মম নিয়তি কাহারও মুখ চাহিয়া চলিতে জানে না। সে তাহার মোটর গাড়ীর চাকা নিজের খেয়াল অনুসারে চালাইয়া যায়, সেই চাকার তলে পড়িয়া প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার আমার ন্যায় কত শত ক্ষুদ্র প্রাণী দলিত হইয়া মরিতেছে, তাহা একবারও ভ্রূক্ষেপ করিয়া দেখে না।

---

* উত্তেজনা।
+ বাঙ্গাল।

সেদিন চারু ও অরুণ উভয়ে মিলিয়া উপেনের মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলে, উপেন উঠিয়া বসিল। তাহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, কেহই তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। সে শীঘ্রই বাসায় ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তখন চারু, অমলকে একখানা গাড়ী ডাকিতে বলিল এবং গাড়ী আসিলে বিমলের সঙ্গে উপেনকে বাসায় পাঠাইয়া দিল। এখনও প্রত্যহ একবার করিয়া অমল কিম্বা বিমল আসিয়া উপেনের সংবাদ লইয়া যায়।

আজ উপেন অনেকটা সুস্থ আছে। কুমুদ তাহার কলেজে চলিয়া গিয়াছে। উপেনের একা শুইয়া থাকা বড়ই ক্লেশকর বোধ হইল। পড়াশুনা কিম্বা কোন মানসিক পরিশ্রম করা ডাক্তার একেবারে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কিছু না করিয়াও সময় কাটান বড় কষ্ট। উপেন কি মনে করিয়া তাহার বাক্স খুলিল এবং কতকগুলি পুরাতন চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এগুলি চারুর চিঠি; উপেন এগুলি কৃপণের ধনের ন্যায় বড় যত্ন করিয়া রাখিয়াছে। পাছে অন্যের চক্ষু ইহাতে পড়ে, এই ভয়ে সে এগুলি কখনও বাহির করিতে সাহসী হয় না। তাই সে এগুলি চুরি করিয়া পড়িতেছে, আর দুই একবার চকিতভাবে চারিদিকে চাহিতেছে। কিন্তু এখানে কিসের ভয়? এ ত আর চুরি করিয়া পরেশবাবুর বাড়ী দেখা নয়! আর এখানে সেই পাহারাওয়ালাও নাই? কিন্তু ইহাতেও ভয় আছে, এ যে হৃদয়ের অতি নিভৃত স্থানে প্রিয়বস্তুর তদ্গত চিন্তা। চুরি করিয়া দেখার ন্যায় এইরূপ চুরি করিয়া ভাবাও যে কত মধুর! কিন্তু ঐ যে নীচের তলায় কাহার জুতার শব্দ শুনা যাইতেছে। উপেন সাবধান! কিন্তু উপেনের এখন তদ্গতভাব। ঐ যে কে একটী লোক সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছে। ঐ যে সে লোকটী আসিতে আসিতে একেবারে উপেনের ঘরের সম্মুখে আসিয়া, ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল। তবে কি

উপেন খিল দিয়া দরজা বন্ধ করে নাই? ভুল হইয়াছিল। উপেনের এবার চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি সেই চিঠিগুলি বাক্সে বন্ধ করিতেছিল, অমনি বীরেন আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—

"তুই ও কি কচ্চিস্? না—না—ভয় নাই, ঢাকিতে হবে না। আমি তোর চিঠি দেখিব না। কিন্তু শুনিলাম, তোর না কি মাথার অসুখ?"

উপেন অমনি অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি বিছানার উপরে আসিয়া বসিল এবং সভয়ে বলিল,—

"হাঁ—আমার মাথার অসুখ হয়েছে। তুমি আ'জ হঠাৎ কো'থেকে?"

"আমি আমার ওকালতীর সনদ নিতে এসেছিলাম। পরে রাস্তায় কুমুদের সঙ্গে দেখা হ'লো। সে বলিল, তুই এখানে অসুখ হ'য়ে পড়ে আছিস্। তুই এসময়ে বাড়ী ছেড়ে এখানে কেন? প্রেম করিতে এসেছ বুঝি? লক্ষ্মীছাড়া! কিন্তু তোর সব দোষ আমি এখন মাপ করিতে পারি। তোর পরীক্ষার ফল যে বাহির হইয়াছে, জানিস্ ত?"

উপেন অমনি ঔৎসুক্যের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—

"কৈ না—আমি ত কিছুই জানি না। বল—বল—আমার কি ফল হইয়াছে বল?"

"ঐ যে সিনেট হ'লে টাঙ্গাইয়া দিয়াছে, কত ছেলে গিয়া দেখিতেছে। তুই তিন বিষয়ে অনার পাইয়াছিস্—তিনটায়ই ফার্ষ্ট ক্লাস্। আর কেহ এত ভাল ফল দেখাইতে পারে নাই।"

"বল কি? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?" ইহা বলিতে বলিতে উপেন খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার শরীরের সব টুকু রক্ত মুখে ছুটিয়া আসিল।

"তুই এত উত্তেজিত হচ্চিস্ কেন? তোর যে মাথার অসুখ—উত্তেজনা ভাল হয়।"

"তুমি ত দেখিতে ভুল কর নাই ? চল—আমি নিজে গিয়া দেখিয়া আসিব।"

"না—তোর আর অসুখ শরীর নিয়া সিনেট্ হলে যেতে হবে না। আমি কাগজে টুকিয়া আনিয়াছি, এই দ্যাখ্ ”

ইহা বলিয়া বীরেন পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল। উপেন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিয়া, তাহার সন্দেহ-ভঞ্জন হইলে বলিল,—

"তবে আমিই কি ফার্ষ্ট ( প্রথম ) হব ?"

"নিশ্চয়ই। বাস্তবিক, তোর এই অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষার ফল দেখিয়া, আমি যে আজ কতদূর আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।"

"আমি নিজেও এতদূর স্বপ্নেও আশা করি নাই।"

"এখন তুই যত রকম পারিস্ প্রেম করিয়া বেড়া—তিন রকম, চারি রকম, পাঁচ রকম—যত রকম ইচ্ছা! Physical, Intellectual, Moral, Chemical, Mathematical &c &c."

"কিন্তু সে গুড়ে বালি! এখন আর সেদিকে যাওয়ার যো নাই। সেখানে আর একজন আসিয়া জুটিয়াছে।"

"আসুক্ না ? তার হয় ত physical love, তোর যে intellectual love! তার সঙ্গে তোর ঝগড়া হওয়ার কথা নাই। তার sphere ( ক্ষেত্র ) এর সহিত তোর sphere (ক্ষেত্র) এর কাটাকাটি করে কেন ?"

"কিন্তু intellectual love ত আর শূন্য লইয়া করা যায় না ?"

"চিঠি লইয়া করা যায়। তাই বুঝি ঐ পুরাণো চিঠিগুলি এত মনোযোগের সহিত পড়া হইতেছিল ? কিন্তু সে লোকটা কে ?"

"তার নাম মিঃ অরুণ ব্যানার্জ্জি—একজন বিলাতফেরত—ব্যারিষ্টার।"

"ও হো! বুঝিয়াছি—আর বলিতে হবে না। সেই "কাটা ও

চিঠি পড়া শেষ করিয়া বীরেন বলিল,—

"হুঁ! বুঝিলাম, তোর প্রেমে পড়িবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু ইহা কি তাহার প্রকৃত মনের ভাব ?"

"বলিতে পারি না। আমি ত এক সময়ে তাহাই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমার সে বিষয়ে কখন কখন সন্দেহ হয়। সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য আজ এই পুরাতন চিঠিগুলি ঘাঁটিতেছিলাম। মানুষের মন কি হঠাৎ এত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ? মানব-চরিত্র বাস্তবিকই প্রহেলিকাময়।"

"কিন্তু তোর প্রতি তাহার প্রেম হইয়াছিল, ইহা এই চিঠিতে বুঝা যায় না। আর তুই কি কখনও আশা করিস্ যে, চারু বিবাহ না করিয়া তোর সঙ্গে নিষ্ফল romantic loveএ (নাটকীয় প্রেমে) জীবন কাটাইবে ? তোর প্রেম কি এতই selfish (স্বার্থপরতাময়) ?"

"না—আমি কখনও সে আশা করি নাই। আমার ভালবাসা তাহাকে কখন জানিতেও দিই নাই। তোমাকে একদিন যে আধ্যাত্মিক প্রেমের কথা বলিয়াছিলাম, আমার তাহাই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আমার মত দুর্ব্বল লোকের পক্ষে তাহা বড় সাধনাসাপেক্ষ। আমি সেই সাধনা করিতে বসিয়া, যোগভ্রষ্ট যোগীর ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। যুদ্ধজয় করিতে গিয়া নিজে আহত হইয়াছি। ভাই, আমার সহিত তোমার সহানুভূতি না থাকিলেও, আমাকে কৃপার চক্ষে দেখিতে পার। আমি তোমাদের কৃপার পাত্র।"

ইহা বলিতে বলিতে উপেনের চোখে জল আসিল। সে চক্ষু মুছিয়া আবার বলিল,—

---

বলেন, প্রেমালোকস্পর্শে নারীর হৃদয় অকালেও ফুটিয়া থাকে। আশা করি, আপনার হৃদয়কমলটী এতদিনে দল মেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহা হইলে আপনার আর কোন আক্ষেপ থাকিবে না।"

"কিন্তু আমি এখনও সম্পূর্ণ নিরাশ হই নাই। আমার এখনও আশা আছে, আমি আত্মজয়ী হইব। আমাকে নিতান্ত স্বার্থপর মনে করিও না। আমার প্রেমের প্রতিদান লাভ করিবার অধিকার আমার না থাকিলেও, আমার আত্মত্যাগ করিবার যথেষ্ট অধিকার আছে। তাই, আমি চারুকে তাহার আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিলাত যাইব সংকল্প করিয়াছি।"

"এ সব পাগলামি ছাড়।"

"পাগলামি বল কেন? কোন মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন সমর্পণ করাকে পাগলামি বলিও না। "I must live a life of ideas. I hate a life of facts."*

"তাহা ত হবেই? তুমি একজন genius † কি না? তোমার সব বিষয়েই একটা originality ‡ চাই। আমি কিন্তু আজই জ্ঞানকে চিঠি লিখিয়া দিব যে, শীঘ্র আসিয়া সে তোকে বাড়ী নিয়া যায়।"

"আমি এখন বাড়ী যাইতে পারিব না। আমার মাথার অসুখ, ডাক্তার রুদ্র চিকিৎসা করিতেছেন। আর কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়ার এখন আমার ইচ্ছা নাই।"

"কেন? পরেশবাবুর বাড়ীতে ত এখন প্রবেশ নিষেধ। তবে আর কার জন্য এখানে থাক্‌বি?"

"কেন তুমি বুঝিবে না—কেন তাহা আমিও ভাল বুঝি না। কিন্তু কি যেন কেন কলিকাতার বায়ু, কলিকাতার আকাশ, কলিকাতার আলো আমার কাছে বড় ভাল লাগে।"

"তবে বিলাতে যাবি কিরূপে?"

---

* আমি উচ্চ আদর্শগত জীবন যাপন করিতে চাই। আমি কেবল সংসারগত জীবনকে ঘৃণা করি।

† প্রতিভাশালী ব্যক্তি।

‡ মৌলিকতা।

"কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে।"

"যা—যা—ওসব বথামি রেখে দে। আমি এখন আসি। আবার কাল আসিব। তুই বেশী উত্তেজিত হইলে মারা পড়্‌বি। মাথার ব্যারাম, সাবধান!"

ইহা বলিয়া বীরেন প্রস্থান করিল। উপেন তাহার বিছানায় শুইয়া পড়িল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### অকূলে ঝাঁপ।

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মের বন্ধ ফুরাইল। জ্ঞান বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিল। সে কলিকাতা হইতে সংবাদ লিখিল, "দাদা বি, এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া সরকারী বৃত্তি পাইয়াছেন, শীঘ্রই বিলাত যাইবেন।" এই সংবাদ যখন বাড়ীতে পৌঁছিল, তখন সকলের মনে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। বড়গৃহিণী, উপেনের মা, কাকীমা প্রভৃতির ক্রন্দনধ্বনিতে সেই শান্ত নিস্তব্ধ গ্রামটী কম্পিত হইয়া উঠিল। বড় গৃহিণী বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।—"ওরে সর্ব্বনেশে! তোর মনে এই ছিল। এইজন্য তোকে এত করিয়া মানুষ করিয়াছিলাম? ও ঠাকুরপো, তুমি এখন কোথায়? তুমি যে ভয় করিয়াছিলে, তাহাই এখন ঘটিল! তোমার উপেন কি সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে, একবার আসিয়া দেখ। তুমি চলিয়া গিয়াছ বলিয়াই তাহার এতদূর আস্পর্দ্ধা হইয়াছে। ওরে হতভাগা! তোকে দিয়া বাপমায়ের পিণ্ডজলের আশা লোপ পাইল! এই জন্যই কি তোকে এত করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিল? বড় আশা করিয়াছিলাম, তোর দ্বারা এই বংশের মুখ উজ্জ্বল হইবে, আমরা কত সুখী হব। তুই এখন সকলকে একেবারে নিরাশ করিতে বসিয়াছিস্। আমরা আর কয়দিনই বাঁচিব, আমাদের আর এখন

কোন সুখের আশা নাই। কিন্তু ঘরে যে সমস্ত বৌ রহিয়াছে, তার দশা কি হবে? তার কথা কি তুই একবারও ভাব্‌লি না? ও গুরু! আমার আর এ কষ্ট সহ্য হয় না। আমাকে শীঘ্র শীঘ্র পার কর! আমি এখন মরিলেই বাঁচি। ওমা কালীঘাটের কালী! তোমাকে জোড়াপাঁঠা দিয়া পূজা দিব, আমার উপেনের মতিগতি ফিরাও। আমার ঘরের ছেলে ঘরে আসুক!" ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপেনের মাতাও এই ক্রন্দনের সুরে যোগদান করিলেন। বনলতা ঘরের কোণে বসিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র এই সংবাদ শুনিয়া বাড়ী আসিলেন। উপেনকে তাহার সংকল্প হইতে বিরত করা একান্ত কর্ত্তব্য, ইহা সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন। তাহাকে কলিকাতা হইতে এখন বাড়ীতে আনা কঠিন হইবে বিবেচনা করিয়া, তাঁহারা সকলে মিলিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। মহেন্দ্র সেই বিদ্যানিধি মহাশয়কেও সঙ্গে লইয়া চলিলেন। হয় ত তাঁহার উপদেশে উপেনের মত ফিরিতেও পারে।

তাঁহাদের গ্রামবাসী মুকুন্দ পোদ্দারের হাটখোলাতে খুব বড় কারবার। হঠাৎ অন্য কোন বাসা ঠিক করিতে না পারিয়া, তাঁহারা সকলে সেখানে গিয়া উঠিলেন। মুকুন্দ তাঁহাদের নিতান্ত অনুগত ও অনুরক্ত। তিনি তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং নিজের দোতলা কোঠার উপরে তিনটী ঘর তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। সংবাদ পাইয়া উপেনও সেখানে আসিল।

বড়গৃহিণী উপেনকে পাইয়া টানিয়া কোলে বসাইলেন এবং চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন,—

"ওরে সর্ব্বনেশে! আমরা এই কুড়ি বছর তোর পানে চাহিয়া আছি, তুই কি না এখন আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে চাস্? যা দেখি তুইকেমন কোরে যাবি?"

উপেন এই সকরুণ উচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার চক্ষু দিয়াও দরদর-ধারায় জল পড়িতে লাগিল। পরে চক্ষু মুছিয়া বলিল,—

"বড় মা! তুমি এত উতলা হইও না। আমি কি কখনও তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারি?"

"আমি তোর কথা একরত্তিও বিশ্বাস করি না। তুই ডাকাত, তুই সব করিতে পারিস্। তোর যে বিদ্যা হ'য়েছে, ইহাই ঢের। ইহাতেই কত জজ মেজেষ্টরি চাকুরি মিলিবে। আবার সাতসমুদ্র তের নদীর পার কেন যাবি? ও মা! মা! সেখানে গেলে কি আর প্রাণ থাক্‌বে?"

"না—বড় মা, তুমি এখানেই ভুল করিলে। এখানকার বিদ্যায় জজ মেজেষ্টরী চাকুরি মেলে না। সেই জন্যই ত আমি বেশী নয় তিনটা বছরের জন্য বিলেত যাইতে চাই। কোন ভয় নাই। সে রাক্ষসের দেশ নয় যে, সেখানে গেলেই মানুষ আর দেশে ফিরিয়া আসিতে পারে না। সে দেশের লোকে মানুষ খায় না। এই কলিকাতা সহরে কত লোক আছেন, তাঁহারা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তুমি যদি তাঁদের দেখিতে চাও, তবে আমি দেখাইতে পারি। তাঁহারা কত বড় বড় কাজ করিতেছেন।"

"না—আমি তাদের দেখ্‌তে চাই না। জজ মেজেষ্টরি চাকুরি দিয়াও আমাদের কাজ নাই। তুই দেশে থাকিয়া যাহা রোজগার করিতে পারিস্, তা'তেই আমাদের চলিবে। আমরা তা'তেই সন্তুষ্ট থাকিব। বিলাতে যারা যায়, তারা কি আর আমাদের আপনার লোক থাকে? আমি শুনিয়াছি, তারা সাহেব হইয়া আসে। তারা না পারে বাঙ্গলা কথা কহিতে, না পারে ঘরে ঢুকিতে। তাদের ছুঁইলেও স্নান করিতে হয়।"

এই সময়ে বিদ্যানিধি মহাশয় হুঁকা টানিতে টানিতে সেখানে আসিয়া, এই সমালোচনায় যোগদান করিলেন। তিনি হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া বলিলেন,—

"মা তুমি যথার্থ কথা বলিয়াছ। যাহারা বিলাতে গমন করে, তাহারা আর হিন্দু থাকে না। প্রথমতঃ সমুদ্রগমন, দ্বিতীয়তঃ অভক্ষ্য-ভোজন, তৃতীয়তঃ ম্লেচ্ছ-সহবাস ও ম্লেচ্ছাচার-গ্রহণ, চতুর্থতঃ হিন্দু-আচারবর্জ্জন ইত্যাদি বহুবিধ কারণে তাহারা এক কিম্ভূত-কিমাকার জীবে পরিণত হয়।"

ইহা বলিয়া তিনি মুখে হুঁকা লাগাইয়া, আবার ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন।

বড় গৃহিণী এই কথা শুনিয়া উপেনকে বলিলেন,—

"ঠাকুর যাহা বলিলেন, তাহা শুন্‌লি ত? ইহার উত্তর কি? তুই আমার ঘরের ছেলে হইয়া যে পর হ'য়ে যাবি, ইহা আমার জীবন থাক্‌তে সহ্য হবে না। যদি একান্তই বিলাত যাইতে চাস্‌, তবে আমার গলা এক কোপ দিয়া কাটিয়া তবে যা। হায়—হায়—হায়! ও ঠাকুরপো! তুমি এখন কোথায়?"

ইহা বলিয়া তিনি আবার চোখের জল ছাড়িয়া দিলেন। উপেন কোন কথা বলিল না। তাহার চক্ষু দিয়াও জল পড়িতে লাগিল।

বিদ্যানিধি মহাশয় তামাক খাওয়া শেষ করিয়া হুঁকা রাখিয়া বলিলেন,—

"বাবা উপেন! তুমি বুদ্ধিমান্‌, বিদ্বান্‌, সুশীল, বিনয়ী। তোমাকে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তুমি আমার এই কয়টী কথা মনোযোগ দিয়া শুন। বাবা! পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত বহু সুকৃতিবলে তুমি এই পরমপবিত্র হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যে কুলে ভগবান্‌ স্বয়ং রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতাররূপে পুনঃ পুনঃ জন্ম স্বীকার করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ করিয়াছেন, তুমি সেই হিন্দুকুলের সন্তান। তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের তপস্যার ফলে, প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের অধিকার তোমার হাতে রহিয়াছে। তোমার দেহ, মন, আত্মা সেই তপঃপ্রভাবে স্বভাবতঃ

পরিশুদ্ধ, ধর্ম্মপ্রবণ ও ব্রহ্মাভিমুখী হইয়া রহিয়াছে। তোমার মধ্যে ভগবৎ-কৃপালাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত। এইরূপ ক্ষেত্রেই ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সাবিত্রী দেবী সহজে সমুদ্ভাসিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ দান করিতে পারেন। বাবা! সে আনন্দের নিকট জগতের যত কিছু আনন্দ বল সব তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎ-কর! কেবল তিনিই আনন্দ, তিনিই অমৃত—আর সব মিথ্যা! আজ হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি যে সাধনাধিকার লাভ করিয়াছ, জগতের অন্য কোন জাতির সে অধিকার নাই। তাহাদিগকে এই সাধনাধিকার লাভ করিতে হইলে, বহুজন্মব্যাপী তপস্যা করিতে হইবে। বাবা উপেন! এই অমূল্য অধিকার লাভ করিয়া তাহা হারাইও না। ভগবান্, গীতায় বলিয়াছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"—স্বধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যুও বরং ভাল, তবু পরধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত নহে, তাহা বড়ই ভয়ঙ্কর। আর তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, বিদ্যাউপার্জ্জন, অর্থ উপার্জ্জন, খ্যাতি-প্রতিপত্তিলাভ—কেবল এই সকলই মনুষ্যজীবনের সার উদ্দেশ্য নহে। এই সকল করিতে করিতে কত জন্ম চলিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করাই পরম-পুরুষার্থ। দেশে থাকিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন কর, অর্থ উপার্জ্জন কর, বিষয় ভোগ কর, তাহাতে কোন বাধা নাই—আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া মোক্ষলাভেরও উপায় কর। কেন শুধু অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখ-সুবিধার জন্য ধর্ম্মত্যাগী সমাজত্যাগী হইবে?"

উপেন ধীরভাবে বলিল,—

"জ্যেঠা মহাশয়! আপনি আমার গুরুজন, আমার স্বর্গীয় পিতারও পূজনীয়। আপনার সঙ্গে আমি কোন তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না। আর আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সব সত্য আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমার এ সব বিষয়ে কোন শিক্ষা হয় নাই। আমি মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য কি, তাহাও ভাল বুঝি না। তবে দেখিতেছি, মানবমাত্রেই নিজ নিজ

অবস্থার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস বিলাত গেলে আমি এজীবনে যতটা উন্নতি লাভ করিতে পারিব, দেশে থাকিলে তাহার কিছুই পারিব না। সেই জন্য বিলাত যাইব বলিয়া আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি—এমন কি জাহাজের টিকিটও কিনিয়াছি। আমি প্রবৃত্তির দাস—প্রবৃত্তি দমন করিতে অসমর্থ। আপনারা আমাকে নিতান্ত অধম জ্ঞানে ক্ষমা করিবেন।"

বিদ্যানিধি মহাশয় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—

"তুমি কুলাঙ্গার। তোমার পিতা খুব বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তোমার প্রকৃতি চিনিয়াছিলেন, তাই মৃত্যুশয্যায় তোমাদিগের দ্বারা তিনটী শপথ করাইয়াছিলেন—তাহা মনে আছে কি?"

উপেন কতক্ষণ মাটির দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিল এবং পরে বলিল,—

"আমি যদি বিলাতে গিয়া সিভিলিয়ান কি ব্যারিষ্টার হইয়া আসি, তবে অনেক অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিব। তাহা দ্বারা আমাদের সংসারে প্রচলিত দেবসেবা, অতিথিসেবা প্রভৃতি পুণ্যকার্য্য আরও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিব। ইহাতে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রীতিসাধন হইবে।"

বিদ্যানিধি মহাশয় তেজের সহিত বলিলেন,—

"কখনই না—কখনই না। তুমি ম্লেচ্ছাচার অবলম্বন করিলে, তোমার স্বর্গীয় পিতার মনে যে গুরুতর আঘাত লাগিবে, তুমি দেব-সেবাদি পুণ্যকার্য্যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিলেও তাহার উপশম হইবে না। কিন্তু তুমি যখন বলিতেছ, তোমার বিলাতগমনবিষয়ে সঙ্কল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে,—এমন কি বহুঅর্থব্যয়ে টিকিট কিনিয়া ফেলিয়াছ, তখন তোমার সঙ্গে যুক্তিতর্কে কোন ফল নাই। নারায়ণ হরি! মা তারা—তুমিই সত্য!"

ইহা বলিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় উঠিয়া গেলেন। বড় গৃহিণী ইহার পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, উপেন নিশ্চয়ই বিদ্যানিধি ঠাকুরের যুক্তিজালে জড়িত হইয়া পোষ মানিবে। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন, উপেন কিছুতেই তাহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল না, তখন সকলে মিলিয়া আবার ক্রন্দনকোলাহল আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আর সেই চিরদুঃখিনী বনলতা কি করিল? উপেন রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলে, সে তাহার চরণতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"তোমার পায়ে পড়ি—বল আমাকে কেন ছাড়িয়া যাইতেছ? আমি জানি, আমার কোন গুণ নাই, যাহা দিয়া তোমাকে সুখী করিতে পারি। কিন্তু তুমি আমার যথাসর্ব্বস্ব—আমাকে পায় ঠেলিতেছ কেন?"

উপেন তাহাকে উঠাইয়া কাছে বসাইয়া বলিল,—

"আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব কেন? আমি কেবল তিনটী বছরের জন্য, বিলাত যাইতেছি, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার তোমাকে গ্রহণ করিব।"

"না—তাহা হবে না। আমি জানি, তোমার বিলাত যাওয়ার অর্থই আমাকে পরিত্যাগ করা। তুমি তখন সাহেব হইয়া আসিবে, তুমি এখনই আমাকে পছন্দ কর না—তখন আমাকে তোমার মনে ধরিবে কেন? আর আমিও তখন আর সকলকে ছাড়িয়া তোমার কাছে কেন যাইব?"

"তবে তুমি কি আমাকে ভালবাস না?"

"ভালবাসি কি না, তাহা মুখে বলিতে পারি না। হৃদয় চিরিয়া দেখাইতে পারিলে দেখাইতাম। কিন্তু দেখ, মাছ যেমন জন্মাবধি জলে থাকে, জলে বাড়ে, আমিও শিশুকাল হইতে তোমাদের সংসারে

বাড়িয়াছি। জল ছাড়িয়া যেমন মাছ একদিনও বাঁচে না, সেইরূপ তোমাদের সংসার ছাড়িয়া অন্য জায়গায় গিয়া বাস করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। এই কয় বছরে, তোমার বড়-মা, মা, ছোট-মা সকলেই আমার মা হইয়াছেন; তোমার বৌদিদিরা সকলেই আমার দিদি। এমন কি তোমাদের বাড়ীর কুকুর বিড়ালটা পর্য্যন্ত আমার স্নেহের বস্তু। আমি এ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে সুখী হইব?"

এই কথা শুনিতে শুনিতে উপেনের চোখেও জল আসিল। বনলতা চক্ষু মুছিয়া আবার বলিল,—

"তাই যদি জানিতাম, তুমি আমাকে পাইয়া সুখী হইবে, তবে তোমার সুখের জন্য আমি এ সব পরিত্যাগ করিতে পারিতাম। তোমার সুখের জন্য আমি বনবাসেও যাইতে পারি; কিন্তু তুমি আমাকে পাইয়া সুখী হইলে কই?"

উপেন ইহার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া, কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; পরে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল,—

"বনলতা, আমি জানি তোমার হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ,—তুমি আদর্শ হিন্দুপত্নী। কিন্তু আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, আমার প্রবৃত্তি দমন হইল না। তাই তোমাকে পাইয়াও আমার সুখ হইল না।"

বনলতার এবার মুখ খুলিয়া গিয়াছে। তাহার চোখে আর জল নাই। সে বলিল,—

"কেন সুখ হইবে না? তোমার সুখের জন্য আমি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি। বল—বল—আমাকে কি করিতে হইবে বল। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের কোন মূল্য নাই। আমি মরিলে যদি তুমি চারুলতাকে বিবাহ করিতে পার, তবে আমি এখনই মরিতে প্রস্তুত আছি। আমি তোমার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না।"

উপেন আবার চোখের জল ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—

"বনলতা! তুমি স্বর্গের দেবী। কিন্তু আমি চারুকে বিবাহ করিবার কল্পনাও কখন করি নাই। আমি তাহাকে ভাল বাসিয়াছি সত্য,—এখনও ভালবাসি। তোমার নিকটে আজ কিছুই লুকাইব না। কিন্তু সে ভালবাসা অন্য রকমের। তাহার সহিত আমার কখনও মিলনের আকাঙ্ক্ষা নাই। কিন্তু আমার কিছুতেই সুখ হইল না। আমি নিতান্ত নরাধম, তাই তোমার মতন সোণার কমলকে পদদলিত করিয়া আকাশ-কুসুমের জন্য ধাবিত হইতেছি। কিন্তু আমি এখন স্বাধীন নহি, আমি প্রবৃত্তির অধীন। আমি এখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।"

বনলতা একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল,—

"আমি আবার তোমাকে কি ক্ষমা করিব? আমি নিজেই তোমার চরণে শত অপরাধী। আমার যদি কোন গুণ থাকিত, আমি যদি তোমাকে সুখী করিতে পারিতাম, তবে তোমার এ দশা হইবে কেন? আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি একদিনের জন্যও সুখী হইতে পারিলে না, ইহা আমার বড় দুঃখ রহিল। যাও—তুমি বিলাত যাইতে চাহিতেছ, যাও। যদি বিলাতে গিয়া চারুর ভালবাসা লাভ করিয়া সুখী হইতে পার, তবে তাহাই হও। যদি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া চারুকে বিবাহ করিতে পার, তবে তাহাই করিও। আমি আর তোমার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমাকে আসিয়া আর দেখিতে পাইবে না। আমি আজ তোমার চরণে চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছি। পরমেশ্বর করুন, আমি যেন আর জন্মে তোমাকেই স্বামী পাই, আর যেন তোমাকে সুখী করিতে পারি।"

ইহা বলিয়া বনলতা, তাহার চরণতলে প্রণাম করিয়া, বিদ্যুল্লতার মত অন্তর্হিত হইল। উপেন আর তাহাকে কোন কথা বলিতে পারিল না। সে চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে শুইয়া পড়িল ও কাঁদিয়া

রাত্রি কাটাইল। তাহার পরদিন মহেন্দ্র বিফলমনোরথ হইয়া সকলকে লইয়া দেশে যাত্রা করিলেন। উপেন এদিকে বিলাতযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

বিলাত যাওয়ার পূর্ব্বদিন উপেন, পরেশবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। তিনি তাহার যথেষ্ট সমাদর করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহাকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিলেন। চারুও সেখানে উপস্থিত ছিল। সেও তাহাকে যথারীতি সমাদর করিল; কিন্তু উপেন তাহার প্রতিবাক্যে প্রাণশূন্যতা ও হৃদয়ের দূরত্ব অনুভব করিয়া, মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইল। সেখান হইতে ফিরিবার সময় উপেন এইরূপ ভাবিল,—

"আজ স্নেহময়ী জননী, স্নেহের সংসার, পতিপ্রাণা পত্নী, পবিত্র কুল —সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া আমি কোন্ অকূল সাগরে ঝাঁপ দিতেছি? কাহার জন্য ঝাঁপ দিতেছি? আমার ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা ভগবানই জানেন। আমি অধম, অজ্ঞান, অদূরদর্শী। হে ঈশ্বর! আমার হৃদয়ে বলসঞ্চার কর—আমাকে পথপ্রদর্শন কর!"

তাহার পরদিন উপেন আত্মীয়বন্ধুগণকে চোখের জলে ভাসাইয়া, নির্লজ্জ "ক্যালিডোনিয়া" জাহাজে ভাসিল।

---

# পঞ্চম খণ্ড।

---

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### বনলতার সঙ্কল্প।

বনলতা বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, শরৎশশী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"উপেন তোকে কি বলিয়া গেল? তাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিলি না? তুই কি রকম বৌ লো?"

বনলতা।—আমি কি করিব দিদি? কারু কথা শুনিলেন না, আর আমার কথা শুনিবেন? আমি তাঁর কে?

ইহা বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছল ছল করিয়া আসিল; কিন্তু সে তখনই আত্মসংবরণ করিল।

শরৎ।—কেন—সে তোকে কি বলিল?

বন।—বলিলেন—"বেশী নয়, তিনটী বছরের জন্য বিলাত যাইতেছি; ফিরিয়া আসিয়া আবার তোমাকে গ্রহণ করিব।" আমি বলিলাম—"তুমি সাহেব হইয়া আসিবে, আমাকে মনে ধরিবে কেন? আমাকে নিয়া তুমি সুখী হবে না, আমিও তোমার কাছে যাব না।"

শরৎ।—ইস্—তুই না গিয়া থাক্‌তে পার্‌বি আর কি?

বন।—পার্‌ব বই কি?—যদি বাঁচি। তুমি আছ কেমন কোরে?

শরৎ।—কেন মর্‌বি না কি? মর্‌বি কোন্ দুঃখে?

বন।—বাঁচিব কোন্ সুখে?

শরৎ।—ছিঃ! মরার কথা মুখে আন্‌তে নাই বোন্‌। বিলেত থেকে ফিরে এলে দেখিস্‌, তোর জন্যে কত পাগল হ'বে!

বন।—কিন্তু এখন ত দেখিলাম, পাগল আর একজনের জন্যে। চারুর কথা বলিতে বলিতে কেঁদে ফেল্‌লেন। আমার যেন বোধ হইল, তার ভালবাসা পাওয়ার জন্য আগুনে প্রবেশ করিতে পারেন—সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারেন। তার ভালবাসা লাভের জন্যই বিলাত গেলেন। তা'যান—তিনি যেখানে গিয়া সুখী হন, তাই ভাল; আমারও তাহাতেই সুখ। তাঁহার সুখের পথে আর আমি কাঁটা হইয়া থাকিতে চাই না। সেই জন্যই মরিতে চাহিতেছি।

শরৎ ব্যথিত-হৃদয়ে বলিলেন,—

"ছিঃ! ও কথা বলে না। আমার লক্ষ্মী বোন্‌—এত অভিমান ভাল নয়। আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মহত্যা করিলে অনন্তকাল নরকে থাকিতে হয়।"

বনলতা ধীরভাবে বলিল,—

"না দিদি—আমার কোন অভিমান নাই। অভিমান থাকিলে ইহার অনেক আগে বিষ খাইয়া মরিতাম। আমি মনে করি, স্বামীর ভালবাসা না-ই বা পাইলাম, আমি ত তাঁহাকে ভালবাসি। ইহাতেই আমি সুখী। তুমি যেমন তোমার স্বামীকে ভালবাসিয়া, তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া বাঁচিয়া আছ, আমিও তোমার মতন বাঁচিয়া থাকিতে পারি। এই সুখের সংসারে ভালবাসার বস্তুর অভাব নাই, সেই সকল লইয়া আমিও তোমার মতন বাঁচিয়া থাকিতে পারি। কিন্তু দিদি! আমি বাঁচিয়া থাকিলে যদি তাঁহার সুখ না হয়—তবে আমি মরিব না কেন? যদি আমি মরিলে তিনি চারুলতাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারেন, তবে আমি মরিব না কেন? আমার এই ক্ষুদ্র-জীবন বিসর্জ্জন দিয়া যদি তাঁহাকে চিরসুখী করিতে পারি, তবে আমি মরিব

না কেন? আমার এখন মরণেই সুখ, দিদি! আমাকে মরণের পথ দেখাইয়া দাও।"

বনলতার মুখে এই কথা শুনিয়া শরৎশশী শিহরিয়া উঠিলেন। এ কি সেই বনলতা? যাহার বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিত না, এই কি সেই বনলতা? যে ক্ষুদ্র লতাটীর মতন এই সংসারোদ্যানের এক নিভৃত কোণে অতি সঙ্গোপনে আপনার অস্তিত্ব লুকাইয়া রাখিত, এই কি সেই বনলতা? সেই স্বভাবনম্রা মৃদু ক্ষুদ্র বালিকাটীর এত দৃঢ়তা, এত তেজ আজ কোথা হইতে আসিল? শরৎশশী অবাক্ হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, বনলতার চোখে একটুও জল নাই, তাহার চক্ষু স্থির, শুষ্ক—যেন তাহা হইতে অগ্নিকণা ছুটিতেছে। তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন,—

"কি লো, নতুন-বৌ? তোর আজ কি হইয়াছে? তোর মুখে এত কথা? তুই এ সব কথা শিখিলি কোথায়?"

"দিদি! কথা আর শিখিব কোথায়? মনের যে ভাব হইয়াছে, তাহাই তোমাকে বলিলাম।"

"কিন্তু এ ভাব ত আর কখনও দেখি নাই? যা'হোক্—তুই একটু ঠাণ্ডা হ'—এত মরা মরা করিস্ না বোন্! এই তিন বছরে উপেনের মনের ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে। তার যেন কি একটা ব্যারাম হইয়া মাথা খারাপ হইয়াছে। এ ব্যারাম শীঘ্র আরাম হইতে পারে। আর জানিস্ ত, ঘোর দুরবস্থায় পড়িলেও আশা ছাড়িতে নাই। আশা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ইহাই আমাদের জীবনের অবলম্বন হওয়া উচিত। রামায়ণমহাভারতে সীতা, শকুন্তলা, দময়ন্তী ইঁহাদের কথা ত পড়িয়াছিস্?"

"হাঁ পড়িয়াছি। কিন্তু তাঁহারা হইতেছেন দেবতা—তাঁদের সঙ্গে আমাদের তুলনা কিসের দিদি? তাঁহাদের মতন ধৈর্য্য আমরা কোথায়

পাইব? আর আমার অবস্থা অন্য রকমের। আমি বাঁচিয়া থাকিলে যদি স্বামীর সুখ না হয়, তবে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া আমার ফল কি? আমি মরিলেই সুখী হইব।"

"তোর যেন আজ কি হইয়াছে। তোর সঙ্গে কথায় পার্‌বার যো নাই। তুই মরিলে সে সুখী হবে, এটা তোর ভুল। আর এখনও ত তিন বছর বাকী। যদি চারুলতাকে বিবাহ করিতে হয় ত বিলাত থেকে এসে কোর্‌বে? এখনই এত উতলা হচ্চিস্‌ কেন? যদি নিতান্তই মরিতে হয়, তবে পরে মরিস্‌?"

"তবে আমি এখন কি লইয়া বাঁচিব? তোমার যেন কোলে একটা সোণার চাঁদ আছে, তোমার মনে স্বামীর ভালবাসার স্মৃতি আছে—আমার কি আছে?"

"কেন—তুই ত তাহাকে ভালবাসিস্‌। আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে, তাহাই যথেষ্ট। আর যদি কাজ চাস্‌, এ সংসারে তাহার অন্ত নাই। এ কথা শুনিয়াছিস্‌ ত, আমাদের এজন্মের যত সুখদুঃখ তাহা পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফলে। এজন্মে যদি কপালে দুঃখ থাকে, পরজন্মে যাঁহাতে সুখ হয় এখন আমাদের সেইরূপ কাজ করা উচিত। আমরা এই সংসারে থাকিয়া দেবসেবা, অতিথিসেবা, পরিজনের সেবা, ব্রত-নিয়ম—এই রকম কত পুণ্য-কাজ করিয়া জীবন কাটাইতে পারি।"

বনলতা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—

"দিদি, তুমি ঠিক পথ দেখাইয়াছ। সীতা-শকুন্তলাও এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া, কত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ত আর তাহা পারিব না। আমাদের ক্ষুদ্র-শক্তিতে যতটুকু পারি, তাহা করিব। কিন্তু দিদি, তুমি না থাকিলে আমি নিশ্চয়ই মরিতাম। তোমার মতন স্নেহের ভগ্নী কোথায় পাব? আর জন্মে আমরা নিশ্চয়ই একপেটের বোন ছিলাম।"

ইহা বলিতে বলিতে বনলতার চোখে জল আসিল। শরৎশশীও কাঁদিলেন। তখন দুইজনে গলাগলি ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপে বনলতা এবার কাঁদিয়া বাঁচিল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### মরণের পথে।

বনলতা যথার্থই কর্ম্মসাগরে ভাসিল। এতদিন একবেলা মহেন্দ্রের স্ত্রী ও অন্যবেলা শরৎশশী রন্ধন করিতেন, বনলতা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তে রাঁধিত। এখন বনলতা বড়-বৌকে বলিল,—"বড়-দিদি তুমি ত এতকাল ক্রমাগত রাঁধিয়াছ, আমাকে এখন কিছুদিন রাঁধিতে দাও। তোমার বড় কষ্ট হইতেছে।" বড় বৌ বলিলেন—"কষ্ট কি আর বোন? আমাদের ত এই কাজ। তবে তুমি কতকদিন রাঁধিতে চাহিতেছ, রাঁধ।" তিনি মনে মনে ভাবিলেন, কাজের মধ্যে পড়িয়া যদি বনলতা তাহার দুঃখ ভুলিতে পারে, তবে মন্দ কি? এইরূপে বনলতা রন্ধনশালায় অধিষ্ঠিত হইল।

সে প্রত্যহ এক প্রহরের সময় স্নান করিয়া রন্ধনশালায় ঢুকিত, পরে রন্ধনাদি শেষ করিয়া,সকলকে ভোজন করাইয়া, বেলা দুটা তিনটার সময় নিজে আহার করিত। কোন কোন দিন অসময়ে অতিথি আসিলে, আবার রাঁধিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইত। বড়-বৌ কি মেজ-বৌ কেহই তাহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আসিলে, অসন্তোষ প্রকাশ করিত। এইরূপে কোন কোন দিন আহার করিতে তাহার চারিটা বাজিত। সে প্রফুল্লচিত্তে এই সকল ক্লেশ সহ্য করিত। কেবল কি তাহাই? শরৎশশীর মত সে নানাপ্রকার ব্রতনিয়ম আরম্ভ করিল। চম্পক-চতুর্দ্দশী, জন্মাষ্টমী, দূর্ব্বাষ্টমী, অনন্ত-চতুর্দ্দশী, মহাষ্টমী, কাত্যায়নী, শিবরাত্রি, অশোকাষ্টমী, সীতানবমী, সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন একাদশীর উপবাসও সে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু বড় গৃহিণী অকল্যাণভয়ে তাহা নিষেধ করিয়া দিলেন। এই সব উপবাসের দিনও সে তাহার রন্ধনাদি গৃহকার্য্য যথানিয়মে যথাসময়ে নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, কাহারও নিষেধ শুনিত না।

এই সময়ে জ্ঞানের একটী সহোদরা ভগিনী, দুই বৎসরবয়স্ক একটী শিশুসন্তান রাখিয়া, হঠাৎ কলেরারোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্বামিকুলে এই শিশুটীর প্রতিপালন করিবার উপযুক্ত কোন স্ত্রীলোক ছিল না। তাঁহার স্বামী অগত্যা শিশুটীকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিলেন, এবং নিজে আর একটী বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বনলতা অতি আদরের সহিত সেই শিশুটীকে পালন করিবার ভার গ্রহণ করিল। সে ত কাজ চায়—কাজ পাইলে ছাড়িবে কেন? আর এ ত অতি উপাদেয় কাজ,—তাহার স্নেহরসসিক্ত হৃদয়ের উপযুক্ত কাজ। বনলতার ভালবাসার গুণে সেই শিশুটী অতি অল্পদিনেই তাহার বাধ্য হইয়া পড়িল, কখনও তাঁহার কাছছাড়া হইত না। এমন কি রাঁধিবার সময়ও বনলতা সেই শিশুটীকে তাহার কাছে বসাইয়া রাখিত।

কিন্তু অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা! তাহার হৃদয়ের উপর বুঝি বিধাতার কোন্ এক দারুণ অভিশাপ ছিল। তাহার হৃদয় যাহাকেই আপনার করিয়া লইবার জন্য হাহাকার করে, সেই তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যায়। কিছুদিন পরে সেই শিশুটী বসন্তরোগে আক্রান্ত হইল। সেবার শীতলাদেবী অকালে আবির্ভূতা হইয়া, অনেক শিশুসন্তানকে মায়ের কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজের কোল শীতল করিয়াছিলেন। সে শিশুটীর পূর্ব্বে টীকা হয় নাই, তাই শীতলাদেবী তাহাকেও ধরিলেন। ধরিলেন ত খুব শক্ত করিয়া ধরিলেন। তিন দিনের মধ্যে তাহার সর্ব্বাঙ্গে গুটী বাহির হইল। তখন বড়গৃহিণী বনলতাকে বলিলেন, —"মা. তুমি উহাকে ছাড়। তোমরা কেহ উহার কাছে আসিও না।

আমি বুড়া মানুষ, আমি উহাকে লইয়া পৃথক্ এক ঘরে থাকি।" বনলতা বলিল,—"না মা—তাহা কখনও হইবে না। আমি প্রাণ থাকিতে নসুকে ছাড়িব না।"

বড়গৃহিণী আবার বলিলেন,—"মা, তুই আমার বড় সোহাগের ধন—আমার ঘরের লক্ষ্মী। যদি ঐ দুরন্ত রোগে তোর ঐ সোণার চাঁপার মতন মুখখানি নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে উপেন বাড়ী আসিয়া কি মনে করিবে?"

বনলতা মনে মনে ভাবিল,—"মা শীতলাদেবী, এবার আমার উপর কৃপাদৃষ্টি কর। আমার নসুকে রাখিয়া আমাকে গ্রহণ কর।" সে প্রকাশ্যে দৃঢ়স্বরে বলিল,—"মা, তুমি সেজন্য একটুও চিন্তা করিও না। আমার কিছু হবে না মা। আমার মতন কপাল যাদের, তাদের কোন রোগে চেনে না।"

এই কথা শুনিয়া বড়গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। বনলতার চোখে একটুও জল আসিল না। সে সেই শিশুটিকে লইয়া পৃথক্ এক ঘরে রহিল। দিনের পর দিন—ক্রমাগত সাতদিন পর্য্যন্ত তাহার শুশ্রূষা করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আটদিনের দিন সে প্রাণত্যাগ করিল। বনলতার চোখে এবার যথার্থই জল আসিল। সে দুই দিন পর্য্যন্ত অনবরত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল—যেন বিধাতা তাহার নিজের কোলের ছেলে কাড়িয়া লইয়াছেন। শীতলাদেবী সেই শিশুটীকে গ্রাস করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। বনলতার মনের বাসনা পূর্ণ হইল না—বরং দেখা গেল, ক্রমাগত কঠিন পরিশ্রম, কঠোর সংযম ও আত্মনিগ্রহ দ্বারা তাহার শরীরের উজ্জ্বল কান্তি কষিত কাঞ্চনের ন্যায় আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার চিত্তের স্বর্গীয় জ্যোতিঃ যেন সেই রক্তমাংসের প্রাচীর ভেদ করিয়া, শতধা বিকীর্ণ হইতে লাগিল। বড়গৃহিণী বলিতেন,—"মা, তুই এবার অন্নপূর্ণা হইয়াছিস্—ঠিক যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। কিন্তু হায় রে কপাল! সে ইহা দেখিল না!"

কিছুদিন পরে বড়গৃহিণী জ্বরে পড়িলেন। একটু আধটুকু জ্বর হইলে, তিনি বড় গ্রাহ্য করিতেন না, তাহার মধ্যে স্নানাহার রীতিমত চলিত। তিনি বলিতেন,—"আমরা বুড়া হইয়াছি, আমাদের জীবনের মমতা কি ? এখন ইহাদের সকলকে রাখিয়া চক্ষু বুজিতে পারিলেই ভাল। এখন আর পথ্যের বিচার আমাদিগের সাজে না।" কিন্তু পথ্যের বিচার না করিলে রোগ ত মানে না। তাঁহার তেঁতুল, ঘোল, শাক, কলায়ের ডাল প্রভৃতি কুপথ্য না হইলে, আহারে রুচি হয় না। তাই জ্বরও এবার খুব কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। গ্রামের বিশ্বনাথ সেন কবিরাজ আসিলেন ;—আসিয়া "জয়মঙ্গল রস, "সর্ব্বজ্বরহরলৌহ", "মৃত্যুঞ্জয় রস," "লক্ষ্মীবিলাস," "মহালক্ষ্মীবিলাস" প্রভৃতি যত রকম বড়ি তাঁহার পোঁটলায় সঞ্চিত ছিল, একে একে সবগুলি খাটাইয়া দেখিলেন ; কিন্তু জ্বর কিছুতেই বন্ধ হইল না। দশ দিনের দিন মহেন্দ্র, ফরিদপুর হইতে একজন ভাল ডাক্তার আনিয়া দেখাইলেন, কিন্তু বড়গৃহিণী ডাক্তারি ঔষধ কিছুতেই খাইলেন না। অবশেষে ফরিদপুর হইতে আর একজন কবিরাজ আসিলেন। তিনি সর্ব্বশেষে তালের ডেগোর রস দিয়া বিষবড়ি খাইতে দিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। এইরূপে চিকিৎসা, সেবাশুশ্রূষা যতদূর সম্ভব তাহা হইল। বনলতা দিনরাত্রি তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিয়া, তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। এইরূপে বার দিন ভুগিয়া, সেই পুণ্যবতী গৃহিণী স্বর্গগমন করিলেন। উপেনের দেশত্যাগ তাঁহার হৃদয়ে বড় বাজিয়াছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে যখন হুঁস্ হইয়াছিল, তখন বারম্বার উপেনের নাম করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্র যথাসময়ে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ করিলেন। সংসারটী ঋণে জড়িত, এবারও সেই ঋণভার কিছু বাড়িল। উপেন ত গৃহত্যাগ করিয়াছে, এখন সব ভরসা জ্ঞানের উপর। মহেন্দ্র অনেক কষ্টে তাহার পড়ার খরচ চালাইতে লাগিলেন।

বুড়া গৃহিণী চলিয়া গেলেন। এবার আর একজনের পালা আসিল। সংসারে একবার ভাঙ্গন ধরিলে, তাহা শীঘ্র থামে না। দেশে বড়ই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। ঘরে ঘরে কত লোক জ্বরে পড়িল, অনেক লোক পড়িল আর উঠিল না। বনলতারও সেই ম্যালেরিয়া জ্বর হইল। প্রথমে একবার জ্বর হইল, কুইনাইন সেবনে তাহা সারিল। সারিল না, চাপা পড়িল। পরে স্নানাহারের অনিয়ম, ব্রতনিয়মের জন্য উপবাস, সংসারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে সেই জ্বর আবার ফুটিয়া উঠিল। আবার ডাক্তার আসিয়া কুইনাইন ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু বনলতা সে ঔষধ খাইল না। এত তিতো ঔষধ সে খাইতে পারে না। ঔষধের শিশি সে নিজের কাছে রাখিত, এবং আপন ইচ্ছামত ঢালিয়া ফেলিত। তাহার উপর পরিশ্রমের বিরাম নাই, পথ্যাপথ্যেরও বিচার নাই। এখন আর বড় গৃহিণী নাই যে, তিনি নিজে এ সব খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবেন ও শাসন করিবেন। উপেনের মা পুত্রশোকে জর্জ্জরিত, তিনি কেবল দিনরাত্রি "হায় উপেন, হায় উপেন" করিয়া কাটান, অন্যের খোঁজখবর রাখেন না। শরৎশশী কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। বড়-বৌ সংসারের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। আর সকলেও নিজ নিজ কাজ লইয়া ব্যস্ত। বনলতাকে দেখিবার আর কেহই রহিল না। সুতরাং সে অবাধে নিজের মরণের পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল।

প্রত্যহ রাত্রে তাহার জ্বর আসিত, সকালে জ্বরবিচ্ছেদ হইলে সে রীতিমত স্নানাহার করিতে লাগিল। ক্রমে প্লীহা বড় হইল। এখন আর আহারে রুচি নাই, শরীরে বল নাই। সেই হেমকান্তি শরীর ক্রমে মলিন ও শুষ্ক হইতে লাগিল। প্লীহার সঙ্গে সঙ্গে যকৃৎও বড় হইল। ইহারা দুইজনে পরামর্শ করিয়া, তাহার উদর সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসিল। বনলতা কাহাকেও কিছু জানাইল না। পরে

যখন উত্থানশক্তি একেবারে রহিত হইল, তখন সকলের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। এই সময়ে শরৎশশীও পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বনলতার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"বনলতা—তোর মনে এই ছিল? তুই বুঝি এতদিন এই রকমে মরণের পথ পরিষ্কার করিয়াছিস্?"

বনলতা একটু মৃদুমধুর হাসি হাসিয়া বলিল,—

"দিদি—আমি বেশ চলিয়াছি। আমাকে বাধা দিও না।"

"তুই বড় চাপা। তোর মনে এই ছিল জানিলে, আমি কি তোর কাছছাড়া হই? আমার মাথা খাস্ বোন, এখনও সময় আছে। এখনও ভাল চিকিৎসা হইলে বাঁচিতে পারিস্। আর অমন করিস্ না। সকলের ত জীবনের একটা মমতা আছে, তোর কি তা'ও নাই?"

বনলতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—

"না—দিদি—আমার তা'ও নাই। এ জীবনের মমতা অনেক দিন হইল ছাড়িয়াছি। আমার মরণে যদি তিনি সুখী হইতে পারেন, তবে আমি মরিব না কেন?"

শরৎশশী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—"আবার সেই-কথা? তুই সেই এক বুলি ধরিয়া রাখিয়াছিস্, তাহা আর কখনও ছাড়িবি না? আমি মনে করিয়াছিলাম, তুই বুঝি সে সব ভুলিয়া গিয়াছিস্। কিন্তু তুই নিশ্চয় জানিস্, আমি তোকে কিছুতেই মরিতে দিব না। এক কথা বলি—শোন্। তোর মাকে খবর পাঠান যা'ক্—তাঁরা তোকে আসিয়া নিয়ে গেলে, সেখানে তোর ভাল চিকিৎসা হবে। এখানে তেমন ভাল ডাক্তার কবিরাজ নাই।"

"মাকে খবর পাঠাইতে পার। কিন্তু দিদি, আমি এখান থেকে কিছুতেই যাব না। আমি বুঝিতেছি, আমি নিশ্চয়ই মরিব। মরি ত এই ঘরে থাকিয়া,—এই খাটে শুইয়া মরিব। দিদি, এযে আমার

ফুলশয্যার খাট। এই খাটে শুইয়া তিনি ঘুমাইলে আমি কত দিন তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া থাকিতাম। তাকাইয়া দেখিতাম—দেখিতাম—কেবলই দেখিতাম। এই খাটে শুইয়া কতদিন ঘুমের ছল করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতাম। আমি কি এ খাট ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে পারি ?”

ইহা বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। শরৎ নিজে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চক্ষু মুছিয়া দিলেন। বনলতা একটু শান্ত হইয়া আবার বলিল, “দিদি, আমার একটা অনুরোধ, তুমি আমার জন্যে আর চোখের জল ফেলিও না। তোমার চোখে জল দেখিলে, আমার মনে বড় ব্যথা লাগে। তোমার চোখের জল যেন আমাকে পথ ভুলাইয়া ধরিয়া না রাখে। ভয় কি দিদি, আমি আবার সারিয়া উঠিব। তুমি কেঁদ না।”

শরৎ চক্ষু মুছিয়া বলিলেন “না—আমি সে জন্য কাঁদি না। তোর হয়েছে কি ? এখন থেকে চিকিৎসা হইলে আবার সারিয়া উঠিবি। আহা! তোর কাঁচা সোণার বর্ণ কত মলিন হইয়াছে! তোর শরীরে যে কিছু নাই, কেবল হাড় ক’খানা। ইহা দেখিয়াই আমার চোখে জল আসে। তুই কি নিভিবার জন্য এত জ্বলিয়াছিলি ?”

ইহা বলিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বনলতার চিকিৎসার যথাসম্ভব বন্দোবস্ত হইল। ফরিদপুর হইতে একজন ভাল কবিরাজ আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। বনলতার মাও খবর পাইয়া আসিলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### লতা শুকাইল।

"ইস্—তুমি যাও, আমি কথা কব না।" ——"তুমি কালই কলিকাতা যাবে কেন? বুঝিয়াছি, চারুলতা!"——"তোমার মুখে একটুও হাসি দেখি না কেন? একটু হাস দেখি। তুমি হাসিতে পার না—আমি হাসিতে পারি—হো, হো, হো"——"চারুলতা বড় চোর, চোর নয় কি দিদি?"——"ঐ সাহেব—ঐ সাহেব—আমাকে ছুঁইল! আমাকে ধরিল!"——"তুমি চলিলে? দাঁড়াও—আর একবার দেখি!"—"আমি সাহেব বিয়ে করিব না, চারুলতা সাহেব বিয়ে করুক!"

এ সব কি? বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ। বনলতা জ্বরের উত্তাপে ছট্‌ফট্ করিতেছে, আর এইরূপ প্রলাপ বকিতেছে। শরৎশশী তাহার কাছে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। বনলতার মাতা সেই শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছেন। কবিরাজ আজ বাইশ দিন চিকিৎসা করিতেছেন, কিন্তু কোন ফল হইতেছে না। বাড়ীর সকলে একরূপ হতাশ হইয়াছেন। কবিরাজ বলিয়াছেন, আজকার রাত্রি কাটে কি না সন্দেহ। এখন যে ১০৫ ডিগ্রি জ্বর হইয়াছে, ইহার বিরাম হইবার সময়ই বিপদ্ ঘটিতে পারে।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। উজ্জ্বল আকাশে দুই একটী করিয়া তারা ফুটিতে লাগিল। ঝির ঝির করিয়া প্রথম বসন্তের মৃদুমলয় বহিল। ক্রমে বনলতার শরীরের উত্তাপও কমিয়া আসিল; প্রলাপ থামিল। এবার তাহার চেতনার সঞ্চার হইল। সে "মা! একটু জল" বলিয়া মায়ের মুখপানে তাকাইল। মাতা একটা ঝিনুকে করিয়া একটু জল তাহার মুখে ঢালিয়া দিলেন। জলটুকু খাইয়া বনলতা বলিল,—"মা, সন্ধ্যা হইয়াছে,

তুমি সন্ধ্যা কর গিয়া। আমি ভাল হইতেছি, দিদি আমার কাছে বসুন।"

মাতা বুঝিলেন, মেয়ে শরৎশশীর সঙ্গে কথা কহিতে চায়। "আরে মা! আমার কি এখন সন্ধ্যা পূজা আছে? মা দুর্গা! আমার কপালে এই ছিল!" ইহা বলিতে বলিতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। বনলতা ক্ষীণস্বরে শরৎশশীর মুখপানে তাকাইয়া বলিল,—

"দিদি! আমি ত চলিলাম। কাঁদিও না; একটা কথা শোন।"

শরৎশশী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন,— "না, তুই যাবি কেন বোন? এখনও আশা আছে—ভয় নাই।"

"ভয় কি দিদি? আমি মরিতে ভয় করি না। কিন্তু দিদি, মনের একটা সাধ হইয়াছে, তাহা বুঝি আর পুরিল না।"

"কি সাধ বোন?"

"এখন মনে হয়, আমি ত মরিলাম—কিন্তু মরিবার আগে আর একবার যদি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। সেই মুখখানি কত মনে মনে ধ্যান করিয়াছি—এই খাটে শুইয়া সারারাত্রি জাগিয়া চোক মেলিয়া কত ধ্যান করিয়াছি—এখন যাবার সময় যদি আর একবার তাহা দেখিতে পাইতাম!"

শরৎশশী নীরবে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন,—

"চিন্তা কি বোন? সে ত আর অল্পদিন পরেই দেশে ফিরিবে। তখন প্রাণ ভরিয়া দেখিস্।"

"না দিদি—আমার কপালে সে সুখ নাই। আমি এখন বুঝিতেছি, আমার আর বেশী দেরী নাই। দিদি, ঐ যে ফটোগ্রাফ্ খানা টাঙ্গান আছে, ওখানা পাড়িয়া আন দেখি। আমি এখান থেকে অন্ধকারে ভাল দেখিতে পারিতেছি না।"

শরৎশশী অবিলম্বে উপেনের একখানা ছোট কার্ডসাইজ্ ফটো

পাড়িয়া আনিয়া, বনলতার পার্শ্বে রাখিলেন। বনলতা তাহা ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার হাত অবশ হইয়া পড়িয়াছে।

"দিদি, আমি আর হাত তুলিতে পারিতেছি না। উঃ—আমার হাত বড় অবশ হইয়াছে। তুমি এখানা আমার চোখের সাম্‌নে ধর দেখি।"

শরৎ তাহাই করিলেন। বনলতা সেই ফটোখানির দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পরে বলিল,—

"দিদি—দেখ আমার বুক কেমন ধড়ফড় করিতেছে। ছবিখানি আমার বুকের উপর একটু রাখ ত।"

শরৎ ছবিখানি বুকের উপর রাখিলেন। বনলতা আবার বলিল,—

"দিদি, আবার চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধর ত। এক সঙ্গে বুকে রাখা ও চোখে দেখা যায় না কি? আমার বুকের উপর তুলিয়া ধর, আমি দেখি।"

শরৎ তাহা বুকের উপর খাড়া করিয়া ধরিলেন। বনলতা চক্ষু চাহিয়া বলিল,—

"দিদি, আমার এ কি হইল? এই এত কাছে আমার নজর হই-তেছে না কেন? উঃ—আমার চোখের খুব নিকটে আন—আর একটু, আর একটু।"

"না দিদি—আমি দেখিতে পাইতেছি না। আমার চক্ষু বুঝি গেল। আমি যে এখন কিছুই দেখিতেছি না। সব অন্ধকার! তুমি কোথায় দিদি?"

"এই যে বোন্—আমি এখানেই বসিয়া আছি।"

"দিদি, আমার চক্ষু গিয়াছে। ছবি আর এজন্মে দেখিব না। তুমি এখন উহা আমার বুকের উপর রাখ।"

শরৎ, ছবিখানি আবার বুকের উপর রাখিলেন। বনলতার স্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। সে অস্পষ্টস্বরে বলিল,—

"কই, রাখিলে না ?"

"কেন—এই ত রাখিয়াছি বোন ?"

"না, আমি ত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। উঃ—প্রাণ যে যায়। আমি যে আর কথা কহিতে পারি না। দিদি—আমার এই শেষ কথা—তাঁহাকে বলিও—যেন চারুলতাকে বিয়ে করেন। উঃ—আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল।"

শরৎ তাহার বুকে হাত দিয়া দেখিলেন—শরীর ঠাণ্ডা হইয়া পড়িয়াছে ও শ্বাস ঊর্দ্ধগামী হইয়াছে। তখন তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সেই চীৎকারশব্দে বনলতার মাতা, শাশুড়ী ও আর আর সকলে ঘরে দৌড়িয়া আসিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আসিবার শব্দ পাইয়া বনলতা চক্ষু মেলিয়া, অতি অস্পষ্টস্বরে মাত্র আর একটী কথা বলিল,—

"ঢাকিয়া রাখ।"

এই কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরোধ হইল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি-হীন চক্ষে—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সকলের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সেই চক্ষু দুটী দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। ঠোঁট দুটী—একবার একটু কাঁপিল—যেন কি বলিতে চাহিয়াছিল, বলিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে মৃত্যুর করাল ছায়া, সেই প্রস্ফুটকমলোপম মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিল। সেই নীলেন্দিবরতুল্য নয়নযুগল চিরদিনের জন্য নিমীলিত হইল। এইরূপে সেই মৃদুকোমল স্নিগ্ধশ্যামল লজ্জাবতী লতাটী সংসারের করস্পর্শে চিরদিনের জন্য ঢলিয়া পড়িল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনা হইল।

কিন্তু—ঐ আবার দেখ, তাহার গোলাপদলোপম ওষ্ঠ দুটীতে কি

এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। যেন নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন সরোবরের কালোজলে একটী কুমুদ ফুল ফুটিয়া উঠিল!

বনলতা! তুমি ঘুমাও—এখন মনের সুখে ঘুমাও! মরণেই তোমার সুখ, মরণেই তোমার পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তি! বল দেখি, তুমি কোন্ ত্রিদিববাসীর দেবপূজার মন্দারকুসুম? তুমি বুঝি পথ ভুলিয়া, মন্দাকিনী-ধারায় ভাসিতে ভাসিতে, এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছিলে, তাই এখন আবার তোমার সেই চিরপরিচিত ত্রিদিবধামে ফিরিয়া যাইতেছ? যাও—মানুষ তোমাকে চিনিল না—তুমি ফিরিয়া গিয়া তোমার দেবদুর্ল্লভ সুষমায় সেই দেবলোক মোহিত কর!

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### আর একটী শোচনীয় দুর্ঘটনা।

উপেন ত বিলাত চলিয়া গেল, এদিকে পরেশবাবুর গৃহে কোর্টসিপ্ চলিতে লাগিল। কোর্টসিপ্ একটী নয়—দুটী। একটী প্রকাশ্যে,—কথায়, গানে, হাসিতে, ভ্রমণে; আর একটী নিভৃতে—চোখের চাহনিতে এবং কদাচিৎ কখন দুই একটী অস্ফুট অব্যক্ত আধ আধ কথায়। প্রথমটীর কথা সকলে শুনিল, সকলেই জানিল। দ্বিতীয়টী অনেক দিন পর্য্যন্ত অপ্রকাশ রহিল; পরে একদিন হঠাৎ চারুর নিকট ধরা পড়িল। চারু একদিন অকস্মাৎ অসময়ে অর্থাৎ বেলা দুইটার সময়ে অসুখ হওয়ায় কলেজ হইতে বাড়ী আসিল। তাহার পদশব্দ শুনিয়া ডাঃ চকারভর্ত্তি তাড়াতাড়ি প্রভাবতীর ঘর হইতে হ্যাট্-হস্তে বাহির হইয়া প্রস্থান করিলেন। প্রভাবতী অমনি বিষম মাথাব্যথার যন্ত্রণায় "আঃ—উঃ" করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। চারু তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঘরে ঢুকিল। তিনি চারুকে দেখিয়া শিরঃপীড়ায় আরও

বেশী ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। চারু তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিল;—

"তোমার ত বড় কষ্ট হইতেছে বৌ-দিদি; একটু ল্যাভেণ্ডার মাথায় দিব কি?"

প্রভাবতী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"না—তোমার আর ডাক্তারি করিয়া কাজ নেই। এখন বুঝি স্কুল হইতে পালানর অভ্যাস হ'য়েছে? ওমা—এ রকম করিলে কি আর পড়া হয়?"

চারু ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিল—"সে কি কথা? আমি কলেজ থেকে আবার পালাব কেন? তোমার এরূপ বলা ভারি অন্যায়। তোমার অসুখ হইতে পারে, আর কারুর বুঝি অসুখ হইতে পারে না?"

"তোমার আবার কি অসুখ হ'লো? খাবার সময় ত অসুখের কথা মনে থাকে না? যাও, আমি এখন তোমার সঙ্গে বকিতে পারি না। আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ ক'র্‌ছে, চোখ পুড়ে গেল—উঃ।"

"তাই ত আমি ল্যাভেণ্ডারের কথা বলিলাম। ডাক্তার বাবু বুঝি আসিয়া তোমাকে দেখিয়া গেলেন। কই—তাঁহার প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ (ব্যবস্থাপত্র) দেখি, ওষুধ আনাইয়া দিতেছি।"

"যাও—তোমার কাজে তুমি যাও। আমার উপর আজ ত ভারি দরদ দেখিতেছি?"

ইহা বলিয়া তিনি একখানা সুগন্ধি সিক্ত রুমাল বাহির করিয়া, কপাল ও চোখ মুছিতে মুছিতে পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

চারু আর কোন কথা না বলিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে নিজের ঘরে গেল এবং টেবিলের উপর বই রাখিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরে বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় পরেশবাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, প্রভাবতীকে শয্যাশায়িনী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমার আজ আবার কি হ'য়েছে? উঠ্‌বে না? ওঠ।"

ইহা বলিয়া তিনি টুপীটা রাখিলেন। প্রভাবতী একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন এবং অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—

"যাও—আমাকে বিরক্ত করিও না। উঃ—আমার বড় মাথা ধরেছে। এই একজন বিরক্ত করিয়া গেলেন, আর একজন আসিলেন।"

"আর কে তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিল? আমি এতদিন জানিতাম, তোমাকে বিরক্ত করাটা বুঝি কেবল আমারই একচেটিয়া।"

ইহা বলিয়া তিনি একখানা চৌকী টানিয়া সেই শয্যাপার্শ্বে বসিলেন।

প্রভা।—থাক্—আর রসিকতা করিতে হবে না। ঢের হয়েছে। উনি যেন কিছুই জানেন না? কলেজ থেকে পালিয়ে আ'সবে—আর তাহাতে আমি যদি একটা কথা বলি, অমনি আমাকে দশ কথা শুনিয়ে দিবে। কেবল তোমার জন্যে আমি এ সব সহ্য করি।

পরেশবাবু।—ওহো—চারুর কথা বলিতেছ? সে কলেজ থেকে পালালো কবে? আর পালাবেই বা কেন?

"এ কেনোর আর আমি কি উত্তর দিব? যার জন্যে সে পালায়, তা' বুঝি তুমি জান না?"

"বটে—তুমি অরুণের কথা বলিতেছ? কেন—সে কি আ'জ এখানে আসিয়াছিল? তার জন্যে চারু কলেজ থেকে পালাবে কেন—তার সঙ্গে ত প্রায় রোজই সন্ধ্যা বেলা দেখা হয়?"

"দেখা ত হয়, কিন্তু তা'তে সাধ মেটে কই? যাও—আমি আর বেশী বকিতে পারিব না। তুমি নিজে চোখ মেলিয়া না দেখিলে, কে তোমার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাবে বল? এখন কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে। তোমার মনোগত ভাব কি জানি না;—কিন্তু আমার বোধ হয়, চারুর পড়াশুনা এই পর্য্যন্ত। উঃ—মাথাটা বড় ঝিম্ ঝিম্ করছে।"

পরেশবাবু স্থিরভাবে বলিলেন—"তুমি সবই বাড়াবাড়ি দেখ। কিন্তু আমার কথা এই, অরুণ একটী সৎপাত্র, তাহার সঙ্গে চারুর

ভালবাসা হইয়া যদি তাহার পড়া আর নাও হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? চারু বি, এ কি এম্, এ পাশ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে, এ আশা আমি করি না। তবে তাহাকে বি, এ পর্য্যন্ত পড়াইব এরূপ ইচ্ছা ছিল। আমাদের দেশে পুরুষের যেমন অর্থকরী-বিদ্যা, আমাদের সমাজে মেয়েদের একরূপ বিবাহকরী-বিদ্যা। এক একটি মেয়ের বিবাহ দেওয়া কত কষ্ট তাহা জান ত? বেশী টাকাকড়ি দিতে পারিলে, কোন ভাবনা ছিল না। চারুর জন্য ব্যাঙ্কে যে তিন হাজার টাকা রাখিয়াছি, কেবল তাহাই তাহার সম্বল। সুতরাং এখন অরুণের সঙ্গে তাহার ভালবাসা হইয়া যদি বিবাহ হয়, সে ত ভাল কথা। চারুর প্রতি অরুণের ভালবাসা দেখিয়া তোমার মনে জেলাসি (jealousy) * হয় নাই ত?"

প্রভাবতী ইহাতে কোপপ্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"যাও—যাও, আর জ্বালাতন করিও না। তোমাদের যাহা খুসী তাই কর, আমি আর কোন কথা কহিব না। উঃ—আমি গেলাম।"

পরেশবাবু উঠিয়া কাপড় ছাড়িলেন এবং চারুর ঘরে গিয়া তাহাকে শায়িত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার চক্ষু ফুলা, যেন কত কাঁদিয়াছে। তাহার মাথা গরম। পরেশবাবু বুঝিলেন, যথার্থই চারুর অসুখ হইয়াছে এবং প্রভাবতীর বাক্য-বাণে বিদ্ধ হইয়া সে কাঁদিয়াছে। চারুর সহিত তাহার কি কথা হইল বলিতে পারি না, কিন্তু সন্ধ্যার পরই তিনি কোন বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং অনেক রাত্রে ফিরিলেন। প্রভাবতীর সহিত সে দিন তাঁহার আর কোন কথা হইল না।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া, পরেশবাবু চা খাওয়ার পরই নিজের কাজে

---

* ঈর্ষা, দ্বেষ।

বাহির হইলেন। যেহেতু পূর্ব্বদিন প্রভাবতীর মাথা ধরিয়াছিল, সুতরাং পরদিন তাহার কিঞ্চিৎ জের চলিবেই চলিবে। বিশেষতঃ পরেশবাবু তাঁহাকে রাত্রে ডাকেন নাই, সেই জন্য তিনি অভিমানে ফুলিতেছিলেন। তাই পরেশবাবু বাহির হওয়ার পূর্ব্বে, তিনি আর উঠিলেন না। বেলা প্রায় আটটার সময় তিনি অনেক কষ্টে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং এক বাটী চা, আধখানা পাঁউরুটীভাজা ও তিনখানা বিস্কুট লইয়া খাইতে বসিলেন। চারুর রাত্রে খুব জ্বর হইয়াছে, সে এখনও বিছানায় শুইয়া আছে। ঠিক এই সময়ে পরেশবাবুর টমটমের কোচোয়ান টহলরাম উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে "সর্ব্বনাশ হোয়েছে—সর্ব্বনাশ হোয়েছে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শুনিয়া প্রভাবতী অমনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে একখানা অৰ্দ্ধভুক্ত বিস্কুট মাটিতে পড়িয়া গেল। চারু এক দৌড়ে নীচে নামিয়া আসিয়া, টহলরামের কাছে উপস্থিত হইল। টহলরাম অৰ্দ্ধ বাঙ্গালা, অৰ্দ্ধ হিন্দিতে বলিল,—

"মায়ি, সর্ব্বনাশ হুয়া। বাবুকা টম্‌টম্ গাড়ী একঠো টেরাম্ গাড়ীকা সাত ধাক্‌কা লাগ্‌কে ভেঙ্গিয়া গিয়াছে। ঘোড়া জখম হয়েছে। বাবু বেহুঁস্ হোয়ে গির গিয়াছেন। হামি ওন্‌কো মিটিকাল কালেজ হাঁসপাতালে রাখ্‌কে দৌড়ে এয়েছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র চারু কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল,—"চল শীঘ্র চল—দাদা কোথায় আছেন, আমাকে সেখানে নিয়া চল। ও দাদা—দাদা! তুমি কোথায়?"

প্রভাবতীও টহলরামের কথা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, একবার তাড়াতাড়ি চুলটা ঠিক করিয়া লইয়া, ধীর-পদে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং বৈঠকখানায় বসিয়া টহলরামকে ডাকিলেন।

টহলরাম আসিয়া আবার সেই কথাগুলি তাঁহার সম্মুখে পুনরাবৃত্তি করিল। তিনি তাহা শুনিয়া বলিলেন,—

"আমি সেখানে যাব—শীঘ্র গাড়ী বোলাও। আর ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়া আন। তিনিও আমার সঙ্গে যাবেন। আমার যদি ফিট্ হয়, তবে কে আমাকে ধরিয়া তুলিবে ?"

টহলরাম ডাঃ চকারভর্ত্তিকে ডাকিতে গেল। এদিকে চারু আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া অমল ও বিমলের সঙ্গে এক খানা ঠিকা গাড়ীতে মেডিকাল কলেজ হাঁসপাতালে গিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের শোকাবেগ অসহ্য হইয়া উঠিল। পরেশবাবু প্রবলবেগে টমটম হাঁকাইয়া কর্ম্মস্থানে যাইতেছিলেন। হঠাৎ অপর দিক হইতে একখানা ট্রামগাড়ী ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার টমটমের সহিত ধাক্কা খাইল। তাহাতে তাঁহার ক্ষুদ্র টমটমখানি চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল, ঘোড়াটা মাটিতে পড়িয়া গেল, তাহার শরীরে গুরুতর আঘাত লাগিয়া স্থানে স্থানে রক্তপাত হইল। পরেশবাবুর মাথা পাকা রাস্তার উপর খুব জোরের সহিত পতিত হওয়ায় ফাটিয়া গেল। তাঁহার পায়ের উপর দিয়া ট্রামগাড়ীর একটা চাকা চলিয়া গেল। টহলরাম গড়ীর পশ্চাতে ছিল, সে লাফাইয়া পড়িয়া কোনক্রমে প্রাণে বাঁচাইয়াছে, তবু তাহার শরীরে একটা ভয়ানক ধাক্কা লাগিয়াছে, এবং হাঁটুর চামড়া কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে। সে অনেক কষ্টে আর একজন ভদ্রলোকের সাহায্যে পরেশ-বাবুকে একখানা পাল্কীতে করিয়া তুলিয়া ডাক্তারখানায় আনিয়াছে। এখানে ডাক্তারেরা তাঁহার আহতস্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া পটি বাঁধিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহার রীতিমত চিকিৎসা করিতেছেন। কিন্তু এখনও তাঁহার সংজ্ঞা হয় নাই। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া চারু, অমল ও বিমল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ পরে প্রভাবতীও ডাক্তার চকারভর্ত্তির সহিত সেখানে আসিলেন। তিনি পরেশবাবুর অবস্থা দেখিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন এবং ডাক্তারকে বলিলেন,—

"ডাক্তারবাবু! আমার দশা কি হবে ডাক্তারবাবু? দেখিবেন, আমি যেন মূর্চ্ছিত হইয়া না পড়ি। আমাকে সাবধান করিয়া ধরিবেন।"

চকার।—ভয় কি? আমি আছি। ইসে—জখমটা কিছু গুরুতরই দেখা যায়। তবে—

চারু।—ডাক্তারবাবু বলুন! একবার ভাল করিয়া দেখিয়া বলুন,—দাদা বাঁচিবেন ত? উঃ কি ভয়ানক কষ্ট!

চকার।—তোমরা এত ব্যস্ত হইও না। ইসে—এখনও আশা আছে।

এই সময়ে মেডিক্যাল কলেজের রেসিডেণ্ট সার্জ্জন্ আসিয়া, রোগীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "No hope—he will expire in half-an-hour." *

এই নির্ঘাত কথা শুনিয়া চারু, অমল ও বিমল নিতান্ত মর্ম্মভেদি-স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। প্রভাবতী পড়িতে পড়িতে মাটীতে না পড়িয়া, একখানা পার্শ্বস্থিত চৌকীতে বসিয়া পড়িলেন, এবং "হায় কি হলো! আমার দশা কি হবে!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে পরেশবাবুর নাড়ী ক্ষীণ হইয়া আসিল, নিশ্বাস পড়িয়া আসিল, তিনি অজ্ঞান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

প্রভাবতী তখন চারু, অমল ও বিমলকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেহের সদ্গতি করিবার জন্য পরেশবাবুর অন্যান্য বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

* কোন আশা নাই। ইনি আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাবেন।

চারু তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভূমিতলে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল,—

"দাদা! তুমি আমাকে না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলে? তুমি যে আমাকে কত ভালবাসিতে! আমি তোমার একটী কথাও আর শুনিতে পাইলাম না। আমি যে অকূল সাগরে ভাসিলাম! এসংসারে আমার যে আর কেউ নাই! আমার দশা কি হবে দাদা! তোমাকে ছাড়িয়া আমি যে আর এক মুহূর্ত্তও এথানে থাকিতে পারিব না। আমি কোথায় যাব বলিয়া দাও দাদা! আর একবার তোমার দুঃখিনী ভগিনীকে দেখা দাও!"

চারু এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সে দিন কাটাইল। সে জলটুকুও স্পর্শ করিল না। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসাও করিল না।

পরেশবাবুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া দলে দলে হিন্দু, ব্রাহ্ম, সকল সম্প্রদায়ের লোক মেডিকাল কলেজে আসিতে লাগিলেন। পরেশবাবু তাঁহার উন্নত চরিত্র, উদার হৃদয় ও প্রকৃত সাধুতার জন্য সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুবর্গ মর্ম্মান্তিক শোকে অভিভূত হইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে, তাঁহার দেহ সৎকার করিতে লইয়া চলিলেন। প্রভাবতীও তাঁহার দুইটী পুত্রের সহিত একথানা গাড়ীতে নিমতলা ঘাটে গেলেন। সেথানে যথাবিধি শবের সৎকার করা হইল। এইরূপে একটী পুণ্যময় সাধু মহাত্মা, পাপময় কুটিল সংসারের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া, অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### ঘর ভাঙ্গিল।

পরেশবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধুগণ, প্রভাবতী এবং তাঁহার পুত্র-কন্যাদিগকে সান্ত্বনাপ্রদান করিবার জন্য কয়েকদিন খুব আসাযাওয়া করিতে লাগিলেন। ডাঃ চকারভর্ত্তির এখন সম্পূর্ণ অবারিত দ্বার, তিনি তিনবেলাই প্রভাবতীকে সান্ত্বনা দিতে আসেন এবং তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া নানাপ্রকার পরামর্শ করেন। চারু আর বড় ঘরের বাহির হয় না। সেই দিনকার ঘটনার পর প্রভাবতী তাহার সহিত একটী কথাও বলেন নাই। একদিন বেলা দশটার সময় চারু তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে যাইতেছিল, তখন চকারভর্ত্তিকে একটু উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বলিতে শুনিল,—

"বাঃ—ইসে উচিত কথা বলিতে আর দোষ কি? আপনি না পারেন, আমিই চারুকে বলিব এখন।"

ইহার উত্তরে প্রভাবতী বলিলেন, "তবে আর বেশী বিলম্ব করিবেন না, আজই বলিয়া ফেলুন। আর কত দিন এ ভাবে থাকিবে?"

চারু এই কথা শুনিয়া আর নীচে গেল না। সে তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, অত্যন্ত ভয়ের সহিত নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল।

প্রায় পনর মিনিট পরে, চকারভর্ত্তি তাহার ঘরে আসিয়া তাহাকে ডাকিলেন। চারু তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া আরও ভীত হইল।

চকারভর্ত্তি চারুর পার্শ্বে একখানা চৌকিতে বসিয়া বলিলেন,—

"দেখ চারু, ইসে একটা কথা। তোমার বৌ-দিদি নিজে তোমাকে বলিতে লজ্জা বোধ করেন, সে জন্য আমাকে বলিতে পাঠাইয়াছেন। ইসে—তুমি ইহাতে কিছু মনে করিও না।"

চারু কতকটা আত্মসংবরণ করিয়া বলিল,—"আপনি কি বলিতে চান বলুন।"

চকারভর্ত্তি জানালার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা মাথা খুঁটিতে খুঁটিতে বলিলেন,—

"কথা এই, তোমার দাদা—ইসে বিবাহের সময় এই বাড়ীটা তোমার বৌ-দিদির নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন—"

চারু।—তা'ত জানি।

চকার।—তিনি আর কোন নগদ সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই। ইসে—কেবল লাইফ্ ইন্সিওরেন্সের কয়েক হাজার টাকা। তাহাও আমার পরামর্শে কয়েক হাজার বেশী করিয়াছিলেন। আগে অতি সামান্যই ছিল। ইসে সে টাকাও তোমার বৌ-দিদির।

চারু।—তা'ত অবশ্যই তাঁর।

চকার।—তবে ত বুঝিলে, ইসে—তোমার জন্য তিনি কিছুই রাখিয়া যান নাই?

চারু।—হাঁ, অনেক আগেই তাহা বুঝিয়াছি। তাঁহার স্নেহই আমার একমাত্র সম্বল ছিল। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁহাকে হারাইয়া, সব হারাইয়াছি।

ইহা বলিতে বলিতে চারু কাঁদিয়া ফেলিল। ডাক্তার তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—

"তবে এখন উপায় কি? ইসে—অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকা ত আর ভাল দেখায় না, তাহা উচিতও নয়। তোমার বৌ-দিদির হাতেও টাকাকরি কিছু নাই। সেই লাইফ্ ইন্সিওরের টাকা ত আর শীঘ্র পাওয়া যাবে না; আর পাওয়া গেলেও তাহা এখন খরচ করা হবে না। তাহা ভবিষ্যতের সম্বল। এই ছেলেদের ইসে পরার খরচ আছে, ইসে মেয়ের বিবাহ আছে, আরও কত রকম খরচ আছে। তাই

তোমার বৌ-দিদি ইসে এই বারীখানা ভারা দিতে চান, আর তিনি ছেলেদের লইয়া ছোট আর একখানা বারীতে উঠিয়া যাইতে চান। ইসে—তুমি এখন কি করিবে ?"

চারু দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তিনি তাহাই করুন। আমি তাঁহার গলগ্রহ হইয়া থাকিতে চাই না। ঈশ্বর আমার যে উপায় করেন, তাহাই হবে।"

চকার।—বেশ কথা। তুমি বুদ্ধিমতী, ইসে সব বুঝিতে পার। ঈশ্বর ত করিবেনই, তার আগে ত ইসে—তোমারও একটা চেষ্টা করা উচিত ? ইসে জানত—"God helps those who help themselves" ?*

চারু।—তা'ত জানি। আগে ত আর বুঝি নাই যে, আমাকে হঠাৎ এই ভাবে নিজের পথ চেষ্টা করিয়া লইতে হইবে ? এখন জানিলাম, এখন হইতে চেষ্টা করিব।

চকার।—কিন্তু শীঘ্র করা দরকার। এখনই ইসে—খরচের টানাটানি হইতেছে। নগদ টাকা ত আর তিনি কিছু রাখিয়া যান নাই। এ বারী ভারা লওয়ার জন্য ইসে—লোকও ঠিক করা হইয়াছে। তাহারা আজ যে সোমবার ইহার পরের সোমবার এখানে উঠিয়া আসিবে। তুমি ইসে—বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, কত নব্য শিক্ষিত যবক তোমাকে ইসে—আদর করিয়া গ্রহণ করিবে।

চারু বিবাহের কথায় নিতান্ত রুষ্ট হইয়া বলিল,—

"বিবাহই করি আর যাই করি, তাহা আমি নিজেই ঠিক করিব। সে বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই না।"

ইহা বলিতে বলিতে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইল।

চকারভক্তি গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "রাগ কর কেন ? ইসে—আমি কি কোন অন্যায় কথা বলিয়াছি ? ইসে—বন্ধুভাবে তোমাকে

* যাহারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে উদ্যমশীল, ঈশ্বর তাহাদিগের সহায় হন।

সদুপদেশ প্রদান করিলাম। যাহা করিতে হয়, ইসে শীঘ্র কর; মোটে এই সাত দিন সময়।"

চকারভর্ত্তি চলিয়া গেলে, চারু চোখের জল ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল,—"হায়—হায়! আমি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই হইল! দাদা—দাদা! তুমি এখন কোথায়? আমার যে আর এ সংসারে কেউ নাই? আমি যে এখন পথের ভিখারিণী হইলাম? আমাকে যে এখন রাস্তায় বাহির হইতে হইবে? আমি এখন কোথায় যাইব? কার আশ্রয় লইব? দাদা, তুমি যে আমাকে কত ভালবাসিতে? তোমার প্রিয় ভগিনীর এখন কি দুর্দ্দশা তুমি একবার স্বর্গ হইতে চাহিয়া দেখ। হে ঈশ্বর! আমাকে এখন পথ দেখাও। তোমার করুণাই আমার এখন একমাত্র সম্বল। তোমার চরণে আমাকে স্থান দাও।"

এইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে সে দিন কাটিল। পরদিন বৈকালে প্রভাবতী, টহলরামকে লইয়া তাঁহার বাসের জন্য একটা নূতন বাড়ী দেখিতে গেলেন। চারু তাহার ঘরে বসিয়া কি পড়িতেছিল। এই সময়ে একখানা ব্রোহাম্ গাড়ী আসিয়া বাহিরের ফটকে থামিল এবং মিঃ অরুণ ব্যানার্জ্জি লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে জানালা দিয়া বৈঠকখানায় আসিতে দেখিয়া, চারু নীচে নামিয়া গেল। তাহার বুকের মধ্যে যেন কেমন ধড়ফড় করিতে লাগিল। চারুকে দেখিয়া অরুণ অমনি বলিলেন, "Hallo! you look very pale*—আপনার অসুখ না কি?"

চারু উপবেশন করিয়া বলিল,—

"তা'ত দেখিতেই পাইতেছেন। বড় ভাগ্যি আমার, তাই এত দিন পরে আজ আপনার দেখা পাওয়া গেল। আমার ত সুখের হাট ভাঙ্গিয়াছে।"

* আপনাকে যে বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

"হাঁ—তা' আমি সব শুনিয়াছি। আমি একটা মোকদ্দমায় মফস্বলে—ময়মনসিংহজেলায় গিয়া আটক পড়িয়াছিলাম। তাই এত দিন এখানে আসিতে পারি নাই। সবে কাল সেখান থেকে ফিরিয়া আসিয়াছি, আসিয়াই এই দুর্ঘটনার কথা শুনিলাম। Oh, such a sad death—so sudden !* আপনার দাদা এক জন বড় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন—a saint-like man—one in a million ! † তাঁহার মৃত্যুতে এমন কি মফস্বলের ব্রাহ্মরাও শোক প্রকাশ ক'চ্ছেন"—

চারু।—কেবল ব্রাহ্ম কেন—সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার জন্য কাঁদ্‌ছেন।

ইহা বলিতে বলিতে চারুর চোখেও জল আসিল। সে রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিল। অরুণ মনে মনে বলিলেন,—"Oh, a beauty in tears is simply fascinating !‡ তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"তা'ত বটেই—ওরূপ সাধু পুণ্যবান্ লোকের জন্য কে না কাঁদ্‌বে? কিন্তু আমার বোধ হয়, আপনি বুঝি খুব বেশী বেশী কাঁদিয়া শরীর নষ্ট করিতেছেন। ছিঃ—এত কাঁদা—উচিত নয়। মৃত্যু ত সকলেরই একদিন ঘটিবে। It is a debt we owe to nature §"

চারু।—সে কথা ঠিক। কিন্তু আপনি যদি আমার দুর্দ্দশার কথা শুনিতেন, তবে বুঝিতেন আমার কাঁদা কেবল আরম্ভ হইয়াছে—এজীবনে ইহার আর শেষ নাই। আজ আমি পথের কাঙ্গালিনী। ঐ যে পাখীটা উড়িতেছে, উহারও থাকিবার একটা বাসা আছে, কিন্তু ঈশ্বর আমার জন্য তাহারও উপায় রাখেন নাই।

---

* কি দুঃখজনক মৃত্যু এমন হঠাৎ হইল?

† একটী ঋষিতুল্য লোক—দশ লক্ষের মধ্যে একজন!

‡ সুন্দরীর চোকে জল আসিলে তাঁহাকে কত চমৎকার দেখায়!

§ আমরা স্বভাবের নিকট এই ঋণ শোধ করিতে বাধ্য।

অরুণ।—What do you mean? আপনার এরূপ বলায় তাৎপর্য্য কি?

চারু।—দাদার এই হঠাৎ মৃত্যুতে আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি। দাদা কোন উইল করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি লাইফ্ ইন্সিওরে যে বিশ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বৌ-দিদি পাইবেন। এ বাড়ী ত তাঁহার নামে পূর্ব্ব হইতেই আছে। তিনি এ বাড়ী ভাড়া দিয়া অন্য বাড়ীতে গিয়া বাস করিবেন। সাত দিন পরে ভাড়াটীয়া আসিবে। আমাকে ইহার মধ্যে নিজের আশ্রয় স্থান খুঁজিয়া লইতে হইবে।

অরুণ।—কি? এত দূর? তিনি নিজেই এইরূপ করিতেছেন?

চারু।—নিজে বৈকি? তবে অবশ্য মন্ত্রী আছে।

অরুণ।—Oh, what a heartless woman!* তাঁহার হৃদয়ে কি একটুও স্নেহমমতা নাই?

চারু।—আছে, তাহা অন্যের জন্য।

অরুণ।—But if she is so heartless, the world is not so!†

অরুণের এই কথা শুনিয়া, চারু একবার তাহার পানে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিল। অরুণ তাহার উত্তরে বলিলেন,—

"শুনুন, অনেক দিন থেকে আপনাকে আমি একটা কথা বলিব বলিব মনে করিতেছি, কিন্তু বলি বলি করিয়া বলা হয় নাই। আপনি আমাকে এতদিন কি ভাবে দেখিয়াছেন জানি না; কিন্তু আমি আপনাকে সেই প্রথম যে দিন দেখিয়াছিলাম, সেই দিন হইতেই প্রাণের

---

* কি হৃদয়হীনা রমণী!

† কিন্তু তিনি হৃদয়হীনা হইলেও, পৃথিবীর সকলে সেরূপ নয়।

সহিত ভালবাসিয়াছি। আমি আপনার প্রেমলাভ করিবার কিছুমাত্র যোগ্য নই, তাই হঠাৎ মনের কথা বলিয়া ফেলিলে পাছে উপেক্ষিত হই, এই ভয়ে এতদিন মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আর না বলিয়া পারিলাম না। আপনি আমাকে যদি একটুও ভালবাসেন, তবে আপনাকে আমার গৃহে লইয়া গিয়া চরিতার্থ হই। আপনি কি বলেন?"

এই কথা শুনিয়া চারু হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না। সে কিছুক্ষণ মাটির পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার শরীরের সমস্ত রক্তটুকু যেন মুখমণ্ডলে আসিয়া জমা হইল। তাহার কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। সে কতকক্ষণ মাটির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, দুটী চক্ষু তুলিয়া, অরুণের চোখের উপর ন্যস্ত করিল। তাহার ওষ্ঠাধর বিভক্ত হইয়া পড়িল, এবং তাহাতে একটু মৃদু হাসির রেখা যেন বিজলি চমকের মত খেলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। সে মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না, কেবল "যদি কেন?" এই দুইটী কথা বলিয়া আবার মাটির পানে তাকাইয়া রহিল।

অরুণ অমনি তাহার মনোগত:ভাব বুঝিয়া লইলেন এবং:তাহাকে বাহুপাশে বাঁধিয়া সেই অবিভক্ত ঈষৎকম্পমান ওষ্ঠাধরের নিকট হইতে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর আদায় করিয়া লইলেন।

আজ চারুলতার হৃদয়ে, ঘোর দুঃখের দুর্দ্দিনে, বহুদিনের সঞ্চিত আশালতা কুসুমিত হইল। কিন্তু এ দিনটী তাহার সুখের না দুঃখের? বলিতে পারি না। তাহা ভবিষ্যতের অন্ধকার গুহায় নিহিত।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### নূতন গৃহে।

চারুর বিবাহ হইয়া গেল। সে অরুণের সহিত বাস করিবার জন্য তাহার ভবানীপুরের নূতন বাটীতে উঠিয়া গেল। এ দিকে প্রভাবতীও তাঁহার নিজের বাড়ী মাসিক ৬০৲ টাকায় ভাড়া দিয়া সিমলাষ্ট্রীটের একটা ছোট বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন। কিন্তু সেখানে তিনি একলা কি করিয়া থাকিবেন? তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস একা-না-থাকা—অর্থাৎ আর এক জনের সঙ্গে থাকা। এবার তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে কিরূপে? তাই ডাঃ চকারভর্ত্তি বিধিমতে তাঁহার সঙ্গী হইলেন। দেশে আর একটী বিধবাবিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হইল এবং কোন কোন সংস্কারক কাগজ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিল, তাহার অর্থ এই যে, ভারতবর্ষকে স্বর্গে তুলিবার পথে আর একখানি রেল বসিল। এতদিন পরে ডাঃ চকার-ভর্ত্তির মনোরথ সিদ্ধ হইল। এখন আর তাঁহাকে রোগীদিগের ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া অন্য ঔষধালয়ে পাঠাইতে হইবে না। তাঁহার নিজ ভবনেই সারিসারি ঔষধের আলমারি বসিল এবং গৃহের সম্মুখস্থ দরজার দুই পার্শ্বে লাল নীল আলোর ফোয়ারা ছুটিল। ঐ লাল আলোটার অর্থ "danger signal"* নয় ত? রোগিকুল সাবধান!

মিস্ চারুলতা মিত্র এখন মিসেস্ ব্যানার্জ্জি হইয়াছেন। আসুন, আমরা একবার দেখিতে যাই, তিনি তাঁহার নূতন গৃহে নূতন জীবন কি ভাবে কাটাইতেছেন। তাঁহার নূতন গৃহে সব রকম সুখই আছে, কেবল যাহা একটু সামান্য কষ্ট—অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের অভাব। প্রভাবতী একাকিনী থাকিবার ভয়ে চকারভর্ত্তিকে সঙ্গী করিলেন; কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা! চারুর অরুণকে জীবনসঙ্গী করিয়াও একাকিনী থাকিতে

---

* আসন্ন-বিপদসূচক লাল সঙ্কেত।

হইতেছে। এ সংসারে নিয়তির লীলাখেলা বুঝা বড় কঠিন। মিঃ ব্যানার্জ্জি এক জন নূতন ব্যারিষ্টার, তিনি কিসে পসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়া সকলের উপরের থাকে উঠিবেন, ইহাই এখন তাঁহার প্রধান চেষ্টা। তাই কাজ—কাজ—কেবলই কাজ লইয়া তিনি ব্যস্ত। অন্ততঃ তিনি চারুকে ত ইহাই বলিয়া প্রবোধ দিয়া থাকেন। তিনি সকালে উঠিয়া মোক্কেলের কাজ করিতে আফিসে যান, চারু বেচারি একলা ছুঁচসূতা লইয়া বসিয়া খুঁটিনাটি করে, অথবা বই পড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। পরে আহারান্তে অরুণ হাইকোর্টে যান, চারুকে সেই সারাটাদিন একলা বসিয়া কাটাইতে হয়। কিন্তু সেজন্য সে দুঃখিত নয়, স্বামীকে সারাদিন গলার মাদুলী করিয়া রাখিলে সংসার চলে না, এ কথা সে অবশ্যই বুঝে। কিন্তু সন্ধ্যার পরও সে স্বামিদর্শনে বঞ্চিত কেন? সে যে, স্বামীর সঙ্গে কত প্রকার সুখের কল্পনা করিয়াছিল। সে এখন কাহার সঙ্গে প্রতিসন্ধ্যায় সেলি-সেক্‌সপিয়রের কাব্য-সুধাপান করিবে? কাহার সহিত শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবে? কাহার জন্য সপ্তমে সুর তুলিয়া মনের সাধে প্রেম-সঙ্গীত গাইবে? অরুণ বলেন, তিনি অন্যান্য বিলাতফেরত বন্ধুগণের সহিত বালীগঞ্জে না কোথায় একটা ক্লাব করিয়াছেন—সেখানে সকলে মিলিয়া একটু আমোদআহ্লাদ করেন, গানবাজনা করেন, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক চর্চ্চা করেন। এ সব মন্দ কি? বিলাতে ত এরূপ পলিটি[illegible]ন্ ক্লাব কত আছে। তিনি বিলাতে থাকিবার সময় এরূপ একটা ক্লাবে যাইতেন, এখনও সেই চিরসঞ্চিত অভ্যাসবশতঃ কোন একটী ক্লাবে না যাইয়া পারেন না। বেশ—যদি অভ্যাসে সেখানে তাঁহাকে টানিয়া লয়, ক্ষতি নাই। কিন্তু তিনি কি রাত্রি নয়টার আগে সেখান থেকে ফিরিতে পারেন না? আর দুই এক দিন তাঁহার মুখে ও কিসের গন্ধ টের পাওয়া যায়?

যাক্—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? মদখাওয়াটা ত নিতান্ত গর্হিত

কাজ নয়। গর্হিত হইলে, সুসভ্যসমাজে উহা এত খায় কেন? আর কি জান, অরুণ যখন বিলাতে ছিলেন, তখন তাঁহাকে অনেক বড় লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইত,—সেখানে তাঁহার "স্বাস্থ্যপান" করিতে হইত—সে সব সুসভ্য মজলিসে মদ একটু না খাইলে নিতান্ত বর্ব্বরতা প্রকাশ পায়। এইরূপে তিনি একটু একটু খাওয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন, এখন সেই অভ্যাসের টানে এক আধটুকু না খাইয়া পারেন না, না খাইলে তাঁহার অসুখ হয়। তবে তিনি ত আর মাতাল হন না? মাতাল হওয়াটাই দোষের।

চারু প্রথমে এই সব কৈফিয়ৎ শুনিল—শুনিল এবং বিশ্বাস করিল। কিন্তু একদিনকার ব্যাপারে তাহার মনটা যেন কেমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

রাত্রি বেশী হয় নাই—কেবল সাড়ে নয়টা। চারু একখানা মাসিক-পত্রিকা খুলিয়া, পড়িবার ভাণ করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে বসিয়া অরুণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রায় এক ঘণ্টা হইল আহার প্রস্তুত, অরুণ আসেন আসেন করিয়া আসিতেছেন না। এই সময়ে নীচে "হো—হো" করিয়া কে বিকটরবে হাস্য করিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীসুরে একটা গানের চরণের অর্দ্ধাংশ শুনা গেল—

"Dance my Mary, kiss me sweet!"

পরক্ষণেই জুতার খট্‌মট্ শব্দ এবং টলিতে টলিতে অরুণের প্রবেশ।

অরুণ বিকটরবে হাস্য করিতে করিতে চারুর সম্মুখে নাচিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ সেই গানের চরণ আওড়াইতে লাগিলেন। পরে একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া, চারুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"Who are you? Oh, my love—my sweetest, dearest, loveliest love—My Mary Smith! Are you Miss Smith? Kiss me—kiss me, Miss!"—

ইহা বলিয়া "হো—হো" করিয়া হাসিয়া আবার নাচিতে লাগিল। চারু অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার চক্ষু দিয়া ছল ছল করিয়া জল আসিল। সে রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে অরুণকে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইল, এবং নিজেও আহারাদি না করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। শয়ন করিয়া সে ভাবিতে লাগিল—"ইহাই কি তবে আমার বিবাহিত জীবনের সুখ? আমি কেন ভিক্ষার ঝুলি লইয়া রাস্তায় বাহির হইলাম না? হে ঈশ্বর! আমার কপালে কি এই ছিল!"

পরদিন প্রভাতে অরুণ শয্যাত্যাগ করিয়া খুব ভালমানুষটীর মত উঠিলেন, এবং পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা কিছু কিছু মনে পড়ায়, নিতান্ত "ভিজা বিড়ালের" মত চারুর নিকট বার বার ক্ষমা চাহিলেন। এই একদিন বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে, আর কখনও এরূপ হবে না। চারু তাঁহাকে ক্ষমা করিল, কিন্তু হাসিল না। মিস্ মেরি স্মিথ্ চারুর মনের উপর একটা কালো দাগ বসাইয়া দিয়াছিল।

অরুণ যথাসময়ে আফিসে চলিয়া গেলেন। চারু সারাদিন পূর্ব্ব-রাত্রির ঘটনা আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া, নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। মিস্‌মেরিস্মিথ্ কি যথার্থই কোন ব্যক্তি? সে কি তবে বিলাতে অরুণের প্রণয়পাত্রী ছিল? ইহার খাঁটি সংবাদ জানিবার জন্য চারুর মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এখন কে সেই সংবাদ দিতে পারে?—ঠিক্ মনে হইয়াছে, উপেনবাবু ত এখন বিলাতে আছেন। তাঁহার নিকট চিঠি লিখিলে, হয় ত তিনি ইহার অনুসন্ধান করিতে পারেন। কিন্তু বিলাতে মিস্‌মেরিস্মিথ্‌ত কত রহিয়াছে, কি প্রকারে উপেনবাবু ইহার অনুসন্ধান করিবেন? আর তাঁহার ঠিকানাই বা কি? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চারু, উপেনের ঠিকানা জানিবার জন্য অমলের নিকট একখানা চিঠি লিখিল। অমল তাহার পরদিন

উত্তর দিল, যে উপেনবাবুর ঠিকানা তাঁহার ভ্রাতা জ্ঞানবাবুর নিকট জানিয়া সে শীঘ্র লিখিবে; কিন্তু জ্ঞানবাবু এখন কোথায় থাকেন তাহা সে জানে না, তবে কলেজে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইতে পারে।

সেই রাত্রির ঘটনার জন্য অরুণ বিশেষ লজ্জিত হইয়াছিল। তাহার পর কয়দিন সে আর চারুর মুখপানে তাকাইতে সাহস করে নাই। এমন কি নিতান্ত কাজের কথা ভিন্ন অন্য কথাও বলে নাই। চারুর মুখও কয়দিন পর্য্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন রহিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মেঘ একটু করিয়া কাটিতে লাগিল। স্বামীর উপর রাগ কয়দিন থাকে? চারু আবার হাসিল। অরুণ, চারুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর কখনও মদ্য স্পর্শ করিবেন না। কয়দিন পর্য্যন্ত সন্ধ্যার পর তিনি আর ক্লাবেও গেলেন না। বেশ ভাল কথা।

কিন্তু বহুদিনের সঞ্চিত অভ্যাস কেহ সহজে ছাড়িতে পারে না। অরুণ যে তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যহ কত কত বড়-লোকের স্বাস্থ্য-পান করিতেন। সেই স্বাস্থ্যপানের অভ্যাসটা কি সহজে ছাড়া যায়? অন্ততঃ তাহা ছাড়িতে যতটা মনের বল লাগে, অরুণের তাহা ছিল না। অরুণ আবার একদিন রাত্রি নয়টার সময় মদ খাইয়া, ঢুলিতে ঢুলিতে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে দিনও সেই মেরি স্মিথের গান। চারুর মনে সন্দেহ-মেঘ আবার আঁধার করিয়া জমাট বাঁধিল। উপেনের ঠিকানা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার নিকট চিঠি লিখিতে চারুর হাত উঠিল না। সেই উপেনই না তাহাকে পূর্ব্বে অরুণের বিষয়ে সতর্ক করিতে গিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিল? এখন আবার কোন্ লজ্জায় সে উপেনের নিকট এ বিষয়ে চিঠি লিখিবে? আর বিবাহ হইতে না হইতেই স্বামীর চরিত্রের উপর তাহার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, একথা সে অন্যকে সহসা জানিতে দিতে ইচ্ছুক নয়। তবে এখন উপায় কি? অরুণের চরিত্র কিসে সংশোধিত হইবে? এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিয়া, উক্ত ঘটনার

পরদিন চারু রাগ করিয়া অরুণের ভ্রাতা মিঃ হরিশ্চন্দ্র ব্যানার্জ্জির ভবনে চলিয়া গেল। তাঁহার গৃহিণী চন্দ্রমুখী, চারুকে ভাল বাসিতেন। চারু তাঁহার নিকট সকল দুঃখের কথা খুলিয়া বলিয়া, তাঁহার পরামর্শ চাহিল। তিনি বলিলেন,—

"অরুণের কথা ছাড়িয়া দাও। আমরা তাহার চরিত্র শোধরাইবার জন্য এখানে কত চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। আমরা অগত্যা তাহাকে অন্যত্র উঠিয়া যাইতে বলিলাম। সেই জন্যই ত ভবানীপুরের বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে, নচেৎ তোমরা ত এই বাড়ীতেই থাকিতে পারিতে।"

চারু সজলনেত্রে বলিল,—

"দিদি, তবে এখন আমার উপায় কি? আমার কি হবে? আমি কোন ক্রমেই এ সব অত্যাচার সহ্য করিতে পারিব না।"

"সর্ব্বদা তাহাকে কাছে কাছে রাখিও। সন্ধ্যার পর বাহির হইতে দিও না। ইহা ভিন্ন আর ত কোন উপায় দেখি না। তুমি এখানে চলিয়া আসিয়াছ, ইহাতে তাহার আরও খুব সুবিধা হইয়াছে। এখন সে মনের সুখে লজ্জাবতীর সঙ্গে আমোদ করিয়া বেড়াইতেছে।"

এ আবার কি সর্ব্বনাশের কথা? এক মেরি স্মিথ্‌কে লইয়া চারু অস্থির, তাহার উপর আবার লজ্জাবতী উপস্থিত! চারুর মুখ চূর্ণ হইয়া গেল। সে অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল,—

"সে কি দিদি! সে আবার কে?"

"তা' জান না? ঐ যে সেই ছুঁড়ীটা আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের দিন খুব ফিট্‌ফাট্‌ পোষাক করিয়া আসিয়াছিল—যাহার কথায় কথায় ছেনালী (flirtation),—মুখখানি বেশ চাঁদপানা, তাই বিলাত-ফেরতা দল তাহার জন্য পাগল হইয়াছে। সেও তাই চায়, বিবাহ টিবাহ করিবার তার ইচ্ছা নাই। তোমার ইনিও অনেক দিন থেকে তাহার জন

ঘুরিতেছেন। এই সেদিন সন্ধ্যার পর তাহার সঙ্গে ইডেন গার্ডেনে গিয়াছিল, আমাদের ইনি দেখিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন।”

আর না—চারু যথেষ্ট শুনিয়াছে। শুনিতে শুনিতে তাহার কণ্ঠ হইতে একটি “উঃ” শব্দ বাহির হইল। তাহার পরই দুই চক্ষু দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িল। চন্দ্রমুখী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—

“তা’কি করিবে বোন্? ঘর-সংসার করিতে হইলে এরূপ অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হয়। আমার দশা কি তাহাও ত জান? তুমি এখন বাড়ী যাও,—বাড়ী গিয়া তাহাকে কতক সদুপদেশ দিয়া, কতকটা ধমক দিয়া ঠিক রাখিতে চেষ্টা কর। আর সন্ধ্যার পর সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিবে।”

চারুর মনের মধ্যে যে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না। সে এখন একাকিনী নির্জ্জনে থাকিয়া, নিজের অবস্থা চিন্তা করিতে ব্যাকুল হইল। তাই দুপ্রহরের পর, অরুণ আফিসে গেলে, সময় বুঝিয়া সে নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিল। সে দিনটা একাকিনী ঘরে বসিয়া সে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। কেবল তাহার মনে হইতে লাগিল,—

“হায়! হায়! আমি এইরূপে প্রতারিত হইয়াছি! ইহার চেয়ে আমার ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করাও ভাল ছিল। আর এক মুহূর্ত্ত ও আমার এবাড়ীতে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। তাহার প্রদত্ত বসন-ভূষণ যেন আগুনের মতন আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে। আমি এগুলা আর গায় রাখিতে পারিব না।”

ইহা ভাবিতে ভাবিতে সে তাহার পরিহিত শাড়ী, জ্যাকেট্, মোজা, হার, ব্রেস্‌লেট, আংটী ইত্যাদি সব খুলিয়া ফেলিল, এবং নিজের বাক্স হইতে একখানা পুরাতন শাড়ী ও জ্যাকেট্ বাহির করিয়া পরিল। এইরূপে কোন ক্রমে দিন কাটিল।

সন্ধ্যার পর চারু একাকিনী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অরুণ এখনও ফেরেন নাই। ইহার মধ্যে ডাকপিয়ন বিলাতী ডাঁকের একখানা চিঠি দিয়া গেল। সে চিঠি কাহার লেখা? ঐ ত, চারু যাহা এতদিন খুঁজিতেছিল, তাহাই পাইল। ওখানা উপেনের চিঠি। খামের উপর উপেনের সুন্দর হস্তাক্ষর দেখিয়া, চারু সতৃষ্ণ-নয়নে তাহা পড়িতে লাগিল। সেই লেখার সঙ্গে মুহূর্ত্তেকের জন্য কত পুরাতন কথার স্রোত প্রবলবেগে তাহার মনের মধ্যে প্রবাহিত হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু এ সকল লিখিতে যতটা সময় লাগিল, ঘটিতে তাহার দশভাগের একভাগও সময় লাগে নাই। চারু কম্পিতহস্তে সেই সুদীর্ঘ খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল। চিঠি খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির হইল।

চারুর বিবাহের সংবাদ উপেন এখনও পায় নাই। তাই উপেন অনেক অনুসন্ধানে, অনেক অর্থব্যয় করিয়া, মিঃ অরুণচন্দ্র ব্যানার্জ্জির পূর্ব্ব-কাহিনী সংগ্রহ করিয়া, চারুকে এই পত্র লিখিয়াছে। পত্র বাঙ্গালাতেই লেখা, তাহা এই,—

“আমি দেশত্যাগ করিবার অল্পদিন পূর্ব্বে বাড়ী হইতে আপনাকে মিঃ অরুণচন্দ্রব্যানার্জ্জির সম্বন্ধে যে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহা আপনার মনে পড়ে কি? তাহার উত্তরে আপনি আমাকে যে মর্ম্মান্তিক কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা আপনার মনে আছে কি না জানি না; কিন্তু সে কথা কয়েকটী এখনও আমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে জর্জ্জরিত করিতেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, মিঃ অরুণব্যানর্জ্জিসম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য যতদিন প্রমাণাদি দ্বারা আপনাকে বুঝাইতে না পারিব, তত দিন আপনার নিকট চিঠি লিখিব না, কিম্বা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। আমার বিলাত আসার প্রধান উদ্দেশ্যও তাহাই, নচেৎ আমি আমার স্নেহময় পরিবারবর্গের অন্তরে দারুণ ব্যথা দিয়া কখনও

এদেশে আসিতাম না। যাহা হউক, সে সব কথা এখন আপনাকে লিখিয়া ফল নাই। আমি এদেশে আসিয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, মিঃ ব্যানার্জ্জি সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিয়াছি, তাহা আপনাকে প্রেরণ করিতেছি। আমি নিজের কথায় কিছুই বলিব না, আদালতের দলিল-পাঠে সমস্ত অবগত হইবেন। পরিশেষে আমি আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি। পরেশবাবুকে আমার ভক্তিপূর্ণ সাদর সম্ভাষণ এবং অমল-বিমলকে আমার ভালবাসা জানাইবেন।"

এই পত্রের মধ্যে উপেন দুই খানি আদালতের মোহরযুক্ত দলিল পাঠাইয়াছে। প্রথম খানিতে দেখা যায়, মিস্ মেরি স্মিথ্ নামক একটী বারমেড, * অরুণের নামে বিবাহের চুক্তি-ভঙ্গের এক মোকদ্দমা করিয়া পঞ্চাশ পাউণ্ড ডিক্রি পাইয়াছে। আর দ্বিতীয় খানিতে দেখা যায়, অরুণ একদিন লণ্ডনের রাস্তায় মদ খাইয়া মাতলামি করাতে তাহার এক পাউণ্ড জরিমানা হইয়াছে।

চারু স্থিরচিত্তে এই দুইখানি দলিল পড়িল,—একবার দুইবার তিনবার পড়িল। পরে উপেনের চিঠিখানি আবার পড়িল,—তাহা পুনঃ পুনঃ পড়িয়াও তাহার তৃপ্তি হইল না। সেই চিঠি ও দলিল খামের মধ্যে পূরিয়া, তাহার নিজের বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিল। তাহার মুখে একটুও বিকৃতি লক্ষিত হইল না, কেবল থাকিয়া থাকিয়া তাহার ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। সে পাষাণ-প্রতিমার মত স্থির নিশ্চল ভাবে জানালার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। তাহার অন্তরে যেন প্রবল ঝটিকার বেগ সঞ্চিত হইতেছিল, এই নিস্তব্ধতা তাহার পূর্ব্বলক্ষণ।

কিছুক্ষণ পরে অরুণ আসিয়া উপস্থিত হইল। অরুণকে দেখিয়া চারু হাসিল না, উঠিল না, নড়িল না,—কোন কথা কহিল না। সেই

* যে সব স্ত্রীলোক মদের দোকানে মদ বিক্রয় করে।

একভাবে স্থিরদৃষ্টিতে বসিয়া রহিল। অরুণ আজ মদ খায় নাই; সে চারুর এই অবস্থা দেখিয়া বুঝিল, কি একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হইয়াছে। তাহার কথা কহিবার সাহস হইল না। সে আস্তে আস্তে কাপড় ছাড়িয়া নীচে নামিয়া গেল। আহার প্রস্তুত, খানসামা আসিয়া সংবাদ দিল। কিন্তু চারু নড়িল না। তাহাকে সংক্ষেপে বলিল, "আমি কিছু খাব না।" ইহা বলিয়া সে সেইভাবে বসিয়া রহিল।

চারু খাইতে আসিল না দেখিয়া, অরুণ আবার আসিল। সে ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল,—

"তোমার কি হ'য়েছে? খাবে না কেন?" ইহা বলিয়া তাহার হস্তধারণ করিল।

চারু অমনি জোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল,—

"তুমি আমাকে ছুঁইও না। তোমার যে হাত একদিন মেরি স্মিথের হাত স্পর্শ করিয়াছিল, তুমি কোন্ সাহসে আমার গায় সেই হাত দিতেছ?"

সাপের মাথায় যেন ধূলা পড়া পড়িল। অরুণ অমনি তাহার হাত টানিয়া লইয়া, একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল এবং একদৃষ্টে চারুকে দেখিতে লাগিল।

দেখিল চারুর যেন আজ সে কমনীয় কান্তি নাই আজ সেই চারু একটী বৈদ্যুতিক ব্যাটারিতে পরিণত হইয়াছে। তাহার সমস্ত শরীর হইতে যেন কি এক তড়িত্তেজ নির্গত হইতেছে।

অরুণ ইহা দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল,—

"তোমাকে মেরি স্মিথের কথা কে বলিল? আচ্ছা, মানিলাম যেন আমার একদিন তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল; কিন্তু প্রথম যৌবনে, বিদেশে, প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে অনেকের চরিত্রই এরূপ খারাপ

হইতে পারে। তাই বলিয়া কি তাহারা পরে বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার করিতে পারে না? একবার মন্দ হইলে বুঝি পরে আর কেহ ভাল হইতে পারে না?”

চারু গম্ভীরস্বরে বলিল,—

“তুমি আমার সঙ্গে বৃথা তর্ক করিও না। তোমার মুখে এসব কথা শোভা পায় না। আমি লজ্জাবতীর কথাও শুনিয়াছি। এখনও তোমার ভাল হইবার ইচ্ছা নাই, চেষ্টাও নাই। তুমি আমাকে নিতান্ত সংসারানভিজ্ঞা সরলা বালিকা পাইয়া আগাগোড়া প্রবঞ্চনা করিয়াছ। তুমি নিতান্ত কুচরিত্র, শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী। আমি চন্দনতরু-ভ্রমে তোমার ন্যায় বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছিলাম!”

এই কথা শুনিয়া অরুণও খুব উত্তেজিত হইয়া বলিল,—

“দেখ চারু—বড় বেশী বাড়াবাড়ি করিও না। আমিও তোমার চরিত্রের কথা কিছু কিছু জানি। উপেনমাষ্টারের সহিত তোমার যে প্রেমের খেলা হইতেছিল, তাহা আমার অবিদিত নাই। সে কাহার জন্য তোমাদের বাড়ীর নিকট রাত্রে ঘুরিয়া বেড়াইত, আর পাহারা-ওয়ালাই বা তাহাকে কি জন্য ধরিয়াছিল?”

ইহাতে চারু আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল,—

“সে সব মিথ্যা কথা! এরূপ মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তোমার জিহ্বা কলুষিত করিও না। তুমি যাহার নাম করিলে, তুমি তাহার পদধূলিরও যোগ্য নও!”

অরুণ।—তোমার বেলায় মিথ্যা—আর আমার বেলায় সব সত্যি! মনে রাখিও, তুমি তাহার সঙ্গে পড়িয়া বোরে যাইতেছিলে, আমি তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি। তোমাকে যখন পরেশবাবুর স্ত্রী পথের ভিখারিণী করিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, তখন আমি তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া আশ্রয় দিয়াছি!

চারু।—আমি তোমার এ অনুগ্রহ চাই না! তোমার চরিত্র আগে জানিতে পারিলে, আমি কখনও তোমার অনুগ্রহ চাইতাম না! ইহার চেয়ে আমার পথের ভিখারিণী হওয়াও ভাল ছিল! যাহা হউক, এখন তোমার প্রতি আমার ভালবাসা নাই—ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, বিশ্বাস কিছুই নাই। তোমার সহিত আমার দাম্পত্য-সম্বন্ধের এই শেষ। তোমার সংসর্গ এখন আমার নিকট সর্পতুল্য! তোমার গৃহের বায়ু আমার নিকট বিষতুল্য! তোমার প্রদত্ত বস্ত্র অলঙ্কার আমার নিকট অগ্নিতুল্য! আমি এখনই তোমার বাড়ী ছাড়িয়া প্রস্থান করিব। ঈশ্বর সকলের আশ্রয়দাতা, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিবেন।"

ইহা বলিয়া চারু দ্রুতপদে সেই ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহার নিজের বাক্সে যে আগেকার যৎসামান্য কাপড়চোপড় ছিল, তাহা গোছাইয়া লইয়া, তখনই গাড়ী করিয়া প্রস্থান করিল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### প্রেমের দাসত্ব ও স্বাধীনতা।

চারু যখন সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তখন জানে না সে কোথায় যাইবে। গাড়ীতে উঠিয়া একটু চিন্তা করিয়া, কাঁসারিটোলা গাড়ী হাঁকাইতে বলিল। সেখানে পরেশবাবুর বন্ধু ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য অনন্তবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তবাবু প্রায়ই পরেশবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতেন। তিনিও তাঁহার পত্নী, চারুকে যথোচিত সমাদর করিয়া গ্রহণ করিলেন। অনন্ত বাবু দুই এক কথায়ই বুঝিতে পারিলেন, চারু রাগ করিয়া স্বামীর গৃহ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তিনি সে রাত্রে আর বেশী কোন কথা বলিলেন না।

পরদিন চারুর সহিত তাঁহার এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল।

অনন্তবাবু।—তা' মা তোমার দোষ কি? তুমি সংসারের কোন ধার ধার নাই। নিতান্ত সরল-প্রকৃতি বালিকা, তুমি তাহাকে কি করিয়া চিনিবে? পরেশের উচিত ছিল, তাহার পূর্ব্ব-চরিত্র-সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া তবে তাহাকে বাড়ীতে ঢুকিতে দেওয়া।

চারু।—আপনি ত দাদাকে বিশেষরূপে জানিতেন, তিনি পৃথিবীতে কাহারও দোষ দেখিতে জানিতেন না। তিনি নিজে যেমন সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন, সংসারের আর সকলকেও সেইরূপ জ্ঞান করিতেন।

অনন্ত।—হাঁ—তা'ত বটেই। কিন্তু আজকালকার দিনে কাহাকেও হঠাৎ বিশ্বাস করিতে নেই। সংসার বড়ই কুটিলতাময়। যা'ক্ সে কথা, "গতস্য শোচনা নাস্তি"—এখনকার কর্ত্তব্য কি তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক।

চারু।—কর্ত্তব্য আর কি? আমি প্রাণ থাকিতে কখনও তাহাকে আর স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না।

অনন্ত।—তা'ত বটেই—তা'ত বটেই। মনে বড় আঘাত লেগেছে কি না? কিন্তু মা, আপনার চিত্ত ভাল করিয়া পরীক্ষা কর—বেশী তাড়াতাড়ির দরকার নাই। তুমি যখন আমার এখানে আসিয়াছ, তখন তোমার কোন চিন্তা নাই। আমার এই ঘরকে পরেশের ঘরের মতন মনে করিবে।

চারু।—অবশ্যই তা' মনে করিব। সেই জন্যই আর কোথাও না গিয়া, আপনার এখানে আসিয়াছি। দাদার সঙ্গে আপনার যেরূপ অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল, তাহাতে আপনাকে আমি পর মনে করি না।

অনন্ত।—কিন্তু মা, এলে ত এই আসা আগে আসিলে ভাল হইত। পরেশের স্ত্রী—না না, এখন ডাক্তারের স্ত্রী—তোমাকে যখন বাড়ী ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, তখন তুমি আমাকে স্মরণ করিলে না কেন? তা' তুমিই বা কি করিবে? অরুণকে ত আর তখন চিনিতে পার নাই?

সে তোমাদের বাড়ীতে যখন আসিত, তখন তাহার চরিত্রের ভাল টুকুই দেখিয়াছিলে। সে বিবাহ করিতে চাহিল, অমনি তুমি রাজি হ'লে।

চারু।—আমার যে আর তখন দাঁড়াইবার স্থান ছিল না।

অনন্ত।—তা'ত বটেই—তা'ত বটেই। তা' না হ'লে অমন তাড়াতাড়ি করিয়া বিবাহটা হবে কেন? কিন্তু মা, একটা কথা ঠিক করিয়া বল দেখি—তোমার নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া বল—আজ না হয়, দুদিন পরে বলিও—তোমার হৃদয়ে অরুণের প্রতি যথার্থ ভালবাসা হইয়াছিল কি না, এবং এখনও তাহার কিছু অবশিষ্ট আছে কি না?

চারু।—আমি বিশেষ করিয়া আত্মপরীক্ষা করিয়াছি। আপনার কাছে আমি কিছুই গোপন করিব না। তাহার প্রতি আমার যথার্থই ভালবাসা জন্মিয়াছিল। কিন্তু এখন আমার হৃদয়ে তাহার বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নাই। উত্তপ্তমরুভূমিতে পতিত ক্ষীণবারিধারার মত তাহা শুষিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। আমার হৃদয়ে এখন সেই ভালবাসা, তাহার প্রতি মর্ম্মান্তিক ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে। যতদিন তাহাকে ভালবাসার উপযুক্ত জ্ঞান করিতাম, ততদিন তাহাকে ভাল বাসিয়াছি। যে মুহূর্ত্তে তাহার প্রকৃত স্বভাব বুঝিতে পারিয়াছি, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

অনন্ত।—ঠিক কথা—অতি উত্তম কথা। এইরূপই ত হওয়া উচিত। আমাদের সমাজে প্রেমের দাসত্ব নাই,—প্রেম সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমরা আইনবলে প্রেমকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাকে পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছি। গত বিশ বৎসর যাবৎ আমি লেখায় বক্তৃতায় সেই স্বাধীন-প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছি। স্বামীকে ভাল বাসিবে কতক্ষণ? না, স্বামী ভাল বাসিবে যতক্ষণ। ইহাই সমুন্নত পাশ্চাত্যজগতে প্রেমের আদর্শ। সুতরাং আমাদেরও তাই অনুকরণ করা উচিত। সেখানে প্রেম কেমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সতেজ,

সরস। তাই সেখানে প্রেমের এত নিত্য নব-বিচিত্রতা। সেখানে প্রেম, কখনও স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বায়বীয় (ethereal) তনু ধারণ করিয়া, সুদূর আকাশে—নক্ষত্রলোকেরও উর্দ্ধে—ঘরকন্নার খুঁটিনাটি হইতে বহুদূরে বিচরণ করিতেছে। কখনও বা, হাঙ্গর-কুম্ভীর-আবর্ত্ত-সমাকুল বিশাল পদ্মানদীর মত উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া—কূল ভাঙ্গিয়া—হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে প্রবলবেগে ছুটিয়াছে—কোন্ নাবিকের সাধ্য তাহাতে নৌকা ধরে; আর যদিবা কেহ দুঃসাহসের পাল তুলিয়া, বুক ফুলাইয়া নৌকা ভাসায়, অমনি সে উচ্চ-তরঙ্গাঘাতে নিমগ্ন হইবে, অথবা আবর্ত্তের পাকেচক্রে পড়িয়া এক চুমুকে নদীর তলদর্শন করিবে। আবার কখনও সেই প্রেম, সর্পগতি কুমার বা ভৈরব নদের ন্যায় নিতান্ত আঁকাবাঁকা হইয়া প্রবাহিত হয়—একবার উত্তরে যাওয়ার ভাণ করিয়া দক্ষিণে যায়, আবার পশ্চিমে যাওয়ার ভাণ করিয়া পূর্ব্বে যায়—যে সব গ্রাম কখনও একটু জল প্রত্যাশা করে নাই, তাহাদিগকে সুস্নিগ্ধ বারিদানে আপ্যায়িত করে, কিন্তু যে সব গ্রাম বারিলাভের প্রত্যাশায় শুষ্ককণ্ঠে বহুকাল যাবৎ পথপানে চাহিয়া আছে, তাহাদের ভাগ্যে এক ফোঁটাও জল জোটে না। আবার কখনও সেই প্রেম, প্রথমাবস্থায় নিদাঘের নির্ঝরিণীর ন্যায় কুলুকুলু নাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া, হৃদয় শীতল করে—তাহার ফেনপুঞ্জে রবিকর প্রতিফলিত করিয়া নীলপীতাদি বর্ণ-বৈচিত্র্যে নয়নমন পুলকিত করে, কিন্তু শীতের প্রারম্ভে কোথায় কোন্ গহ্বরে লুকাইয়া থাকে, তাহাকে আর খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না। ইহাই হইতেছে স্বাধীন-প্রেমের মনোহারিণী বিচিত্রতা, ইহাই তাহার গৌরব, তাহার মহিমা' কিন্তু আমাদের প্রাচীন সমাজের প্রেম কিরূপ জান? সেখানে সকলের প্রেমই একই রকমের! তাহা ভাতজলের মত নিতান্ত সাধারণ জিনিষ, স্নেহের মত একঘেয়ে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। উহা ভাগীরথীর মত সোজা সরল একটানা গতিতে গভীর

সমুদ্রের পানে আত্মবিসর্জ্জন করিতে ছুটিয়াছে। তাহাতে না আছে বঙ্কিমতা, না আছে তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস; যদি বা ঘরকন্নার খুঁটিনাটি লইয়া তাহাতে কোন সময়ে একটু ভাঁটা পড়ে, আবার পরক্ষণেই সোহাগরূপ জোয়ারের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে তাহা কূলে কূলে ভরিয়া উঠে। কিন্তু সব সময়ে তাহা একই দিকে প্রবাহিত হয়—যেন সেই একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ইহাই প্রেমের দাসত্ব। তাই, আমাদের সমুন্নত সমাজ হইতে আমরা ইহাকে বিতাড়িত করিয়া, তাহার স্থলে পাশ্চাত্য-প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। তাই, আমাদের বিবাহের মূলে আইনের চুক্তি। তুমি অনায়াসে সেই চুক্তিমতে নিজের পাওনা কড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়া বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পার।

চারু।—আমি ইহার কিছুই করিতে চাই না। আমার দুর্ভাগ্যের কথা সাধারণে প্রচার হইলে, আমি আর কাহারও নিকট মুখ দেখাইতে পারিব না, আমি একেবারে লজ্জায় মরিয়া যাইব।

অনন্ত।—তা'তে দোষ কি—তা'তে দোষ কি মা? তোমার নিজের দোষে ত আর এরূপ ঘটে নাই? যে পাপাত্মা তোমাকে সংসারসুখ হইতে বঞ্চিত করিল, তাহার সামাজিক দণ্ড—এমন কি রাজদণ্ড হওয়া একান্ত আবশ্যক। বেশী গোলযোগ না করিয়া, আমি অনায়াসে তাহার নিকট হইতে তোমার খোরাকপোষাকের টাকা আদায় করিয়া দিতে পারি। আর যে কার্য্যের যাহা রীতি আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে না করিলে, অঙ্গহানি হয়। আমি কালই তাহার নামে উকীলের চিঠি পাঠাইব। কি বল মা? তোমার ন্যায্য পাওনা গ্রহণ করিতে লজ্জা কি?

চারু।—আমি তাহার নিকট হইতে একটী কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করি। আমি ভিক্ষা করিয়া জীবনযাপন করিব, তবু তাহার পাপকলুষিত হস্ত হইতে একটী পয়সাও লইব না, ইহাই আমার

প্রতিজ্ঞা। এই দেখুন না, আমি তাহার প্রদত্ত কোন জিনিষই আনি নাই—এমন কি একখানা ছেঁড়া নাগ্ড়াও না।

উপাচার্য্য মহাশয় চারুর এই সংসারানভিজ্ঞতার জন্য মনে মনে হাসিলেন। এই উপলক্ষে অরুণকে জব্দ করিয়া, তাহার নিকট হইতে চুক্তিভঙ্গ করিবার কিঞ্চিৎ নগত দক্ষিণা আদায় করিবেন বলিয়া মনে মনে যে আশা করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হয় দেখিয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। পরে তাঁহার সুদীর্ঘ পক্ক শ্মশ্রুর মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে ( ঠিক সেই পাকা-চুলে টেড়িকাটা ব্রাহ্মণের ন্যায় ) বলিলেন—

"মা, তুমি বুদ্ধিমতী সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি এ কথাটা ত ভাল বলিলে না মা ? যাহা তোমার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য, তাহা তুমি ছাড়িবে কেন ? তাহার টাকার সঙ্গে ত আর তাহার পাপ লাগিয়া থাকে নাই ? আর টাকা—অতি দিব্য স্বচ্ছ পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে জিনিষ টাকা—তাহা কি কখনও মলিন হয় ? জান ত, সুসভ্য-সমাজে প্রেম অপেক্ষাও টাকার আদর অধিক ? সেখানে ভগ্ন-হৃদয়ের একটী প্রধান সান্ত্বনা হইতেছে টাকা। এক জন যদি আর এক জনের প্রেম না পায়, তবে সে বলে—'চাই না তোমার প্রেম, দাও টাকা, আমি টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব।' টাকা—টাকা—টাকার তুল্য জিনিষ আর কি আছে ? টাকা কি কখনও ছাড়িতে আছে ? বল ত—কালই আমি একখানা উকীলের চিঠি পাঠাই। তাহাতে পয়সাকড়ি কিছুই লাগিবে না ; এই আমাদের প্রতিবেশী শশী বাবু উকীল আছেন, তিনি বিনা ফিতে হাসিতে হাসিতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিবেন। কি বল মা ?"

চারু।—না—আপনি মাপ করুন। আমি আর লোক হাসাইতে চাই না। আমার দুঃখের বোঝা লইয়া আমি নির্জ্জনে, সংসারের এক কোণে কোন ক্রমে পড়িয়া থাকিব। আর বেশী জানাজানির দরকার নাই।

অনন্ত।—ছিঃ বোকা মেয়ে! তুমি যেন চুপ করিয়া থাকিলে, সে

ছাড়িবে কেন ? তোমার সহিত বিবাহবন্ধন ছেদন করিতে না পারিলে, তাহার যে আর বিবাহের উপায় নাই ?

চারু।—তাহার যাহা খুসি সে তাহাই করুক। আমি তাহার ভাবনা ভাবিতে পারি না। আপনি যদি এখন আমার জন্য ছোট রকমের কোন একটা কাজ জোটাইতে পারেন,—এখানে কি মফস্বলে হউক—তবে তাহার চেষ্টা করুন। যাহাতে আমার খোরাকপোষাকটা কোন ক্রমে চলিয়া যায়, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব।

অনন্ত। তাইত—তাইত—তুমি সাধা-লক্ষ্মী পায় ঠেলিতেছ। টাকা—টাকা—স্বচ্ছ পরিস্কার রূপার ঝক্‌ঝকে টাকা—অন্ততঃ মাসে পঞ্চাশটা—আমি আদায় করিয়া দিতে পারিতাম। তাই তুমি পায় ঠেলিলে। কর—তোমার যাহা অভিরুচি হয়, কর।

চারু।—আপনি সে জন্য দুঃখিত হবেন না। আমার অভাব অতি সামান্য ;—তাহা আমি নিজে পরিশ্রম করিয়াই পূরণ করিতে পারিব। আমি যাহা বলিলাম্, এখন তাহার চেষ্টা করুন।

অনন্ত।—হাঁ—তা' করিব বই কি, শীঘ্রই করিব। দেখি, কোথায়ও একজন শিক্ষয়িত্রীর দরকার আছে কি না। নচেৎ তুমি আর কতদিন এরূপ বেকার বসিয়া থাকিবে ?

উপাচার্য্য মহাশয়কে যখন তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত সেই স্বচ্ছ পরিস্কার ঝক্‌ঝকে গোলাকার রজতমুদ্রাগুলির মমতা একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হইল, তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই চারুকে বিদায় করিয়া দিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন।

বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট তিনি জানিতে পারিলেন, ঢাকায় শীঘ্র একটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই জন্য একজন ইংরেজীজানা শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। তাঁহার প্রভুত্ব ও চেষ্টায় চারু সেই কার্য্যে মাসিক ত্রিশটাকা মাহিয়ানায় নিযুক্ত হইল এবং অবিলম্বে ঢাকায় যাত্রা করিল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### আঁধারে আলোক ও আলোকে আঁধার।

চারু ঢাকায় গিয়া চাকুরিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই বালিকাবিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটী বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছিল; চারু সেই বোর্ডিংয়ে থাকিবার স্থান পাইল। সুতরাং এখন আর তাহার অন্নবস্ত্র ও আবাসের জন্য কোন চিন্তা রহিল না।

কিন্তু ধীরে ধীরে আর একটী চিন্তা আসিয়া তাহার চিত্ত অধিকার করিল। উপেন কি যথার্থই তাহাকে ভালবাসে? উপেন তাহাকে সেই শেষ চিঠিতে লিখিয়াছে, কেবল তাহাকে অরুণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই সে স্নেহময় পরিবারবর্গের হৃদয়ে দারুণ ব্যথা দিয়া বিলাত গিয়াছে। একথা কি যথার্থ? চারু সেই চিঠি খানি বাহির করিয়া, পুনঃ পুনঃ পড়িতে লাগিল। সেই চিঠির মধ্যে ত সন্দেহ করিবার কিছুই নাই, তাহাতে যেন উপেনের অন্তরের কথাগুলি লেখা। এই চিঠি পড়িতে পড়িতে উপেন পূর্ব্বে তাহাকে যে সব চিঠি লিখিয়াছিল, সে গুলির কথাও চারুর মনে পড়িল। কিন্তু সে সব চিঠি ত নাই? সে গুলি কেন চারু যত্ন করিয়া রাখে নাই, এজন্য তাহার মনে অনুতাপ হইল। সে বাক্স খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার কয়েকখানা পাইল। সে গুলি চারু সতৃষ্ণনয়নে পাঠ করিতে লাগিল। সব গুলির ভাব প্রায় একই প্রকার, যেন উপেন তাহার হৃদয় দ্রব করিয়া, সেই কালীতে চিঠিগুলি লিখিয়াছিল। চারু তখন যে সব কথা পরিষ্কার বুঝিতে পারে নাই, এখন তাহার উপর হঠাৎ একটী নূতন আলোকপাত হওয়াতে, তাহার ভাব স্পষ্ট বুঝা গেল। তবে যথার্থই কি উপেন, চারুকে ভালবাসে? ভালবাসে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে এতটা স্বার্থত্যাগ তাহার জন্য স্বীকার করিবে কেন?

কিন্তু এ আর স্বার্থত্যাগ কি? বিলাত গিয়াছে—সেখানে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিবে, তাহার ফলে বড় চাকুরি পাইবে কিম্বা ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবে। কিন্তু তাহার পরিবারবর্গের ত ইহাতে মত ছিল না। চারু, উপেনকে বিশেষ করিয়া জানিত; সে তাহার বড়মা, মা প্রভৃতির প্রতি বড়ই স্নেহশীল ছিল। শুদ্ধ উচ্চশিক্ষা কিম্বা উচ্চপদলাভের জন্য তাঁহাদিগের মনে কষ্ট দিয়া, উপেনের বিলাত যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাহার বিচ্ছেদে সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ কেমন আছেন, কে জানে। তাহা একবার অনুসন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু উপেন তাহার স্ত্রীকে উপেক্ষা করিল কেন? সে কাজটা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। তবে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে, তাহার স্ত্রী তাহার নিকট যাইতে পারেন—যাবেন বৈ কি? কিন্তু চারুর জন্য তাহার স্ত্রীকে ভাল না বাসা উপেনের পক্ষে বড়ই গর্হিত। চারু ভাবিল, "না—না—ইহাতে তাঁহার বিশেষ দোষ দিতে পারি না। তাঁহার স্ত্রী শিক্ষিতা নহেন, তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত, সদ্‌গুণসম্পন্ন স্বামীর উপযুক্ত নহেন। এজন্য তাঁহাকে কত দিন আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। এই চিঠিগুলিতেও তাঁহার সেই অতৃপ্ত বাসনার কত নিদর্শন রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি আমাকে ভালবাসিবেন কেন? আমার মধ্যে এমন কি গুণ আছে, যাহা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইবেন? জানি না—আমার নিজের কথা নিজে বুঝিতে পারিতেছি না। তবে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "গোলাপ ফুল সুন্দর কি না, তাহা সে নিজে জানিতে পারে না। তারা উজ্জ্বল কি না, তাহা সেই নক্ষত্রবাসী লোকে বুঝিতে পারে না।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চারুর সেদিনকার আরও একটা কথা মনে পড়িল। উপেন বাড়ী হইতে আসিয়া বলিয়াছিল, তাহার কবিত্ব ফুটিয়াছে, মিলনের দ্বারা নহে, অভাবের দ্বারা। চারু তখন ইহার কোন অর্থ বুঝিতে পারে নাই। উপেনকে

জিজ্ঞাসা করিলে, সে পলাইয়া গিয়াছিল। পরে চারুর আর একদিনকার ঘটনা মনে পড়িল—যেদিন উপেন সেই পাহারাওয়ালাকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, চারু ও অরুণের সম্মুখে আনীত হইয়াছিল। "হাঁ—ঠিক্ বটে! তাঁহার ভালবাসার ইহা আর একটী প্রমাণ। ইহা একটী অকাট্য, অখণ্ডনীয়, জাজ্জল্যমান প্রমাণ। আমি তাঁহাকে চিঠি লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, নিতান্ত নির্লজ্জের মতন আমার নিজের হিত না বুঝিয়া তাঁহার মনে ব্যথা দিয়াছিলাম। তিনি আমাকে চিঠি লিখিতে পারিতেন না, কলিকাতা থাকিয়াও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না—তাই তিনি দূরে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আমাকে দেখিতে, আমার কথা শুনিতে চেষ্টা করিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার সেই ভাবে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া থাকিবার অর্থ আর কি হইতে পারে? পাহারাওয়ালা অবশ্যই তাঁহাকে চোর সন্দেহ করিয়া ধরিয়াছিল। সে ত আর ভিতরের কথা জানিতে পারে নাই, কেই বা জানিত? আমার মনে কিন্তু তখনই এইরূপ একটা সন্দেহ মুহূর্ত্তকালের জন্য উদিত হইয়াছিল। তাই তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু আমি কি অকৃতজ্ঞ! আমার হৃদয় কি পাষাণ! তিনি আমার জন্য পাহারাওয়ালার হাতে চোরের ন্যায় লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন, আর আমি তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়াও তাঁহার একটুও শুশ্রূষা করিলাম না!" ইহা ভাবিতে ভাবিতে চারুর হৃদয় করুণরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

যাহা হউক, গত বিষয়ের জন্য শোক করা বৃথা। এখন তিনি কোথায় কি ভাবে আছেন, কবে দেশে ফিরিবেন, তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহাকে হারাইয়া কি ভাবে দিন কাটাইতেছেন—এসব সংবাদ জানিবার জন্য চারুর মন ব্যাকুল হইল। কিন্তু এ সব সংবাদ এখন তাহাকে কে দিবে?

যেখানে চারুর বোর্ডিং, তাহার খুব নিকটে এক জন উকীলের বাসা ছিল। সেই উকীলবাবুর একটী ছোট মেয়ে নলিনী, চারুর কাছে স্কুলে পড়িত। সেই সূত্রে কিছু দিনের মধ্যে চারু সেই উকীলবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হইল। তাঁহার স্ত্রী বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার নবকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের কন্যা। তাঁহার একটী পুত্র বিলাত গিয়াছিলেন। উকীলবাবুর স্ত্রীও বেশ লেখাপড়া জানেন। তিনি চারুকে বিশেষ আদর করিতে লাগিলেন। চারুও প্রায় প্রত্যহ স্কুলছুটীর পর বৈকালে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। এইরূপে দুই জনের মধ্যে খুব ভাব হইল। চারু তাহাকে "দিদি" বলিয়া ডাকে। একদিন চারু তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহাকে একখানা কার্পেটের আসনের উপর একটা নুতন ফুল-তোলা দেখাইয়া দিতেছিল, তখন সেই উকীলবাবু কাছারি হইতে আসিয়াই তাঁহার মেয়ে দ্বারা স্ত্রীকে ডাকাইলেন। তাঁহার স্ত্রী নিকটে আসিলে, তিনি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"বড়ই খারাপ সংবাদ। এই চিঠি খানা দেখ।"

তাঁহার স্ত্রী একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "ওমা—কার কি হ'য়েছে বল না?"

ইহা বলিয়া সেই চিঠিখানা গ্রহণ করিলেন। উকীলবাবু বলিলেন—

"খবর এই, উপেন সিবিল্ সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় ফেল হ'য়েছে। ঐ চিঠিতে সব লেখা আছে, ভাল করিয়া পড়িয়া দেখ।"

আপনারা চিনিলেন ত, এই উকীলবাবুটী কে? ইনি উপেনের সেই বাল্যবন্ধু বীরেন। বীরেনের স্ত্রী সেই চিঠিখানা মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন। তাহা এই :—

"ভাই বীরেন,

আমার জীবনের আশাভরসা সব ফুরাইয়াছে। তুমি শুনিয়া দুঃখিত

হইবে, আমি সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় ফেল হইব। ফেল হইব কেন,—হইয়াছি। আমার এই চিঠি পড়িবার পূর্ব্বেই হয়ত টেলিগ্রাফে ফল জানিতে পারিবে যে, আমি ফেল হইয়াছি। যে নিজে ফেল হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে কে পাশ করিবে? যে দিন শুনিলাম, শ্রীমতী চারুলতার সহিত অরুণব্যানার্জ্জির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সেই দিন হইতেই পড়াশুনা একেবারে বন্ধ করিলাম। কেবল কয়েকটী স্বদেশীয় বন্ধু, ধরিয়াবাঁধিয়া পরীক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। আমি আর পড়িব কেন? আমি কি জন্য বিলাত আসিয়াছিলাম, তাহা ত জানই। আমি যদি সিবিল সার্ব্বিস্ পাশ করিতে আসিতাম, তবে অবশ্যই পাশ করিতে পারিতাম। তুমি আমাকে কি মনে করিতেছ, জানি না। আমার এই পরীক্ষায় ফেল হওয়াটা সেই প্রেম-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি নহে কি? আমি কি পাগল হইয়াছি? জানি না, উন্মত্ততার সীমা কোথা হইতে আরম্ভ হয়। আমাদের বাড়ীর সংবাদ রাখ কি? জ্ঞানের চিঠিতে জানিলাম, আমার সেই স্নেহময়ী বড়মা—যিনি আমার গর্ভধারিণী জননী অপেক্ষাও অধিক ছিলেন—তিনি আমার শোকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার কথা বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমার ন্যায় নিষ্ঠুর নৃশংস পাপাত্মা আর নাই। আমার জীবন-যবনিকা এখানেই পতিত হইলে বাঁচি। তোমাদের কুশল লিখিবে ইতি।"

এই চিঠি পড়িয়া বীরেনের স্ত্রী "ওমা কি হবে!" বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বীরেন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কাপড় ছাড়িতে গেলেন। তিনি আস্তে আস্তে সেই চিঠিখানি লইয়া চারুর নিকট আসিলেন। চারু তাঁহার বিষণ্ণবদন দেখিয়া সাগ্রহে বলিল,—

"একি দিদি! কি হয়েছে? কোন বিপদের কথা নয় ত?"

বীরেনের স্ত্রী আর একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"বিপদ বৈ কি বোন! আমাদের একটী বিশেষ আত্মীয় লোকের

সম্বন্ধে খুব একটা মন্দ সংবাদ পাইলাম। এই দেখ না—এই চিঠিতে সব লেখা আছে। তুমি ত আর আমাদের পর নও।”

ইহা বলিয়া তিনি সেই চিঠিখানি চারুর হাতে দিলেন। চারু তাহা পড়া আরম্ভ করিল। কিন্তু ওকি! চিঠি পড়িতে পড়িতে চারুর হাত কাঁপে কেন? তাহার মুখ যেন কেমন বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার যেন মাথা ঘুরিতে লাগিল। চিঠিখানা হঠাৎ তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল।

বীরেনের স্ত্রী, চারুর এই অবস্থান্তর প্রথমে লক্ষ্য করেন নাই। পরে সেই চিঠি পতিত হইতে দেখিয়া, তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন এবং ভীত হইয়া বলিলেন “ওমা—কি হলো! তুমি এমন হইলে কেন?”

চারু অমনি অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি দৃঢ়তার সহিত আত্মসংবরণ করিয়া বলিল,—

“না দিদি—ও কিছু নয়। কতকদিন হ'লো আমার যেন কি একটা অসুখ হ'য়েছে। সেজন্য কখন কখন বড় কষ্ট বোধ হয়। আমি আর বসিতে পারিতেছি না! আমি এখন উঠি।”

ইহা বলিয়া চিঠি ফেলিয়া চারু সবেগে প্রস্থান করিল। সে তাড়াতাড়ি বাসায় পৌছিয়া, অমনি নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজাবন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

“হে ঈশ্বর! আমার ন্যায় হতভাগিনীকে তুমি কেন সৃষ্টি করিয়াছিলে? আমার নিজের ত কখনও সুখ হ'লো না, আবার আমার জন্য আর একটী মহৎ জীবন এইরূপে বৃথা নষ্ট হইল। উপেনবাবু—না—না—উপেন বাবু নয়—তুমি এখন উপেন—আমার উপেন—আমার হৃদয়ের দেবতা উপেন—তুমি তোমার অমূল্য জীবন, তোমার ভবিষ্যতের আশা ভরসা এই হতভাগিনীর জন্য বিসর্জ্জন করিতে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত হইলে না? হায়, আমি রঙ্গিন কাচের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া, হীরক পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।”

এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে চারু সেরাত্রি ভোর করিল। সেই এক রাত্রির মধ্যেই তাহার মধ্যে যেন একটী অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। সেই এক রাত্রির মধ্যে তাহার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গেল। পরদিন যখন সে পড়াইতে গেল, তখন তাহার পরিবর্ত্তিত চেহারা ও গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। বীরেনের স্ত্রী পাছে তাহার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন, এই ভয়ে সে দিন বৈকালে সে তাঁহার নিকট গেল না। কিন্তু ইহার কয়েক দিন পরেই আবার তাঁহার নিকটে না গিয়া থাকিতে পারিল না। বীরেনের স্ত্রীকে কথায় কথায় চারু জিজ্ঞাসা করিল,—

"দিদি, তোমাদের সেই আত্মীয়টীর চিঠির কি উত্তর লিখিয়া দিয়াছ? তিনি এমন পাগল কেন?"

বীরেনের স্ত্রী বলিলেন, "চিঠির এখনও কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। তুমি তাঁহাকে জান না, তাঁহার অন্তঃকরণ অতি মহৎ, কিন্তু তাঁহার ঘাড়ে যখন যে ঝোঁক চাপে, সেই ঝোঁকের মাথায় কাজ করিয়া বসেন। আমাদের সঙ্গে তাঁহার অনেক দিন হইতে আত্মীয়তা, আমাদের ইনি তাঁহাদের বাড়ীতে কতবার গিয়াছেন, ইঁহাদের সঙ্গে কলিকাতায় এক বাসায় থাকিয়া তিনি পড়িতেন। ইনি তাঁহাকে সহোদর ভাইয়ের মতন স্নেহ করেন, তিনিও আমাকে বৌ-দিদি বলিয়া ডাকেন; কিন্তু আমি কখনও তাঁহার সম্মুখে বাহির হই নাই, আমার লজ্জা করে।"

"তুমি তাহাকে জান না"—এই কথা শুনিয়া চারু মনেমনে একটু হাসিল। অতি দুঃখেও হাসি পায়! সে বলিল,—

"দিদি, তিনি যে একজন সদাশয় ব্যক্তি, ইহা তাঁহার চিঠি পড়িয়াই বুঝা যায়। চারুলতা ও অরুণের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ তাহা আমি জানিতে চাই না, কিন্তু আমার মনে বড় দুঃখ হয়, এরূপ একটী উন্নতিশীল মহৎ জীবন কি একটা সামান্য কারণে একেবারে নষ্ট হইয়া

যাইতেছে। তোমরা তাঁহাকে একখানা খুব উত্তেজনাপূর্ণ চিঠি লিখিয়া দাও—তিনি পুরুষ মানুষ, তাঁহার মনুষ্যত্ব আছে, তাঁহার এরূপ চিত্তের দুর্ব্বলতা শোভা পায় না। তিনি সিবিল সার্ব্বিস্ ফেল হইয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও তিনি ইচ্ছা করিলে ব্যারিষ্টার কিংবা প্রফেসার হইয়া আসিতে পারেন।"

বীরেনের স্ত্রী উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "তা'কি পারা যায়? তাহা হইলে ত খুব ভাল হয়। আমি আজই যাহাতে তাঁহার নিকট এই মর্ম্মে চিঠি যায়, তাহা করিব। কি—তুমি এখনই উঠিতেছ যে?"

"আমার শরীরটা এখনও সারে নাই দিদি, বড় দুর্ব্বল। আমি অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারি না—বড় কষ্ট হয়। কয়দিন আসিতে পারি নাই, তাই আজ তোমাদের খোঁজ লইয়া গেলাম। পারি ত কাল আবার আসিব।"

সেইদিন রাত্রে বীরেন স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, উপেনের চিঠির উত্তর এইরূপ লিখিয়া দিল :—

"ভাই উপেন,

তোমার চিঠিতে, এবং পরে টেলিগ্রাফের সংবাদে তোমার সিবিল্ সার্ব্বিস্ ফেল্ হওয়ার খবর পাইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলাম। তুমি যে জন্যই বিলাত গিয়া থাক, এই পরীক্ষাটা পাশ করিয়া আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বল করিবে, ইহা তোমার আত্মীয়-বন্ধুমাত্রেই আশা করিয়াছিলেন। আর, যে সব ছাত্র সিবিল সার্ব্বিস্ পাশ করিয়া দেশে ফিরিতেছে, তাহারা তোমার কাছে কিছুই নয়, ইহাও আমাদের ধ্রুববিশ্বাস। কেবল তুমি অল্প কয়েকটা দিনের জন্য পাগলামি করিয়া জীবনটাকে মাটি করিলে। আমি ত অনেক আগেই বলিয়াছিলাম,—তোমাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়াছিলাম, আগুন লইয়া খেলা ভাল নয়। শিশুর ন্যায় না বুঝিয়া, আগুন লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করিলে, হঠাৎ তাহাতে পুড়িয়া মরিতে

হয়। কিন্তু তুমি genius (প্রতিভাশালী) ব্যক্তি তোমার সবই অদ্ভুত। সেই যে কোন্ একজন গ্রীক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মোম দিয়া পক্ষীর ন্যায় পাখা আঁটিয়া আকাশে উড়িতে গিয়াছিলেন, পরে সূর্য্যের তাপে মোম যেই গলিয়া গেল, অমনি তাঁহার সমুদ্রে পতন ও মৃত্যু! তুমিও সেইরূপ কোথাকার কি এক আজগুবি প্রেম—"intellectual love" (মানসিক উৎকর্ষজনিত প্রেম) করিতে গিয়া, এখন সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বসিয়া নাকানি চুবানি খাইতেছ। তুমি যাহাকে "intellectual love" বল, তাহার কোন সীমা আছে কি? মানসিক উৎকর্ষ দেখিয়া ভাল বাসিতে হইলে, বিলাতের রমণীমাত্রেই ত তোমার প্রেমের পাত্রী হইতে পারে? সেখানকার সামান্য একটী পরিচারিকাও আমাদের দেশের অনেক ভদ্রমহিলার তুলনায় সাক্ষাৎ স্বরস্বতী। সে দেশে এতদিন বাস করিয়াও কি তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই? এখন একবার মোহনিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান কর এবং চক্ষু মুছিয়া চারিদিকে তাকাও। তোমার জন্মভূমির ক্ষুদ্র পল্লীতে, তোমার সেই চিরপরিচিত ক্ষুদ্র কুটীরের এক কোণে একটী স্থির স্নেহের প্রদীপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল-আলোক বিকীরণ করিয়া মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে, তাহার কথা মনে পড়ে কি? পাশ্চাত্য-সমাজের প্রখর বৈদ্যুতিক তেজে অন্ধ হইয়া, সেই ক্ষীণ স্নিগ্ধ প্রদীপটীর কথা ভুলিও না। তাহার মধ্যে যে টুকু পবিত্রতা আছে, তাহা পৃথিবীর আর কোন দেশে তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। তাহাকেই তোমার সংসারযাত্রার ধ্রুবতারা জ্ঞান করিয়া, অকূল সাগরে দিঙ্‌নির্ণয় কর। আমি বাল্যকাল হইতে তোমাকে দেখিতেছি—তোমাকে বিশেষরূপে চিনি। আমার বিশ্বাস, তোমার মধ্যে যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা আবার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া মুকুলিত হইবে। শোকদুঃখের জড়তা কাটিয়া গিয়া আবার তোমার সুপ্তপ্রকৃতি প্রবুদ্ধ হইবে। সিবিল্‌সার্ব্বিস্ ফেল হইয়াছ ক্ষতি

কি ? তোমার ন্যায় স্বাধীনচেতা পুরুষসিংহের পক্ষে দাসত্ব ক্লেশকর হইত। এখনও ব্যারিষ্টারি ও প্রফেসরি কার্য্যের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। তুমি একজন সুবিজ্ঞ প্রফেসর হইয়া আসিয়া নূতন বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব আবিষ্কারে মনোনিবেশ কর। তোমার ন্যায় প্রতিভাশালী যুবকের ইহাই উপযুক্ত কার্য্য। পরিশেষে গীতার ভাষায় তোমাকে বলিতেছি, —ক্লীব হইও না, ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর।"

## নবম পরিচ্ছেদ।

### আঁধারে আবার দীপ-শিখা।

বীরেন তাঁহার চিঠি পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে কোন উত্তর পাইলেন না। উপেন কি করিল ইহা মনে করিয়া, তাঁহার চিত্ত বিশেষ উদ্বিগ্ন হইল। চারুর চিত্তও উপেনের জন্য বিশেষ আকুল হইয়া উঠিল। পরে হঠাৎ এক দিন বীরেন, উপেনের এই চিঠিখানি পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। উপেন লিখিয়াছে,—

"ভাই বীরেন,

আমি এত দিন তোমার চিঠির উত্তর দিই নাই, সে জন্য দুঃখিত হইও না। কারণ, আমি তোমাকে এখন সুসংবাদ দিতেছি। তোমার সেই সস্নেহ উদ্দীপনাপূর্ণ পত্রখানি আমার হৃদয়ের গভীর নৈরাশ্য-তিমিরে দীপ-শিখার কাজ করিয়াছিল। তুমি আমার [illegible] সম্মুখে একটী নব আশাপূর্ণ মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলে। তোমার সহৃদয় আহ্বানে আমি মাটিতে পড়িতে পড়িতে দাঁড়াইয়া আছি, এবং মরিতে মরিতে বাঁচিয়া আছি। তোমার স্নেহের ঋণ এজন্মে আমি পরিশোধ করিতে পারিব না।

"ভাইরে, তুমি ত বাল্যকাল হইতেই জান, আমি স্বভাবতঃ ভাব-প্রবণ—আমার প্রকৃতি বড়ই impulsive* ; চিত্ত-সংযম কাহাকে বলে,

আমি তাহা কখনও অভ্যাস করি নাই। কিন্তু এবার তোমার উপদেশে জাগ্রত হইয়া, আমি প্রবৃত্তির রাশ খুব শক্ত করিয়া টানিয়া ধরিয়াছি। আমার মোহ-কুজ্ঝটিকা অনেকটা কাটিয়া গিয়া এখন অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়াছে। আমি এখন বুঝিতেছি, ঘুমের ঘোরে কি মোহময় স্বপ্নই দেখিতেছিলাম—বাস্তব জগতে যাহার কিছুমাত্র সত্তা নাই, সেই মায়া-মরীচিকার লোভে মুগ্ধ হইয়া উন্মাদের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছিলাম। তুমি যথার্থই লিখিয়াছ, যাহাকে আমি intellectual love† বলি, তাহার কোন কূল কিনারা নাই। যেমন সৌন্দর্য্য-পিপাসার ও পরিতৃপ্তি নাই, সেইরূপ গুণস্পৃহারও পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। গুণ খুঁজিয়া ভাল-বাসিতে গেলে স্বয়ং "জর্জ ইলিয়ট্" কে বিবাহ করিলেও পিপাসার পরি-তৃপ্তি হইবে না। সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি কেবল সন্তোষ দ্বারা জন্মে। ভগবান্ যাহাকে যে সম্পদ্ দিয়াছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিলেই সুখী হওয়া যায়। আমার হৃদয়েও এখন সেই সন্তোষরূপ অমূল্য নিধির দিব্যজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাই এখন আমি এই পাশ্চাত্য জগতের অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুচ্ছটার মধ্যে থাকিয়াও আমার সেই ক্ষুদ্র কুটীরের স্তিমিত-প্রভ সুস্নিগ্ধ পবিত্র দীপশিখাটীর জন্য লালায়িত হইয়াছি। কিন্তু একটী বিষয়ে আমার মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমার সেই দীপশিখাটী আমাকে বরণ করিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিবে ত? আশাই আমার সান্ত্বনা, কিন্তু এই আশা যদি বিফল হয়, তবে এবার আমার মরণ নিশ্চিত জানিবে।

"তোমার উপদেশে আমি আবার উৎসাহে বুক বাঁধিয়া, পরীক্ষার পড়া আরম্ভ করিয়াছি। আর চারি মাস পরে কেম্ব্রিজের বি, এ পরীক্ষা দিব, হয়ত একটা র‍্যাংলারও হইতে পারি। তোমার আইন-

---

* ঝোঁকের বশীভূত। † মানসিক উৎকর্ষ-মূলক প্রেম।

ব্যবসায় আমার পোষাইবে না। একেত আমার মনের গতি সে দিকে নাই, পরে কি খাইয়া সে ব্যবসা চালাইব? সে জন্য বারিষ্টারি পরীক্ষা দিব না স্থির করিয়াছি। যদি কেম্‌ব্রিজের বি, এ হইতে পারি, তবে কোন সরকারী কি বেসরকারী কলেজে প্রফেসরি করিয়া আমার উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিব।

"সম্ভবতঃ আর ছয়মাস পরেই দেশে ফিরিব। তুমি ইতিমধ্যে দেখিও আমার সেই সাধের প্রদীপটী যেন নিবিয়া না যায়। বৌ-দিদিকে আমার প্রণাম জানাইবে। এবার দেখা হইলে কিন্তু তাঁহাকে আমার সঙ্গে কথা কহিতে হইবে। ভয় কি—আমি বাঙ্গালীই আছি, এখনও সাহেব হই নাই। একদিন ধুতি পরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিলাম, তাহাতে সকলে আমাকে পাগলা গারদে পাঠাইবার জন্য কাণাকাণি করিয়াছিল। সেজন্য দায় ঠেকিয়া হ্যাট্‌কোট পরিতেছি, কিন্তু দেশে গিয়া আবার ধুতি পরিব। আর পীড়িতে বসিয়া ঝোল চচ্চড়ি দিয়া ভাত খাইব। কিন্তু বৌ-দিদি স্বয়ং রাঁধিয়া পরিবেষণ না করিলে কিছুই খাব না ইতি।"

হতভাগ্য উপেন! সে যে প্রদীপটীকে আশ্রয় করিয়া মনে মনে কত সুখের কল্পনা করিতেছিল, বিধাতার অভিশাপে তাহা আজ কয়েক দিন হইল নিবিয়া গিয়াছে। বীরেন এ পর্য্যন্ত এই হৃদয়বিদারক সংবাদ জানিতে পারেন নাই, জ্ঞানও উপেনকে লেখে নাই না লিখিয়া ভালই করিয়াছে।

উপেনের চিঠি পড়িয়া বীরেন খুব আনন্দিত হইলেন এবং তাড়াতাড়ি তাঁহার গৃহিণীকে উহা পড়িতে দিলেন। তাঁহার গৃহিণী আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন,—"তবে এখন পথে এস। সে একবার দেশে আসুক দেখি, তার বৌ কেমন করিয়া তাহার কাছে না যায়, আমি দেখিব। আচ্ছা, আর এক কাজ করিলে কেমন হয়? আমি

উপেনের বৌকে এখানে আনিয়া রাখিব, পরে উপেন এখানে আসিলে, আমি তাহাদের মিলন করিয়া দিব।”

বীরেন হাসিয়া বলিলেন,—

“বেশ—অতি উত্তম পরামর্শ। আমরা যেমন তাহাদের ফুলশয্যার মিলন করিয়া দিয়াছিলাম সেই রকম?

“হাঁ—হাঁ—সেই রকম। আমিও এখানে আবার নূতন ফুলশয্যার আয়োজন করিব।”

“আচ্ছা, তবে আসুক। তুমি এখন হইতে ঝোল-চচ্চড়ীর জোগাড় করিতে আরম্ভ কর। আর আপাততঃ আমার নিজের উদরের সান্ত্বনার জন্য কিঞ্চিৎ জলযোগের জোগাড় কর। আমি মুখ হাত ধুইয়া আসি।”

বীরেনের গৃহিণী জলখাবার দিয়া, স্বামীর উদরানল কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা করিলেন। বীরেন ছড়ি হাতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। এই সময়ে অন্দরমহালে সেই বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ঠাকুরাণীর আবির্ভাব হইল।

বীরেনের স্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—

“আজ আমাদের একটী শুভসংবাদ। বিলাত থেকে আমাদের সেই আত্মীয়টীর একখানা চিঠি আসিয়াছে।”

চারু অমনি সাগ্রহে বলিল,—

“বটে—বটে? তিনি কেমন আছেন? তাঁহার সব মঙ্গল ত? তাঁহার মতিগতি ফিরিয়াছে ত?”

বীরেনের স্ত্রী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

“তোমার একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্নের জবাব দেওয়া ত আমার কর্ম্ম নয় ভাই! তুমি একটী একটী করিয়া জিজ্ঞাসা কর, আমি একটী একটী করিয়া তাহার উত্তর দিই।”

চারু লজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—

"আচ্ছা—তাঁহার মঙ্গল ত?"

"হাঁ।"

"তাঁহার মতিগতি ফিরিয়াছে ত?"

"হাঁ।"

তিনি এখন কি করিতেছেন?"

"কি একটা কোথাকার কোন্ কলেজে বি,এ পড়িতেছে, ছয় মাসের মধ্যে পরীক্ষা দিয়া দেশে ফিরিবে লিখিয়াছে।"

চারু এই সংবাদটী শুনিয়া মনে মনে খুব আশ্বস্ত হইল। কিন্তু উপেনের চিঠিতে কি লেখা ছিল, তাহা দেখিবার জন্য তাহার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইল। সে মুখ ফুটিয়া চিঠি চাহিতে পারিল না। বীরেনের স্ত্রীও নিজে হইতে তাহাকে সে চিঠি দেখিতে অনুরোধ করিলেন না। সুতরাং চারুর সেই উৎকট বাসনা অন্তরেই লীন হইল। এদিকে বীরেনের স্ত্রী সেই অপূর্ব্ব ফুলশয্যার কথা পাড়িলেন। তাহা শুনিয়া চারু বলিল,—

"খুব ভাল কথা। তাঁহার স্ত্রীকে এখানে আন, তিনিও বিলাত হইতে এখানে আসুন। আমি তাঁহাদের সেই শুভমিলন উপলক্ষে একটী গান রচনা করিয়া দিব।"

"কেবল রচনা নয়—তোমাকে সে গান গাইতে হবে।"

"না দিদি—আমি গাইতে পারিব না। আমার গলা বেসুরো হইয়া গেছে। আমার গান তাঁহার ভাল লাগিবে না।"

এই কথা বলিতে বলিতে পূর্ব্বস্মৃতি তাহার মর্ম্মে দংশন করিল। সে বিমনা হইয়া বলিল,—

"দিদি, আমি এখন আসি। সুশীলাদের বাড়ীতে একবার যাব, তার মা অনেক দিন থেকে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।"

ইহা বলিয়া চারু ব্যস্ততার সহিত প্রস্থান করিল। সেই দিন রাত্রে শয়ন করিয়া চারু তাহার কম্পিত হৃদয় হাতদিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—

"আঃ বাঁচিলাম। এতদিনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। তাহার হৃদয়-তন্ত্রীর তার আবার লয়যুক্ত হইয়াছে; ইহা শুনিয়াও আমার মনে সুখ হইল। এখন তাঁহার সুখে আমারও সুখ হইবে। আমার একটী মাত্র বাসনা আছে, তাহা সিদ্ধ হইবে কি? আর একবার তাঁহাকে দেখিব;—দেখিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিব, আর আমার হৃদয় যে নিতান্ত জড় নহে—তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিতে সক্ষম ইহা একবার তাঁহাকে বলিব। ইহা বলা শেষ হইলে, চিরকালের জন্য তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চারু নিদ্রিত হইল। আজ তাহার যেরূপ সুনিদ্রা হইল, এরূপ আর শীঘ্র হয় নাই।

উপেনের চিঠি পাওয়ার প্রায় এক মাস পরে বীরেন, জ্ঞানের এক চিঠি পাইলেন। তাহাতে সেই গভীর বিষাদের সংবাদ—উপেনের সেই বড় সাধের প্রদীপটী নিবিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া বীরেন ও তাঁহার স্ত্রী শোকে অধীর হইলেন এবং উপেনের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। বীরেন, উপেনকে বিশেষরূপে জানেন, তাহার ভাবপ্রবণ চিত্তের বেগ এখন গৃহাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। হঠাৎ এই দুঃসংবাদ শুনিলে সে একেবারেই উন্মত্ত হইবে, এবং পড়াশুনা পরিত্যাগ করিয়া আবার পরীক্ষায় ফেল হইবে। এইজন্য এ সংবাদ তিনি আর উপেনকে লিখিলেন না, এবং জ্ঞানও তাহাকে না লেখে সে বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন।

বীরেনের স্ত্রীর নিকট চারুও এ সংবাদ শুনিল, শুনিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইল এবং বীরেনের ন্যায় উপেনের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া

উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু বনলতা কেন মরিয়াছে, তাহা কি চারু জানে? "তাঁহাকে বলিও, যেন চারুলতাকে বিয়ে করেন"—বনলতার স্বামীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত এই অন্তিম অনুরোধ চারু যদি শুনিত, তবে সে কি মনে করিত? ইহা শুনিলে চারুলতা নিশ্চয়ই পাগল হইত।

আরও কিছুদিন অতীত হইল। একদিন চারুলতা মিঃ হরিশ্চন্দ্র ব্যানার্জ্জির স্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রমুখীর নিকট হইতে হঠাৎ একখানি চিঠি পাইল। তিনি একটী নূতন সংবাদ চারুকে জানাইয়াছেন, তাহা যেমন বিষাদময় তেমন অপ্রত্যাশিত। তিনি লিখিয়াছেন—চারুর স্বামী অরুণের যকৃতের উপর একটা ফোড়া হইয়াছিল, তাহা অস্ত্র করিবার আবশ্যক হয় এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার মৃত্যুতে চারু তাহার পরিত্যক্ত বার্ষিক বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি এবং ভবানীপুরের বাড়ীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে। চন্দ্রমুখী, চারুকে পূর্ব্বের দুঃখকাহিনী ভুলিয়া গিয়া, তাহার ন্যায্য অধিকারে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

চারুলতা এই সংবাদে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, তাঁহার উত্তর এইরূপ লিখিয়া দিল :—

"দিদি,

যদিও আমি আপনাদের সহিত দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছি, তবু আপনি পূর্ব্বে যেমন আমার দিদি ছিলেন, এখনও সেইরূপ দিদিই আছেন। আপনার স্নেহের ঋণ আমি এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। আপনি যাঁহার কথা লিখিয়াছেন, তাঁহার যে এইরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিবে, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহার সম্বন্ধে আমার হৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি করুন। তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি

আইনতঃ আমার প্রাপ্য হইলেও আমি যখন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ছেদন করিয়াছি, তখন ন্যায়তঃ ( morally ) সে সম্পত্তি ভোগ করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আর আমার সেরূপ ইচ্ছাও নাই। আমার অভাব অতি সামান্য, আমি সেই বিপুল ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করিব? ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার দিন যে ভাবে যাইতেছে, এইভাবেই কোন প্রকারে কাটিয়া যাইবে। আপনারা সেই সম্পত্তি ভোগ করিয়া সুখী হউন। এ সম্বন্ধে যদি আমার কিছু লেখাপড়া করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়, তবে আপনার স্বামীকে বলিবেন, আমি তাহা দিতে প্রস্তুত আছি ইতি"

চারু একি করিল? হে উপাচার্য্য মহাশয়! আপনি এখন কোথায়?

## দশম পরিচ্ছেদ।

### আবার আঁধার।

কার্ত্তিক মাস, সন্ধ্যাকাল। আকাশে তরল কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া, এক একটী তারা ধীরে ধীরে ফুটিতেছে। কাজলপুর দত্তবাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী বাগানে অন্ধকাররাশি ঘনাইয়া আসিতেছে। প্রকৃতি গম্ভীর নিস্তব্ধ—একটুও বাতাস বহে না। দূরে দুই একটী গাভীর হাম্বারব শুনা যাইতেছে। বাগান হইতে ঝিল্লিরব উঠিতেছে। পাকা সুপারির রসলোভে দুই একটী বাদুড় অস্ফুট পক্ষধ্বনি করিয়া, এগাছ হইতে ওগাছে উড়িয়া বেড়াইতেছে। বাঁশের ঝাড়ে বসিয়া একটী কুকপক্ষী ঠিক দুমিনিট অন্তর "টু"—"টু" শব্দ করিতেছে। এই সময়ে একটী ক্ষুদ্রকায় পাপিয়া আম্রশাখায় বসিয়া উচ্চকণ্ঠে বন ও গগন কম্পিত করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

দত্তবাড়ীর বহির্ব্বাটীতে লোকের সাড়াশব্দ নাই। বাড়ীর মধ্য হইতে কে চেঁচাইয়া বলিলেন,—"মেজ-বৌ, সন্ধ্যা হ'য়ে গেল—মণ্ডপে প্রদীপ দিয়া এস।" "যাই—মা" বলিয়া শরৎশশী একটী প্রদীপহস্তে

চণ্ডীমণ্ডপে আসিলেন। প্রদীপটী মণ্ডপে রাখিয়া, প্রণাম করিলেন। তিনি বাহির হইয়া যাইবার সময়ে, হঠাৎ চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ বৈঠকখানায় কি একটী সাদা জিনিষ তাঁহার চক্ষে পড়িল। তিনি ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটে আসিয়া দেখিলেন, কে একজন সাদাধুতিচাদরপরা লোক অন্ধকারে বৈঠকখানায় তক্তপোষের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, সেই লোকটী ডাকিল—"মেজ বৌ-ঠাকুরুণ—আমি আসিয়াছি—আমি উপেন।"

"কে—উপেন ঠাকুরপো না কি? তুমি কতক্ষণ এলে?"

শরৎশশী গদ-গদ-কণ্ঠে ইহা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অমনি বাড়ীর মধ্য হইতে কে একজন কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

"মেজ-বৌ! কার সঙ্গে কথা কহিতেছ? আমার উপেন নয়? তারই যেন গলার স্বর শুনিলাম?"

শরৎশশী বলিলেন—

"হাঁ—মা। তোমার উপেন আসিয়াছে। তুমি ব্যস্ত হইও না।"

উপেন কোন কথা না বলিয়া, উঠিয়া আসিয়া শরৎশশীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

উপেনের মাতা তাঁহার হারানিধি ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। "ওরে, বাবারে! তুই এত দিনে ফিরিয়া এলি রে!—আমাদের কি দশা হয়েছে একবার দেখ রে!—ও বৌ মা—তুমি এখন কোথায়?" ইত্যাদি।

তাঁহার ক্রন্দনধ্বনিতে সেই নিস্তব্ধ গ্রাম কম্পিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে পাড়ার সমস্ত লোক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। উপেন তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিল। কেবল আসিলেন না, তাহার মা। তিনি রোগশয্যায় শায়িত, শিরঃপীড়ায় উত্থানশক্তি-রহিত। কেবল "কবে আমার উপেন আসিবে—আসিবে" বলিয়া

কাণ খাড়া করিয়া পথপানে চাহিয়া আছেন। বলা বাহুল্য, উপেনের কণ্ঠস্বর সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার ঘরে শুইয়া, পূর্ব্বদুঃখ স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনিতে উপেনও চক্ষুর জল ফেলিতে লাগিল। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া উপেন, শরৎশশীকে বলিল,—"মা এখানে আসিতে পারিবেন না?"

এ কথা শুনিয়া বিধুদিদি বলিলেন—

"কেন তুমি ঘরে গিয়া দেখ না কেন?"

উপেন কোন উত্তর দিল না।

শ্যামাপিসী বিধুদিদিকে ইঙ্গিতে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—

"তোর আবার কেমন কথা লো? উপেন আমার বোকা ছেলে কি না? সে বুঝি জানে না যে, তাহার এখন ঘরে যাওয়া উচিত নয়?"

বিধুদিদি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"হাঁ—তাই ত—আমার ভুল হইয়াছিল। চল বৌ, আমরা গিয়া মেজোপিসীকে ধরিয়া এখানে আনি।"

শরৎশশী তাঁহার সহিত গমনোদ্যত হইলেন।

ইহাতে উপেন বলিল,—

"তাঁহার এত দূর আসিতে কষ্ট হবে। আমি ঘরে যাব না;—চলুন, আপনাদের সঙ্গে গিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া মাকে প্রণাম করিয়া আসি। আমি আজ এই বাহিরে বৈঠকখানা ঘরে থাকিব, আমার জন্য আপনাদের কোন চিন্তা নাই।"

ইহা বলিয়া উপেন, শরৎশশীর সঙ্গে তাহার মাতার ঘরের সম্মুখে গেল। তাহার মাতাকে দুই জনে ধরিয়া বারান্দায় আনিয়া বসাইলেন। উপেন বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে, তিনি তাহাকে টানিয়া উঠাইয়া বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

একটু পরে প্রতিবেশীরা নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে রন্ধনাদি শেষ হইল। উপেন প্রথমতঃ আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। পরে তাহার মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সেখানে বসিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার করিল।

আহারান্তে উপেন, শরৎশশীকে বলিল,—

"মেজ-বৌ-ঠাক্রুণ, আমার একটা অনুরোধ, আমি একবার আমার সেই আগেকার শয়নঘরে যাব—যদি কোন বাধা না থাকে—"

"না কোন বাধা নাই। সে ঘরে কোন জিনিষপত্র থাকে না, তুমি স্বচ্ছন্দে সেখানে চল। তুমি না বলিলেও আমি তোমাকে সেখানে লইয়া যাইতাম।"

ইহা বলিতে বলিতে শরৎশশী প্রদীপহস্তে চলিলেন, উপেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সেই ঘরের সম্মুখে গিয়া তিনি উপেনকে বলিলেন—

"ঠাকুরপো, এই যে তুলসীগাছটী দেখিতেছ, এ সতীস্থান—এখানে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিল। এখানে প্রণাম কর।"

উপেনের পরিপূর্ণ হৃদয় অমনি উছলিয়া উঠিল। সে বলিল—

"ঠিক বলিয়াছেন, বৌ-ঠাকরুণ, ঠিক বলিয়াছেন। এই স্থানের প্রতি ধূলিকণা পবিত্রতামাখা। আমি এখানে গড়াগড়ি দিব—এই রজোরাশি গায় মাখিব।"

ইহা বলিতে বলিতে উপেন যথার্থই সেস্থানে গড়াগড়ি দিল এবং সেখানকার ধূলি উঠাইয়া বুকে মাখিতে লাগিল।

শরৎশশী বলিলেন,—

"ঠাকুরপো, পাগল হইও না। চল ঘরে চল। অনেক কথা আছে।"

ইহা বলিয়া তিনি প্রদীপহস্তে সেই ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিলেন;

উপেন তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল। তিনি ঘরে ঢুকিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, একখানা খাট দেখাইয়া বলিলেন,—

"ঠাকুরপো! ঐ তোমার ফুলশয্যার খাট। উহা এখন সতীর পীঠস্থান। ঐ খাটে শুইয়া তোমার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার জীবনক্ষয় হইয়াছে। ব্যারাম যখন খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তখন আমি বলিলাম, 'বোন, তোমার মার কাছে তোমাকে পাঠাইয়া দিই, সেখানে ভাল চিকিৎসা হবে।' ইহার উত্তরে সে কি বলিয়াছিল শুনিবে? সে বলিল,—না দিদি—আমি প্রাণ থাকিতে এ খাট ছাড়িয়া যাব না। এই খাটে শুইয়া আমি কতদিন রাত্রি জাগিয়া, সেই মুখ পানে তাকাইয়া রহিয়াছি। মরি ত আমি এখানেই মরিব।"

ইহা বলিয়া শরৎশশী চক্ষু মুছিলেন। উপেনের চক্ষু স্থির, তাহাতে একটুও জল নাই।

শরৎশশী আবার বলিলেন,—

"এখানে কত চিকিৎসা করান হইল, কিছুতেই ফল হইল না। প্রথম হইতেই মরিব বলিয়া যেন তাহার কেমন একটা জেদ হইয়াছিল। মুখে সর্ব্বদা সেই একই কথা—আমি তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না—আমি নিশ্চয়ই মরিব।"

এই কথাটী শুনিয়া উপেন "উঃ" বলিয়া এক গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। যেন তাহার বুকের একখানা হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। তবুও তাহার চোখে জল নাই।

শরৎশশী আবার বলিলেন,—

"তার পর সেই মৃত্যুসময়ের কথা—সে দৃশ্য দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। তোমার একখানি ছোট ফটো ঐ খানে টাঙ্গান ছিল। সে কেবল দিনরাত্রি সেখানার দিকে তাকাইয়া থাকিত। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বক্ষণে যখন তাহার দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গেল, যখন সে ফটো আর

ভাল দেখা গেল না, তখন আমাকে তাহা পাড়িয়া বুকের উপর রাখিতে বলিল। পরে তোমার ছবি দেখিতে দেখিতে, তাহার চোখের আলো নিবিয়া গেল,—তোমার ছবি বুকে ধরিয়া তাহার হৃদয় স্পন্দহীন হইল,—তোমার কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরোধ হইল,—তোমার মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে তাহার প্রাণ বাহির হইল!"

এই কথা শুনিতে শুনিতে উপেন এক গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং বলিল,—"আর শুনিতে চাই না—যথেষ্ট হইয়াছে—আর না!"

শরৎশশী চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—

"এখনও শেষ হয় নাই—আরও একটা শেষ কথা আছে। তাহার মুখের সেই শেষকথাটী শুনিবে কি?—চারুলতাকে বিয়ে করিতে বলিও, আমি তাহাতে সুখী হব।"

এই কথা শুনিয়া উপেন অমনি ধড়াস্ করিয়া সেই খাটের উপর শুইয়া পড়িল। সেই খাট বক্ষে ধারণ করিয়া, অজস্রধারে রোদন করিতে লাগিল। যেন বৈশাখের কালো মেঘ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গুম্ হইয়া থাকিয়া, কলসে কলসে জল ঢালিতে লাগিল। শরৎশশী এই অশ্রুপাতকে শুভলক্ষণ মনে করিলেন। তিনি সেখানে প্রদীপ রাখিয়া, উপেনের জন্য বিছানা লইয়া আসিলেন এবং অনেক কষ্টে সেই খাটে বিছানা পাড়িয়া, তাহাকে সেখানে শোয়াইলেন। উপেন একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাকে বনলতার কথা আদ্যোপান্ত শুনাইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া উপেন "দাদার বাসায় যাই" বলিয়া বাড়ী হইতে প্রস্থান করিল।

উপেন বিলাত হইতে কি হইয়া আসিয়াছে, তাহা লইয়া গ্রামের সকলে আলোচনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"জজ হইয়া আসিয়াছে।" আর একজন বলিল, "জজ নয়—মাজিষ্টের।" আর

একজন বলিল,—"আরে তুমি জান না—জজ মাজিষ্টের হইলে বুঝি আমাদের মতন কাপড় পরে, আর আমরা এত কাছে বসিতে পারিতাম ?" আর একজন খুব বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কিছু জান না, আমি ঠিক জানি। জজও নয় মাজিষ্টেরও নয়, বারিষ্টার হইয়া আসিয়াছে।" একথা শুনিয়া রহিমের ভাই করিম বলিল,—"আচ্ছা, বারিষ্টার কারে কয় ? মাজিষ্টারের ছোট ভাই না কি ?" তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া সলিমুল্লা সেখ বলিল,—"তোমাগো যেমন বুদ্ধি ! বারিষ্টার হইলে বুঝি ঐ রকম বোকার মত চুপ করিয়া বস্যা থাকে ? জান না, আমার মেয়া ভাইর প্যাটে সড়কী মারার মোকদ্দমায় আমি যে বারিষ্টার আন্‌ছিলাম—তাহার নাচনি-কুঁদনী, হাতনাড়ার ভঙ্গি, আর কথার চোটে জজ সাহেব পর্য্যন্ত ভয়ে অস্থির হইয়া গেল। শ্যাষে বেগতিক দেখ্যা কয় যে, আসামী খালাস। আমি ত মনে মনে হাসিয়া খুব নাম্বা এক সেলাম দিয়া, অমনি গারদের থিকে বাহিরে আস্‌লাম। ও আল্লা !—সেই একজন বারিষ্টার দেখ্‌ছিলাম। আর ইনি বুঝি বারিষ্টার ? এনার মুখ দিয়া এট্টা কথা বাহির হয় না ! ঠিক যেন মেচি বিড়াল !"

অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, উপেন জজও হয় নাই, মাজিষ্টেরও হয় নাই, এমন কি বারিষ্টারও হয় নাই ;—তার যেমন কপাল, সাতসমুদ্র তেরনদীর জল খাইয়া, জাতি-ধর্ম্ম খোয়াইয়া, সে হইয়া আসিয়াছে কি—না এক "ন্যাদানে গুরু" অথাৎ স্কুল মাষ্টার !

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### ধ্রুবতারা।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার তিনদিন পরে, একদিন প্রভাতে ঢাকায় বীরেনের বাসার সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল। বীরেন তখন মুখ হাত ধুইয়া সবে বাহিরে আসিয়াছেন, এখনও মোয়াক্কেল-দিগের সমাগম হয় নাই। গাড়ীতে কে আসিল, তাহা দেখিবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, মলিনবেশে ও মলিনমুখে উপেন গাড়ী হইতে নামিল।

বহুদিনের পরে বাল্যসুহৃদ্‌কে পাইয়া, বীরেন তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইলেন এবং কতকক্ষণ পর্য্যন্ত দুইজনে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া থাকিলেন। উপেন বলিল,—

"চল—একটী নির্জ্জন ঘরে আমাকে লইয়া চল।"

বীরেন অমনি তাহাকে একটী অন্দরের গৃহে লইয়া গেলেন, এবং উপেন আসিয়াছে বলিয়া তাঁহার গৃহিণীকে সংবাদ দিলেন। গৃহিণী শশব্যস্তে আসিয়া একটী রুদ্ধ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া, উপেনকে দেখিতে লাগিলেন।

বীরেন আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইলে, উপেন ছলছলনেত্রে বলিল,—

"ভাই বীরেন, তোমাদের কাছে চিরবিদায় লইতে আসিয়াছি। এ হতভাগাকে বিদায় দাও।"

ইহা বলিতে বলিতে উপেনের চক্ষু দিয়া জলধারা ছুটিল। বীরেন সহসা কি উত্তর দিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না। অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন,—

"ভাই উপেন, তুমি বুদ্ধিমান্, বহুদর্শী ও বিচক্ষণ। এত উতলা হইও না, শান্ত হও।"

"কে শান্ত হইবে? আমি? এ জীবনে নয়। এ পৃথিবীতে আর সান্ত্বনালাভের আমার কি জিনিষ আছে ভাই? বল—বল—তুমি আমাকে কেন মৃত্যুর পথ হইতে ফিরাইয়াছিলে? কোন্ সুখে আমি দেশে আসিলাম? আমার সেই দরিদ্রের কুটীরের রত্ন-প্রদীপটী কোথায় ভাই? আমি যাহার স্নিগ্ধ আলোকে এই দুর্গম অন্ধকারময় জীবনের পথ খুঁজিয়া লইব বলিয়া এত আশা করিয়াছিলাম, আমার সেই প্রদীপটী কোথায়? আহা! আমার সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল মণিময় প্রদীপটী তেলের অভাবে নিবিয়া গিয়াছে! নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন রজনীর মেঘ কাটিয়া গেলে, আমার হৃদয়াকাশ উজ্জ্বল করিয়া যে ধ্রুবতারাটী ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—যাহার পবিত্র স্থিরজ্যোতিঃ প্রতিনিয়ত নয়নসমক্ষে রাখিয়া আমি লণ্ডন সহরের দুর্জ্জয় রিপুর প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলাম,—আমার সেই তারাটী ডুবিয়া গিয়াছে। এখন অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার—আমার জীবন কেবল নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি ঘোর পাপী—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি বল।"

বীরেন তাহার হাত ধরিয়া নিকটে বসিয়া সস্নেহে বলিলেন,—

"তুমি কি করিবে ভাই!—যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে।"

"না—না—তোমার অদৃষ্ট মানি না। তাহার মৃত্যুর আমিই কারণ—আমিই তাহাকে বধ করিয়াছি। ভাই, জান না, এই পাপাত্মার অসাধ্য কাজ নাই। সেই শেষ বিদায়ের দিন যখন সে আমাকে বলিয়াছিল—"আমি তোমার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না—তুমি চারুলতাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইও"—আমি কেন তখন তাহাকে বাঁচিতে বলিলাম না? তখন কেন বলিলাম না—"তুমি বাঁচিয়া থাক, তুমি আমার যথা-সর্ব্বস্ব—আমার সাতরাজার ধন!" কেবল আমার উপেক্ষায়—আমার অবহেলায়—আমার অনাদরে—সে মরিয়াছে। এক দিনে নয়—দশ দিনে নয়—দুই বৎসরে তিল তিল করিয়া তাহার জীবন ক্ষয় হইয়াছে। আর

সেই মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তে আমার একখানি ছবি বুকে রাখিয়া—আমার কথা বলিতে বলিতে—আমার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে তাহার প্রাণ বাহির হইয়াছে! সেই পতিপ্রাণার শেষ অনুরোধ কি—শুনিবে? 'চারুলতাকে বিবাহ করিও'।"

ইহা বলিতে বলিতে উপেনের কণ্ঠরোধ হইল। চক্ষু দিয়া প্রবল-বেগে অশ্রুধারা পতিত হইয়া গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া গেল। বীরেন নিজের চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহার চক্ষু মুছিয়া দিলেন। বীরেনের পত্নীও অন্তরালে দাঁড়াইয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

উপেন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বলিতে লাগিল,—

"স্বামীর কল্পিত সুখের জন্য নিজের জীবনকে আর কে কবে এরূপ বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছে? সে যেন আমার সুখের জন্যই জীবনধারণ করিত—আমার সুখ হইবে ভাবিয়া সেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। আমার উপেক্ষাসত্ত্বেও জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাকে ধ্যান করিয়াছে। এখন বল দেখি ভাই, সে কি দেবী—না মানবী? বহুদিন পূর্ব্বে আমি তোমাকে যে আধ্যাত্মিক প্রেমের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা ইহাই নয় কি?"

বীরেন।—তা'ত নিশ্চয়ই।

উপেন।—তবে আমিও সেই প্রেমের প্রতিদান করিব। আমিও তাহারই মতন তাহাকে স্মরণ করিয়া, তাহার পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তিল তিল করিয়া এ পাপজীবন ক্ষয় করিব। ইহাই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

বীরেন।—আচ্ছা, যাহা করিতে হয় করিও। এখন একটু শান্ত হও। চা আনিতে বলিব কি? একটু চা খাবে?

উপেন।—চা? আমি কখনও চা খাই না। তুমি ত জান, আগে খাইতাম না—এখনও খাই না। যাও—তুমি এখন বাহিরে যাও—

তোমার জন্য কত লোক বসিয়া আছে। আমি এখানে একটু বিশ্রাম করি। পরে আর সব কথা হবে এখন।

বীরেন।—আচ্ছা, তুমি বিশ্রাম কর। তুমি কি খাইবে তাহা জানিবার জন্য ঐ দেখ তোমার বৌ-দিদি দাঁড়াইয়া আছে।

এই কথা বলিতেই বীরেনের স্ত্রী ঘোমটা টানিয়া দরজার সম্মুখে আসিলেন। উপেন উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—

"আমার থাবার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আমি মাছ মাংস পরিত্যাগ করিয়াছি, আমি হবিষ্যাশী। বৌ-দিদি সেই যোগাড় দেখুন।"

উপেন যথাসময়ে যৎসামান্য আহার করিল। সমস্তদিন সেই ঘরে শুইয়া কাটাইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বীরেন আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং কিছু জলযোগের পর, তাহাকে ধরিয়া লইয়া বুড়ীগঙ্গার ধারে বাঁধের উপর বেড়াইতে গেলেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে বীরেন আবার মোয়াক্কেল লইয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। উপেন তাহার সেই নির্জ্জন ঘরটীতে একাকী শুইয়া অন্যমনস্কভাবে সেই দিনের "অমৃতবাজার পত্রিকা" পাঠ করিতে লাগিল। এই সময়ে সহসা সেই ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারের ধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইল। উপেন অর্দ্ধশায়িতভাবে দরজার পানে তাকাইল। দরজার নিকট দাঁড়াইয়া বীরেনের স্ত্রী বলিলেন,—

"ঠাকুরপো, এখানকার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তুমি না কি তাঁহাকে চেন।"

ইহা বলিয়া তিনি অমনি অন্তর্হিত হইলেন। আর সেই খোলা দরজারূপ ফ্রেমের মধ্যে উজ্জ্বল আলোকমণ্ডিত আর একটী রমণীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র উপেন চমকিত হইয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থা হইতে উঠিয়া বসিল। সেই রমণীও ধীরপদসঞ্চারে গৃহে প্রবেশ করিয়া, দূরে একখানি চৌকীতে উপবেশন করিল।

উপেন উঠিয়া বসিয়াই বলিল "কে—আপনি ?"

সেই রমণী বলিল,—

"হাঁ—আমি—সেই চারু।"

চারুনাম উচ্চারিত হওয়ামাত্র উপেনের শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুত্তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। সেই চারুনামের সঙ্গে জড়িত জমাট-বাঁধা পুরাতন স্মৃতিপুঞ্জ মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার হৃদয়দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। আবার চারুনামের সহিত জড়িত সেই পতিপ্রাণা সতীর জীবনের শেষমুহূর্ত্তে উচ্চারিত আর একটী মর্ম্মবিদারক স্মৃতি, তখনই সেই হৃদয়দ্বারের বিপরীত দিক হইতে আঘাত করিতে লাগিল। এই স্মৃতিদ্বয়ের যুগপৎ ঘাতপ্রতিঘাতে উপেন ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিল,—

"আপনার দুঃখের কাহিনী কলিকাতায় আসিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু আপনি কলিকাতার ঘরবাড়ী বিষয়সম্পদ ছাড়িয়া এখানে শিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত আছেন তাহা জানিতাম না। বোধ হয়, আপনিও আমার কথা শুনিয়া থাকিবেন।"

"হাঁ—সব শুনিয়াছি। শুনিলাম, আপনি নাকি বড়ই শোকবিহ্বল হইয়াছেন।"

"কে—আমি ? শোকবিহ্বল ? আমি এখনও বাঁচিয়া আছি কেন, জানি না। আমার ন্যায় হতভাগ্য এ সংসারে আর কেহ নাই। আমার মতন পাপাত্মা আর দেখিতে পাবেন না।"

"কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্যের কারণ ত আমি। আমি এত দিনে বুঝিয়াছি, আপনার যাহা কিছু মনস্তাপ—যাহা কিন্তু বিফলতা সব আমা হইতে—"

উপেন অমনি উত্তেজিত হইয়া বলিল, "চারু, পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগাইলে ? থাক্—জাগাইও না। তোমার কোন দোষ নাই—সব দোষ আমার !

দোষ আমার স্বভাবের! আমার হৃদয়ে এত সহজে দাগ পড়ে কেন?”

চারু এতক্ষণ অনেক কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়াছিল, কিন্তু আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—

“না—উপেন, দোষ তোমার নয়; দোষ সম্পূর্ণ আমার। আমিই তোমাকে কেমন অতর্কিতভাবে প্রলুব্ধ করিয়াছিলাম। পরে তুমি আমার চিরহিতৈষী শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, তাহা না বুঝিতে পারিয়া, তোমাকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম! তুমি আমার জন্য কি না করিয়াছ, কত না সহিয়াছ? তুমি আমাকে আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, কত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সেই দূর প্রবাসে গিয়াছিলে? আমার উপকার করিতে গিয়া আজ তুমি ধর্ম্মচ্যুত, সমাজচ্যুত, পত্নীধনে বঞ্চিত; পরে আমার হঠকারিতার সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া, তুমি পরীক্ষায় ফেল হইয়াছ—তোমার জীবনের আশাভরসা সব নির্ম্মূল হইয়াছে। আমার জন্য তুমি কত স্বার্থত্যাগ করিয়াছ, তাহা আমি এতদিনে না বুঝিয়াছি, এরূপ নহে। আমি তোমার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আমার হৃদয় জড় হইলেও তাহার স্পন্দন আছে—তাহা ভাবের সাড়া দিতে পারে।”—

উপেন আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল,—

“চারু, পূর্ব্ব-কথা আর তুলিও না। এমন এক দিন ছিল—যখন তোমার মুখে হাসি দেখিলে আমার হৃদয়ের আনন্দ এরূপ উছলিয়া উঠিত,—সুধাকর-কিরণে প্রশান্ত সাগরও বুঝি, তত দূর উছলিয়া উঠে না; তোমার কণ্ঠের স্বর শুনিলে, আমার হৃদয় এরূপ আনন্দে নাচিয়া উঠিত—নবমেঘশব্দে ময়ূরও বুঝি, তত সুখে নৃত্য করে না; তোমার সঙ্গলাভের জন্য আমার হৃদয় এত তীব্রবেগে ধাবিত হইত,—লৌহ-কণাও বুঝি, চুম্বকের সহিত মিলিত হইবার জন্য তত বেগে আকৃষ্ট

হয় না। আমি এই ভাবের আবেগে উন্মত্ত হইয়া জাতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, অকূলসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! সাগরে ডুব দিয়াও আমার ভাগ্যে রত্ন জুটিল না। শেষে নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে ভাসিতে ভাসিতে যদি বা একটী ভেলার আশ্রয় পাইলাম, আমার ভাগ্যদোষে তাহাও শবদেহে পরিণত হইল। কিন্তু সে শব—সতী-শব—তাহা বড়ই পবিত্র; এখন তাহাই আমার হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন। মহাদেবের ন্যায় আমি সেই সতীশব বক্ষে ধারণ করিয়া, এই বিফল জীবন কাটাইব সংকল্প করিয়াছি। আমার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য, আমি এই কঠোর শব-সাধনা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। চারু, তোমার পায়ে পড়ি—তুমি আর আমাকে প্রলুব্ধ করিও না—আমি বড়ই দুর্ব্বল-চিত্ত।

উপেনের কথায় বাধা দিয়া চারু ধীরস্বরে বলিল,—

"উপেন, এরূপ বলিও না। তুমি আমাকে এরূপ নীচ-প্রকৃতি ভাবিবে জানিলে, আমি কখনও তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতাম না। তুমি আমাকে পূর্ব্বে শ্রদ্ধা করিতে জানিতাম, সেই বিশ্বাসেই আসিয়াছি। আমি আমার হৃদয়ের কথা তোমাকে স্পষ্টই বলিতেছি,—এ জীবনের তরে এই একবার—এই শেষবার বলিতেছি—তুমিই এখন আমার হৃদয়ের এক মাত্র আরাধ্যদেবতা। কিন্তু এজন্য তুমি মনে একটুও সন্দেহ করিও না যে, আমি তোমার মন হরণ করিতে আসিয়াছি—আমি তোমার মিলনপ্রার্থী। তুমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছ, আমিও বহুপূর্ব্ব হইতে সেই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না—কেবল আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্বীকার করিয়া, তোমার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব বলিয়া আসিয়াছি। তুমি একবার মুখ ফুটিয়া বল—আমাকে ক্ষমা করিলে। তোমার মুখে একথা শুনিলে, আমি অন্তিমকালে সুখে মরিতে পারিব।"